সতীর পতি

(উপন্যাস)

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রণীত

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স
কলিকাতা

১৩৩৫

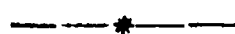
মূল্য ২৷৹

প্রকাশক—
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স
৯০।২।এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীবিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
"মানসী" প্রেস, ১৬।১।এ বীডন ষ্ট্রীট
কলিকাতা

সতীর পতি

উপহার পৃষ্ঠা



....

....

....

....

সতীর পতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

অবুঝ রমণী

বর্দ্ধমান জেলার মাধবপুর গ্রামের বারোয়ারিতলার মাঠে চালা বাঁধিয়া, "ফ্রেণ্ডস্ ড্রামাটিক এসোসিয়েসন" (সংক্ষেপে F. D. A.) কর্ত্তৃক অদ্য রাত্রিতে "আবু হোসেন" গীতিনাট্য অভিনীত হইবে, তজ্জন্য গ্রামের যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে। রাত্রি ৯টার সময় অভিনয় আরম্ভ। সূর্য্যাস্ত না হইতেই ঘরে ঘরে উনান জ্বলিয়াছে—ছেলেরা আটটার পূর্ব্বে আহার সারিয়া লইতে চায়। ছেলেদের মায়েরা বাপেরাও যে এ বিষয়ে নিতান্ত নির্লিপ্ত, তাহাও বলা যায় না; তবে তাঁহাদের মনের ঔৎসুক্য, কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের ঘন আবরণে আচ্ছাদিত।

ভর-সন্ধ্যার সময় দুই জন যুবক আসিয়া এক গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া হাঁকিল, "মিঞা সাহেব,—মিঞা সাহেব,—বাড়ী আছ?"

মিঞা সাহেবের মা তখন তুলসীতলায় প্রদীপ দেখাইতেছিলেন। প্রণাম করিয়া উঠিয়া, বন্ধ দরজার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কে ?"

একজন উত্তর করিল, "খুড়ী-মা, আমি অবিনাশ। হীরু দাদা বাড়ীতে আছে ?"

এই গৃহের যুবক-কর্ত্তা হীরালাল বসুই আগন্তুকদ্বয়ের উদ্দিষ্ট মিঞা সাহেব। আজ ছয় মাস ধরিয়া আবু হোসেনের রিহার্শাল চলিতেছে—নায়কের ভূমিকা হীরালালই পাইয়াছে; তাই বন্ধুবান্ধবেরা রহস্য করিয়া তাহাকে 'মিঞা সাহেব' বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে।

"হীরু দাদাকে একবার ডেকে দাও না, খুড়ী-মা !"

এই সময় খিড়কীর দ্বার দিয়া, হাতে গাড়ু, কাঁধে গামছা হীরালাল অঙ্গনমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার বয়স ২২।২৩ বৎসর, রঙটি বেশ ফর্সা, উজ্জ্বল ডাগর চক্ষু—এবং একটা লক্ষ্য করিবার জিনিষ—দাড়ীটি তার, ঠিক থিয়েটরের আবু হোসেনের মতই। ইহা, 'আশ্চর্য্য ঘটনা-সমতা' নহে—এই ছাগল-দাড়ী ইচ্ছাকৃত এবং চেষ্টাকৃত। হীরালাল যে আবু হোসেন সাজিবে, ইহা ছয় মাস পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়া ছিল; অভিনয়কালে যাহাতে কৃত্রিম দাড়ী লাগাইতে না হয়, সেই উদ্দেশ্যে হীরালাল দাড়ীটি এই ভাবে তৈরি করিয়া লইয়াছে।

পুত্রকে দেখিয়া জননী কহিলেন, "ও হীরু, অবু এসেছে তোকে ডাকছে।"

হীরালাল গাড়ুটি রাখিয়া, গামছায় মুখ মুছিতে মুছিতে, "কে, অবিনাশ ?" বলিয়া, গিয়া সদর দরজা খুলিল। দ্বিতীয় যুবককে দেখিয়া বলিল, "জাঁহাপনা যে! গোলামের গরীবখানায় কি মনে ক'রে ?"

বলা বাহুল্য, এই দ্বিতীয় যুবকই আজ রাত্রিতে বাদশাহ সাজিবে। বাদশাহ হাসিয়া বলিলেন, "চল, বিপিন বাবু তোমায় ডেকে পাঠিয়েছেন।"

বিপিন বাবু—বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী এই গ্রামের জমীদার। তিনিই এফ-ডি-এ'র জন্মদাতা এবং পালনকর্ত্তা।

হীরালাল বলিল, "এই ত সবে সাতটা। এখনই কেন ?"

অবিনাশ বলিল, "বিপিন বাবু বল্লেন, হীরু না এলে কোনও কাযই এগুচ্চে না তাকে ডেকে আন। খাওয়ার জন্যে যেন দেরী না করে—এখানে এসেই খাবে।"

"কোথায় তিনি ?"

"বারোয়ারিতলায়। তিনি ত প্রায় ঘণ্টাখানেক হ'ল এসে ব'সে আছেন। চল চল, আর দেরী ক'রো না।"

হীরালাল দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিল। অবিনাশ বলিল, "ভাবছ কি ?"

"ভাবছি, আমি এখনই চ'লে গেলে মা-টাকে কে নিয়ে যাবে ? কাযকর্ম্ম সারা না হলে ত ওঁরা যেতে পারবেন না ?"

অবিনাশ বলিল, "মা-ও যাবেন, আবার টা-ও যাবেন ?"

হীরু হাসিয়া বলিল, "টা যাবে না ? তার স্বামী কি রকম

অ্যাক্টো করে, কি রকম কেলাপ পায়, সে দেখে তার নারীজন্ম সার্থক করবে না ?"

"আচ্ছা, কুছ পরোয়া নেই। আমি এসে ওঁদের নিয়ে যাব। বরং খুড়ীমার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে কথাটা পাকা ক'রে রাখি।"—বলিয়া অবিনাশ অঙ্গনমধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—"খুড়ী-মা, হীরু দাদাকে আমরা এখন নিয়ে চল্লাম। সেখানেই সে খাবে। জমীদারবাড়ী থেকে বড় বড় দু ঝুড়ী লুচী, বেগুন ভাজা, আলুর দম, হাঁড়ি হাঁড়ি সন্দেশ, রসগোল্লা এই সব এসেছে। দুটে টিনের ক্যানাস্তারায় চায়ের জল ফুটছে। রাত ৯টায় প্লে আরম্ভ। আপনারা তৈরি হয়ে থাকবেন আমি সাড়ে আটটার সময় এসে আপনাদের নিয়ে যাব।" বলিয়া খুড়ীমার উত্তরের প্রতীক্ষামাত্র না করিয়া, অবিনাশ আবার বাহির হইয়া গেল।

হীরু বলিল, "আচ্ছা, তোমরা এগোও, আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।"

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া হীরালাল বলিল, "তা হ'লে মা, আমি এখন বেরুই। ঘণ্টাখানেক পরে এসে অবিনাশ তোমাদের নিয়ে যাবে।"

মা বলিলেন, "না বাবা, আমি থিয়েটার দেখতে যাব না। ঠাকুর-দেবতার কথা নয় কিছু নয়, মিছামিছি কেন ?"

হীরু বলিল, "নাই বা হ'ল ঠাকুর-দেবতার কথা মা! যা হোক্ একটা গল্প ত বটে। তা ছাড়া তোমার ছেলে অ্যাক্ট করবে, তুমি দেখবে না ?"

মা বলিলেন, "না বাবা, সে গল্প আমি জানি। বৌমা

আরব্যোপন্যাস থেকে প'ড়ে আমায় শুনিয়েছেন। সে আমার দেখবার দরকার নেই।"

হীরু পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। অবশেষে মা প্রকৃত কারণ তাহাকে খুলিয়া বলিলেন,—"তোর বউ তোকে চাদর চাপা দিয়ে, ওগো আমার কি হ'ল গো! ব'লে বুক চাপড়াবে, মা হয়ে আমি কি তা চোখে দেখতে পারি? আমি যাব না, বউমাকে বরঞ্চ মেঝ বউ, ছোট বউয়ের সঙ্গে পাঠিয়ে দেবো।"

হীরু হতাশ হইয়া জামা-কাপড় লইতে শয়নঘরে প্রবেশ করিল। সেখানে তার স্ত্রী সুরবালা আড়াই বৎসর বয়স্কা খুকীকে কোলে লইয়া উপস্থিত ছিল। হীরু জামা গাঁয়ে দিতে দিতে বলিল, "মা ত কিছুতেই যেতে রাজী হলেন না। তুমি তা হ'লে খুড়ীমাদের সঙ্গেই যেও। ঘণ্টাখানেক পরে অবিনাশ তোমাদের নিতে আসবে।"

সুরবালা বলিল, "আমি যাব না।"

"কেন? তোমার আবার কি হ'ল?"

"এমনি।"

হীরু স্ত্রীর নিকট সরিয়া গিয়া, প্রথমে মেয়েকে আদর করিয়া, তার পর স্ত্রীর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিল, "কেন যাবে না? আমি কেমন অ্যাক্ট করি, তুমি দেখবে না? হয়ত লোকে আমায় কত প্রশংসা করবে, সে সব শুনতে তোমার সাধ হয় না?"

সুরবালা বলিল, "তা হয় বটে। কিন্তু ও সব তোমরা যা করবে, আমি দেখতে পারবো না। সে আমার সইবে না।"

"কি সব আমরা করবো? মা'র যে জন্যে আপত্তি, তোমারও

কি তাই নাকি? মা হলেন সেকেলে মানুষ, নেহাৎ কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ওঁর কথা ছেড়ে দাও। সত্যি ত আমি মরবো না গো! অভিনয় বৈ ত নয়, তাতে আর দোষটা কি?"

সুরবালা বলিল, "হোক অভিনয়, সে দৃশ্য চোখে দেখা আমার সাধ্যি নয়—তা ছাড়া—" বলিয়া সুরবালা চুপ করিল।

"তা ছাড়া আবার কি?"

সুরবালা এবার হাসিয়া বলিল, "তা ছাড়া, একটা ছুঁড়ীকে নিয়ে তুমি প্রেম করবে, তাকে বিয়ে করবে, তাকে প্রাণেশ্বরী ব'লে ডাকবে, সে আমি চোখে দেখতে পারবো না, আমার ভয়ানক রাগ হবে!"

হীরু বলিল, "ছুঁড়ী কোথা? সে ত ছোঁড়া। ঐ চক্রবর্ত্তী পাড়ার বিনোদ মুখুয্যে।"

সুরবালা বলিল, "হোক ছোঁড়া, ছুঁড়ী সেজে তোমায় স্বামী ব'লে ডাকবে, তুমি তার গায়ে হাত দেবে ত? সে আমি দেখবো না—দেখবো না—দেখবো না।"

স্ত্রীকেও কোনও মতে রাজী করিতে না পারিয়া, দুঃখিত মনে হীরালাল বাহির হইয়া গেল।

এই অবসরে এই পরিবারের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান আবশ্যক। হীরুর পিতা সর্ব্বেশ্বর বসু দশ বৎসর পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দুই ভাই, দুই বোন্ ছিল। মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা পরলোক-পথে তাঁহার অগ্রগামী হইয়াছিলেন। মধ্যম ভ্রাতা সন্তান-সন্ততি রাখিয়া যান নাই। কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদুনাথ বসুর একটি

পুত্র আছে, তাহার নাম চুনিলাল, বয়স ১২।১৩ বৎসর, সে এই গ্রামের মাইনর স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করে। হীরালালের পিসীমা দুই জন আপন আপন শ্বশুরালয়ে বাস করেন। সুতরাং পরিবারে এই সাতটি প্রাণী—তিনটি বিধবা মা, সস্ত্রীক সকন্যা হীরালাল ও তাহার খুড়তুতো ভাইটি। বাড়ীতে চারিখানি পাকা কুঠারী আছে; রান্নাঘর ও গোশালা মৃত্তিকানির্ম্মিত এবং খড়ে ছাওয়া। বিঘা ত্রিশ জমী আছে, তার অর্দ্ধেকের উপর খাজনা বিলি করা, বাকী কয়েক বিঘা ভাগে চাষ করানো হয়। সে জমীগুলিতে ধান, কলাই ও আখ হয়; উৎপন্নের অর্দ্ধাংশ, যে চাষ করে, সে খায়; অর্দ্ধাংশ ইঁহাদের প্রাপ্য। জমীগুলি থাকাতে ডাল ভাতের ভাবনা ভাবিতে হয় না বটে; কিন্তু তা ছাড়াও অন্য রকমের কত খরচ ত আছে! পূর্ব্বের সস্তাগণ্ডার দিনে কষ্টেসৃষ্টে এক প্রকার চলিয়া যাইত, কিন্তু দিন দিন সকল জিনিষের মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, এখন আর দিন চলা দুষ্কর। হীরু নিকটবর্ত্তী গ্রামের স্কুল হইতে দুইবার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল হইয়া পড়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। এ দিকে বছর দুই তিন আড্ডা দিয়া, তাস পিটিয়া, থিয়েটর করিয়া কাটাইয়াছে; কিন্তু আর কাটে না। এখন একটা চাকরী-বাকরীর চেষ্টায় তাহাকে বাহির হইতেই হইবে। এত দিন সে কলিকাতায় যাইত, কেবল এই থিয়েটারের অভিনয় জন্য আটক পড়িয়াছে। পাঁজি দেখিয়া দিন স্থির করাই আছে, পরশ্ব হীরালাল কলিকাতা যাত্রা করিবে। জমীদার বিপিন বাবু কলিকাতার দুই জন বিশিষ্ট বন্ধুর নামে অনুরোধপত্র লিখিয়া দিবেন বলিয়াছেন।

তাঁহাদের সাহায্যে কলিকাতায় একটা কিছু কায-কর্ম্ম জুটিয়া যাইবেই, এ ভরসা আছে।

অবিনাশ যথাসময়েই আসিয়াছিল। হীরালালের জননী ও পত্নীকে লইয়া যাইবার জন্য সেও খুব পীড়াপীড়ি করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। অবশেষে হীরুর দুই খুড়ীমাকে লইয়াই সে গিয়াছিল।

অভিনয় শেষ হইতে রাত্রি দুইটা বাজিয়া গেল। অভিনেতারা গ্রীণরুমে প্রবেশ করিতেই অনেকে হীরালালকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া, তাহার প্রতি অজস্র প্রশংসাবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। স্বয়ং বিপিন বাবু তাহার করমর্দ্দন করিয়া উচ্ছ্বসিতভাবে বলিতে লাগিলেন, "হীরু ভাই, তুমি আজ যে প্লে করেছ, অতি চমৎকার—একেবারে নিখুঁৎ বল্লেই হয়। তোমা হতেই আজ এফ-ডি-এ'র মুখরক্ষা হ'ল। পর্শু ড্রেস রিহার্শেলের সময়ও আমি মনে করিনি যে, তোমার প্লে এত ভাল ওৎরাবে।"

বিপিন বাবুর জনৈক মোসাহেব ললিত বক্সী বলিল, "হীরু একটা জিনিয়স, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। প্লে যা করেছে, একেবারে লি গ্র্যাণ্ডি! যতবার ড্রপ পরেছে, আমি অডিয়েন্সের ভিতর গিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্ত্তা শোনবার চেষ্টা করেছি। পাঁচখানা গ্রামের লোক, এক মুখে সুখ্যাতি করেছে। ওরই মধ্যে যারা লেখাপড়া জানে, কলকাতায় যাওয়া আসা করে, তাদের কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি—'এমন প্রতিভাশালী অভিনেতা, ক্যালকাটা ষ্টেজেও আমরা খুব কমই দেখেছি।' মিঞা সাহেব, তুমি ত

ভাই চাকরী-বাকরীর চেষ্টায় পর্শু'ই কলকাতায় চল্লে শুন্‌ছি, এ গরীবের একটি কথা মনে রেখ। কেরাণীগিরির ফাঁদে পা না দিয়ে, তুমি যদি চেষ্টা-বেষ্টা ক'রে কোনও পাবলিক থিয়েটরে ঢুকে পড়তে পার ত অল্পদিনের মধ্যেই তুমি নাম ক'রে নিতে পারবে—কেরাণী-গিরির চেয়ে মাইনেও ঢের বেশী পাবে। এমন এক দিন আসবে, যখন থিয়েটরওয়ালাদের মধ্যে তোমায় নিয়ে রীতিমত কাড়াকাড়ি প'ড়ে যাবে, এক থিয়েটরের এগ্রিমেণ্টের কাল উত্তীর্ণ না হতেই, মোটা টাকা পকেটস্থ ক'রে অন্য এক থিয়েটরে তুমি ঢুকবে, তোমার নামে মোকদ্দমা হবে, এ আমি ব'লে রাখলাম।"—বক্সীর শেষের কথাগুলি শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিল।

নিজের স্বর্ণনির্ম্মিত সিগারেট-কেস হইতে হীরালালকে একটা সিগারেট দিয়া বিপিন বাবু বলিলেন, "বক্সী কিন্তু বলেছে, মন্দ কথা নয় হে! কথাটা একটু ভেবে দেখতে হবে হীরু। ওহে তোমরা সব গোছ-গাছ ক'রে নাও, অনেক রাত হয়েছে। চল্লাম ভাই হীরু। কাল তা হ'লে কখন্ তুমি আমার কাছে আসছ?"

হীরু বলিল, "কালকে ঘুম ভাঙ্গতে বোধ হয় একটু বেলাই হবে। বিকেল ৩টে ৪টের সময় আসবো এখন। কি বল?"

"বেশ, তাই এস।"—বলিয়া বিপিন বাবু হীরালালের করমর্দ্দন করিয়া, অন্যান্য সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। একজন পাইক 'হ্যারিকেন' ধরিয়া সম্মুখে, এবং এক জন দ্বারবান্ লাঠি হস্তে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতা যাত্রা

পরদিন যথাসময়ে হীরালাল গিয়া বিপিন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল।

বিপিন বাবুর বয়স ২৫ বৎসর। কলেজে উচ্চশিক্ষা না পাইলেও তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যের মোটামুটি পরিচয় অবগত আছেন। কয়েকখানি বাঙ্গালা মাসিক ও ইংরাজী সংবাদপত্র তিনি রীতিমত পাঠ করিয়া থাকেন। তবে নাট্যকলার দিকেই তাঁহার ঝোঁকটা একটু বেশী—নহিলে স্থানীয় এফ-ডি-এর জন্য এত টাকা তিনি খরচ করিতেন না।

বিপিন বাবু নিজ বৈঠকখানায়, টানা-পাখার তলায়, ফরাস বিছানার উপর অর্দ্ধশয়ানভাবে তাকিয়া হেলান দিয়া, খবরের কাগজ পাঠ করিতেছিলেন। পার্শ্বে একটি গুড়গুড়ির সরপোষ ঢাকা কলিকা হইতে সুগন্ধি ধূম উদ্গত হইতেছিল; মাঝে মাঝে নলটা হাতে করিয়া, দু' চার টান টানিয়া, আবার রাখিয়া দিতেছিলেন। হীরালাল প্রবেশ করিতে, উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "এস ভায়া, ব'স।"

হীরালাল তাঁহার অনতিদূরে উপবেশন করিল। বিপিন বাবু গুড়গুড়ির নলটা তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "কাল তা হ'লে রওয়ানা হচ্ছ?"

হীরালাল বলিল, "হ্যাঁ, তাই ত ঠিক করেছি।"

বিপিন বাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ঠিক ত করেছ ভাই, কিন্তু চাকরীর বাজারের যে অবস্থা হয়েছে শুনতে পাই,—প্রথম ত একটা কিছু জোটাই ভার। তার পর জুটলেও, বড় জোর ত্রিশ কি চল্লিশ টাকা মাইনে হ'তে পারে। কলকাতার বাসা-খরচ, নিজের কাপড়-চোপড় খরচ বাদে কি-ই বা তুমি বাড়ীতে পাঠাবে! তার পর, চিরটা জীবন স্ত্রী-পুত্র পরিবার ছেড়ে বিদেশেই প'ড়ে থাকা। সে দিন হরিধন এসেছিল; তুমি ত জান, কলকাতায় কোন্ মার্চ্চেন্ট আপিসে চাকরী করে সে। তার একমাস ছুটী পাওনা হয়েছিল, সে ছুটী নিয়ে বাড়ী এসেছে। পঞ্চাশটি টাকা মাইনে পায়, কলকাতায় বাসা ভাড়া ক'রে পরিবার নিয়ে যে বাস করবে, তার উপায় নেই। কথায় কথায় সে বল্লে, "বৌ দুঃখ ক'রে বলছিল, পাঁজি দেখতে দেখতেই জীবনটা কাটলো!"

হীরালাল কথাটার ভাব বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পাঁজি দেখতে দেখতে কেন?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "কলকাতার অতি নিকটে যাদের বাড়ী, তারা ডেলি প্যাসেঞ্জারি ক'রে চাকরী বাজায়। যাদের বাড়ী তার চেয়েও দূরে, তারা শনিবার শনিবার বাড়ী যায়। আমাদের এ গ্রাম কলকাতা থেকে এতটাই দূরে যে, এ গ্রামবাসী কলকাতার কেরাণীরা শনিবার শনিবারও বাড়ী আসতে পারে না। ১২ দিন পূজোর ছুটী, ৯ দিন বড়দিনের, ৪ দিন গুডফ্রাইডের। বছরে এই তিন বার মাত্র তারা বাড়ী আসতে পায়। সুতরাং ছুটী অন্তে স্বামী

চ'লে যাবার কিছু দিন পর থেকেই, বৌ পাঁজি দেখতে আরম্ভ করে—পরের ছুটীর আর কত দিন বাকী। তাই হরিধনের বৌ বলেছে, পাঁজি দেখতে দেখতেই জীবনটা কাটলো!"—বলিয়া বিপিন বাবু একটু মৃদুহাস্য করিলেন।

একটি ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হীরালাল বলিল, "হুঁ, তা বটে!"—বলিয়া গড়গড়ার নলটি বিপিন বাবুর হাতে দিল।

বিপিন বাবু কিয়ৎক্ষণ নীরবে ধূমপান করিলেন। তার পর বলিলেন, "দেখ, কাল হঠাৎ ললিত বক্সীর মুখ থেকে যে কথাটা বেরুল, তা আমি বেশ ক'রে ভেবে দেখেছি। কলকাতায় আজ-কাল শুনেছি, ভাল অভিনেতার ভারি কদর, আর বেশ মোটা মোটা মাইনেও তারা পাচ্ছে। তেমন প্রতিভাশালী লোক হ'লে দু'শো, তিন শো, এমন কি, পাঁচশো টাকা মাইনেও নাকি তারা পায়। তা ছাড়া, যারা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ক'রে জীবিকানির্ব্বাহ করে, পূর্ব্বে লোকে যেমন তাদের একটা বওয়াটে, মাতালের দল ব'লে নীচু নজরে দেখতো, শুনেছি এখন নাকি সে ভাবটা নেই! এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় বি-এ, এম-এ ডিগ্রীধারী যুবকরাও নাকি অসঙ্কোচে থিয়েটরে ঢুকছে—তাতে বেশ মোটা মোটা মাইনে পাচ্ছে, সমাজেও তাদের হীন হয়ে থাকতে হচ্ছে না। আমার মনে হয়, কলকাতার থিয়েটারওয়ালারা যদি তোমার গুণের পরিচয় একবার পায়, ললিত বক্সীর কথাই ঠিক, তা হ'লে তোমায় তারা লুফে নেবে।"

হীরালাল বলিল, "কিন্তু আমার ত আর বি-এ, এম-এ ডিগ্রী নেই!"

"তা, নেইবা থাকলো। তারা যেমন ভাল প্লে করে, তুমিও যদি সেই রকম অথবা তার চেয়ে ভাল প্লে করতে পার, তা হ'লেই ত হ'ল। আমি তোমাকে যে দু' জন বন্ধুর নামে চিঠি দেবো, তুমি যদি বল, তাঁদের এ কথাও লিখে দিতে চাই যে, তুমি এক জন খুব ভাল অ্যাক্টর, কোনও থিয়েটরের কর্ত্তাদের সঙ্গে যদি তাঁদের আলাপ থাকে, তা হ'লে সে দিকেও একটু চেষ্টা যেন তাঁরা করেন।"

এ কথা শুনিয়া হীরালাল ভাবিতে লাগিল। ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া বিপিন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল ?"

হীরালাল বলিল, "তাই ত ভাবছি!"

"কেন, এতে ভাবনার কি আছে ?"

হীরালাল একটু হাসিয়া বলিল, "আমার অর্দ্ধাঙ্গিনীর আবার মত হ'লে হয়।"

"কেন, তিনি অমত করবেন কেন ? পাছে কোনও নটীর প্রেমে প'ড়ে যাও ?"—বলিয়া বিপিন বাবু হাসিলেন।

হীরালাল বলিল, "সে ত বহু দূরের কথা"—বলিয়া, কি কারণে তাহার স্ত্রী গত রাত্রিতে অভিনয় দেখিতে আসিতে সম্মত হয় নাই, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিল। তারপর বলিল, "সাজা স্ত্রীলোককে আমি প্রণয়-সভাষণ করবো, তাই তার সহ্য হয় না,—এ ত জলজ্যান্ত আসল স্ত্রীলোক !"

শুনিয়া বিপিন বাবু হাসিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, তা, থিয়েটরে ঢুকে যদি তোমার মোটা মাইনে হয়, তা হ'লে তোমার গিন্নী ঐটুকুতে আপত্তি করবেন না বোধ হয়। কথায়

বলে, পেটে খেলে পিঠে সয়।”—বলিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া বিপিন বাবু চিঠি লিখিবার সরঞ্জাম আনিতে আদেশ করিলেন। সেগুলি আনীত হইলে বিপিন বাবু চিঠি লিখিতে লাগিলেন, ভৃত্য তাঁহার ইঙ্গিত অনুসারে নিবন্ত কলিকাটি গুড়গুড়ি হইতে তুলিয়া লইয়া নূতন করিয়া সাজিতে গেল। হীরালাল বিপিন বাবুর পরিত্যক্ত সংবাদ-পত্রখানি পাঠে মন দিল।

বিপিন বাবুর চিঠি লেখা শেষ হইতে প্রায় ২০ মিনিট লাগিল। চিঠি শেষ করিয়া তিনি গুড়গুড়ির নল হাতে লইতেই হীরালাল বলিল, “ওহে, পড়েছ, কলকাতায় কি কাণ্ডটা হয়ে গেছে?”

বিপিন বাবু বলিলেন, “শিখে মুসলমানে লড়াই?”

“হ্যাঁ। আর্য্যসমাজীরা তাদের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শোভা-যাত্রা ক’রে বাজনা বাজিয়ে মসজিদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, তাতে মুসলমানরা ক্ষেপে উঠে খুব দাঙ্গা করেছে—কি ভয়ানক!”

বিপিন বাবু বলিলেন, “হ্যাঁ, পড়েছি। পর্শু এ ঘটনা ঘটেছে। জানিস ত বাপু মসজিদের কাছে বাজনা বাজালে মুসলমানরা ক্ষেপে ওঠে, সেখানে বাজনা বাজাবার কি দরকার? দেখ না, কত মাথা ফেটেছে—লোক মরেছে পর্য্যন্ত—শেষে সশস্ত্র পুলিস এসে দাঙ্গা থামায়।”

হীরালাল বলিল, “ভাগ্যিস পর্শু আমি কলকাতায় পৌছিনি—আমার মাথাতেও লাঠি পড়তো কি না কে জানে!—আচ্ছা, এত দিনে সব মিটে গেছে বোধ হয়।”

বিপিন বাবু বলিলেন, “নিশ্চয়। ও সেই দিনই মিটেছে।

পুলিসের বন্দুক আর সঙীন দেখেই যে যার আপনার কোটরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।—সে যাক্, চিঠি দুখানা তুমি প'ড়ে দেখ।"

হীরালাল মনঃসংযোগসহকারে চিঠি দু'খানা পড়িল। বলিল, "বেশ হয়েছে, এখন আমার অদৃষ্ট। এখন তা হ'লে উঠি ভাই—সব গোছগাছ ক'রে নিতে হবে, ভোরবেলাই বেরুতে হবে কি না!"

বিপিন বাবু বলিলেন, "এখন উঠ্‌বে? তা ওঠ। সন্ধ্যার পর এস, আজ এখানেই খাবে।"

হীরালাল জিজ্ঞাসা করিল, "আর কাউকে বলেছ না কি?"

"না, আর কাউকে বলিনি। তুমি কাল চ'লে যাচ্ছ, আবার কবে দেখা হবে ঠিক নেই, তাই দুজনে ব'সে একটু গল্প-গুজব, খাওয়া দাওয়া করা যাবে। বেশী কিছু আয়োজন নেই, মুর্গীমাছের ঝোল দিয়ে খানকতক লুচি খাওয়া মাত্র।"

হীরালাল বলিল, "মুর্গী-মাছের ঝোল কি রকম?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "এ গল্প আমি কত লোকের কাছে ত করেছি। তুমি শোননি বুঝি? পায়রাগাছির জমিদার—তিনি সম্বন্ধে আমার মামা-শ্বশুর হন—স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে কলকাতাতেই বাস করেন। আজকাল অনেক বড়লোকেরই যেমন দেখা যায়, মেজাজটা একটু সাহেবী ধরণের। বাড়ীতে প্রকাশ্যভাবে বাবুর্চি আছে, রাতের খানাটা প্রায় ইংরাজী ধরণেরই হয়। সেবার ছেলে পিলে নিয়ে তিনি দেশে গেছেন। বাড়ীতে বুড়ো মা আছেন—অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনও সব আছে। মা জানেন যে, তাঁর ছেলে কলকাতায় বাস ক'রে বিগড়ে গেছে—খুব আচারনিষ্ঠ নয়। তাঁর

মহল আলাদা। পৌঁছেই জমীদার মহাশয় রাত্রিভোজনের জন্যে গোপনে রামপাখীর আদেশ দিয়ে রেখেছেন। তখন তাঁর একটিমাত্র মেয়ে, বয়স ৫ বৎসর। শোবার আগে মেয়ে ঠাকুরমাকে প্রণাম করতে যাবে। বাপ শিখিয়ে দিলেন, 'দেখ্ খুকী, ঠাকুরমা যদি জিজ্ঞাসা করেন কি দিয়ে ভাত খেলি, ত বলিস্ মাছের ঝোল দিয়ে খেয়েছি।' মেয়ে বল্লে আচ্ছা। যথাসময়ে মেয়ে ঠাকুরমাকে প্রণাম করতে গেল। ঠাকুরমা জিজ্ঞাসা কর্লেন, 'খুকী, কি দিয়ে ভাত খেলি?' খুকী শিক্ষানুসারে বল্লে, 'মাছের ঝোল দিয়ে।' কিন্তু গোল বাধলো বুড়ীর দ্বিতীয় প্রশ্নে—'কি মাছের ঝোল?'—এ কথার উত্তর খুকীকে কেউ শিখিয়ে দেয়নি, সুতরাং সে অম্লানবদনে উত্তর কর্লে, 'মুর্গী-মাছের ঝোল।'—মুর্গী খেয়ে এসে খুকী তাঁর পায়ে হাত দিয়েছিল, খুকী চ'লে গেলে তিনি স্নান ক'রে ফেল্লেন!—সেই অবধি আমার শ্বশুরবাড়ীতে, ফাউল কারিকে সবাই মুর্গীমাছের ঝোল ব'লে থাকে।"

শুনিয়া হীরালাল হাসিতে লাগিল। বিপিন বাবুই হীরালালকে এবং আরও কয়েকজন তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুকে নিষিদ্ধ-পক্ষীর মাংস আহারে দীক্ষিত করিয়াছেন। কলিকাতার অনেকেই মনে করেন, তাঁহারাই আলোকপ্রাপ্ত হইয়া 'প্রেজুডিস্' বর্জ্জন করিয়াছেন, পল্লীগ্রামের সকলেই এখনও খাঁটি হিন্দুই আছে—ইহা মনে করা ভুল!

আরও দুই চারিটা কথাবার্ত্তার পর, সন্ধ্যার পরই হাজির হইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া হীরালাল উঠিল।

রাত্রিতে আহার করিতে করিতে হীরালাল বলিল, "ওহে, একটা

কথা মনে পড়ল। থিয়েটরের কর্ত্তাদের কাছে আমি কর্ম্মপ্রার্থী হয়ে গিয়ে দাঁড়ালে, তারা হয়ত আমার অ্যাক্‌টিংএর নমুনা দেখতে চাইবে। আমি বলি কি, আবু হোসেনের পোষাকটি আমি সঙ্গে করেই নিয়ে যাই।"

বিপিন বাবু সম্মত হইলেন। এফ-ডি-এর সাজ পোশাকের সিন্দুক তাঁহার জিম্মাতেই থাকিত। আদেশ অনুসারে এক জন কর্ম্মচারী সেই পোষাকটি বাহির করিয়া আনিল—লংক্লথের ইজার, আদ্ধির পাঞ্জাবী, মখমলের ফতুয়া, মায় টুপী ও দিল্লীওয়াল জুতা যোড়াটি পর্য্যন্ত। আহারান্তে সেগুলি পুটুলীতে বাঁধিয়া, হীরালাল বিদায় গ্রহণ করিল।

হীরালালের স্ত্রী সুরবালা, সে রাত্রি ত প্রায় কাঁদিয়াই কাটাইল। হীরালালের চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। পাঁচ বৎসর তাহাদের বিবাহ হইয়াছে, এই প্রথম দীর্ঘদিনের জন্য দম্পতি-বিচ্ছেদ।

প্রভাতে উঠিয়া অশ্রুমুখী স্ত্রী ও নিদ্রিতা কন্যার মুখচুম্বন করিয়া হীরালাল বাহিরে আসিল। প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে, মা ও খুড়ীমা দু'জনকে ও মঙ্গল-ঘটকে প্রণাম করিয়া, মাতার আশীর্ব্বাদী দধির তিলক ললাটে ধারণ করিয়া, দুর্গা বলিয়া যাত্রা করিল।

রেল ষ্টেশন গ্রাম হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। গরুর গাড়ীতে বেলা এগারটায় ষ্টেশনে পৌছিয়া হীরালাল শুনিল, কলিকাতায় মহা গণ্ডগোল। দাঙ্গা হইতেছে। শুনিয়া হীরালাল মনে করিল, গতকল্য সংবাদপত্রে সে যাহা পড়িয়া আসিয়াছে, সেই খবরটা শুনিয়াই ইহারা এরূপ ভীতিগ্রস্ত হইয়াছে।

পৌনে বারটায় ট্রেণ ছাড়িল। বেলা দুইটার সময় ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে ট্রেণ পৌছিলে হীরালাল দেখিল, প্লাটফর্ম্মে বাঙ্গালা সংবাদপত্র বিক্রয় হইতেছে—ফিরিওয়ালা হাঁকিতেছে—"কলকাতায় বিষম কাণ্ড, হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা।"—হীরালাল দুইটি পয়সা দিয়া একখানি সংবাদপত্র ক্রয় করিল।

কাগজখানি খুলিয়া ডবল গ্রেট অক্ষরের হেডিংএ—"দাঙ্গার চতুর্থ দিবস—মুসলমানের ছোরায় বহু হিন্দু খুন"—পড়িয়াই তাহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। সেই কামরার অন্যান্য আরোহিগণ সকলেই কাগজখানার দিকে ঝুঁকিয়া, মহা ভীতভাবে সংবাদ পাঠ করিতে লাগিল।

হিন্দু সম্পাদিত এই কাগজখানিতে, মুসলমানের ছোরায় কত হিন্দু খুন-জখম হইয়াছে, তাহাই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত ছিল; হিন্দুর লাঠিতে কত মুসলমানের মাথা ভাঙ্গিয়াছে, তাহার বর্ণনা খুব সংক্ষিপ্ত।

সেই খবরের কাগজ পড়িয়াই, কলিকাতার টিকিটধারী কয়েক জন আরোহী ব্যাণ্ডেলেই নামিয়া পড়িল; বলিল, তাহারা বাড়ী ফিরিয়া যাইবে। কেহ বলিল, "আমিও কলকাতা যাচ্ছিলাম, তা আর যাব না, শ্রীরামপুরেই নেমে পড়বো, সেখানে আমার পিস্শ্বশুর মোক্তারী করেন।" কেহ বলিল, "কলকাতায় যাব বলেই বেরিয়েছিলাম বটে, কিন্তু অনেক দিন থেকে একবার বাবা তারকনাথকে দর্শন করবার বড় ইচ্ছে ছিল, সেইটিই এ যাত্রায় সেরে নেওয়া যাক। বাবা টেনেছেন বেশ বুঝতে পারছি। সেওড়াফুলিতেই নেমে

পড়বো।” ফলে, গাড়ী শ্রীরামপুর অতিক্রম করিতেই হীরালালের কামরা একেবারে জনশূন্য হইয়া গেল।

হীরালাল মহা ভাবনায় পড়িল। ভাবিল, কি করি? বাড়ীই ফিরে যাব কি?—তার পর সহসা তাহার মনে হইল, হিন্দুরই ত ভয়, মুসলমানের ত বেশী ভয় নাই। আমি ত আবু হোসেন মিঞা—আমার আর ভয় কিসের?—যাই না, কলকাতায় মজাটাই দেখি না!

তখন সে তাহার ট্রাঙ্ক খুলিয়া আবু হোসেনের পরিচ্ছদ বাহির করিয়া পরিধান করিল। নিজ শ্মশ্রুতে হাত দিয়া বলিল, “বেঁচে থাক বাপ্ ছাগলদাড়ী!”

সাড়ে চারিটার সময় ট্রেণ হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিল। হীরালাল ট্রেণ হইতে নামিতেই এক জন মুসলমান যুবক তাহার নিকট আসিয়া বলিল, “সেলাম আলেকুম্ ভাই সাহেব! আপনার ইস্মশরিফ কি? কোথায় যাবেন আপনি?”

সৌভাগ্যবশতঃ হীরালাল ইস্মশরিফ শব্দের অর্থ অবগত ছিল। বলিল, “আমার নাম আবু মহম্মদ হোসেন। বর্দ্ধমান জিলায় আমার বাড়ী। একটা জরুরী কামে আমি কলকাতায় এসেছি। এখানে আমার দোস্ত কি রিস্তাদার কেউ নেই। কলুটোলা ষ্ট্রিটে হাজি বক্স সাহেবের মোসাফিরখানা আছে শুনেছি, মুসলমানরা সেখানে বেগর কেরায়ায় এক হপ্তা থাকতে পায়. আমি সেখানেই যাব।”

মুসলমান যুবকটি বলিল, “সেখানে যাবেন না, আমার সাথে আসুন। কলকাতায় এখন ভারি ডামাডোল চলছে, হিন্দুরা মুসলমান

দেখলেই মারপিট করছে, খুন করছে। কোনও মুসলমান ভাই ট্রেণ থেকে নামলে, আমরা তাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবার জন্তে খিলাফতের হুকুমে ষ্টেশনে হাজির আছি। আপনি আমার সাথে আসুন।"—বলিয়া যুবক, হীরালালের হাত ধরিয়া, মুসলমান-চালিত একখানি ট্যাক্সিতে গিয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতায়

হীরালাল পূর্ব্বেও কতবার কলিকাতায় আসিয়াছে, কিন্তু এবার আসিয়া যে দৃশ্য দেখিল, তাহা অপূর্ব্ব। যে বড়বাজারের চৌড়া রাস্তা ট্রাম, ট্যাক্সি, লরী, ছক্কড়, গোরুর গাড়ী, মহিষের গাড়ীতে সর্ব্বক্ষণ গিজ-গিজ করিত, রাস্তার এ-পার হইতে ও-পারে যাওয়া সঙ্কটজনক ছিল, সে রাস্তা যেন মাঠের মত ধূ ধূ করিতেছে। কচিৎ দুই একখানি ট্যাক্সি বা মোটর গাড়ী যেন প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে—অন্যান্য যানাদি একেবারেই অদৃশ্য। উভয় পার্শ্বের দোকানপাট আগাগোড়া বন্ধ। দোতালা তেতালায় রাস্তার ধারের দুয়ার-জানালাগুলি সবই বন্ধ—চৌতালা পাঁচতালা হইতে কচিৎ কোথাও দুই এক জন বালকবালিকা দুয়ার বা জানালা খুলিয়া উঁকি মারিতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ সভয়ে বন্ধ করিয়া দিতেছে। হীরালালের সঙ্গী মুসলমান যুবকটি হাসিয়া বলিল; "দেখছেন সাহেব, কাফের শালারা আমাদের ডরে দোকানপাট সব বন্ ক'রে দিয়েছে।"

হীরালাল বলিল, "কিন্তু হিঁদুরাও শুন্‌লাম, আমাদেরও অনেক নোকসান করেছে!"

যুবক বলিল, "হাঁ, থোড়াবহুৎ করেছে বৈ কি! মালও নোকসান করেছে, জানও নোকসান করেছে। টেরিটি-বাজারে

আমাদের দোকান ছিল, লুঠ ক'রে নিয়েছে। কয়েকটা দোকান জ্বালিয়েও দিয়েছে।"

হীরালাল বলিল, "মসজিদও ভেঙ্গেছে শুনলাম!"

"ভাঙ্গেনি, তবে অনেক জিনিষ ভেঙ্গেচুরে দিয়েছে। অল্প যে ক'জন মুসলমান সেখানে ছিল, তাদের মাইরপীট করেছে—কারু কারু জান্‌ও নিয়েছে। এখন আমাদের মস্‌জিদে মস্‌জিদে বহুৎ মুসলমান জমায়েৎ হয়ে আছে- তারা সবাই জান্ কবুল মস্‌জিদের খবরদারী করছে—এইবার একবার তারা আসুক না দেখি!"

ফাঁকা রাস্তার উপর দিয়া ট্যাক্সিখানি হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। হীরালাল বলিল, "ভাই সাহেব, আপনার নামটি কি, তা ত জান্‌তে পারিনি।"

যুবক বলিল, "আমার নাম সেখ রহিমবক্স।"

"কি কাম করেন আপনি?"

"ঐ যে বল্লাম, টেরিটিবাজারে আমাদের দোকান আছে। আমার চাচার দোকান, আমি সেই দোকানেই থাকি। আপনি কি কাম করেন সাহেব?"

হীরালাল বলিল, "দেশে কিছু জমী-জমা আছে, তাই তদারক করি। কিসের দোকান ছিল আপনাদের?"

রহিম একটু যেন লজ্জিতভাবে বলিল, "জুতার দোকান। তা এখন কলকাতায় এসেছেন কি মতলবে?"

কি প্রয়োজনে কলিকাতায় আসিয়াছে, তাহার সঙ্গী যদি সে কথা জিজ্ঞাসা করে তবে হীরালাল কি বলিবে, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই

সে মনে মনে ভাঁজিয়া রাখিয়াছিল। কল্পিত কাহিনী যাহাতে তাহার মুসলমানত্বের পোষক হয়, এই উদ্দেশ্য তাহার ছিল। বলিল, "আমাদের পড়শী এক মুসলমান মাস ছয় হ'ল ইন্তেকাল করেছে। তার একটি বেওয়া আছে, কমসিন্, আর বেশ খাপ্‌সুরতি—তারই সঙ্গে আমি নিকা বসবার বন্দোবস্ত করেছি। তারই জন্যে কিছু জেওর খরিদ কর্‌তেই এখানে আসা। কিন্তু তখন কি জানি কলকাতায় এ রকম হল্লা—তা হলে' আসতাম না। যা হোক, এসে যে আপনাদের খেলাফতের পাহানা পেকড়েছি, এই খয়ের, নৈলে নসীবে কি হ'ত বলা যায় না!"

ট্যাক্সি এই সময় চিৎপুর রোডের মোড় পার হইতেছিল। মোটর-লরী বোঝাই এক দল গুর্খা সৈন্য বড় মস্‌জিদের দিকে যাইতেছে দেখা গেল। রহিম হাসিয়া বলিল, "খেলাফৎ কোথা? ওটা একটা বাহানা। হাটের মাঝখানে পুযিদা বাৎ তো খুলে বলা যায় না! তাই ষ্টেশনে ও রকম বলেছিলাম। এ আমাদের নিজেদেরই বন্দোবস্ত। যেখানে যত মুসলমান পাই, আমরা সব জড় করছি। আজ রাত্রে আমরা ঠনঠনিয়ার কালী-মন্দির ভাঙ্গবোই ভাঙ্গবো! আপনাকেও সাথে নিয়ে যাব। আপনাকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছি, সেখানে দেখবেন, মন্দির ভাঙ্গবার জন্যে বহুৎ মুসলমান জমা হয়েছে।"

শুনিয়া ভয়ে হীরালালের বুকটি দুর দুর করিতে লাগিল। সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "সে কোথায়?"

যুবক বলিল, "গেঁড়াতলায় আমাদের আড্ডা-বাড়ীতে।"

গেঁড়াতলা যে বহু গুণ্ডা মুসলমানের আস্তানা, তাহার কাছাকাছি যে অনেক অসহায় হিন্দু খুন হইয়াছে, সে কথা হীরালাল অদ্যই-ট্রেণে সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিল। ভাবিল "কি সর্ব্বনাশ! সেই আড্ডায় নিয়ে গিয়ে আমায় ফেলবে? যদি তারা ঘুণাক্ষরে জানতে পারে আমি মুসলমান নই, হিন্দু কাফের, তা হ'লে তখনই আমায় কোর্ব্বাণি ক'রে ফেলবে! এমন জান্‌লে কে মুসলমান সাজতো? দুটো চারটে উর্দ্দু বুলি জানা আছে, তারই জোরে এ পর্য্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু সেখানে তারা যখন আমায় নামাজ পড়তে ডাকবে? নামাজ আমার চৌদ্দপুরুষেও কখনও পড়েনি—তখনই যে গুমর ফাঁক হয়ে যাবে! এখন উপায়?"—হীরালাল মনে মনে বিপত্তৌ মধুসূদন স্মরণ করিতে লাগিল।

ট্যাক্সি ক্রমে গেঁড়াতলার একটা গলির ভিতর প্রবেশ করিল।

একটা বৃহৎ মাটকোঠার সামনে নামিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান এক প্রৌঢ় মুসলমানকে দেখিয়া রহিম বলিল, "করিম চাচা, শোন।" একটু আড়ালে লইয়া গিয়া চুপি চুপি তাহাকে কি বলিল, তাহার পর হীরালালের দিকে ফিরিয়া বলিল, "সাহেব, এই ডেরাতে আপনি এখন আরাম করুন, কোনও অসুবিধা হবে না। আপনি যা খাবেন, পয়সা দেবেন, এখানকার লোকেরা আপনাকে সব চীজ এনে দেবে। আমি আবার সন্ধ্যার পর এসে আপনার সাথে মোলাকাৎ করবো—সেলাম।"—বলিয়া রহিম চলিয়া গেল।

দুইজন মুসলমান ছোকরার সাহায্যে হীরালালের বাক্সবিছানা বহন করাইয়া, প্রৌঢ় মুসলমানটি হীরালালকে ভিতরে লইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সতীশ ও রেবতী

এক্সপ্রেস গাড়ী অপরাহ্নসময়ে বর্দ্ধমান ষ্টেশনে প্রবেশ করিতেছে। রিজার্ভ করা একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায়, ষ্টেশনের দিকের বেঞ্চখানিতে একটি বাঙ্গালী পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক বসিয়া ছিল। পুরুষটির বয়স অনুমান ৪০ বৎসর, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, হাতে সোনার রিষ্ট ওয়াচ বাঁধা। স্ত্রীলোকটি তাহার অপেক্ষা অন্ততঃ ১০ বৎসরের ছোট হইবে। গায়ে অনেকগুলি মূল্যবান্ অলঙ্কার।

ট্রেণ দাঁড়াইলে, পুরুষটি উঠিয়া বলিল, "কেলনারে দু' পেয়ালা চা ব'লে আসি। ক্ষিদে পেয়েছে কি রেবী? কিছু টোষ্ট আর ডিমও দিয়ে যেতে বলবো?"

রেবী অথবা রেবতী বলিল, "এ ত বর্দ্ধমান? না, আমি ডিমটিম খাব না, সীতাভোগ খাব।"

"আচ্ছা"—বলিয়া পুরুষটি নামিয়া গেল।

ফিরিওয়ালা হাঁকিল—"চানাচুর গরম!"

রেবতী ডাকিল—"এই চানাচুরওয়ালা! ইধার আও।"

চানাচুরওয়ালা আসিলে, রেবতী দুই আনার চানাচুর কিনিয়া, শালপাতার ঠোঙাটি রুমালে বাঁধিয়া, উপরের বঙ্কের এক কোণে লুকাইয়া রাখিল।

মিনিট পাঁচ পরে পুরুষটি ফিরিয়া আসিল। তাহার বামহস্তে শালপাতা-ঢাকা মিষ্টান্ন এবং চাদরের ভিতর দক্ষিণহস্তে আর একটা কি জিনিষ উঁচু হইয়া রহিয়াছে। প্লাটফর্ম্ম হইতেই খাবারের ঠোঙ্গাটা রমণীর হস্তে দিয়া, দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "চা নিয়ে আস্‌ছে।" মাঝখানের বেঞ্চে বসিয়া, সমুখের বেঞ্চের নিম্নদেশ হইতে একটা টিফিন-বাস্কেট টানিয়া বাহির করিল। তাহার পর চাদরের ভিতর হইতে কাগজে জড়ানো একটা বোতল বাহির করিয়া, বাস্কেটের ভিতর পূরিল। রেবতী বলিল, "আবার কেন? ছিল ত কা'লকের খানিকটে—আধখানার কাছাকাছি!"

পুরুষ বলিল, "কি জান, সংগ্রহ থাকা ভাল। কলকাতায় গিয়ে আমরা যখন পৌঁছব, তখন মামাদের সব দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। যদিই ধর ২।১ জন বন্ধুবান্ধবই দেখা-শুনো করতে আসে, তাদের খাতির করতে হবে ত! তার করা হয়েছে, অনেকেই ত জানে আজ আমরা ফিরছি।"

রেবতী বলিল, "বন্ধুবান্ধবের নাম ক'রে আন্‌লে, গাড়ীতে ওটা কিন্তু খুলতে পাবে না, তা ব'লে দিচ্ছি সতীশ! শেষে যে হাওড়া ষ্টেশনে নামবে 'পা টলোটলো' অবস্থা—সে হবে না।"

সতীশ বলিল, "না না—ট্রেণে এটা খুলবোই না।"

কেলনারের খানসামা এই সময় ট্রের উপর দুইটি পেয়ালা, চিনি, দুধ ও একটি ছোট চাদানী লইয়া আসিল। সতীশ জানালা গলাইয়া ট্রেখানি তাহার হস্ত হইতে লইয়া বেঞ্চের উপর উভয়ের মধ্যস্থানে

স্থাপন করিল ও দুই পেয়ালা চা তৈরী করিয়া, এক পেয়ালা রেবতীকে দিয়া অপরটি নিজে গ্রহণ করিল।

রেবতী এক চুমুক চা পান করিয়া, উহা অত্যন্ত গরম দেখিয়া, মিষ্টান্নের ঠোঙাটির প্রতি মন দিল। শালপাতার আবরণ খুলিয়া দেখিল, সীতাভোগ ও মিহিদানা দুই-ই আছে। দেখিতে দেখিতে তিনটা সীতাভোগ ও দুইটা মিহিদানা সে উদরস্থ করিয়া ফেলিয়া বলিল, "তুমি দুই একটা খাও!"

"আবার ওগুলো খাব? আচ্ছা, দাও না হয় একটা!" বলিয়া সতীশ চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল। রেবতী তাহার হস্তে একটা সীতাভোগ দিয়া, নিজে আর একটা মিহিদানা ভক্ষণ করিতে লাগিল।

ট্রেণের বরফওয়ালা ছোকরা হাঁকিল,—"সোডা লেমনেড বরফ!"—কামরার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আউর বরফ চাহিয়ে বাবু?"

বাবু বলিল, "ভিতরে এসে বরফের বাক্সটায় দেখ্ না বাবা, যদি না থাকে ত দিয়ে যা।"

বরফওয়ালা ভিতরে আসিয়া, বাথরুমের ভিতর গিয়া বরফের বাক্সে হাত পুরিয়া, ছোট এক টুকরা বাহির করিয়া বলিল, "এহি এৎনা ত হায় বাবু।"

বাবু বলিল,—"এক সের দিয়ে যা।"

ছোকরা নামিয়া গিয়া, বরফ আনিয়া, সেই বাক্সের মধ্যে পুরিয়া গুঁড়া চাপা দিয়া, হাত ধুইয়া বাহির হইল।

রেবতী জিজ্ঞাসা করিল, "তোর কেৎনা হুয়া রে?"

ছোকরা বলিল, "চারঠো লেমনেড, তিনঠো সোডা.—আউর দু' সের বরফ। চারঠো লেমনেড সাত আনা—

সতীশ বাধা দিয়া, "যা যা, লিলুয়ায় এসে হিসেব নিয়ে যাস্।"

"বহুৎখু"—বলিয়া ছোকরা নামিয়া গিয়া আবার "সোডা লেমনেড বরফ"—হাঁকিতে হাঁকিতে চলিয়া গেল।

চা-পান শেষে হাত-মুখ ধুইয়া, কেলনারের বিল মিটাইয়া দিতেই ট্রেণ ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। সতীশ টিফিন বাস্কেট টানিয়া, তাহার মধ্য হইতে পাণের ডিবা, জর্দ্দার শিশি ও সিগারেটের কৌটা বাহির করিল। পাণ খাইয়া দুই জনেই এক একটি সিগারেট ধরাইল। তাহার পর সতীশ পকেট হইতে একখানা খবরের কাগজ বাহির করিয়া, তাহার মোড়ক ছিঁড়িতে লাগিল। রেবতী বলিল, "খবরের কাগজ পেলে কোথা ?"

"হুইলার থেকে একখানা ষ্টেটস্‌ম্যান কিনে আনলাম। আজকের খবরটা কি রকম দেখি। দু'জন বাবু ত বলাবলি করছিল যে, দাঙ্গা এখনও থামে নি।"

রেবতী আগ্রহের স্বরে বলিল, "দেখ দেখ।"

খবরের কাগজ খুলিয়া বাবুটি পড়িতে পড়িতে সহাস্যবদনে বলিয়া উঠিল, "হুস্বাবা !—ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখ নি ! পথে এস।"

রেবতী জিজ্ঞাসা করিল, "কি ? কি সতীশ ?"

বাবু বলিল, "কেল্লা থেকে গোরা সৈন্য এসেছে রেবী—গোরা সৈন্য এসেছে ! সঙীন উঁচিয়ে রাস্তায় রাস্তায় তারা পাহারা দিচ্ছে ! গোরা সৈন্য-ভর্ত্তি মোটর-লরি তৈরী বন্দুক হাতে ক'রে রাস্তায় রাস্তায়

ঘুরে বেড়াচ্ছে! কর এবার দাঙ্গা! গুণ্ডারা সব কে কোথায় সটকে পড়েছেন! হুম্বাবা! বেরোও না এক বার লাঠি-সোটা হাতে ক'রে।"

রেবতী বলিল, "দাঙ্গার তা হ'লে আর কোনও ভয় নেই বল?—কিন্তু বন্দুক নিয়ে গোরা সৈন্য বেড়াচ্ছে—আমাদের যদি কিছু বলে?"

"কেন? আমাদের কেন বলবে? আমরা কি গুণ্ডা ক্লাসের লোক? আমরা কি দাঙ্গাকারী?" বলিয়া সতীশ সংবাদপত্র পড়িতে লাগিল।

রেবতী বলিল, "মনে মনেই পড়ছ, খবরগুলো আমায় বল।"

সতীশ বলিল, "বলি। আগে কতকটা প'ড়ে নিই দাঁড়াও। (হাই তুলিয়া)—আঃ—হাই উঠছে কেন?" বলিয়া কৌতুক ও মিনতিভরা চোখে তার সঙ্গিনীর দিকে চাহিল।

রেবতী বলিল, "যাও যাও, আর ন্যাকামো করতে হবে না। এই ত চা খেলে, এখনই আবার হাই উঠছে কেন?—সব খবর আমায় আগে বল্‌বে, তার পর দেবো। দাও—আর একটা সিগারেট দাও।"

বাবুটি তাহার সঙ্গিনীকে সিগারেট দিয়া, আবার কাগজ পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে তাহার মুখের পূর্ব্ব-প্রফুল্লতা ম্লান হইয়া আসিল। পড়া শেষ করিয়া, কাগজ রাখিয়া বলিল, "কিছু বুঝতে পারছিনে।"

"কেন? কি পড়লে?"

"কালকেও অনেকগুলো খুন হয়ে গেছে। একজন শিখ মোটর

ড্রাইভারকে মুসলমানরা মেরে ফেলেছে, তার ট্যাক্সি জ্বালিয়ে দিয়েছে। আবার হিন্দুরাও এক জন মুসলমান কোচম্যানকে, দু'জন মুসলমান তরকারীওয়ালাকে খুন ক'রে ফেলেছে। গোরারা তখনও বোধ হয় কেল্লা থেকে বেরোয় নি। আজ সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে নিশ্চয়!"

রেবতী বেঞ্চের পৃষ্ঠে হেলিয়া পড়িয়া হতাশভাবে বলিল, "কে জানে বাবু! আমার ত ভারী ভয় করছে। তোমার ভয় হচ্ছে না?"

সতীশ বলিল, "দেখ, আমার মাথায় কিন্তু একটা প্ল্যান (ফন্দী) এসেছে।"

"কি প্ল্যান?"

"দাঁড়াও, প্ল্যানটা আগে মাথার মধ্যে বেশ ক'রে মেচিওর (পাকা) করি, তবে বলবো। সন্ধ্যে ত পেরিয়ে গেছে, এইবার একটু বরফ কাটি, কি বল?"

রেবতী হাসিয়া বলিল, "চোরের মন পুই-আদাড়ে! আচ্ছা, কাট।"

সতীশ বাথরুমে গিয়া, বরফ কাটিয়া, সোরাইয়ের জলে তাহা ধুইয়া লইল। বাথরুমের ট্যাপের জলে ধুইল না,—কারণ, পূর্ব্বে এইরূপ ধুইতে গিয়া ঠকিয়াছে;—সারাদিন সূর্য্যের তাপে সে জল প্রায় 'গরম জল' হইয়া থাকে, ধুইতে ধুইতেই অর্দ্ধেক বরফ গলিয়া যায়।

রেবতী ইতিমধ্যে টিফিন-বাস্কেট হইতে আধখালি একটা হেনে-সির বোতল, একটা বড় গ্লাস এবং একটা সোডা বাহির করিয়া

রাখিয়াছিল। আউন্স তিনেক ব্রাণ্ডির সহিত আধ বোতল সোডা ও বরফের টুকরাটা মিশাইয়া উভয়ে সেবন করিতে লাগিল। একটু পরে রেবতী বলিল, "কি প্ল্যান, বল্লে না সতীশ?"

সতীশ বলিল, "আমি বলি কি, আজ আমরা কলকাতায় না গিয়ে, চল, চন্দননগরেই নামি। সেই হোটেলটায় গিয়ে ওঠা যাবে। কলকাতায় দাঙ্গা না থামা পর্য্যন্ত সেইখানেই কাটানো যাবে। খাসা খাসা জিনিষ রাখে তারা—নয় ভাই?—আর দামেও কত সস্তা দেখেছ? ফরাসী গভর্ণমেণ্টের জয়-জয়কার হোক! চল চন্দন-নগরেই নেমে পড়া যাক্, কি বল?"

রেবতী গ্লাসে একটা লম্বা টান দিয়া, সেটা সতীশের হাতে দিয়া বলিল, "অসম্ভব!"

"কেন? দু'মাস বিদায়ের পর কাল তুমি আবার নামবে কথা আছে, সেই জন্যে?"

রেবতী বলিল, "নিশ্চয়! কেন, তুমিই ত সে টেলিগ্রাম প'ড়ে আমায় শুনিয়েছ সতীশ! ম্যানেজার কি লিখেছে, বল না!"

সতীশ বলিল, "টেলিগ্রামে ছিল, দু'মাস অবকাশের পর কাল তুমি আবার মর্জ্জিয়ানার ভূমিকায় নেমে কলকাতার দর্শকবৃন্দকে নাচে গানে মাতোয়ারা ক'রে দেবে, এ কথা সহরময় প্ল্যাকার্ড করা হয়েছে, কাগজে কাগজেও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে—এমন কি, সে রাত্রির অধিকাংশ আসনই আগাম বিক্রী হয়ে গেছে; আজ তোমার কলকাতায় এসে পৌছন চাই-ই।—তা হলেও প্রাণটা ত ভাই আগে!"—বলিয়া সতীশ গ্লাসটা খালি করিয়া ফেলিল।

রেবতী বলিল, "না, সে হয় না। আমি তাদের টেলিগ্রাম করেছি—নিশ্চয়ই ঠিক সময়ে ফিরবো। কথা দিয়ে কথা রাখতে না পারা বড় খারাপ। আর বোধ হয়, তারা হাওড়ায় এসে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে—আমায় নিরাপদে নিয়ে যাওয়ার জন্যে নিশ্চয়ই কোনও ব্যবস্থা তারা করেছে। নাও, আর একটু বরফ কাট।"

দ্বিতীয় গ্লাস ঢালা হইলে, রমণী বলিল, "একটা জিনিষ খাবে?" —বলিয়া, রুমালে বাঁধা চানাচুরের ঠোঙাটি বাহির করিয়া দিল।

সতীশ বলিল, "বাঃ—বাঃ—এ পেলে কোথায়?" এক মুঠা মুখে পুরিয়া চিবাইয়া বলিল, "খাসা মুচমুচ করছে—আর বেশ ঝাল ঝাল।"

রেবতী চানাচুর ক্রয়ের ইতিহাস বলিল। সতীশ বলিল, "একেই বলে পাকা গিন্নী! সত্যি ভাই, তুই যদি আমার ওয়াইফ হতিস্ ত— হুব্বাবা! ক্যা ফূর্ত্তি!"

রেবতী এক চুমুক খাইয়া গ্লাসটা সতীশের হাতে দিয়া বলিল, "আমি যদি তোর ওয়াইফ হতাম ত কি করতাম জানিস সতা? উঠতে বসতে তোকে ঝাড়ু লাগাতাম।"

সতীশ বলিল, "তা লাগাতিস লাগাতিস; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই গানটাও গাইতিস ত?"—বলিয়া সতীশ তাহার বে-সুরে আরম্ভ করিল—

"ছি ছি এত্তা জঞ্জাল!
ছি ছি এত্তা জঞ্জাল!
এত্তা বড়া মোকামমে
এত্তা জঞ্জাল!"

রেবতী ষ্টেট্‌স্‌ম্যানখানা লইয়া সতীশের পিঠে তালে তালে ছপাছপ মারিতে মারিতে, তার কিন্নরী-বিনিন্দিত কণ্ঠে গাইল—

"হরদম লাগাতা ঝাড়ু, তব্‌ ভি এসা হাল !"

"গা না ভাই—গা—থাম্‌লি কেন ? আমি নাচি ।"—বলিয়া সতীশ গ্লাস হাতে উঠিয়া নৃত্যের ভঙ্গীতে দাঁড়াইল।

রেবতী বলিল, "না—না, এখন নাচে না। গেলাস দে, খাই ।"

সতীশকে গানে পাইয়াছিল। রেবতীর হাতে গ্লাস দিয়া, সে বলিল, "তার পর কি রে ? মনে ক'রে দে না। হ্যাঁ—অন্দরমে বাহিরমে সবমে সোমান !—আহা, নাট্যকার ভায়ার কি হিন্দীজ্ঞান রে !—তার পর কি ভাই ?"

কিন্তু রেবতী তার স্মরণশক্তির কোনও সাহায্য করিল না। অগত্যা সতীশ আবার বসিয়া গ্লাসে চুমুক দিল।

দাঙ্গা-প্রসঙ্গ বারুণী-প্রবাহে কোথায় ভাসিয়া গেল। চন্দননগর পার হইয়া গাড়ী শ্রীরামপুরে আসিয়া দাঁড়াইল। সোডা নিঃশেষিত, বোতলও ইতিমধ্যে খালি হইয়া গিয়াছে।

রেবতী বলিল, "হ্যাঁ সতা, সোডা আর নেই বোধ হয় ?"

"সোডার দুঃখ কি ? আমি এখনই আনাচ্ছি"—বলিয়া সতীশ মহা উৎসাহে কামরা হইতে নামিয়া টলিতে টলিতে বরফ গাড়ীর দিকে ছুটিল। সোডা হুকুম করিয়া ফিরিতে ফিরিতেই ট্রেণ ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল। বরফওয়ালা ছোকরা যখন সোডা লইয়া কামরায় প্রবেশ করিল, তখন গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সুতরাং ছোকরা নামিতে পারিল না—ইহার পর লিলুয়ায় গাড়ী থামিবে, সেইখানে নামিবে।

বৰ্দ্ধমানে ক্রীত নূতন বোতলটি খোলা হইল। ছোকরাই বরফ কাটিয়া ধুইয়া আনিল। পান করিতে করিতে সতীশের কি খেয়াল হইল, বলিল, "এই শালা, থোড়া পিয়েগা ?"

ছোকরা চটিয়া বলিল, "গালি কাহে দেতেঁহে বাবু ?"

সতীশ বলিল, "শালা বল্লে তোর গাল হ'ল বুঝি ? তুই কার ভাই হলি জানিস্। ঐ যে বিবি হুঁয়া বৈঠা হায়,—তুই তার ভাই হলি। এ বিবি কোন্ হায় জানতা ? কচু জানতা ! হুম্বাবা ! এ যে-সে বিবি নেহি ! রঙ্গালয়-জগতের প্রতিদ্বন্দ্বিহীন সম্রাজ্ঞী—অদ্বিতীয়া গায়িকা ও নাচিকা রেবতীসুন্দরীকা নাম শুনা হায় ? ইনি সেই রেবতীসুন্দরী, হামারা ওয়াইফ—ফাইভ হণ্ড্রেড রুপীজ্ এ মন্থ্ হাম ইনকো সেলারি দেতা হায়। শরীর অসুস্থ হুয়াথা, হাওয়া খানেকো বাস্তে চুনারমে লে গিয়া, টু থাউজাণ্ড রুপীজ্ হাম খরচ কিয়া। ইনকা ভাই হোনেমে তুমরা এৎনা আপত্তি ?"

"আঃ সতা, কি মাৎলামি করছিস !" বলিয়া রেবতী সতীশের পিঠে এক থাবড়া মারিল। মাতালের কাণ্ড দেখিয়া রাগ ভুলিয়া ছোকরাও দুই পাটি দন্ত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল।

লিলুয়ায় ট্রেণ পৌছিবার পূর্ব্বেই রেবতী বোতল, গেলাস প্রভৃতি লুকাইয়া ফেলিয়া, ছোকরার হিসাব চাহিল। ছোকরা সোডা প্রভৃতি যত দিয়াছিল, সুযোগ বুঝিয়া তাহার দেড়গুণ, দ্বিগুণ কর্দ্দ দিল, এবং টাকা লইয়া প্রস্থান করিল।

হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়া রেবতী ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিতে লাগিল, কৈ, থিয়েটারের কোনও লোকই ত তাহাকে লইতে আসে নাই! তখন সে বলিল, "সতীশ, বুঝেছ,—কোনও শিখের ট্যাক্সি নয়, মুসলমানের ট্যাক্সি নয়, হিন্দু ড্রাইভারের ট্যাক্সি দেখে ওঠ।"

সেদিন প্ল্যাটফর্ম্মে ট্যাক্সি অতি অল্পসংখ্যকই ছিল। খুঁজিতে খুঁজিতে এক ড্রাইভারকে হিন্দু বলিয়া বোধ হইল। মাথাটি তার একেবারে কামানো—মস্ত এক টিকি ঝুলিতেছে।

উভয়ে গিয়া সেই ট্যাক্সিতে উঠিল। সতীশ হুকুম দিল—"চিৎপুর রোড জয় মিত্তিরকা গলি।"

ট্যাক্সি ছুটিল। সতীশ বসিয়া ঢুলিতেছিল, রেবতী সজাগ ছিল। চিৎপুর রোডের মোড় পার হইয়া ট্যাক্সি যখন হ্যারিসন রোড দিয়াই চলিল, রেবতী বলিয়া উঠিল, "এই—এই—কাঁহা যাতা হায়? ঘুমাও ঘুমাও—চিৎপুর রোডসে চলো।"

ড্রাইভার বলিল, "উধার বহুৎ গোলমাল মাইজী! নয়া রাস্তামে লে চলেঙ্গে।"

কিন্তু গাড়ী যখন নূতন রাস্তা সেণ্ট্র্যাল অ্যাভিনিউও ছাড়িয়া চলিল, রেবতী তখন চীৎকার করিয়া উঠিল,—"এই উল্লুক, কাঁহা যাতা হায়? উধার নেহি—উধার নেহি!"

রেবতীর চেঁচামেচিতে সতীশ জাগিয়া উঠিল। ট্যাক্সিচালক রূঢ় স্বরে বলিল, "এই মাগী! চিল্লা মৎ—ঠিক যাতা হায়।"—বলিতে বলিতে ট্যাক্সি গেঁড়াতলার এক গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। কতক-

গুলা গুণ্ডাগোছের মুসলমান, উত্তম শিকার জুটিয়াছে দেখিয়া উল্লাসের ধ্বনি করিতে করিতে ট্যাক্সির সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলিল।

দেখিয়া রেবতীর প্রাণ উড়িয়া গেল। সতীশেরও নেশা ছুটিয়া গেল। ব্যাপারটা সে ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্ব্বেই ট্যাক্সি আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত সেই মাটকোঠার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

দুই তিন জন মুসলমান রূঢ়স্বরে বলিল, "উৎরো।"—এক জনের হাতে একখানা মস্ত ছোরা। অপর সকলের হাতে লাঠি।

সতীশ প্রায় কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "এজী, হামলোককো হিঁয়ামে কাহে লায়া?"

"চলো—আভি মালুম হোগা।" বলিয়া তাহারা উভয়কে হাত ধরিয়া টানিয়া গাড়ী হইতে নামাইল।

দ্বারস্থ সেই প্রৌঢ় মুসলমান করিম চাচা, মুণ্ডিতমস্তক টিকিধারী সেই ড্রাইভারকে বলিল, "আলিজান—আর একবার হাওড়া ষ্টেশনে যা না—যদি আর কোনও শিকার মেলে!"

টিকিধারী আলিজান বলিল, "বড় ভুখ লেগেছে করিম চাচা! আর ষ্টেশনে মোশাফিরও খুব কম উৎরাচ্ছে খোদা কসম্। এখন ট্যাক্সি আস্তাবলে রাখি গে।"

"আচ্ছা যা, কাল বিহান হতেই আসিস্"—বলিয়া করিম চাচা সতীশ ও রেবতীকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গুণ্ডারাজার দরবারে

এই করিম চাচা আর কেহ নয়, প্রসিদ্ধ গুণ্ডা-সর্দ্দার করিম সেখ। এই আড্ডা-গৃহের করিমই মালিক; দলস্থ সকল গুণ্ডাই করিমের আজ্ঞাধীন।

এই মাটকোঠার চারিদিক প্রাচীরে ঘেরা। নিম্নতলাটা প্রকাণ্ড একটা হলের মত—সেখানে ২০।২৫ জন মুসলমান, কেহ শুইয়া, কেহ বসিয়া আছে—কেহ তামাক খাইতেছে, কেহ বদনার নলে মুখ দিয়া জল পান করিতেছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়াই বামদিকে উপরে উঠিবার সিঁড়ি। সিঁড়ির মুখে এসিটেলিন গ্যাসের একটা আলো জ্বলিতেছিল। দুইটি নূতন শিকার লইয়া সর্দ্দারকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া লোকগুলি চঞ্চল হইয়া উঠিল। গ্যাসের আলো রেবতীর মুখের উপর পড়ায় তাহারা অবাক্ হইয়া সে দিকে চাহিয়া রহিল।

সিঁড়ির নিকট দাঁড়াইয়া করিম হাঁকিল—"এরফান্?"

"জী!"—বলিয়া, লুঙ্গিপরা যণ্ডা গোছের এক ব্যক্তি বাহির হইতে ছুটিয়া আসিল।

"ঐ বাকস্ দুটো, বিছানা টিছানা সব উপরে নিয়ে আয়।"—বলিয়া সতীশ ও রেবতীকে লইয়া করিম উপরে উঠিল।

দ্বিতলে মাঝখানটা একটা হলের মত, তাহার দুই পাশে কয়েকটা কামরা, দুই দিকে দুইটা দেওয়াল-আলো জ্বলিতেছিল। এখানেও ১০।১২ জন মুসলমান, অপেক্ষাকৃত ভদ্রগোছের চেহারা, কেহ বসিয়া কেহ শুইয়া ছিল। ইহারাও নবাগতদ্বয়কে দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। ছদ্মবেশী হীরালালও ইহাদের মধ্যেই ছিল।

করিম পার্শ্ববর্ত্তী একটা কামরা খুলিয়া প্রবেশ করিল। এইটিই এ আড্ডা বাড়ীতে করিমের খাস-কামরা। ঘরের দুই দিকের দেওয়ালে, ছোট বড় নানা আকারের ছোরা ছুরি ঝুলিতেছে। এক কোণে একটা তেপায়া টেবিলের উপর ল্যাম্প জ্বলিতেছে। মেঝের উপর একটা ময়লা বিছানা পাতা। করিম টেবিলের আলোটা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, বিছানায় বসিয়া, একটা ময়লা তাকিয়ায় ভর দিয়া অনুজ্ঞার স্বরে বলিল, "বোস্ তোরা ঐখানে।"

সতীশ ও রেবতী খালি মেঝের উপর বসিল। ভয়ে উভয়েই কাঁপিতেছিল। করিম বলিল, "কে তোরা ক' দেখি!"

সতীশ হাত যোড় করিয়া বলিল, "আজ্ঞে—আমরা—বাঙ্গালী, হুজুর।"

করিম দাঁত খিচাইয়া বলিল, "হারামজাদা!—বাঙ্গালী নয়ত কি চীনেম্যান? বাঙ্গালী, সে ত সবাই জানে। নাম কি তোর? বাড়ী কোথা?"

সতীশ নিজের মিথ্যা নাম ও ঠিকানা বলিল—"আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীহারাধন পাল। বাড়ী শ্যামবাজার।"

"কোন্ ইষ্টিট, কত লম্বর?"

"আজ্ঞে, ৩৪নং জগমোহন লেন।"—বলা বাহুল্য, ইহাও মিথ্যা।

"এই ঔরৎ তোর কে হয়?"

"আজ্ঞে, আমার পরিবার—স্ত্রী।"

"বিয়াহী?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"তোর জরুর ঐ জ্যাবরগুলো কি সোণার? না রোলগোল?"

সতীশ বলিল, "আজ্ঞে, সমস্তই খাঁটি গিনি সোণার তৈরী।"

"আর ঐ লেকলেসটা? পাথরগুলা আসল, না ঝুটো?"

সতীশ উত্তর করিল, "আজ্ঞে, সমস্তই আসল। দেড় হাজার টাকা দিয়ে লাভচাঁদের বাড়ী থেকে ওটা কিনেছিলাম।"

করিম বলিল, "ওঃ, তুই তা হ'লে আমির লোক! অনেক টাকা তোর! আচ্ছা—লেকলেসটা দেখি।"—বলিয়া করিম হাত বাড়াইল।

রেবতী ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। সতীশ মিনতির স্বরে বলিল, "নেকলেসটা খুলে দাও রেবী, হুজুর দেখতে চাইছেন।"

দেওয়ালে টাঙ্গানো ছেরা-ছুরিগুলার প্রতি একবার সভয়ে নেত্রপাত করিয়া, রেবতী কম্পিত হস্তে নেকলেস উন্মোচন করিয়া করিমের বিছানায় রাখিল। নেকলেসটি লইয়া করিম বলিল, "চুড়ি-গুলো, তাগা যোড়াটা, মাথার কাঁটা-চিরুনী, কাণের টাপ, হীরের নাক-ছাবি, আংটিগুলো কোমরের বিছে—সব খুলে দে।"

রেবতী প্রাণের দায়ে একটি একটি করিয়া অলঙ্কার গুলি সবই খুলিয়া দিল। দুই তিন হাজার টাকার গহনা।

এই সময় এরফান্ ও অপর একজন মিলিয়া বাক্স প্রভৃতি লইয়া আসিল। করিম বলিল, "বাক্স খোল্।"

সতীশ ও রেবতী আপন আপন বাক্স খুলিয়া দিল। কাপড় চোপড় ছাড়া নগদ টাকা বেশী বাহির হইল না—শ'খানেক মাত্র। গহনা ও টাকাগুলি লইয়া করিম পুঁটুলী বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, "কাপড়ালেত্তা সব বন্ কর।"

বাক্স বোঝাই ও বন্ধ হইলে সতীশ বলিল, "আর ত আমাদের কিছু নেই হুজুর। যা ছিল, সমস্তই হুজুরে নজর দিলাম। এখন, হুকুম হয় ত আমরা আসি।"

করিম হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল, "অস্বে বৈ কি দোস্ত!—পুলিস সাথে নিয়ে ত?"

সতীশ জিভ কাটিয়া বলিল, "না হুজুর, সে কি কথা! পুলিস? পুলিসের ছায়াও আমরা মাড়াব না। দোহাই হুজুর, আমাদের ছেড়ে দিন। আমরা বাড়ী চ'লে যাই—অনেক রাত হয়ে গেল!"

করিম বলিল, "টাকা?"

"আবার কিসের টাকা হুজুর?"

"তোর জান-কিম্মৎ। পাঁচ হাজার টাকা চাই। সেই টাকা তুই বাড়ী থেকে আনিয়ে দে, তোদের খালাস দিচ্ছি।"

সতীশ বলিল, "আবার পাঁচ হাজার টাকা?—যা ছিল সবই ত নিলেন হুজুর!"

"এ ত এই ঔরতের জান-কিম্মত। তোকে ছাড়বো তার টাকা

চাইনে? বাড়ীতে খৎ লিখে দে—আমি লোক পেঠিয়ে দিচ্ছি—টাকা নিয়ে আসুক, তার পর তোকে ছাড়বো।"

সতীশের মনে একটু যা আশার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা অন্তর্হিত হইল। সে বসিয়া ঘামিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া সে বলিল, "হুজুর, আমরা সামান্য লোক, সামান্য টাকা কড়ি যা আছে, তা কারবারে খাটে, বাড়ীতে বেশী টাকা থাকে না। তা ছাড়া আজ দু' মাসের উপর আমি বাড়ী ছাড়া—ঘরে টাকা কড়ি কি আছে না আছে, তাও জানিনে; তবে যদি মেহেরবানি ক'রে আমায় ছেড়ে দেন, আমি কাল সারাদিনে টাকাটা যোগাড় ক'রে আপনাকে এনে দিতে পারি।"—বলিয়া সতীশ মিনতির চিহ্নস্বরূপ হাত কচলাইতে লাগিল।

করিম বলিল, "কি কারবার করিস্?"

"আজ্ঞে, পোস্তায় আমার লোহা-লক্কড়ের দোকান আছে।"

"কত টাকার কারবার?"

"আজ্ঞে, কম হলেও, বিশ হাজার টাকার হবে। দোকানে টাকা মজুত থাকে ভাল, না থাকে, ব্যাঙ্ক থেকে চেক ভাঙ্গিয়ে এনে টাকা দিয়ে যাব। কাল সন্ধ্যের মধ্যেই এসে আমি বেবাক টাকা হুজুরে দাখিল ক'রে যাব—কথার আমার খেলাপ হবে না।"

করিম কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "আচ্ছা, সে ওয়াদায় তোকে ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু তোর জরুকে জামিনস্বরূপ এখানে রেখে যেতে হবে। রাজি আছিস্?"

সতীশ সাগ্রহে বলিল, "তা, হুজুর যা হুকুম করবেন।"—সে

এখন প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিলে বাঁচে! আত্মানং সততং রক্ষেদ্ দারৈরপি ধনৈরপি—উপ-দারের আর কথা কি?

রেবতী মনে মনে প্রমাদ গণিল। ভাবিল, সতীশ যদি বিশ্বাস-ঘাতকতা করে, যথাসময়ে টাকা না আনে; কিংবা অত টাকা যদি সে সংগ্রহ না-ই করিয়া উঠিতে পারে, তবে আমার কি দুর্গতিই না হইবে! ইহারা রাগিয়া হয় ত আমাকে খুনই করিয়া ফেলিবে! মনে করিল বলি, "না হুজুর, আমি ওর জামিন ফামিন হ'তে পারবো না—আমার ত সর্ব্বস্ব নিয়েছেন, আমায় ছেড়ে দিন।" কিন্তু, কোনও বিবাহিতা স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর প্রতি এরূপ আচরণ কি সন্দেহজনক হইবে না? বিশেষ, সতীশ যখন তাহাকে বিবাহিতা স্ত্রী বলিয়া প্রচার করিয়াছিল, তখন সে ত প্রতিবাদ করে নাই। সুতরাং রেবতী কিছু বলিতে পারিল না।

করিম কিয়ৎক্ষণ ভাবিবার পর বলিল, "আচ্ছা, তাই মঞ্জুর করা গেল। তুই কা'ল সাঁঝ ৬টার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা এনে এখানে দাখিল করবি। যদি না আনিস, তবে তোর পরিবারের ইজ্জৎ বাঁচবে না—এ কথা সাফ্ সাফ্ তোকে ব'লে রাখলাম। আরও বলি শোন্। তোর জরুকে এ বাড়ীতে রাখ্‌বো না। এখনি একে দোসরা বাড়ীতে চালান ক'রে দেবো। যদি কোনও বেইমানী করিস্—পুলিসে খবর দিস্ বা পুলিস আনিস, তবে তোর জরুকে খুঁজে ত পাবিই না! যে বাড়ীতে পাঠাচ্চি, সেইখানেই একে আমরা খুন ক'রে ফেলব—তোরও জান্ আমরা না লিয়ে ছাড়বো না। দু' দিনে হোক্, দু' মাসে হোক্—তোর বুকে আমার লোকেরা ছুরি

বসাবেই বসাবে! তুই যদি সান্ত্রী-পাহারা-ঘেরা সাত মহল বাড়ীর মধ্যেও লুকিয়ে থাকিস্, তা হ'লেও আমার লোকেরা তোকে মারবেই মারবে। আচ্ছা—এখন তা হ'লে তুই যেতে পারিস্।"

সতীশ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আজ্ঞে হুজুর, আমার কথার কোন মতেই নড়চড় হবে না। কা'ল সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে আমি টাকা এনে দাখিল ক'রে আমার পরিবারটিকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাব। আর পুলিস—পুলিসের ধারে কাছেও যদি আমি যাই, তবে আমি—তবে আমি—এক বাপের বেটা নই!" তার পর রেবতীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা রেবী—আচ্ছা রেবী—আচ্ছা ওগো, তুমি কিছু ভয় পেও না, আমি কা'ল টাকা এনে তোমায় উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাব। কোনও ভয় নেই তোমার। এই করিম সাহেব অতি ভদ্রলোক। আদত পাঠান কি না! ইনিই এখন তোমার বাপ। ইনি তোমাকে যেখানে পাঠাচ্ছেন, সেইখানেই তুমি যেও, কিছুই ভয় নেই তোমার, নিশ্চিন্তি হয়ে থেক।"

"আদত পাঠান" করিমের চৌদ্দ পুরুষও নয়। মার্কেটে বাজার করিতে গেলে ছেঁড়া পাৎলুন ফিরিঙ্গিকে দোকানদারেরা যে উদ্দেশ্যে "বড়া সাহেব" বলিয়া ডাকে, সতীশের উদ্দেশ্যও তাহাই।

আভূমি নত হইয়া, করিমকে সেলাম করিয়া সতীশ বিদায় গ্রহণ করিল। রেবতী চোখে আঁচল দিয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

যতক্ষণ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, ৫।৬ জন লোক দ্বারের নিকট

দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল ; তাহার মধ্যে আমাদের জাল আবু মিঞাও ছিলেন।

সুন্দরী যুবতীকে কাঁদিতে দেখিয়া করিম গুণ্ডার পাষাণ হৃদয়ও গলিল। সে কোমল স্বরে বলিল, "কেন কাঁদ বিবি, চুপ কর। কা'ল তোমার শওহর টাকা এনে দাখিল করলেই তোমায় ছেড়ে দেবো। আর যদি তোমার শওহর বেইমানীই করে, না আসে,—তা হ'লেও তুমি ভেসে যাবে না—আমার বিবি হয়ে আমার ঘরে তুমি থাকবে—আমি তোমায় নিকা করবো। তুমি বেশ খাপসুরৎ আছ—তোমাকে আমার পসন্ হয়েছে। কেঁদ না—কেঁদ না বিবি, চুপ কর, তোমার কোন ডর নেই।"

রেবতী চোখের আঁচল খুলিয়া বলিল, "আমায় আর কোথায় যে পাঠাবেন বল্লেন, সেখানে তারা যদি আমার উপর কোনও অত্যাচার করে ?"

করিম হাসিয়া বলিল, "না বিবি, তোমায় আর কোথাও যেতে হবে না। তোমার স্বামীকে ঐ ভাঁওতা দিলাম, যাতে সে বুঝতে পারে যে, পুলিস এনে তোমায় উদ্ধারের চেষ্টা করা বেফায়দা। তুমি এই ঘরেই থাক, আমি বাইরে তালা বন্ধ ক'রে দিয়ে যাব, চাবি আমারই কাছে থাকবে, কেউ তোমার উপর কোনও জুলুম করতে পারবে না। কিছু খাবার আনিয়ে দেবো কি ?"

রেবতী সীতাভোগের ঠোঙা দেখাইয়া বলিল, "আজ্ঞে না, খাবার আমার সঙ্গেই আছে। কেবল জলেরই অভাব।"

করিম সোরাই দেখাইয়া বলিল, "তোমাদের ওতে জল নেই ?"

রেবতী বলিল, "আজ্ঞে, জল আছে বৈ কি! তবে—কিছু মনে করবেন না মিঞা সাহেব, আপনার লোকেরা ও জল ছুঁয়ে দিয়েছে কি না। আমরা হলাম হিঁদু, ও ত আর চলবে না; দয়া ক'রে বোতল দুই সোডা যদি আনিয়ে দিতেন ত ভাল হ'ত।"

মুসলমানের ছোঁয়া জল অচল, কিন্তু সোডা সচল. ইহা শুনিয়া করিম একটু হাসিল। দ্বারে দণ্ডায়মান এরফানকে তৎক্ষণাৎ দুই বোতল সোডা আনিতে হুকুম করিল। অবিলম্বে সোডা আসিয়া পৌঁছিল—যুদ্ধাস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার জন্য বহু বোতল সোডা বাড়ীতেই সঞ্চিত ছিল।

"আচ্ছা বিবি, এখন তবে আসি। বন্দিগী।"—বলিয়া করিম বাহির হইয়া, দ্বারে তালা বন্ধ করিল।

রেবতী সেই ভাবেই বসিয়া রহিল। অদৃষ্টে কি আছে, চিন্তা করিয়া কোনও কূল-কিনারা পাইল না। সতীশ টাকা লইয়া তাহাকে খালাস করিতে আসিবে কি? সে রেবতীর উপর যে-পরিমাণ টাকা খরচ করিয়া থাকে, সতীশের আর্থিক অবস্থা যে তদনুযায়ী নহে, ইহা রেবতী অবগত ছিল। চুনারে বায়ু পরিবর্ত্তনের ব্যয় জন্য সতীশকে উচ্চ সুদে হ্যাণ্ডনোট কাটিতে হইয়াছে, ইহাও সে জানিত। তাই তাহার মনে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, ইচ্ছা থাকিলেও সতীশ হয়ত টাকাটা যোগাড় করিতে পারিবে না। তাহা হইলে? করিম গুণ্ডার ভাবভঙ্গী দেখিয়া এ আশঙ্কা তাহার মনে হয় না যে, সে তাহাকে খুন করিবে। করিম যে তাহার রূপলাবণ্যে একটু মুগ্ধ হইয়াছে, তাহা অবশ্য রেবতীর বুঝিতে বাকী নাই, সুতরাং

প্রাণের আশঙ্কা তাহার নাই। কিন্তু যদি তাহাকে সত্য সত্যই নিকা-ই করিয়া বসে, তবে কি সর্ব্বনাশ হইবে গো!—কলা-লক্ষ্মীর কৃপা—যশের যে মুকুট এত দিন তাহার শিরে শোভমান ছিল, সে মুকুট ধূলায় লুটাইবে? নিশি নিশি সহস্র দর্শকের যে নয়নানন্দ-বিধায়িনী, সে কি না হইবে পর্দ্দানসীনা মুসলমান-ঘরণী! তাও ঐ কদাকার কদাচার প্রৌঢ় গুণ্ডার! মুখের পেঁয়াজের গন্ধে যে অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠিয়া যাইবে! কত রকম দুর্গতি ও অপমান তাহার ঘটিতে পারে, তাই বা কে জানে!

করিম দ্বারে কুলুপ দিয়া চলিয়া যাওয়ার পর প্রায় আধঘণ্টা রেবতী বসিয়া এই প্রকার ভাবিল। তার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, উঠিয়া দ্বারের নিকট গিয়া ভিতর হইতে খিলটি বন্ধ করিয়া দিল। ফিরিয়া আসিয়া, আহারের কোনও সূচনা সে করিল না; টিফিন-বাক্সটি খুলিয়া বর্দ্ধমানে কেনা ভিণ্টেজ ব্রাণ্ডির সেই বোতল ও একটা গেলাস বাহির করিল। বোতল আলোর দিকে ধরিয়া দেখিল, তাহাতে তখনও বারো আনা আন্দাজ "মাল" মজুদ আছে। সোডার বোতলের মুখে রিঙের একটা চাবি বসাইয়া, তাহাতে কিল মারিয়া সোডা খুলিল এবং বড় এক ডোজ ব্র্যাণ্ডি ঢালিয়া লইয়া পান করিতে লাগিল। দ্বিতীয় গ্লাসের মাঝামাঝি পৌঁছিয়া, নেশায় বিহ্বল হইয়া রেবতী ধরাশয্যা গ্রহণ করিল এবং অবিলম্বে সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গুণ্ডার প্রেম

রেবতীকে চাবি বন্ধ করিয়া করিম দোতলা হইতে নামিয়া গেল। বহির্দ্বার খুলিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে দেখিতে পাইল, এরফান আসিতেছে। সে নিকটস্থ হইলে করিম চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে এরফান, ঠন্ঠনিয়ার কালীমন্দিরের খবর নিতে কাউকে পাঠালি ?"

এরফান বলিল, "হ্যাঁ, আলিজানকেই পাঠিয়ে দিলাম। মাথা কামিয়ে টিকি রেখে সে যে রকম হেঁদু বনেছে, তাকে কেউ সোবে করতে পারবে না। ব'লে দিয়েছি, মন্দিরে ভিড়ের ভিতর ঢুকে, সকলকার কথাবার্ত্তা শুনে আসবে।"

"বেশ করেছিস। আচ্ছা, আমি ততক্ষণ বাড়ী থেকে খানা খেয়ে আসি, তুই এখানে খবরদারী কর।"

"জী আচ্ছা।"—বলিয়া এরফান ভিতরে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

এক ঘণ্টা পরে করিম ফিরিয়া আসিয়া দ্বারে ধাক্কা মারিল। এরফান দ্বার খুলিয়া দিল। করিম জিজ্ঞাসা করিল, "আলিজান ফিরেছে ?"

"জী, হুজুর।"

"কি বল্লে ?"

"বল্লে, সেখানে বহুৎ হিন্দু জমায়েৎ হয়েছে। প্রায় পাঁচশো আদমি হবে। সকলে 'জয় মা কালী' ব'লে চিকরাচ্ছে। কোমর বাঁধা—হাতে সব মোটা মোটা লাঠি। বাঙ্গালী আছে, মাড়োয়ারী আছে, পাঞ্জাবী আছে—সবাই বলছে, আনে দেও শালালোগকো—দেখেঙ্গে!"

শুনিয়া করিম প্রায় এক মিনিট কাল চিন্তা করিল। তাহার পর বলিল, "তবে কি করা যায় ক' দেখি?"

এরফান বলিল, "আমি ত কই হুজুর, আজ রাতটে গুম্ খেয়ে যান। কি রকম ক'রে গুজব রটে গেছে, আজ আমরা কালীমন্দির ভাঙ্গতে যাব। তাই অত হেঁদুলোক জমায়েৎ হয়েছে। আজ কিছু হ'ল না দেখলে তারা ভাববে বাজে গুজব, কাল আর অত লোক আসবে না। আমরা কাল তখন গেলেই ঠিক হবে। এখন হুজুর যা হুকুম করেন।"

করিম বলিল, "তোর সলাই ঠিক। না—আজ আর দরকার নেই। কাল তখন দেখা যাবে। আচ্ছা, আমি তবে এখন চল্লাম, তুই এখানেই থাক—কাল বিহানে আবার আমি আসবো। আর দেখ্, তুই শুবি কোথায়?"

এরফান বলিল, "দোতলাতেই—আমার কামরায়।"

করিম বলিল, "না—আজ তুই হলটায়, যে ঘরে সেই বিবিকে বন্ ক'রে রেখেছি, সেই ঘরের দরজার কাছে শুয়ে থাকিস। খুব হুঁসিয়ার, সে কোন রকমে যাতে পালাতে না পারে। যদি চিল্লা-চিল্লি করে ত খুব শাসাবি ধমকাবি—বলবি খবরদার হারামজাদি

—টুঁ শব্দ করবি কি ভিতরে গিয়ে তোকে জবা ক'রে ফেলবো—সর্দ্দার আমার কাছে চাবি রেখে গেছে!"—বলিয়া করিম নিজ পকেটে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া চাবি স্পর্শ করিল। আবার ভাবিল,—না, বাঘের হাতে ছাগল সমর্পণ করিয়া কায নাই।

এরফান তাহার সর্দ্দারের অঙ্গচালনা লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহার মনোভাব বুঝিল, বুঝিয়া গোপনে একটু হাসিয়া বলিল, "চাবি রেখে যাবার দরকার নেই হুজুর—ঐ বাত ব'লে শাসালেই কাফি হবে। হিম্মৎ কি তার যে ফের চিল্লায়!"

"আচ্ছা"—বলিয়া করিম প্রস্থান করিল। এরফান দ্বার বন্ধ করিয়া, সর্দ্দারের আদেশ অনুযায়ী স্থানে গিয়া শয়ন করিল।

করিম নিজাবাসে গিয়া শয়ন করিল বটে, কিন্তু অনেক রাত্রি অবধি তাহার চোখে ঘুম আসিল না। রেবতীর সুন্দর মুখখানি ক্রমাগতই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। "বাঃ—বাঃ—কি রঙটি—যেন বৃষ্টিতে ধোয়া বসরাই গুল্! বড় বড় টানা চোখ দুটি—তার উপরে ভুরুর কি বাহার! ওর সেই পাজী খসমটা টাকা দিয়ে ওকে খালাস ক'রে নেবে নাকি? না আসে ত ভালই হয়। দেখি খোদার কি মর্জ্জি! নাঃ—সে আর দরকার নেই, পাঁচ হাজার টাকা আসে, সেই ভাল!"—একবার রূপ—একবার রূপার লালসা করিমের চিত্তকে আন্দোলিত করিতে লাগিল।

পর দিনও করিমের মনো ভাব ঐ প্রকারই রহিল। বন্দিনীর আহারের বন্দোবস্ত করিবার অছিলায়, প্রাতেই গিয়া করিম তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল। আহারের জন্য রেবতী ফল-মূল ও সোডা-পানি

প্রার্থনা করিল। দিনের মধ্যে আরও কয়েক বার, নানা অছিলায় বিবির খোঁজ লইতে করিম তালা খুলিল। বিবির কিন্তু সেই একই ভাব—কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু দুটি জবার ফুল করিয়াছে; পাঁচটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে একটা কথার উত্তর দেয়।

বেলা যত পড়িয়া আসিতে লাগিল, করিমের বুকটা ততই ধড়ফড় করিতে লাগিল—"খোদা করুন, খসমটা যেন না আসে!"—এই হইল এখন তাহার অন্তরের প্রার্থনা।

ঘড়িতে ক্রমে ৬টা বাজিল ওয়াদার কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেল। সন্ধ্যা হইল, খোদা মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন—পাজিটা আসিল না। বাতি জ্বালা হইল, দুইদণ্ড রাত্রি হইল—তখনও সতীশ নাদারৎ! এক এক বার করিমের মনে হইতে লাগিল, পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা হাত পিছলে গেল রে! হায় হায় হায়! টাকার শোকে বুকের ভিতরটা কট্‌কট্‌ও করিতে লাগিল। ইয়া আল্লা! পাঁচ হাজার টাকায় খরিদা চিড়িয়া, পোষ মানিবে ত?—সে চিড়িয়া কোনও দিন করিমের গলা জড়াইয়া, "তু মেরে জানকা পিয়ারা হায়!"—বলিবে কি? এত সুখ কি তগ্‌দিরে আছে?

রাত্রি ৮টার সময়, করিম আবার রেবতীর দ্বার খুলিল। পশ্চাতে এক ভৃত্য কতকগুলা শয্যাদ্রব্য বহন করিয়া আনিয়াছে। করিম বলিল, "বিবি সাহেব, তোমার বিস্তারা বদ্‌লে দিক, ময়লা হয়েছে।" ভৃত্য বিছানা বদলাইয়া দিল। ধবধবে চাদর পাতিয়া, বালিস-গুলিতে ধবধবে ওয়াড় পরাইয়া দিল। আর এক ভৃত্য একটা ছোট টুকরী ভরা মেওয়া ফল, দুই পাতা বেলফুলের মালা, কয়েকটা

আতরের শিশি, একটা রূপার আলবোলা প্রভৃতি ও কয়েক বোতল সোডা লেমনেড রাখিয়া গেল।

তাহারা চলিয়া গেলে করিম প্রীতিপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল, "রেবতী বিবি! তোমার সে শওহর কি রকম বেইমান, দেখলে ত? সে টাকা দিয়ে তোমায় খালাস ক'রে নিতে এল না। কি ওয়াদা তার সাথে আমার ছিল, তা তোমার মনে আছে ত?—এখন তুমি ত আমারই হ'লে। ষোল আনাই আমার। আমি তোমায় নিকা করবো, পিয়ারী! তোমায় আমি খুব—খুব—সুখে রাখ্‌বো। আমি করিম সেখ—গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত আমার নাম জানে। সোণা-রূপা বল, টাকা-পয়সা বল, করিমের কোনও জিনিষের অভাব নেই!"

এই কথা শুনিয়া রেবতী চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। করিম বলিল, "না—না—কেঁদনা বিবি! তোমায় কাঁদতে দেখলে আমার ছাতি ফেটে যে দোফাঁক হ'য়ে যায় নাজ্‌নী! তুমি চুপ কর—খানা পিনা কর। আমি এখন চল্লাম, আবার আস্‌বো।"—বলিয়া করিম রেবতীর প্রতি প্রেমপূর্ণ একটি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বাহির হইয়া দ্বারে তালা লাগাইল।

এক মিনিট পরেই রেবতী উঠিয়া, দ্বারে খিল বন্ধ করিয়া দিল। তাহার মৌতাতের সময় হইয়াছিল; হাই উঠিতেছিল। টিফিন বাক্স খুলিয়া, বোতল ও গেলাস বাহির করিয়া, সোডা ভাঙ্গিয়া, পান আরম্ভ করিল।

নেশাটি বেশ গোলাপী গোছের হইলে, সে বিড় বিড় করিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল, "আ মরে যাই রে! নবীন নাগর রসের

সাগর—প্রেমে তনু জরজর। বিছানা বদলিয়েছেন, ফুলের মালা, আতর গোলাপ আনিয়াছেন—আমার সঙ্গে ফুলশয্যা করবেন মৎলব করেছেন বুঝি? হতভাগা মুখপোড়া—বুকে তোমার মাটী চাপা দিই আমি—মরবে তুমি কবে? মিনষের আস্পদ্দাও ত দেখি কম নয়।”

দ্বিতীয় গেলাস আরম্ভ করিয়া, রেবতীর মনে হইল, গুণ্ডা যদি সত্য সত্যই তাহার প্রতি বলপ্রয়োগ করিবার উপক্রম করে, তবে কি উপায়ে সে আত্মরক্ষা করিবে? এই সময় দেওয়ালস্থিত ছোরা-ছুরি গুলার প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। হঠাৎ মাথায় একটা মৎলব আসিল। দুর্গেশনন্দিনীর অভিনয়ে সে বিমলা সাজিয়াছিল। কৎলু খাঁর জন্ম দিনে, নৃত্যোৎসব রজনীতে, নৃত্য-গীত করিতে করিতে, কৎলু খাঁর প্রেম-আহ্বানে, “দাসী চরণে”—বলিয়া রেবতী যাহা অভিনয় করিয়াছিল, তাহাই স্মরণ হইল। গেলাস হাতে, বুক চিতাইয়া, মাথাটি দুলাইয়া রেবতী আপন মনে বলিল, “হুঁ—এই ঠিক হয়েছে! যেমন কুকুর তেমনি মুগুর! ষ্টেজের উপর যা অভিনয় করেছি, আজ গ্যাড়াতলার গুণ্ডারাজ-গৃহে তাই কাযে করবো, দাঁড়াও!”

তৎক্ষণাৎ গেলাস রাখিয়া, রেবতী উঠিয়া, দেওয়ালের ছোরাছুরি গুলার তীক্ষ্ণতা একে একে পরীক্ষা করিতে লাগিল। একখানি বাছিয়া, সেখানি পাড়িয়া লইল। বস্ত্রমধ্যে সেখানি লুকাইয়া, গেলাসের বাকি ব্র্যাণ্ডিটুকু পান করিতে করিতে রবিবাবুর গান একটু পরিবর্ত্তন করিয়া, ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায় মৃদুস্বরে গাইতে লাগিল,—

ওহে বান্দর, তব কোটরে আজি
নরকোৎসব রাতি,
আমি রেখেছি বক্ষ-বসন মাঝে
শাণিত ছুরিকা পাতি !

সপ্তম পরিচ্ছেদ

করিমের বক্তৃতা

চাবি বন্ধ করিয়া করিম দোতালা হইতে নামিয়া গেল। নিম্নের হলে যেখানে বহু মুসলমান সমবেত ছিল—কেহ শুইয়া, কেহ বা বসিয়া ছিল—তাহাদের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইল। সর্দ্দারকে দেখিয়া সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিল। যাহারা শুইয়া ছিল, তাহারা উঠিয়া বসিল; যাহারা বসিয়া ছিল, তাহারা একটু নড়িয়া চড়িয়া সর্দ্দারের মুখের পানে সসম্ভ্রমে চাহিয়া রহিল।

করিম বলিল, "জোয়ান সব, কা'ল রাত্রে আমাদের যা করবার সল্লা ছিল, তা কা'ল হয় নি, আজ হবে সে খবর তোমরা জান ত?"

অনেকেই বলিল, "হাঁ হুজুর, খবর পেয়েছি, আমরা সব তৈয়ার আছি।"

একজন নিজ স্থান হইতে উঠিয়া আসিয়া সবিনয়ে বলিল, "হুজুর খাড়া রইলেন কেন, বসেন!"

করিম বলিল, "বসছি। একজন যাও ত, এরফান মিঞাকে ব'লে এস, আর আর যে সকল জোয়ান আমাদের সাথে যাবে কথা ছিল, তাদের সকলকে একাট্টা করে' নিয়ে আসে।"

"বহুৎখু, সাহেব"—বলিয়া এক যুবক ছুটিয়া বাহিরে গেল।

একজন নিজের শতরঞ্চিখানা আনিয়া সর্দ্দারের জন্য বিছাইয়া দিল, করিম তাহাতে উপবেশন করিল। জন কয়েক মাতব্বর

গোছের মুসলমান তাহার কাছে আসিয়া বসিয়া পরামর্শ আঁটিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে একে একে, দুইয়ে দুইয়ে অনেকগুলি মুসলমান আসিয়া, করিমকে সেলাম করিয়া বসিয়া পড়িল। অবশেষে এরফান আসিয়া বলিল, "সকলেই হাজির আছে হুজুর!"

করিম বলিল, "গিণ্‌তি কর্‌।"

এরফান এক দুই করিয়া গণনা সুরু করিল। শেষে দেখা গেল, ৯৮ ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত আছে।

করিম বলিল, "আর দু' জন হ'লেই যে হয়। উপরে আর কেউ নেই?"

এরফান বলিল, "উপরে কেবল এক জন আছে। সেই যে আদমি কা'ল রেলে এসে পৌছেছিল। তাকে বলতেই সে অনেক নেহোরা মিন্‌তি ক'রে বল্লে, ভাই সাহেব, আজ আমায় মাফ করতে হবে; বিকাল থেকে আমার শির বড় দরদ করছে; তা ছাড়া আমি এ সহরে নূতন এসেছি, তায় রাত্রিকাল, পথ-ঘাট চিনি না, যদি পুলিসে তাড়া করে, তবে কোন্‌ দিকে পালাতে হবে, তাই আমি জানি না। তোমাদের খিদমতে আমি হাজিরই আছি—কা'ল দিনের বেলা যে কাম আমায় হুকুম করবে, আমি তাই তামিল করবো!"

করিম হাসিয়া বলিল, "মফঃস্বলের লোক কি না—ডরফোক্‌! আচ্ছা এরফান, দেখ্‌ দেখি, জহুরের বেটা আবদুল আর হোসেনির ভাঙ্গা গফুর ফিরেছে কি না। ফিরে থাকে ত তাদের ডেকে নিয়ে আয়, তা হ'লেই একশো পোরে।"

"বহুৎখু"—বলিয়া এরফান চলিয়া গেল এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই নির্দ্দিষ্ট যুবকদ্বয়কে লইয়া পুনঃপ্রবেশ করিল।

করিম বলিল, "হাঁ রে গফুর, হাঁ রে আবদুল, কাযের সময় এতই তোদের আস্কতি! কি রকম জোয়ান তোরা?"

গফুর বলিল, "আস্কতি করিনি হুজুর! যে কামে আমাদের পেঠিয়েছিলেন, তা হাসিল ক'রে এসেছি। বড়ই থ'কে এসেছিলাম,—আধঘণ্টা পরেই এসে হুজুরে হাজির হতাম।"

"আচ্ছা, বোস তোরা!—শোন ভাই সকল! পাজি নালায়েক হেঁদুরা আমাদের সঙ্গে বড়ই বদিয়তি করেছে। লাঠি-সোটা নিয়ে আমাদের মস্‌জিদে ঢুকে ঝাড়-লণ্ঠন চূরমার করেছে, কোরাণ সরিফ ছিঁড়ে দিয়েছে—মুসলমানদের উপর মাইরপীট করেছে। তার বদলা আমরা লেবই লেবো—নইলে আমরা মুসলমান বাচ্চাই নই। ঠন্‌ঠনিয়ায় ওদের যে কালীমন্দির আছে, আজ আমরা সেই মন্দিরে চড়াও করব। বুতপরস্ত শালাদের জিভ বের করা ঠাউর কি খাপ্‌ছুরত রে! হ্যাঃ!"—বলিয়া করিম মুখভঙ্গী করত নিজ জিহ্বাটি যথাসম্ভব বাহির করিল। দেখিয়া সকলেই হাসিতে লাগিল।

করিম পুনরায় বলিতে লাগিল, "কাফের শালারা আমাদের কোরাণ সরিফ ছিঁড়ে দিয়েছে। বেটাদের ঠাউরের জিভটা ছিঁড়ে কুত্তাকে দিয়ে খাওয়াতে পারি, তবেই মনের দুঃক্ষু যায়।"

অনেকে বলিয়া উঠিল, "খাওয়াব—খাওয়াব—আলবৎ খাওয়াব।"

করিম বলিল, "একটু ভুল হয়েছে আমার। সেটা সোণার জিভ। কুত্তায় ত খাবে না। সোণাটা বেচে সেই টাকায় হালুয়া

রুটী বেনিয়ে, এক দিন কুত্তাদের ভোজ লেগিয়ে দেওয়া যাবে। কি বল তোমরা ?”

অনেকে বলিল, “সেই বেহ্‌তের—সেই বেহ্‌তের !”

করিম বলিল, “শুন ভাই সকল! রাত এখন ১০টা। ঠিক ১২টা বাজলেই আমরা সব বাইর হব। একাট্টা নয়—দুই দলে। ৫০ জোয়ান আমার জিম্মা, ৫০ জোয়ান এরফান মিঞার জিম্মা। দুই দলে দুই দিক থেকে গিয়ে আমরা চড়াও হব। এক দল আমি নিয়ে যাব, মুক্তারাম বাবুর ইষ্টিট দিয়ে। এরফানের দল যাবে,হ্যারিসন রোড দিয়ে, কলেজ ইষ্টিট দিয়ে। মহল্লার হেঁদু ছোকরারা সব কা'ল থেকে মন্দিরে পাহারা দিচ্ছে—কা'ল তারা দু' শো লোক ছিল। আজ রাত ৯টার সময় খবর পেয়েছি, সে যায়গায় বড় জোর পঞ্চাশ ষাইট জন আছে। রাত এগারোটা লাগাৎ—তাদেরও অনেকে ঘরে চ'লে যাবে। যারা পাহারায় থাক্‌বে, তারাও অনেকে ঘুমিয়ে পড়বে। সেই আমাদের সময়। সেই সময় আমরা গিয়ে তাদের ঘাড়ের উপর লেফিয়ে পড়বো। কিন্তু হুঁসিয়ার, প্রথমে কোনও চিল্লাচিল্লি নয়—চুপ-চাপ গিয়ে তাদের উপর পড়তে হবে। লোহার ডাণ্ডা দিয়ে, হালাদের মাথা ফাটিয়ে, মন্দির দখল ক'রে নেওয়া যাবে। লোহার ডাণ্ডা মেরে সেই জিভ বের করা কালো ভূতনীকে ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিয়ে, তার পর মন্দির ভাঙ্গতে হবে। কাফের বেটারা লালবাজারে টেলিফোন করবে—সেখান থেকে লরী-বোঝাই সিপাই আসবার আগেই, কাম হাসিল ক'রে ফেলতে হবে। একশো জোয়ান, একশো লোহার ডাণ্ডা দিয়ে, সামান্য একটা মন্দির ভাঙ্গতে

কতক্ষণ সময় লাগে? পুলিস এসে পড়বার আগেই দল ভেঙ্গে আমাদের ছড়িয়ে পড়তে হবে। বড় রাস্তা দিয়ে নয়, গলি-ঘুঁজি দিয়ে। গলির মধ্যে ঢুকে আর ছুটাছুটি নয়—ধীরে-সুস্থে—বেচারা সিধে মুসলমানটির মত। ভাই সকল—তোমরা সব কথা বুঝতে পারলে?"

সকলে বলিয়া উঠিল, "জি হুজুর! জি হুজুর!"

করিম বলিল, "বহুৎ আচ্ছা!—এখনও দেড় ঘণ্টা সময় আছে। তোমরা, যাদের খানাপিনা হয়নি, খানাপিনা সেরে নাও। আমি একবার ঘুরে আসছি।"—বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সে ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে ৫।৬ জন মুটিয়া শ্রেণীর মুসলমান, প্রত্যেকের মাথায় চটে জড়ান কতকগুলি করিয়া লোহার ডাণ্ডা। দেখিলে বোধ হয়, এককালে সেগুলি জানালার গরাদে ছিল। প্রত্যেক জোয়ানকে এক একটি ডাণ্ডা দিবার জন্য এরফানকে আদেশ করিয়া করিম উপরে চলিয়া গেল। যে কক্ষে রেবতী তালাবন্ধ আছে, তাহা খুলিয়া দেখিল, রেবতী বস্ত্রাঞ্চল পাতিয়া খালি মেঝের উপর শয়ন করিয়া আছে।

দ্বার খোলার শব্দে রেবতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল এবং করিমকে দেখিয়া, বক্ষবস্ত্রে হস্তার্পণ করিল। করিম দেখিল, তাহার মুখখানি অশ্রুসিক্ত। বলিল, "এক মিনিটের জন্যে একটা কথা বল্‌তে এলাম। আবার কান্না কিসের বিবি? কার জন্যেই বা? দেখলে ত, খসম তোমার কি রকম বেইমান! এল না, টাকা দিয়ে তোমায় খালাস ক'রে নিতে এল না। ভাবলে বোধ হয়, এ

আওরৎ ত পুরানী হয়ে গিয়েছে—পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে একে খালাস ক'রে আর কি হবে, তার চেয়ে দোসরা একটা সাদি করা যাক্, তাজা চিজ মিলবে। তার আশা তুমি ছেড়ে দাও। দেখবে আমার বিবি হয়ে কত সুখে তুমি থাকবে। তোমার যে সকল জ্যাবর সে সব ত তুমি ফিরে পাবেই, তা ছাড়া আরও কত ভাল ভাল জ্যাবর আমি তোমায় কিনিয়ে দেবো পিয়ারী! আমার আরও দুটি বিবি আছে, কিন্তু তোমার মত খাপসুরতি কেউ নয়। আর, তোমায় দেখে অবধি, কা'ল থেকে আমার যে বেহাল হয়েছে —তা কেবল আমি জানি আর খোদা জানেন। এই ছাতির ভিতরটা হুহু ক'রে জ্ব'লে যাচ্ছে। এখন আমরা একটু জরুরী কাযে বেরুচ্ছি —সে কাযটা হাসিল করেই, ঘণ্টাখানেক পরে আমি আসছি—আমার দিল-আরামকে নিয়ে দিলখুস্ হব—আমার পিয়ারীকে নিয়ে কলিজা ঠাণ্ডা করবো—বেহেস্তের হুরীকে নিয়ে, বেহেস্ত কি জিনিয, তা মালুম করবো। তুমি ততক্ষণ বরং একটু ঘুমিয়ে নাও। আমি এসে দুয়ারে ধাক্কা দিলেই খুলে দিও।"—বলিয়া করিম রেবতীর দাড়িটি ধরিয়া সাদরে একবার নাড়িয়া দিল। এই প্রথম সে তাহাকে স্পর্শ করিল।

জাল আবু হোসেন নগ্নপদে আসিয়া এতক্ষণ দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ইহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল, এই সময় সে ধীরে ধীরে সরিয়া গিয়া, ভাল ছেলেটির মত নিজের বিছানায় বসিল।

রেবতী কোনও কথা বলিল না—কোনও উত্তরও দিল না। মৌনং সম্মতিলক্ষণং—এই সূত্রের অনুরূপ কোনও সূত্র মুসলমান

শাস্ত্রেও আছে বোধ হয়—কারণ, করিম যেন আশাপূর্ণ হৃদয় লইয়া প্রফুল্ল মুখে বাহির হইয়া গেল।

দ্বারে পূর্ব্ববৎ তালা বন্ধ করিয়া করিম দেখিল, নবাগত অবু মিঞা হলের প্রান্তভাগে নিজ বিছানায় বসিয়া আছে। তাহার ললাট বেষ্টন করিয়া রুমাল বাঁধা।

করিম তাহার নিকট গিয়া বলিল, "আবু মিঞা, শুনলাম, তোমার তবিয়ৎটা কিছু মাদা আছে!"

হীরালাল বলিল, "হাঁ, সাহেব, বিকেল থেকে শির বড়ই দরদ করছে। আঃ, উঃ,—ইয়া আল্লা!"—বলিয়া জাল-আবু নিজ রগ দুটি টিপিতে লাগিল।

করিম বলিল, "ব'সে কেন তক্‌লীফ করছ। শোও—শুয়ে আরাম কর। একটু নিদ হলেই শিরদর্দ্দি আরাম হয়ে যাবে।"

"জী হাঁ, তাই শুই।"—বলিয়া কপালে রুমালের ফাঁস আরও টান করিয়া হীরালাল শুইয়া পড়িল।

করিম বলিল, "দেখ মিঞা, একটা কথা তোমায় ব'লে যাই। আমরা ত আজ সবাই ঠন্‌ঠনিয়ার কালীমন্দির ভাঙ্গতে চল্লাম। তারা অনেক লোক সেখানে জমায়েৎ আছে—তাই বেশী লোক নিয়ে যাওয়াই আমাদের দরকার। তোমার তবিয়ৎ মাদা—তাই তুমি রইলে, নইলে বাড়ী ত একবারে শূনাটা হয়ে গেল। ও দিকে ঐ যে কামরাটা রয়েছে, ওর ভিতর এক হেঁদু আওরাৎকে চাবি বন্ ক'রে রেখেছি—তোমরা ত দেখেছ। তুমি একটু হুসিয়ার থেক, কোন রকমে ও যেন না ভাগে। দুয়ার মজবুদ আছে, ভাঙ্গতে

পারবে না। বোধ হয়, কোনও গোলযোগ করবে না—অনেকটা পোষ মেনে এসেছে বলেই মনে হ'ল। তবু বলা যায় না, আওরতের মন ত! যদি দোর ভাঙ্গতে চেষ্টা করে, কি চিল্লাচিল্লি বাধায়, তবে তুমি খুব ধমকাবে—শাসাবে—বলবে, এই হারামজাদি, চুপ রহ্, নইলে এখনি ঘরে ঢুকে তোকে জবাহ্ ক'রে ফেলবো।"

হীরালাল জিজ্ঞাসা করিল, "তালা বন্ধ যে, ঢুকবো কি ক'রে?"

করিম বলিল, "ঢুকতে হবে না ঐ কথা ব'লে ডর দেখালেই হবে। অনেকটা পোষ মেনেছে ব'লে বোধ হ'ল, চেঁচামেচি বোধ হয় করবে না তবু হুসিয়ার থাকা ভাল।"

"বহুৎখু।" বলিয়া হীরালাল নিজ রগ টিপিতে টিপিতে কাৎরাইতে লাগিল "ইয়া আল্লা! ইয়া আল্লা!"

আর্ম্মাণী গির্জ্জার ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া ১২টা বাজিতে আরম্ভ হইল। করিম উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা, আবু সাহেব, এখন তবে চল্লাম! তুমি এস, নীচে নেমে সদর বন্ধ ক'রে যাও। একটু সজাগ থেক, আমরা এসে কড়া নাড়লে, নেমে গিয়ে খুলে দিও।" বলিয়া করিম উঠিল। হীরালাল কাৎরাইতে কাৎরাইতে তাহার অনুসরণ করিল।

করিম ও তাহার দলবল সকলে বাহির হইয়া গেলে, হীরালাল দ্বারে অর্গল বন্ধ করিয়া সেখানে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রায় দশ মিনিটকাল অপেক্ষা করিল কেহ আবার ফিরিয়া আসে কি না। কেহ ফিরিল না দেখিয়া সে ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া গেল।

হলের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া, "জয় মা কালী!" বলিয়া হীরালাল

কপালের রুমালটা খুলিয়া বিছানায় ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তার পর রেবতীয় কক্ষদ্বারে গিয়া ধীরে ধীরে করাঘাত করিতে করিতে ডাকিল—"বলি শুন্ছেন!"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পলায়ন

রেবতী মাথা তুলিয়া চাহিল। কে ডাকে? এ স্বর ত করিম পোড়ামুখোর বলিয়া মনে হয় না। উত্তর না দিয়া রেবতী একদৃষ্টে বন্ধ দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল।

"শুনছেন? একবার দরজার কাছে আসুন, কথা আছে।"—বলিয়া আবার দুয়ারে ধাক্কা।

রেবতী উঠিয়া বলিল, "কে আপনি?"

উত্তর আসিল—"বল্‌ছি। দরজার কাছে আসুন।"

রেবতী উঠিয়া দরজার নিকট গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি বলছেন? কে আপনি?"

উত্তর আসিল, "আমি শত্রু নই—বন্ধু। আমি আপনাকে উদ্ধার করতে এসেছি। তালাটা ভাঙ্গতে হবে। এ ঘরে অনেক ছোরা-ছুরি টাঙ্গানো আছে। একটা মজবুত দেখে ছোরা কিংবা ভোজালী, পিছনের জানালার গরাদে গলিয়ে নীচে ফেলে দিন। আমি সেটা কুড়িয়ে এনে, এই তালা ভেঙ্গে, আপনাকে নিয়ে পালাবো—আপনার স্বামীর বাড়ী পৌঁছে দেবো।"

রেবতী সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম কি? আপনাকে কে পাঠিয়েছে? কোথা থেকে আসছেন?"

"আমার নাম হীরালাল বসু। আমার বাড়ী বর্দ্ধমান জিলার

মাধবপুর গ্রামে। আমি ঘটনাচক্রে এখানে এসে পড়ে আপনারই মত বিপন্ন হয়েছি। ঈশ্বরের ইচ্ছায় পালাবার সুযোগ উপস্থিত। আমি একলাই পালাতে পারতাম, কিন্তু আপনার সব কথা আমি জানি—আপনাকেও নিয়ে যেতে চাই। আপনি কুলবধূ, কিন্তু এ বিপদের সময় আপনার লজ্জা পরিত্যাগ করা উচিত।"

রেবতী বলিল, "এরা সব কি বাড়ী নেই?—তালা ভেঙ্গে পালাতে বাধা দেবে না?"

হীরালাল বলিল, "জনপ্রাণী নেই। সবাই কালী-মন্দির ভাঙ্গতে গেছে। সাহসে বুক বাঁধুন। শীগ্‌গির যা বলি, তা করুন। এক খানা ছোরা কি ভোজালী নীচে ফেলে দিন।"

রেবতী মহা দুর্ভাবনায় পড়িয়া গেল। সত্যই কি এ ব্যক্তি শত্রু নয়—বন্ধু, তাহাকে উদ্ধারের জন্য আসিয়াছে? অথবা এ সমস্ত ছলনা মাত্র? করিমের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া অপর কোনও দুর্ব্বৃত্ত কি তাহার উপর অত্যাচার করিবার মতলবে আসিয়াছে?—তাহার ফেলিয়া দেওয়া ছোরায় তালা ভাঙ্গিয়া, তার পর সেই ছোরা দেখাইয়া তাহার উপর যদি অত্যাচার করে?

"কি ভাবছেন? দেরী করছেন কেন? লজ্জার খাতিরে সব পণ্ড করবেন? তবে এখানে থাকাই যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, তা-ও বলুন, আমি গরীব স'রে পড়ি।"

রেবতী বলিল, "আচ্ছা, আমি ছোরা ফেলছি। আপনি নীচে যান।"

রেবতী একখানা মজবুত দেখিয়া ভোজালী পাড়িয়া লইয়া

পশ্চাতের জানালার নিকটে দাঁড়াইয়া দেখিল, কিছু দূরে একটা মনুষ্যমূর্ত্তি আসিতেছে। সে ব্যক্তি হিন্দু কি মুসলমান, সেই অল্পালোকে কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না। মনুষ্যমূর্ত্তি কাছাকাছি আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ফেলে দিন।"—রেবতী ভোজালীখানা ফেলিয়া দিল। মনুষ্যমূর্ত্তি আসিয়া সেখানা কুড়াইয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

রেবতী দুরু-দুরু বক্ষে আবার দ্বারের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। অল্পক্ষণ পরেই পদশব্দ শুনিতে পাইল। পদশব্দ তাহার দ্বারের কাছে আসিয়া থামিলে আগন্তুক বলিল, "আমি ততক্ষণ তালা ভাঙ্গি, আপনি ততক্ষণ আপনার জিনিষপত্রের মধ্যে বিশেষ ক'রে যা নেবার, বেঁধে নিন। যা সহজে হাতে নেওয়া যেতে পারে—তাই নিন, ভারি কিছু নেবেন না।"

"আচ্ছা, আপনি তালা ভাঙ্গুন।"—বলিয়া রেবতী তাড়াতাড়ি তাহার ও সতীশের বাক্স খুলিল। অর্থ ও অলঙ্কার ত পূর্ব্বেই অপহৃত হইয়াছিল। বস্ত্রাদির জন্য রেবতী মাথা ঘামাইল না। কেবল চিঠি ও কাগজপত্র যাহা ছিল, সমস্ত বাহির করিয়া লইল, যাহাতে পরে এই দুর্ব্বৃত্তগণ তাহাদের নাম-ধাম প্রভৃতির কোনও সূত্র না পায়।

দরজায় অস্ত্রাঘাতের শব্দ আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ মড় মড় শব্দ—শেষে মড় মড় মড়াৎ—তালা ভাঙ্গিয়া গেল। রেবতী তখন খিলটি খুলিয়া দিল।

পরক্ষণেই ভোজালী-হস্তে হীরালাল প্রবেশ করিল। তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইয়া রেবতী পিছু হটিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এই যে বল্লেন, আপনি হিন্দু?"

হীরালাল হাসিয়া বলিল, "আমার এ বেশ দেখে ভয় পাবেন না। এটা আমি সেজেছি মাত্র—মুসম্মান নই—আমি সত্যিই হিন্দু। আগে চলুন এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়া যাক্—আর এক মুহূর্ত্ত দেরী নয়। পুলিসের তাড়া খেয়ে হয় ত তারা এখনই ফিরে আসতে পারে।"—বলিয়া ভোজালীখানা মেঝের উপর ফেলিয়া হীরালাল বাহির হইল।

রেবতীও কম্পিতপদে দুরু-দুরু বক্ষে তাহার অনুসরণ করিল। বাটীর বাহির হইয়া উভয়ে গলি-পথে চলিল। কোনও লোককে দেখিতে পাইল না—এ পাড়ার অধিবাসী অধিকাংশ মুসলমানেই মন্দির ভাঙ্গিতে গিয়াছে।

নীরবে চলিয়া উভয়ে হ্যারিসন রোডে আসিয়া পড়িল। হীরালাল চুপি চুপি বলিল, "আপনার বাড়ী কোথা বলুন দেখি? ট্যাক্সি কিংবা গাড়ী ত একখানিও দেখছি নে। আর পেলেও উঠতে সাহস হয় না—হেঁটে যাওয়াই বোধ হয় নিরাপদ।"

রেবতী বলিল, "আমার বাড়ী জয় মিত্তিরের গলি!"

"সে কোথা?"

"চিৎপুর রোডে। আহিরীটোলা ষ্ট্রীট ছাড়িয়ে—একটু পরেই।"

"ওঃ—সে ত অনেক দূর। অতদূর কি হেঁটে যেতে পারবেন আপনি?"

"উপায় কি?"

"এখানে কাছাকাছি আপনাদের কোনও আত্মীয়বন্ধুর বাড়ী নেই?—তা হ'লে সেখানে রাতটুকু কাটিয়ে—"

রেবতী বলিল, "না, কাছাকাছি তেমন কারু বাড়ী নেই।"

"তবে চলুন, নতুন রাস্তা ধ'রে যাই—বিডন ষ্ট্রীট দিয়ে চিৎপুর রোডে যাব।"

"চলুন।"

উভয়ে পদব্রজে নূতন রাস্তা দিয়া চলিল। এ রাস্তাটিও এ সময় জনশূন্য। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে গোরা সৈন্য বোঝাই একখানা মোটর লরী পশ্চাৎ দিক্ হইতে আসিয়া ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া গেল। তাহা দেখিয়া ইহারা একটু সাহস পাইল, এতক্ষণে মুখে কথা ফুটিল।

হীরালাল বলিল, "একটা কথা বলি। আপনাদের বাড়ীতে আজ রাতটুকুর জন্যে দয়া ক'রে আমায় আশ্রয় দিতে হবে।"

রেবতী বলিল, "তা বেশ ত! আপনি আমার এত উপকার করলেন,—এ ঋণ কি আমি জীবনে শোধ করতে পারব? রাতটুকু কেন - আপনার যত দিন ইচ্ছা আমার ওখানে থাকবেন।"

হীরালাল বলিল, "অতটা উপদ্রব আপনাদের উপর করবো না। কা'ল একটা বাসাটাসা ঠিক ক'রে নেবো।"

এই সময় রেবতীর প্রশ্নে হীরালাল নিজ কলিকাতায় আগমনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটুকুও বিবৃত করিল।

আর কিছু পথ চলিয়া হীরালাল বলিল, "আচ্ছা, আপনার স্বামীর যে টাকা নিয়ে আসবার কথা ছিল, তিনি এলেন না কেন? বোধ হয়, টাকার যোগাড় করতে পারেন নি।"

রেবতী বলিল, "তাও হ'তে পারে। কিংবা হয় ত ভেবেছেন,

সারারাত সারাদিন আমি মুসলমান গুণ্ডার অড্ডায় ছিলাম, আমি কি আর ঘরে নেবার মত আছি!"

হীরালাল বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! না না—তা কি তিনি মনে করতে পারেন?"

রেবতী বলিল, "সীতা দশ মাস রাবণের বাগানে ছিলেন ব'লে রাম যদি তাঁকে পরিত্যাগ করতে পেরে থাকেন, তবে আমার স্বামী ও রকম মনে করতে পারবেন না কেন?"

হীরালাল বলিল, "কিন্তু আমি সাক্ষী আছি--আমি আপনার স্বামীকে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বলবো।"

"আপনার কথা যদি তিনি না বিশ্বাস করেন? তার পর দেখুন, আপনি একজন যুবাপুরুষ, আমি একজন যুবতী—এই গভীর নিশীথে —মনোরমা আর হেমচন্দ্রের মত দু'জনে একত্র ভ্রমণ, এটাও লোকে দোষের চোখে দেখতে পারে ত!"—বলিয়া রেবতী মুখ টিপিয়া হাসিল। কিন্তু হীরালাল সেটা দেখিতে পাইল না। ভাবিল, 'এ স্ত্রীলোক বেশ লেখা-পড়া জানে দেখছি। সাধুভাষায় কথা কয়, বঙ্কিম কোট্ করে।' তবে ইহাও তাহার মনে হইল, কথাবার্ত্তা-গুলো কি রকম? এ ত লজ্জাশীলা হিন্দু-কুলবধূর মত নয়! ব্যাপার কি?

কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলিবার পর রেবতী জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা হীরালাল বাবু, আপনার বিয়ে হয়েছে?"

"হয়েছে। কেন?"

"আপনার স্ত্রী কত বড়?"

"এই—১৭।১৮ বছরের।"

"ছেলে হয়েছে ?"

"একটি মেয়ে।"

"কোথায় তারা ?"

"আমার বাড়ীতে, মাধবপুরে।"

"আচ্ছা, আমার যেমন অবস্থা হয়েছে, আপনার স্ত্রীর যদি সেই রকম অবস্থা হ'ত—এক রাত্রি এক দিন গুণ্ডার আড্ডায় কাটিয়ে তার পর অপরিচিত এক জন সুশ্রী যুবকের সঙ্গে রাত দু'টোর সময় যদি সে বাড়ী এসে পৌঁছত, আপনি কি বিনা দ্বিধায় তাকে ঘরে নিতেন ?"

তাহার সঙ্গিনী যে প্রকারান্তরে তাহাকে "সুশ্রী" বলিয়া সার্টিফিকেট দিল, ইহা হীরালাল লক্ষ্য করিল। উত্তরে বলিল, "তা নিতাম বৈ কি!"

রেবতী একটি কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "পৃথিবীর সবাই যদি আপনার মত ভাল হ'ত হীরালাল বাবু, তা হ'লে আর ভাবনা ছিল কি বলুন। দেখি, আমাদের তিনি কি বলেন। যদি ধরুন, তিনি আমায় বাড়ী থেকে হাঁকিয়েই দেন, তা হ'লে কি উপায় হবে ? আমি আপনার ঘাড়ে প'ড়ে গেলে আপনি আমায় নিয়ে কি করবেন বলুন দেখি ?"

হীরালাল বলিল, "ছি ছি, ও সব অমঙ্গলের কথা কেন ভাবছেন আপনি ?"

রেবতী বলিল, "বিপদের ছায়া দেখতে পেলেই, বিপদের জন্তে

প্রস্তুত হয়ে থাকা ভাল নয়? বিপদ যদি না আসে, অমনি অমনি যদি কেটে যায়—ভালই! নইলে?"

"বাড়ীতে আপনার কে কে আছেন? আপনার সন্তানাদি—"

রেবতী সংক্ষেপে উত্তর দিল, "হয় নি।"

"আপনার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী?"

"মারা গেছেন।"

"ভাসুর, দেওর—অপর কোনও আত্মীয়-স্বজন?"

"কেউ নেই।"

"তা হ'লে বাড়ীতে শুধু আপনি আর আপনার স্বামী?"

"শুধুই আমি।"

"সে কি রকম?"

"আমার স্বামী দিনের বেলা থাকেন আপিসে, আর রাত্রে থাকেন কোন্ চুলোয়, তা জানিনে!"—বলিয়া আবার রেবতী মুখ টিপিয়া হাসিল।

হীরালাল বুঝিল, এই নারী বড় দুর্ভাগিনী, ইহার স্বামী একটি নরপশু। স্বামী যে ইহাকে উদ্ধার করিতে আসিল না কেন, তাহার কারণও অনুমান করিল। বলিল, "তা হ'লে আমরা যখন গিয়ে পৌঁছব, আপনার স্বামীকে তখন বাড়ীতে পাব না?"

রেবতী বলিল, "সম্ভাবনা কম।"

ইহা শুনিয়া হীরালাল মনে মনে বিপদ গণিল। আজ বাকী রাতটুকু ইহাদের আশ্রয়ে কাটাইয়া দিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু এ অবস্থায় ত আর তাহা চলে না। বলিল, "ওঃ, তা জানতাম না।

আচ্ছা, আমি তা হ'লে আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে চ'লে যাব এখন।"

"কেন, এই যে বল্লেন, আমাদের বাড়ীতে রাতটুকু থাকবেন। কা'ল সকালে উঠে, চা-টা খেয়ে তখন যাবেন।"

হীরালাল বলিল, "তা আর সুবিধে হ'ল কৈ!"

"না না, কিচ্ছু অসুবিধে হবে না—চলুন। বিশেষ, আপনি নিজ মুখে স্বীকার করেছেন, আমার স্বামীর কাছে আমার নিষ্কলঙ্কতার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। অসহায় অবলাকে বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ ক'রে এখন পালাতে চাচ্ছেন কেন? এ আপনার ভারি অন্যায় কিন্তু হীরালাল বাবু।"

হীরালালের মনের সংশয় আরও বৃদ্ধি পাইল। এরূপ ভাবের কথাবার্ত্তা—এক প্রকার বাচালতা বলিলেই হয়—এ কি সত্যই গৃহস্থ ঘরের কুলবধূ, না কোনও ভ্রষ্টা রমণী? গৃহস্থ ঘরের বধূ কন্যা এক জন অপরিচিত পুরুষের সহিত এরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা কহিবে, ইহা কি সম্ভব? তবে বলা যায় না—কলিকাতা সহর—আজকাল কলিকাতায় এইরূপ ফ্যাসন হইয়াই দাঁড়াইয়াছে বোধ হয়!

রাস্তার দুই ধারে নানা থিয়েটরের প্ল্যাকার্ড। ডায়মণ্ড থিয়েটরের প্ল্যাকার্ডে, দুই মাস বিদায়ের পর অদ্য রজনীতে সেই অপূর্ব্ব প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী রেবতীসুন্দরী, মর্জ্জিয়ানার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া কি কাণ্ড বাধাইবেন, তাহা উচ্ছ্বসিত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এই প্ল্যাকার্ড রেবতী ও হীরালাল উভয়েই দেখিতে দেখিতে আসিতেছিল। হীরালাল এই সময় সহসা বলিয়া উঠিল,

"অদৃষ্ট দেখুন! এই সব বিপদ না হ'লে আজ রাত্রে আমি নিশ্চয়ই রেবতীর মর্জ্জিয়ানা দেখতে যেতাম। শুনেছি, তার অভিনয়, নাচ-গান একেবারে চমৎকার।"

রেবতী বলিল, "দেখেন নি কখনও?"

"না, সে সৌভাগ্য আমার হয় নি। আপনি কলকাতায় থাকেন আপনি দেখেছেন নিশ্চয়? তার চেহারাও না কি খুব সুন্দর?"

"হ্যাঁ, দেখেছি। সুন্দর না ছাই! রঙ-টঙ মেখে অমন পরীটি সাজে। কিন্তু আসলে বোধ হয় একটি কালপেঁচী!"

হীরালাল বলিল, "না আমি শুনেছি, রেবতী নাচতে গাইতেও যেমন, চেহারাটিও তেমনই সুন্দর। এবার যে দিন হবে, আমি নিশ্চয়ই দেখতে যাব।"

এ সময় তাহারা মাণিকতলা ষ্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। রেবতী বলিল, "ঐ দেখুন, ঐ বীডন ষ্ট্রীটে সামনে মনোমোহন থিয়েটার। এবার বাঁ-দিকে খানিকটা গেলেই চিৎপুর রোড।"

মিনিট ১৫।২০ পরেই উহারা জয় মিত্রের গলিতে পৌঁছিল। খানিক দূর গিয়া বামদিকের একটা বাড়ীর সামনে দাঁড়াইয়া, রেবতী দরজার কড়া নাড়িল। ভিতর হইতে মোটা গলায় প্রশ্ন আসিল, "কৌন হায়?"

রেবতী বলিল, "হরি সিং, দরোয়াজা খোলো।"

খট্ করিয়া শব্দ হইল—প্রবেশপথে বিদ্যুৎবাতি জ্বলিয়া উঠিল। দ্বারবান্ দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। সেলাম করিয়া মহা বিস্ময়ে বলিল. "মা-জী—পাঁয়দল আয়া?"

রেবতী বলিল, "হ্যাঁ হরি সিং, বড়ই বিপদে পড়েছিলাম। বাড়ীর সব ঠিক আছে ত ?"

"হাঁ মাইজী, সব ঠিক হায়।"

"ঝি দুটো কোথা ?"

"উপরমে শুতা হায়।"

"আচ্ছা, এ দরজা বন্ধ ক'রে উপরে গিয়ে আমার কামরা খোল। ঝিদের উঠিয়ে আমার ঘরে পাঠিয়ে দেবে। আসুন, হীরালাল বাবু।"

দ্বারবান্ ক্ষিপ্রহস্তে দ্বার অর্গলিত করিয়া, দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল। হীরালাল বলিল, "আমি তা হ'লে এখন যাই— নমস্কার।"

"এত রাত্রে কোথায় যাবেন আপনি ? এই ডামাডোলের বাজার! কোথায় এখন আশ্রয় খুঁজে বেড়াবেন ?"

হীরালাল বলিল, "কিন্তু—"

রেবতী হাসিয়া বলিল, "কিন্তু—আমি আপনাকে 'যেতে নাহি দিব'। আপনার কোনও সঙ্কোচেরই কারণ নেই হীরালাল বাবু! আমি পতিবিরহখিন্না কুলবধূ নই। কেন না, আমি থিয়েটরের নটী —রাস্তায় আসতে আসতে বড় বড় প্ল্যাকার্ডে যার নাম দেখলেন— আমি সেই রেবতী।"

হীরালাল বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া বলিল, "আপনি!" আপনিই রেবতী ? ডায়মণ্ড থিয়েটরের রেবতীসুন্দরী ?"

রেবতী হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমিই সেই পোড়ারমুখী! সুন্দরী কি না, সেটা আপনি বিচার করবেন—তবে মুখে আমার রঙমাখা

নেই, এ আমি হলফ ক'রে বলছি। এখন আসুন দেখি লক্ষ্মী-ছেলেটির মত।" বলিয়া রেবতী অগ্রসর হইল।

হীরালাল মন্ত্রমুগ্ধবৎ রেবতীর অনুসরণ করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

অতিথি-সৎকার

দ্বিতলে একটি সুদৃশ্য গালিচা-মোড়া সুসজ্জিত কামরার বাহিরে দাঁড়াইয়া রেবতী বলিল, "আপনি ঘরে গিয়ে একটু বসুন, আমি চট্ ক'রে গোসলখানা থেকে হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় বদলে আসি। আপনিও হাত মুখ ধোবেন নিশ্চয়—কিন্তু গোসলখানা আমার মাত্র একটি—আমি সেরে এসে ততক্ষণ দুটি ভাতের ব্যবস্থা করবো। দরোয়ান, বাবুকে বসাও, পাখা খুলে দাও।"—বলিয়া রেবতী বারান্দা দিয়া অদৃশ্য হইল।

হীরালাল বাহিরে আবুহোসেনের নাগরা জুতা ত্যাগ করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, এখানি বসিবার কক্ষ। কয়েকটি সুদৃশ্য সোফা ও চেয়ার ইতস্ততঃ সাজানো রহিয়াছে। দরোয়ান পাখার নিকটবর্ত্তী একটা সোফা দেখাইয়া বলিল, "মিঞাজী, বৈঠিয়ে।"

হীরালাল হাসিয়া ফেলিল। দ্বারবান্ তাহার পানে উৎসুক নেত্রে চাহিল। হীরালাল বলিল, "ওহে হরিসিং—আমি মিঞা-টিঞা নই—আমি বাঙ্গালী হিন্দুর ছেলে! এটা আমার থিয়েটরের পোষাক।"

হরিসিং বলিল, "ওঃ,—হুজুরভি থেটরমে হ্যায়? হামরা গল্‌তি হুয়া! সিগ্রেট পিতে হেঁ?"

"পেলে খাই বৈ কি!" বলিয়া হীরালাল 'আঃ' বলিয়া সোফার কোণে দেহ এলাইয়া দিল। দ্বারবান্, হীরালালের কাছে একটা ছোট টেবল সরাইয়া, দেওয়াল-আলমারী হইতে সিগারেট-পূর্ণ একটা রূপার কৌটা, দেশলাই ও ছাইদানি আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া, নীরবে প্রস্থান করিল।

হীরালাল উৎসুকনেত্রে কক্ষখানির চারিদিক দেখিতে লাগিল। সাজসজ্জাগুলি সমস্তই মহার্ঘ—ধনিজনোচিত। ভাবিল, হবে না কেন? একে এত বড় অ্যাকট্রেস্—তার উপর আবার উপরি পাওনাও বোধ হয় বিলক্ষণ। দেওয়ালে কতকগুলি ফোটোগ্রাফ টাঙানো রহিয়াছে—তন্মধ্যে গিরিশ ঘোষ, অমৃত বোস ও দানী বাবুকে চিনিল। অপরগুলি কাহার ছবি চিনিতে পারিল না। ঐ ওদিকে—ঐ যে একখানি ব্রোমাইড ছবি—ও খানি বোধ হয়, রেবতীর সেই তথাকথিত স্বামীর—যিনি চাচা আপনা বাঁচা নীতির অনুসরণ করিয়া, চাচার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

হীরালাল কৌটা হইতে একটি সিগারেট লইয়া দেশলাই জ্বালিয়া ধরাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অদূরে মাথার উপর অশ্লারের পাখা বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতেছে—দেশলাই নিবিয়া গেল। দুই তিনটি কাঠি নষ্ট করিয়া, পাখা হইতে দূরে গিয়া সিগারেট ধরাইবার মানসে হীরালাল উঠিল। পূর্ব্বোক্ত ব্রোমাইড ছবিখানির নিকট গিয়া দাঁড়াইয়া, সিগারেট ধরাইল। তাহার পর ছবিখানি নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিল, ইহা সেই সেই ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তিই বটে। ছবির নিম্নভাগে কোণে হস্তাক্ষরে লেখা আছে—"তোমার প্রেমাখাংকী

সতীষ।” লোকটার বিদ্যার দৌড় দেখিয়া হীরালাল হাসিল। ফিরিয়া আসিয়া, সোফায় বসিয়া ধূমপান সুখ উপভোগ করিতে লাগিল।

এই অবসরে কয়েকটি চিন্তাও হীরালালের মনের মধ্যে প্রবেশ করিল। এ ত দেখিতেছি—একটা ইয়ে—অর্থাৎ কি না—পতিতা স্ত্রীলোক। ভদ্রসন্তান হইয়া, ইহার গৃহে সাময়িক আতিথ্য-স্বীকার —এটাই বা কেমন? কিন্তু উপায়ই বা কি? এই ডামাডোলের বাজারে, এত রাত্রে যাই বা কোথায়? এক জন অভিনেত্রীর গৃহে আমি রাত্রিযাপন করিয়াছি, এ কথা যে শুনিবে, সে কি আমায় সুচরিত্র বলিয়া আর বিশ্বাস করিবে? একেই বলে দশচক্রে ভগবান্ ভূত। যা হোক, রাত্রিটা রাম রাম করিয়া কাটাইয়া, কল্য প্রাতে উঠিয়াই চম্পট দিতে হইবে। কিন্তু সে কার্য্যটাই বা কিরূপে হইবে? থিয়েটরে ঢুকিব উদ্দেশ্য করিয়া আসিয়াছি, রেবতী একজন প্রধানা অভিনেত্রী, তার যা হোক একটু কিছু উপকার আমার দ্বারা সাধিত হইয়াছে, সে ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই বোধ হয় আমার উদ্দেশ্যটি সফল করিয়া দিতে পারে—এ অবস্থায় তাহাকে চটানো কি নির্ব্বোধের কার্য্য হইবে না? এ ত রীতিমত উভয়সঙ্কটে পড়া গেল দেখিতেছি!

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে হীরালাল উপর্য্যুপরি দুইটি সিগারেট ভস্ম করিয়া ফেলিল। ঘড়ীর পানে চাহিয়া দেখিল, রাত্রি দুইটা বাজে। ক্ষুধাও পাইয়াছে—আবার এ দিকে ঘুমেও চক্ষু জড়াইয়া আসিতেছে। “চট্ ক’রে সেরে আসি”—বলিয়া গৃহ-

স্বামিনী স্নানকক্ষে গেল—আধ ঘণ্টা হইতে চলিল, এখনও ত ফেরে না! কাপড় চোপড় গুলা ছাড়িয়া, একটু স্নান করিয়া লইতে পারিলেই ভাল হয়—শরীরের গ্লানি যায়। আহার কিছু জুটুক ভাল, না জুটুক নেই নেই—একটু ঘুমাইতে পাইলে এখন প্রাণটা বাঁচে।

হীরালাল ঊর্দ্ধমুখে বসিয়া চিন্তা করিতেছিল, রেবতী নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া হাসিয়া বলিল, "ক'খানা কড়িকাঠ গুণলেন, বলুন দেখি?" হীরালাল চমকিয়া প্রশ্নকারিণীর পানে চাহিল। রেবতী সদ্য-স্নাতা, একখানি সাদাসিধা দেশী কালাপাড় শাড়ী পরিয়াছে, এলো চুলগুলি পৃষ্ঠ-বসনের উপর ছড়াইয়া রহিয়াছে, ঠিক যেন গৃহস্থ-ঘরের বৌটি! দেখিতে হীরালালের বেশ মিষ্ট লাগিল। তাড়াতাড়ি বলিল, "না, কড়িকাঠ গুণিনি,-ভাবছিলাম, নীচে থেকে মুসলমানে আপনাকে আবার ধ'রে নিয়ে গেল না কি?"

রেবতী বলিল, "দৈত্য যদি উর্ব্বশীকে ধরতে আস্‌তো, আমি চীৎকার করতাম,—রাজা পুরূরবা হয়ে আপনি গিয়ে আমায় উদ্ধার করতেন।"—বলিতে বলিতে রেবতী পাখার ঠিক নিম্নে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। উভয় বাহু পৃষ্ঠের দিকে লইয়া গিয়া, শুকাইবার জন্য চুলগুলি চিরিতে চিরিতে বলিল, "ভেবেছিলাম, শুধু পা দুটো মুখটা হাতটা ধুয়ে নেবো, কিন্তু জল দেখে, স্নান করবার লোভ আর সংবরণ করলে পারলাম না। এক রাত এক দিন ট্রেণে কেটেছিল—তার পর গুণ্ডা-গৃহে দু'দিন—প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল। স্নানটা সেরে আসতে দেরী হয়ে গেল। গোসলখানা

ঠিক ক'রে, ঝি এখনই এসে খবর দেবে। আমার এত দেরী হবে জানলে, আপনাকে আমি আগেই পাঠিয়ে দিতাম—অতিথিকে বসিয়ে রেখে স্বার্থপরের মত নিজে স্নানে যাওয়াটা আমার ঠিক হয়নি!"

হীরালাল বলিল, "কেন, তাতে কি হয়েছে? আপনি বেশ করেছেন—আমার এত তাড়াতাড়িই বা কি?"

রেবতী বলিল, "ঐ যে, ঝি এসেছে। গোসলখানা ঠিক হয়েছে সছ?—আচ্ছা, বাবুকে নিয়ে যা। আমি ততক্ষণ দুটো ভাতের যোগাড় দেখি। আপনি দুটি ভাত খাবেন ত হীরালাল বাবু?"

হীরালাল বলিল, "খেলেও হয়—কিন্তু—"

"কিন্তু কি? হ্যাঁ, তা বটে, আমার পাচিকাটি ব্রাহ্মণকন্যা নয়—সদ্‌গোপের মেয়ে; তাতে যদি আপনার আপত্তি থাকে, তবে সে চড়িয়ে দিক, আপনি নামিয়ে নেবেন এখন।"

হীরালাল বলিল, "সে জন্যে 'কিন্তু' বলিনি—ও সব প্রেজুডিস্ আমার নেই। কিন্তু এই রাত্রে আপনাকে কষ্ট দেবো? তাই সঙ্কোচ হচ্চে।"

রেবতী বলিল, "কষ্ট আর কি? আমিও খাব যে! ট্রেণে দু'দিন খাবার খেয়ে কেটেছিল, তারপর গুণ্ডাগৃহে মিহিদানা আর সীতাভোগ ভক্ষণে জীবনধারণ! তা খেয়ে কি বাঙ্গালীর মেয়ের প্রাণ বাঁচে? আচ্ছা, আপনি এ দু'দিন ওখানে কি খেলেন?"

হীরালাল বলিল, "মুসলমানী দোকানের রোটী গোস্ত!"

"তবে আপনিও দুটি ভাত খাবেন বৈ কি! কিন্তু ভাতে-ভাত,

তাও ব'লে রাখছি। এত রাত্রে বেশী কিছু হয়ে উঠবে না। আলু ভাতে, মুসূরীর ডাল ভাতে, হাঁসের ডিম ভাতে, আর মাখন গলানো ঘি আছে ঘরে—ব্যস্।"

হীরালাল বলিল, "সে ত অমৃত!"

"ক্ষিধের সময় তাই বটে—তা হ'লে আপনার খুব ক্ষিধে পেয়েছে নিশ্চয়। যান তবে, শীগ্‌গির সেরে আসুন। বাবুকে নিয়ে যা সদু, সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে আয়। আমি ততক্ষণ ষ্টোভ জ্বেলে জল চড়িয়ে দিই—তুই এসে চা'ল ধুবি।"

দাসীর সঙ্গে হীরালাল গোসলখানায় গেল। ভিতরে বিদ্যুতের আলো জ্বলিতেছে। পিপা-কাটা কাঠের চারিটি টব সারি সারি সাজানো—দুইটা খালি, দুইটা জলে ভর্ত্তি। গত কল্য সন্ধ্যার ট্রেণেই গৃহস্বামিনীর ফিরিবার সংবাদ ছিল—তাই জল ধরিয়া রাখা হইয়াছিল। সুগন্ধি নূতন সাবান, ধোয়া তোয়ালে, গন্ধতৈল, হেয়ার লোশন, চিরুণী, বুরুষ,—দেওয়ালে বেলোয়ারি আর্শি বাঁধা। ঝিকে বিদায় দিয়া হীরালাল গোসলখানার দ্বার বন্ধ করিল।

প্রাণ ভরিয়া স্নান করিয়া, ধুতি-গেঞ্জি পরিধান করিয়া, কেশ-সংস্কারান্তে হীরালাল উপরে গিয়া দেখিল, রেবতী তাহারই পূর্ব্ব-অধিকৃত সোফায় হেলান বসিয়া সিগারেট খাইতেছে, সম্মুখে টেবিলের উপর আধ গেলাস কি তরল পদার্থ। হীরালালকে দেখিয়া, রেবতী একটু উঠিয়া বসিয়া বলিল, "বাঃ—এইবার আপনাকে খাসাটি দেখাচ্ছে! ও পয়জামা-ফতুই প'রে বাঙ্গালীর ছেলেকে কি মানায়? আসুন, বসুন—ততক্ষণ একটু সিগারেট খেয়ে নিন। একটু ক্ষিধে

ক'রে নেবার জন্যে—আর কিছু—দেবে কি?" বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া রেবতী বক্রকটাক্ষে নিজ সম্মুখস্থ গ্লাসটির পানে চাহিল।

রেবতীর পানীয় কি পদার্থ, তাহা অবশ্য হীরালাল পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিল; হাতযোড় করিয়া বলিল, "মাফ করবেন, আমার চৌদ্দ পুরুষেও কখনও ও-জিনিষ খায় নি।"

"আচ্ছা—নিন, তবে সিগারেট নিন"—বলিয়া সিগারেট-কৌটা ও দেশলাই হীরালালের দিকে ঠেলিয়া দিয়া, রেবতী গ্লাসে মুখ দিল।

কথায় কথায় সতীশের প্রসঙ্গ উঠিল। সতীশের সহিত গত দুই বৎসর তাহার কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা রেবতী সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া বলিল, "উঃ, কি বিশ্বাসঘাতক লোক! আমায় বাঘের মুখে ফেলে রেখে স্বচ্ছন্দে গাঢাকা দিলে!"

হীরালাল বলিল, "তিনি বোধ হয় ইচ্ছা ক'রে এ রকম করেননি। টাকা বোধ হয় সংগ্রহ ক'রে উঠতে পারেন নি।"

"ক্ষেপেছেন আপনি হীরালাল বাবু! মস্ত কারবার তার—পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করা তার পক্ষে মোটেই শক্ত কথা নয়। আর ধরুন, যদি সব টাকাটা সংগ্রহ করতে না-ই পেরে থাকে, যতটা পেরেছে, ততটা এনে করিমকে দিয়ে, তার হাতে-পায়ে ধ'রে সময়টা বাড়িয়ে নিলেও ত পারতো। অক্ষমতা নয় হীরালাল বাবু—অনিচ্ছা! ভেবেছে বোধ হয়, সখ ত মিটে গেছে—আবার টাকা খরচ কেন? বিশেষ, তা'র কাছে আমার দু'মাসের মাইনে হাজার টাকা পাওনা আছে—সেটাও বেঁচে গেল—সব দিক থেকেই

লাভ। ফের যদি কোনও দিন আসে, মুড়ো খ্যাংরা পেটা ক'রে তা'কে বিদায় করবো আমি !"

হীরালাল নীরবে বসিয়া সিগারেট পান করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরেই সদু আসিয়া সংবাদ দিল, অন্ন প্রস্তুত। রেবতী বলিল, "এই ঘরেই দে।" ঝি একটা মাঝারি আকারের টেবিলে ধোয়া টেবিল-ক্লথ বিছাইয়া, কাঁটা চামচ প্লেট প্রভৃতি সাজাইয়া রাখিয়া খাবার আনিতে গেল। একটা ট্রের উপর ডিশে পূর্ণ ভাত, তিনটা প্লেটে কাঁচা লঙ্কা ও পেঁয়াজের টুক্‌রামাখা তিন রকম "ভাতে"—এবং একটা ছোট মিল্কজগে ধূমায়মান সুগন্ধি গব্যঘৃত—এই সমস্ত দ্রব্য আনিয়া, টেবিলে সাজাইয়া দিল। দুইটা কাচের গ্লাসে বরফ জল ভর্ত্তি করিয়া প্লেটের পাশে পাশে রাখিল। রেবতী তাহার গ্লাসের অবশিষ্ট পানীয়টুকু শেষ করিয়া বলিল, "আসুন, হীরালাল বাবু—এইবার দু'জনে মিলে ক্ষুধাসুর বধ করা যাক।"

ভোজনান্তে, অতিথিকে তাম্বুল প্রদানের পর, "আমায় এক মিনিট মাফ করুন"—বলিয়া রেবতী বাহিরে গেল। দাসীর সঙ্গে নিজ শয়নকক্ষে গিয়া বলিল, "আজ এই ঘরেই বাবু শোবেন। আমার একটা বিছানা, বসবার ঘরে মেঝের উপর পাখার নীচে পেতে দিস্। এখানে খাবার জল, দেশলাই, সিগারেট এই সব ঠিক ক'রে রেখে গিয়ে খবর দিস।"

ঝি বলিল, "এই ঘরে আলমারীতে তোমার সব গয়নাগাঁটি রয়েছে—আন্‌কা লোককে এখানে শোয়াবে দিদিমণি? তার চেয়ে, বসবার ঘরের মেঝেতেই কেন বাবুটির জন্যে বিছানা পাতি না?"

রেবতী বলিল, "না সদু, তা হয় না। ভদ্রলোক—তায় অতিথি—শুধু তাই নয়—মহাবিপদ থেকে উনি আমায় উদ্ধার ক'রে এনেছেন—উনি আমার জীবনদাতা!—সে সব অনেক কথা—পরে তোরা শুনবি এখন।"—বলিয়া রেবতী বাহির হইয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই সদু গিয়া সংবাদ দিল, শয্যা প্রস্তুত। রেবতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আচ্ছা, তা হ'লে যান হীরালাল বাবু——বিশ্রাম করুন গে। গুড নাইট্।"—বলিয়া রেবতী হস্ত প্রসারণ করিল।

হীরালাল শেক্-হ্যাণ্ড করিয়া, "গুড নাইট্" বলিয়া ঝির সহিত শয়নকক্ষে গেল।

শুভ্র সুকোমল শয্যা—বিদ্যুৎপাখা ঘূরিতেছে—আলো নিবাইয়া দিয়া, অল্পক্ষণমধ্যেই হীরালাল গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

পুরুষস্য ভাগ্যম্।

সে রাত্রিতে গুণ্ডার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, সতীশ নিরাপদে বাগবাজারে তাহার গৃহে আসিয়া পৌছিল। আসিয়া যাহা শুনিল, তাহাতে তাহার চক্ষুস্থির হইয়া গেল। শুনিল, দাঙ্গার পঞ্চম দিবসে তাহার দোকান লুঠ হইয়া গিয়াছে। তাহার কারবার পোস্তায় লোহা-লক্কড়ের নহে—ও কথাটা সে করিমকে মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিল। রাধাবাজারে তাহার বৃহৎ কাচের দোকান ছিল, মুসলমানের দল আসিয়া সেই দোকান আক্রমণ করে। টাকাকড়ি যাহা তহবিলে মজুত ছিল সমস্তই লুঠিয়া লইয়াছে, এক জন দ্বারবান্‌কে খুন করিয়া ফেলিয়াছে, দোকানের মালপত্রও অনেক ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, ক্রমে পুলিস-বাহিনী আসিয়া পৌছিতে তাহারা পলায়ন করে। সতীশের ছোট ভাই কুমুদ দোকানে ছিল, সে এবং অন্যান্য কর্ম্মচারী অল্পবিস্তর জখম হইয়া, কোনও ক্রমে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছে। প্রাণভয়ে সেই দিন হইতে দোকানে কেহ আর যায় নাই; তবে খবর পাওয়া গিয়াছে, পুলিসের কর্ত্তারা দোকানে তালা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

শুনিয়া সতীশ আর বাক্যব্যয় না করিয়া বিছানা লইল। স্ত্রীর অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও আহার করিল না; অবশেষে দুইটি সন্দেশ

ও এক গেলাস জল খাইয়া শুইয়া রহিল। এই আকস্মিক বিপৎপাতে তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সতীশের নিদ্রা হইল না। সে ত এক প্রকার সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে বলিলেই হয়। অন্য কোনও সম্পত্তির আয় নাই—ঐ দোকানখানিই ছিল একমাত্র ভরসার স্থল। আগামী কল্য পাঁচ হাজার টাকা লইয়া গিয়া রেবতীকে উদ্ধার করিয়া আনা ত দূরের কথা, এখন জীবিকানির্ব্বাহের কি উপায় হইবে? হায় হায়, ইহাকেই বলে পুরুষের দশ দশা—কখনও হাতী কখনও মশা! যে ছিল রাধাবাজারের এক জন গণ্যমান্য ব্যবসায়ী, সে আজ সর্ব্বস্বান্ত—কি খাইবে, তাহার ঠিক নাই!

পরদিনও সতীশ বাড়ীতে বসিয়া নির্জ্জনে অনেক চিন্তা করিল। ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে দিবা অবসান হইল, সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। ঘড়ীর দিকে চাহিয়া সতীশ ভাবিল, করিমের নিকট তাহার ওয়াদার কাল ত উত্তীর্ণ হইয়া গেল—আশাহত ক্রুদ্ধ নিষ্ঠুর গুণ্ডা আজ রাত্রিতেই বোধ হয় রেবতীকে খুন করিয়া ফেলিবে। ছাড়িয়া তাহাকে কখনই দিবে না—দিলে পুলিস হাঙ্গামার আশঙ্কা তাহাদের আছে ত!

আজও গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সতীশ ঘুমাইতে পারিল না। রাত্রি ১২টা বাজিলে সতীশ মনে মনে কৃতনিশ্চয় হইল, রেবতী আর ইহজগতে নাই! গুণ্ডাহস্তেই তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে। মনকে বুঝাইল, "ইহাতে আমার আর অপরাধ কি? মনুষ্য-জীবন অনিত্য, পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায়—এ সকল ত শাস্ত্রেরই কথা। নিয়তি—নিয়তি—

সকলই নিয়তি। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর সহায় হইলেও নিয়তির হস্ত হইতে কেহই পরিত্রাণ পাইতে পারে না। রেবতীর অদৃষ্টে মুসলমান-হস্তে অপমৃত্যু লেখা ছিল, তাহা খণ্ডন করে কাহার সাধ্য? ইহাতে আমার আর দোষ কি?”

রেবতীর অপমৃত্যুর কথা ভাবিতে ভাবিতে আর একটা কথা সতীশের মনে উদয় হইল। ইহজগতে রেবতীর তিন কুলে কেহই নাই—মা নাই, ভাই নাই, সন্তান-সন্ততি নাই; এমন কি, এ শ্রেণীর স্ত্রীলোকের প্রায়ই যাহা থাকে—একটা মূর্খ লম্পট “গুরুদেব” পর্য্যন্ত নাই। কে রেবতীর উত্তরাধিকারী হইবে? জয়মিত্রের গলিতে বাড়ীখানি রেবতীর নিজস্ব—তাহারই মুখে সতীশ শুনিয়াছিল, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে উহা সে পনেরো হাজার টাকায় খরিদ করিয়া দুই তিন হাজার টাকা ব্যয়ে মেরামত করাইয়াছিল, পাঁচ ছয় শত টাকা ব্যয়ে বাড়ীতে বিদ্যুৎ আনাইয়াছিল,—এখন যেমন করিয়া হউক, সে বাড়ীখানির মূল্য বিশ হাজার টাকা। আসবাব-পত্র যাহা আছে, তাহার মূল্য কম করিয়া ধরিলেও দুই হাজার টাকা হইবে। আয়রণ-চেষ্টে কি আছে না আছে, তাহা সতীশ সঠিক অবগত নহে। তবে তাহার মধ্যে কোম্পানীর কাগজ আছে—ইহা সে জানে। অলঙ্কারও কিছু আছে। সব অলঙ্কার রেবতী ত চুণারে লইয়া যায় নাই। এ সকলের ওয়ারিশ কে হইবে? গভর্ণমেণ্ট? তা কেন? ঐ ধরণের কত স্ত্রীলোক ত মৃত্যুকালে উইল করিয়া তাহাদের প্রণয়িগণকে প্রচুর সম্পত্তি দিয়া গিয়াছে। মৃত্যু এত নিকট জানিলে রেবতীও হয়ত এইরূপ করিত। একখানা উইল খাড়া করিতে আর কত সময় লাগে? সাক্ষী? টাকা

খরচ করিলে সাক্ষীর অভাব? আর সেই উইলের প্রোবেট লইবার সময় কেই বা আপত্তি দাখিল করিতে যাইবে? কেহই ত নাই। সতীশ মনে মনে স্থির করিল—"না না—নাহক একটা সম্পত্তি গভর্ণমেণ্টের হাতে কোন ক্রমেই যাইতে দেওয়া উচিত নহে। উইল একখানা খাড়া করাই ঠিক। চুণারে রেবতীর মৃত্যু হইয়াছে, ইহাই প্রচার করা প্রয়োজন ও নিরাপদ। রেবতীর বাড়ীখানা ও কোম্পানীর কাগজগুলি হাতে আসিলে উহা বিক্রয় করিয়া, আবার নূতন করিয়া ব্যবসায়ের পত্তন করা ছাড়া আর অন্য উপায় কি? কল্য প্রভাতেই রেবতীর বাড়ী গিয়া, ঝি-চাকরগুলাকে কৌশলে বিদায় দিয়া, জিনিষপত্রের হেফাজৎ করিয়া—তাহার পর একখানা উইল প্রস্তুতের আয়োজন করিতে হইবে।

এইরূপ স্থির করিয়া সতীশ মনে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভ করিল এবং শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্।

অতিথি জাগরিত হইবার পূর্ব্বেই রেবতীর সে দিন প্রভাতে নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। বিছানার উপর একটি সিগারেট ধরাইয়া সে সেবন আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় ঝি সৌদামিনী আসিয়া প্রবেশ করিল। কার্পেটের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "কা'ল তুমি যে কথা বল্লে দিদিমণি, শুনে ত আমার বুক ধড়ফড় করতে নেগেছে—বাকী রাতটুকু আমার ঘুমই হ'ল না! কি বিপদে তুমি পড়েছিলে? আর কোনও ভয় নেই ত?"

রেবতী সিগারেট টানিতে টানিতে সংক্ষেপে তাহার বিপদের কাহিনী বর্ণনা করিল। এ ব্যাপারে "বাবু" কিরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে এবং পার্শ্বের কক্ষে নিদ্রিত ভদ্রলোকটি তাহার কি উপকার করিয়াছে, তাহাও রেবতী বলিতে ভুলিল না। আরও বলিল যে, বাবুর মুখদর্শন রেবতী আর করিবে না; সে যদি কালামুখ লইয়া আবার আসিয়া হাজির হয় ত মুড়ো খ্যাংরা মারিয়া বিদায় করিবে, ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা। শুনিয়া সৌদামিনী সতীশকে গালি দিতে লাগিল।

রাগটা একটু পড়িলে সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার চানের জল কি এখন ঠিক ক'রে দেবো, দিদিমণি?"

রেবতী বলিল, "হ্যাঁ, দে। সে বাবুটি কি উঠেছেন?"

"না, ওঠেন নি। জাগিয়ে দেবো?"

"না, ঘুমুচ্ছেন, ঘুমুন না। আমি ততক্ষণ স্নানটা সেরে ফেলি। এখনই হয় ত থিয়েটারের ম্যানেজার বাবু এসে হাজির হবেন। নিস্তার কোথা।"

"সে নীচে রান্না-ঘরে কয়লায় আগুন ধরাচ্ছে।"

"তা ধরাক। তুই আমার স্নানের জল ঠিক ক'রে, ষ্টোভটা জ্বেলে চায়ের জল চড়িয়ে দিস্। স্নান ক'রে উঠেই যেন আমি চা পাই।"

"আচ্ছা"—বলিয়া সৌদামিনী প্রস্থান করিল।

আর একটা সিগারেট ধরাইয়া, রেবতী স্নানার্থ একতলায় নামিল। সিঁড়ি হইতে নামিয়া ডাহিন দিকে এই স্নানাগার। রান্নাঘরটি উঠানের অপর প্রান্তে অবস্থিত। এদিক ওদিকে টানা বারান্দা আছে।

রান্নাঘর তখন কয়লার ধূমে আচ্ছন্ন। সৌদামিনী ষ্টোভটি বারাণ্ডায় বাহির করিয়া, প্রথমে সেটি সাফ করিল। তাহার পর জ্বালিয়া, জলের কেৎলিটি চড়াইয়া দিল। নিস্তারিণী তখন কয়লা ধরানো শেষ করিয়া, রান্নাঘরের দরজাটি ভেজাইয়া দিয়া, সৌদামিনীর কাছে আসিয়া বসিল। চুপি চুপি বলিল, "জিজ্ঞাসা করেছিলি, সদু।"

"হ্যাঁ, করেছিলাম।"

"শুনলি কিছু?"

"শুনলাম বৈ কি!"—বলিয়া সে চুপি চুপি রেবতীর নিকট শ্রুত কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিল।

এমন সময় দারোয়ানজী খড়ম পায়ে দিয়া খট্ খট্ করিতে করিতে

আসিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া বলিল, "কি তোরা গলবাৎ করছিস ?"—বলিয়া অল্প দূরে সে-ও বসিয়া পড়িল। মনিব একটা কোনও বিশেষ বিপদে পতিত হইয়াছিলেন, ইহা সে অনুমান করিয়াছিল; বিপদটা যে কি ঘটিয়াছিল, জানিবার জন্য আহারও প্রাণ ছটফট করিতেছিল। সৌদামিনী দরোয়ানজীকেও চুপি চুপি সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিল।

রেবতীর স্নান ততক্ষণে প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। সে গা-মাথা মুছিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় কাহার জুতার শব্দ শুনিতে পাইল। কে আসিল, ম্যানেজার বাবু না কি ? রেবতী কাণ খাড়া করিয়া রহিল। পর-মুহূর্ত্তে তাহার কাণে গেল সতীশের কণ্ঠ-স্বর। ক্রন্দনবিজড়িত, কম্পিত কণ্ঠে সে বলিতেছে—"ওরে সদু, ওরে নিস্তের—সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে রে! তোদের মনিব রেবতী বিবি চুণারে মারা গেছে রে—হায় হায় হায় !"

সৌদামিনী বলিল, "এ কি সর্ব্বনাশ, বাবু! কবে ? কবে ?"

"আজ চারদিন হ'ল রে—আজ চার দিন হ'ল।"—বলিয়া সতীশ ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে সতীশ বলিতে লাগিল, "চুণারে নিয়ে গিয়ে প্রথম মাসখানেক বেশ উন্নতিই দেখা যেতে লাগলো। তারপর থেকে আবার একটু খারাপের দিকে গেল। ভাল ভাল ডাক্তার ডাকিয়ে চিকিচ্ছে করাতে লাগলাম। আবার একটু শোধরালো। মরবার তিন দিন আগেও সে-ও জানতো না—কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি যে, এ সর্ব্বনাশ হবে। এমন কি, থিয়েটারের ম্যানেজারকে 'তার' পর্য্যন্ত করেছিল যে, আমি অমুক দিন কলকেতায় ফিরবো। বুধবারদিন

সন্ধ্যাবেলা, 'বুকে ব্যথা বুকে ব্যথা' ব'লে সেই যে শুলো—আর উঠলো না রে সদু—আর উঠলো না। আমি জরুরী 'তার' ক'রে এলাহাবাদ থেকে সাহেব ডাক্তারকে ডেকে পাঠালাম—সাহেবের মোটর এসে যখন ফটকে দাঁড়ালো, তখন আমরা 'বল হরি হরিবোল' ব'লে তাকে বের করছি! গঙ্গাতীরে নিয়ে গিয়ে, দশ মণ চন্দনকাঠে দু' টিন গাওয়া-ঘি ঢেলে তাকে পোড়ালাম। সোণার প্রতিমে বিসর্জ্জন দিয়ে এলাম রে সদু—হায় হায় হায়! সে ত গেলই—আমাকে শুদ্ধ মেরে রেখে গেল রে! তুই ত সব জানিস সদু—এ দু' বছর, আমি তাকে একটি দিনও চোখের আড়াল করি নি। তাতে আমাতে ছিলাম যেন যোটের পায়রা দুটি! এখন, সে-হারা হয়ে আমি কি ক'রে বেঁচে থাক্‌বো!"—বলিয়া আবার হাউ হাউ করিয়া কান্না।

সদু বলিল, "বাবু! বাবু! চুপ করুন, আপনি এত অধয্য হবেন না—আপনার পায়ে পড়ি! অদেষ্টে যা নেকা ছিল, তা কে খণ্ডাবে বলুন? যান, উপরে গিয়ে বসুন। যতই কাঁদাকাটি করুন, তাকে ত আর ফিরে পাবেন না, মিথ্যে শরীল খারাপ হবে বৈ ত নয়!"

সতীশ বলিল, "আর শরীর! এ শরীর ত এখন ভার বোঝা হয়েছে সদু! কাযের কথা যা বলতে এসেছি—তাই বলি, শোন। মরবার আগে সে একখানি উইল ক'রে গেছে। তাতে আমার দুই ছেলেকে তার এই বাড়ী, আসবাবপত্র, গয়নাগাঁটি, কোম্পানীর কাগজ সমস্ত সমান ভাগে দিয়ে গেছে। তোদের কথাও ভোলে নি। তোকে ৫০৲, নিস্তারিণীকে ৫০৲ আর হরি সিং দরোয়ানকে

১০০৲ দিয়ে গেছে। কাল সকালে আমি কলকেতায় এসে পৌঁছেছি। পৌঁছেই আদালতে গিয়ে উইল সাব্যস্ত করবার জন্যে দরখাস্ত দিয়েছি। উইলের প্রভেট নিয়ে, জিনিষপত্র বেচে কিনে, তোদের টাকা দিতে এখন যার নাম ছ' মাস দেরী। এত দিন তোরা এখানে ব'সে কি করবি, আমি বরঞ্চ নিজের পকেট থেকে তোদের টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি—তোরা আপন আপন বাড়ী চ'লে যা। তোদের টাকা আমি সঙ্গে করেই এনেছি। দশটা বাজলেই আদালতের পেয়াদারা এসে সদরে তালা বন্ধ করবে। তোদের যদি এখানে তারা দেখে, শেষকালে হয় ত সাক্ষীর সফিনে ধরিয়ে দেবে, তোরা তখন ছ মাসের ফেরে প'ড়ে যাবি।"

হরি সিং বলিয়া উঠিল, "সো ত বহুৎ মুস্কিল হবে বাবুজী! আপনি আপনার বাড়ী-ঘর বুঝিয়ে লিয়ে দয়া ক'রে হামাদের টাকা দিয়ে দিন—হামলোক চলিয়ে যাই।"

সতীশ বলিল, "তা দিচ্ছি। সত্যি কথাই ত, তোমরা গরীব লোক, এ সব ফ্যাঁসাদ তোমাদের কেন? এই নাও হরি সিং তোমার ১০০৲—দশ খানা নোট আছে, গুণে নাও। এই নে নিস্তার তোর ৫০৲, এই সদুর ৫০৲। খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গাম আর এখানে তোরা করিস নে—বেলা এখন প্রায় ৮টা; হাওড়া ইষ্টিসানে গিয়েই বরঞ্চ খাবার-দাবার কিনে খেয়ে রওনা হয়ে পড়্‌। আমি ততক্ষণ উপরে গিয়ে বসি। পেয়াদারা না আসা পর্য্যন্ত আমাকে ত এখানে থাকতেই হবে। ঘর খোলা আছে কি?"

সদু বলিল, "হাঁা বাবু, ঘর খোলাই আছে—উপরে গিয়ে বসুন।

চায়ের জল প্রায় ফুটে উঠেছে—আমি চট ক'রে এক পেয়ালা চা আপনার জন্যে ক'রে নিয়ে যাচ্ছি—গিয়ে ঘর-দোর সব বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

"আচ্ছা।"—বলিয়া সতীশ উপরে উঠিয়া গেল।

রেবতী তখন মাথা মুছিতে মুছিতে ধীরে ধীরে স্নানকক্ষের দ্বার মুক্ত করিল। উভয় ঝি তাহার পানে চাহিয়া চুপি চুপি বলিল, "সব শুনলে, দিদিমণি? বাপ রে বাপ—কি ধাপ্পাবাজ জুয়াচোর গো! জলজ্যান্ত মানুষটা তুমি, তোমায় স্বচ্ছন্দে পুড়িয়ে গঙ্গায় দিলে! ও মা, কি ঘেন্নার কথা!"

রেবতীও চুপি চুপি বলিল, "দাঁড়া না, কে কাকে গঙ্গায় দেয়, তাই দেখছি আমি! হরিসিং, তুমি হুঁসিয়ার থেক; উপরে গিয়ে আমি যদি বলি, হরিসিং পুলিশ বোলাও, তুমি বলবে, আচ্ছা মাইজী, আভি বোলাতে হেঁ—কিন্তু সত্যি সত্যি পুলিস ডেক না—বুঝলে ত?"

হরিসিং বলিল, "হাঁ মাইজী! হামি বুঝিয়েছে।"

ঠিক এই সময়, উপর হইতে একটা চেঁচামেচি শুনা গেল—"কে রে তুই ড্যাম র‍্যাস্কেল, এখানে শুয়ে ঘুমুচ্ছিস? কে তোকে এ বাড়ীতে ঢুকতে দিলে? কি মৎলবে এসেছিলি তুই?"—তার পর চটাং করিয়া একটা উচ্চ শব্দ—কে কাহার গালে যেন বিরাশী শিক্কা ওজনের এক চড় মারিল; সঙ্গে সঙ্গে একটা ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ।

হরিসিং বলিল, "মাইজী, হামি উপরে যাব।"

"না, তুমি সদরেই থাক"—বলিয়া রেবতী এলো চুলে, আঁচলটা কোমরে শক্ত করিয়া জড়াইয়া লইয়া, রান্নাঘরের পার্শ্ব হইতে ঝাঁটাগাছটা তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে দ্বিতলে উঠিয়া গেল।

সতীশ এবং হীরালালের তখন মল্লযুদ্ধ চলিতেছে। শয্যাপার্শ্বস্থ টেবিলটা উল্‌টাইয়া পড়িয়াছে—দুইটা ফুলদানী ভগ্ন। সতীশের গালে হীরালালের পাঁচ আঙ্গুলের দাগ বসিয়াছে। চক্ষুর নিমেষে হীরালাল সতীশকে মেঝেয় পাড়িয়া ফেলিয়া, তাহাকে প্রহার জন্য বদ্ধমুষ্টি উদ্যত করিল।

রেবতী বলিল, "হীরালাল বাবু থামুন। ওর শাস্তি আমিই নিজে হাতে দিচ্ছি।"

হীরালাল উঠিয়া দাঁড়াইল। সতীশও দাঁড়াইয়া উঠিয়া, রেবতীর পানে চাহিল। তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। কিন্তু সত্বর সামলাইয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, "রেবী! রেবী! তুমি বেঁচে আছ তা হ'লে?"

রেবতী ভেঙ্গাইয়া ব্যঙ্গভরে বলিল, "না না—মরা মানুষ কি কখনও বেঁচে থাকে? তুমি চুণারে যাকে বল হরি হরিবোল দিয়ে বের ক'রে নিয়ে গেলে, দশ মণ চন্দনকাঠে দুটিন গাওয়া ঘি ঢেলে যাকে পোড়ালে, সে কি কখনও বেঁচে থাকতে পারে? আমি তার ভূত—তবে বিংশ শতাব্দীর নব্য ভব্য সভ্য ভূত—আমি তোমার ঘাড় মটকাবো না—কিঞ্চিৎ উত্তম মধ্যম ঝাঁটাভোজন করা'ব মাত্র—তার পর অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে তোমায় বিদায় করা'বো। এত বড় বিশ্বাসঘাতক নরাধম জুয়াচোর তুমি? গুণ্ডারা আমাকে মেরে ফেলেছে এই

ভরসায় জাল উইল খাড়া ক'রে তুমি আমার যথাসর্ব্বস্ব চুরি করে নিতে এসেছ ? পাজি ছুঁচো সয়তান কোথাকার !”—বলিয়া রেবতী সপাং সপাং করিয়া ঘা দুই তিন ঝাঁটা সতীশের মাথায় ও বক্ষে বসাইয়া দিল।

ঝাঁটা খাইয়া “কি ! এত বড় আস্পদ্দা তোর, তুই আমায় ঝাঁটা মারিস ? দাঁড়া হারামজাদী, তোকে আমি আজ খুনই করবো !”—বলিয়া সতীশ মালকোঁচা দিতে লাগিল।

“কে কাকে খুন করে দেখাচ্ছি, দাঁড়া !”—বলিয়া রেবতী বারান্দার প্রান্তে গিয়া চীৎকার করিল, “সদু, আঁশ বঁটিখানা নিয়ে আয় ত রে !”

হীরালাল সতীশের কাণটি ধরিয়া বলিল, “খবর্দ্দার—স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলেছ কি মেরে তোমায় গুঁড়ো ক'রে ফেলবো, রাস্কেল !” তাহার পর কাণ ছাড়িয়া বলিল, “যাও—বাপের সুপুত্তুরের মত, আস্তে আস্তে বাড়ী চ'লে যাও। নইলে এখনই পুলিস ডাকবো।”

সতীশ বলিল, “বটে ! এরই মধ্যে এতটা গড়িয়েছে ? তুমিই বুঝি এখন এ বাড়ীর কর্ত্তা ? বাঃ বেশ আছ ছোকরা !” বলিয়া সতীশ সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল। এক ধাপ নামিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, “রেবী !—খুব কীত্তিটে রাখলি যা হোক ভাই ! হুঁঃ—এই জন্যেই শাস্ত্রে বলেছে—স্ত্রীলোকের চরিত্র দেবতারাও বুঝতে পারেন না, মানুষ কোন্ ছার ! দুটো দিন আর তর সইল না, নতুন জোটালি ? ‘সাধে কি হই গো দিদি’—সেই গানটা একবার গা না—শুনে

যাই।” বলিয়া জিভ বাহির করিয়া রেবতীকে ভেঙ্গাইয়া তাড়াতাড়ি সতীশ নীচে নামিয়া গেল।

সদরে পৌঁছিলে হরি সিং সহাস্যে উচ্চকণ্ঠে বলিল, “কি বাবুজী! বিবির হাঁথের ঝাড়ুটি মিঠা লাগলো ত?”

সতীশ কোন উত্তর না করিয়া, তাহার দিকে একটা ক্রোধদৃষ্টি হানিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সতীশের প্রতিহিংসা

ক্রুদ্ধ সতীশ চিৎপুর রোডে আসিয়া বেলগাছিয়ার ট্রাম ধরিবার আশায় সাইনবোর্ডের নিকট দাঁড়াইল। অপমানে সে এখন প্রায় পাগলের মত হইয়াছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল, কিন্তু কোন ট্রাম আসিল না। এই সময় সে মনে মনে নানা জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিল। করিমের কবল হইতে দুশ্চারিণী রেবতী ছাড়া পাইল কেমন করিয়া? করিম ত বলিয়াছিল, ওয়াদার সময়মধ্যে জান-খালাসী টাকা না আসিলে রেবতীকে সে বেইজ্জৎ করিবে কিংবা খুন করিয়া ফেলিবে; ইহাকে দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিবে, তাহা কি সম্ভব? নিশ্চয়ই কোনও সুযোগে রেবতী করিমের চক্ষুতে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। আসিয়া, আমার উপর রাগ করিয়া, ঐ একটি নূতন জুটাইয়া লইয়াছে। নূতন কিংবা গোপন ও পুরাতন, তাই বা কে জানে? সে চুলায় যাউক,—কিন্তু রেবতীর ঠিকানাটা করিমকে কোনও সুযোগে জানাইয়া দিতে পারিলে কায হইত। সত্যই রেবতী যদি পলাইয়াই আসিয়া থাকে—তবে, হুম্বাবা! —করিম গুণ্ডা আসিয়া উহাকে মজাটি দেখাইয়া দিবে। বুকে একখানি চক্‌চকে ছোরা বসাইয়া উহার যাহা কিছু আছে, লুটিয়া পুটিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু পাঠাই কাহাকে? সে পাড়ায় কেহ কি এখন যাইতে রাজি হইবে? পথেই যদি কোনও মুসলমান তাহার দফাটি সারিয়া দেয়?

দক্ষিণদিক হইতে একটা হাল্লা শুনা গেল। অনেক লোক ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে রাস্তার দুই ধারের দোকান-পাট সমস্ত বন্ধ হইয়া গেল। রব উঠিল, মুসলমান আসিতেছে—মুসলমান আসিতেছে। দেখিয়া, সতীশও প্রাণপণে উত্তরদিকে ছুটিয়া চলিল। ছুটিতে ছুটিতেই শুনিতে পাইল, মেছুয়াবাজারে হিন্দু-মুসলমানে ভয়ানক দাঙ্গা বাধিয়াছে—দাঙ্গা করিতে করিতে মুসলমান-গণ এই দিকেই আসিতেছে।

যাহা হউক, সতীশ কোনও ক্রমে প্রাণ লইয়া শ্যামবাজারে তাহার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

রেবতীর প্রতিহিংসা লওয়ার মতলব কিন্তু সতীশ পরিত্যাগ করিতে পারিল না।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সতীশ স্থির করিল, নিজে তাহার গুণ্ডা-পাড়ায় যাওয়া ত একেবারেই অসম্ভব। কারণ, রেবতীর "জান্" ত তাহার গহনা ও টাকায় খালাস হইয়াই গিয়াছিল, তাহার নিজ জান্-খালাসী পাঁচ হাজার টাকার জন্যই রেবতীকে তাহার বিবাহিতা স্ত্রী বোধে করিম আটকাইয়া রাখিয়াছিল। জামীনদার পলাইয়াছে বলিয়া, আসামীকে হাতে পাইলে সে ছাড়িবে কেন? সুতরাং এমন কোনও বিশ্বস্ত লোককে করিমের কাছে পাঠাইতে হইবে, যে কোন মতেই সতীশের ঠিকানাটি প্রকাশ করিয়া দিবে না, এবং এ কার্য্যে কোনও মুসলমানকেই পাঠানো উচিত। গেঁড়াতলায় গেলে মুসলমানের কোনও বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। কিন্তু এ পাড়ায় সেরূপ লোক কোথায়?

তখন হঠাৎ সতীশের মনে হইল, পূর্ব্বে যখন তাহার গাড়ীঘোড়া ছিল, তখন ইমামুদ্দিন নামক এক ব্যক্তি দশ বৎসরকাল তাহার কোচম্যানি করিয়াছে। সেই ব্যক্তি এখন এই পাড়াতেই অন্য বাড়ীতে কোচম্যানি করে। সে লোকটি খুবই বিশ্বাসী ছিল,—এমন কি, এক সময় নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া, সতীশের প্রাণরক্ষা করিয়া নিমকের সম্মান রক্ষা করিয়াছিল। এ দিকে যদিও সে ব্যক্তি অন্যত্র চাকরী করিতেছে, তথাপি পূর্ব্ব-মনিব বলিয়া পথেঘাটে দেখা হইলেই আজিও তাহাকে অবনত হইয়া সেলাম করিয়া থাকে। সেই ব্যক্তিকে পাওয়া গেলে, তাহাকে কিছু বক্‌শিস দিয়া, করিমের নিকট পাঠানো যাইতে পারে।

পরদিনই সতীশ ইমামুদ্দিনের খোঁজে বাহির হইল। ইমামুদ্দিনের আস্তাবলে গিয়া সতীশ দেখিল, তোলা উনানে ভাত ফুটিতেছে, সে এবং সহিস বসিয়া আছে। সতীশকে দেখিয়াই ইমামুদ্দিন দাঁড়াইয়া উঠিয়া সেলাম করিল। সতীশ তাহাকে ডাকিল, "ইমামুদ্দিন, শোন।"

ইমামুদ্দিন বাহির হইয়া আসিল। সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার গাড়ী বেরুবে কখন্?"

ইমাম হিন্দীতে উত্তর করিল, "আজকাল ত আর গাড়ী বের করি না হুজুর। হাঙ্গামা হয়ে অবধি আমার বাবু গাড়ীতে কোথাও আর যান না। বাড়ী থেকেই আর বেরোন না।"

"বটে! তা হ'লে ত তোমাদের এখন ছুটী চলছে।"

"কি করি হুজুর!"

"দেখ, ইমাম, আমার একটু বিশেষ কায আছে। সেটা তুমি

ক'রে দিতে পারবে? পারলে আমি তোমায় বিলক্ষণ বখশিস দেবো।"

"কি কায বলুন হুজুর। আমি ত আপনার বান্দা। কত কাল আপনার নিমক খেয়েছি।"

"এখানে দাঁড়িয়ে ত সে কথা হবে না। আমার বাড়ীতে এস।"

"যখন হুকুম করবেন, তখনই এ গোলাম হাজির হবে।"

"ভাত চড়িয়েছ দেখছি। খাওয়া দাওয়া ক'রে, এই বেলা ১২টা কি ১টার সময় এস, কি বল?"

"যো হুকুম, তাই আসবো হুজুর।"—বলিয়া ইমামুদ্দিন অবনত হইয়া সতীশকে সেলাম করিল।

সতীশ বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া স্নানাহার সারিয়া লইল। ইমামুদ্দিন তাহার চাপদাড়ি লইয়া যথাসময়ে আসিয়া দর্শন দিল। সতীশ বৈঠকখানা ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া তাহার সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল।

সতীশ বলিল, "দেখ ইমাম, গেঁড়াতলায় করিম শেখ ব'লে যে এক জন গুণ্ডা থাকে, তাকে তুমি জান কি?"

"চিনি না হুজুর, কিন্তু নাম শুনেছি। সে শুধু গুণ্ডা নয়, গুণ্ডাদের একজন সর্দ্দার।"

"হাঁ, সেই। আমি যদি তার নামে তোমায় একখানা চিঠি দিই, তবে তুমি সে চিঠি তাকে গিয়ে দিয়ে আসতে পার?"

ইমাম কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "এ আর তেমন শক্ত কথা কি হুজুর?"

সতীশ বলিল, "তা বেশ। দেখ, কোনও একটা বিশেষ কারণে করিমকে একখানা চিঠি লিখতে চাই। কিন্তু আমি যে কে, আর কোথায় থাকি, এটা ঘুণাক্ষরে করিম না জানতে পারে। জানলে হয়ত আমার প্রাণই যাবে। যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করে, তুমি বলবে, রাস্তায় একজন বাঙ্গালী বাবু এই চিঠি আর আমার মেহনতানা একটি টাকা দিয়েছে, তাই আমি চিঠি এনেছি—সে বাবুর নাম-ধাম আমি কিছুই জানিনে এমন কি, আগে তাকে কখনও দেখিওনি। বুঝলে? এই রকম বলতে পারবে ত ইমাম? অবশ্য তোমার মেহনতানা ১৲ নয়—আমি ১০৲ টাকা তোমায় দেবো। কিন্তু তুমি ১৲ টাকার কথাই সেখানে বলবে। আমার প্রাণ তোমার হাতে।"

ইমাম বলিল, "হুজুর যেমন ফরমায়েস করেছেন, ঠিক সেই রকম কথাই আমি বলবো। তার বেশী একটা কথাও আমি বলবো না। এই পশ্চিমমুখে দাঁড়িয়ে হুজুরকে আমি জবান দিচ্ছি, নিমকহারামী আমি করবো না। চিঠি কখন্ নিয়ে যেতে হবে?"

"আমি চিঠি লিখে রাখবো, তুমি তিনটের সময় এসে নিয়ে যেও।"

"বহুৎ খুব"—বলিয়া সেলাম করিয়া ইমাম প্রস্থান করিল।

সতীশ নিজ শয়ন-ঘরে গিয়া যে পত্রখানি লিখিল, বানানগুলি শুদ্ধ করিয়া তাহা এইরূপ দাঁড়ায়—

"সাহেব!

হুজুরের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, গত পশু´ তারিখে রাত্রে আমি আপনার নিকট এই ওয়াদা করি যে, গতকল্য সন্ধ্যা ৬টার

মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা লইয়া গিয়া হুজুরে দাখিল করিব। কিন্তু নানাবিধ অসুবিধায় টাকাটা যোগাড় করিতে না পারায় আমার কথার খেলাফ হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্য মাফ করিতে আজ্ঞা হয়। যে স্ত্রীলোককে জামীন স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছিলাম, সে আমার বিবাহিতা স্ত্রী নহে—সে এই সহরের একজন বিখ্যাত নটী—হুজুরের নিকট আসল কথা লজ্জায় প্রকাশ করিতে না পারায় ঐরূপ বলিয়াছিলাম। সে নটী বোধ হয় আপনার সহিত দাগাবাজি করিয়া পলায়ন করিয়াছে। আমি নিম্নে তাহার আসল নাম ও ঠিকানা দিতেছি। তাহার অনেক টাকা, মোহর, অলঙ্কার ও অন্যান্য ধনদৌলৎ আছে, বাড়ীতে এক দ্বারবান্ ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষ নাই। অতএব আপনার প্রাপ্য টাকা তাহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইলে ভাল হয়। সে অত্যন্ত দাগাবাজ মেয়েমানুষ, আপনার দয়ার সে যোগ্য নহে। অতএব তাহার যথোচিত শাস্তি-বিধান করাই আপনার উচিত। ইতি—

নাম সহি করিলাম না পরিচয়েই চিনিবেন।"

নিম্নে সতীশ রেবতীর নাম ও জয়মিত্রের গলির ঠিকানা লিখিয়া দিল।

ইমাম যথাসময়ে আসিয়া পত্র লইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর সে ফিরিয়া আসিয়া সতীশের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল, করিম সাহেবের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে—তিনি পত্র পড়িয়া বলিয়াছেন, বাবুকে আমার বহুৎ বহুৎ সেলাম দিয়া বলিও,

তিনি যেরূপ লিখিয়াছেন, শীঘ্রই আমি সেইরূপ করিব। কোনও লিখিত জবাব দেন নাই।

সতীশ বলিল, "আমার নাম কি, ঠিকানা কি, সে সব জিজ্ঞাসা করেছিল না কি?"

ইমাম বলিল, "না, করেনি। করলে, হুজুর যে রকম শিখিয়ে দিয়েছিলেন, সেই রকমই বলতাম।"

"আচ্ছা, বেশ। এই তোমার টাকা নাও, ইমাম।"

ইমাম টাকা লইয়া সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল। সতীশ আপন মনে বলিল—"হুম্বাবা! ঘুঘু দেখেছিলে চাঁদ! এইবার ফাঁদও দেখ!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ওস্তাদজী

হীরালাল তিন দিন রেবতীর গৃহে যাপন করিয়া, চতুর্থ দিন প্রাতে উঠিয়া দুই জনে চা-পান করিতেছিল। তাহার হাতে একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র—সেখানি মাঝে মাঝে আপন মনে সে পাঠ করিতেছিল, মাঝে মাঝে পড়িয়া রেবতীকে শুনাইতেছিল। গত কল্য কলিকাতা অনেকটা ঠাণ্ডা গিয়াছে। খুন ও জখম অধিক হয় নাই—দোকানপাটও সব খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

চা-পান শেষ হইলে হীরালাল বলিল, "এইবার একবার বেরিয়ে একটা বাসা-টাসার সন্ধান করা যাক, কি বলেন?"

রেবতী বলিল, "দাঙ্গাহাঙ্গামটা সম্পূর্ণ আর মিটছে কৈ? কেন খামকা মুসলমানের হাতে প্রাণটা দিতে যাবেন, হীরালাল বাবু?"

হীরালাল বলিল, "যা দুই একটা খুন-জখম হয়েছে, সে ত ও-দিকে, হ্যারিসন রোডের কাছাকাছি। এ পাড়ায় ত মুসলমানের কোনও অত্যাচার নেই।"

রেবতী বলিল, "হ'তে কতক্ষণ? না—না,—ও সব মৎলব ছাড়ুন। এখন কোথাও বেরুতে পারবেন না। খান-দান, আর চুপটি ক'রে বাড়ী ব'সে ব'সে আমার সঙ্গে গল্প করুন। গোলমালটা সম্পূর্ণ থেমে গেলে, তার পর আপনার যা প্রাণ চায়, করবেন।

দেখুন, একলা আমি স্ত্রীলোক—বাড়ীর দরোয়ানটি ছাড়া অন্য পুরুষমানুষ নেই। আপনি রয়েচেন ব'লে আমার মনে কত ভরসা রয়েছে। এ সময় আপনি চলে গেলে, কখন্ কি হয় কখন্ কি হয় ভেবে ভেবে আমার মুখে আর অন্নজল যাবে না—তা কিন্তু ব'লে রাখছি আপনাকে।"—রেবতী যেন অভিমানভরেই ঠোঁট ফুলাইল।

হীরালাল বলিল, "আচ্ছা, তবে না হয় আরও দু' এক দিন যাক্। কিন্তু আপনার উপর খুব অত্যাচার করা হচ্ছে।"

রেবতী বলিল, "হাঁ, অত্যাচার বৈ কি! একজন অবলা অসহায়া স্ত্রীলোককে বিপদের দিনে রক্ষা করা—অত্যাচার নয় ত কি? তবে সেই গুণ্ডার আড্ডায়, বাঘের মুখে আমায় ফেলে এলেন না কেন?—সেই ত খুব সদাচার হ'ত!"

শুনিয়া হীরাহাল হাসিল। বলিল, "ততদূর সদাচারপরায়ণ আমি ত নই! আচ্ছা দেখুন—"

রেবতী মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "যান্, আমি দেখবো না। আজ তিন দিন ধ'রে কেবল 'দেখুন, দেখুন', 'শুনুন, শুনুন',—কেন আমার বাপ-মা কি আমার একটা নামও রাখেনি ছাই যে, আপনি আমায় 'দেখুন', 'শুনুন' ব'লে সম্বোধন করেন?"

হীরালাল আবার হাসিল। বলিল, "আপনাকে আমি রেবতী ব'লে ডাকব, সেটা কি ভাল?"

রেবতী শ্লেষভরে বলিল, "নাঃ,—আমি আপনার ঠান্দি হই কি না—গুরুজন—নাম ধ'রে কি ডাকতে আছে?"

হীরালাল বলিল, "ইংরেজরা যেমন অনাত্মীয়া স্ত্রীলোককে মিসেস্

কিংবা মিস্ অমুক ব'লে ডাকে, আমাদের দেশে ত সে রকম কোনও প্রথা প্রচলিত নেই, কি করি বলুন? দীনবন্ধু মিত্তির উপহাস ক'রে যে ইঙ্গিত করেছেন—যদি রাজি থাকেন ত বলুন, আমি আপনাকে রেবতী বাব্বী ব'লে ডাকতে পারি।"

রেবতী বলিল, "তা পারেন বৈ কি! আপনি যখন একটি অবলা স্ত্রীলোককে বিপদে অসহায় ফেলে স্বচ্ছন্দে বাসা খুঁজতে যেতে পারেন, তখন আপনার অসাধ্য কর্ম্ম পৃথিবীতে আর কি আছে? সাধু—সাধ্বী—বাবু বাব্বী—সধবার একদশীতে আছে, না হীরালাল বাবু?"

হ্যাঁ। কেন, আপনি কি সধবার একাদশীতে কখনও প্লে করেন নি?"

"না। কিন্তু অন্ত থিয়েটরে দেখেছি—বইও পড়েছি অবিশ্যি। খাসা নাটকখানি, নয়? বলবো আমাদের ম্যানেজার বাবুকে সধবার একাদশী খুলতে।"

"কার পার্ট নেবেন আপনি?"

কাঞ্চন। তা ছাড়া পার্ট কৈ? ও কুমুদিনী ফুমুদিনী আমার পোষাবে না। আচ্ছা, আপনার কোন্ পার্ট পছন্দ?"

হীরালাল বলিল, "আমার পার্ট আপনিই নির্ব্বাচন ক'রে দিন।"

রেবতী বলিল, "নিমে দত্তের পার্টই খুব চমৎকার ওর মধ্যে। কিন্তু বড় শক্ত পার্ট—আপনি পারবেন কি না, তা জানিনে। নিমে দত্তের পার্ট ক'রে গেছেন একদিন গিরিশ বাবু (রেবতী ললাটে

কর লগ্ন করিয়া প্রণাম করিল)—আর, এদ্দানী—ভুনী বাবু। আমি কাঞ্চন সাজবো, আপনি অটল সাজবেন, কি বলেন ?” বলিয়া রেবতী মুচ্‌কী হাসিল।

অতঃপর দুই জনে নাটক ও অভিনয়ের প্রসঙ্গেই কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে তর্ক-যুদ্ধও যে না বাধিল, এমন নহে—কিন্তু সে ‘ফ্রেণ্ড্‌লি ম্যাচ’।

কথাবার্ত্তায় বেলা ১০টা হইল। ঘড়ীর বাজনা শুনিয়া রেবতী বলিল, “ও মা গো। ১০টা বেজে গেল এরই মধ্যে! কলের জল চ’লে গেল, স্নান-টান ত কিছুই হ’ল না! আচ্ছা, এক কায করলে হয় না, হীরালাল বাবু? চলুন না, দু’জনে গঙ্গাস্নান ক’রে আসা যাক্। একখানা গাড়ী ডাকাই, কি বলেন?”

হীরালাল বলিল, “হ্যাঁ, তার পর সেই মুসলমান গাড়োয়ান গাড়ী ছুটিয়ে নিয়ে গিয়ে আমাদের হাজির করুক সেই গেঁড়াতলায়।”

“না, দরোয়ানকে ব’লে দেবো, হিন্দু গাড়োয়ান দেখে গাড়ী আনবে।”

“সতীশ বাবুর সঙ্গে হাওড়া ষ্টেশনে নেমে, আপনারাও ত ‘হিন্দু’ ট্যাক্সিওয়ালা দেখে ট্যাক্সিতে উঠেছিলেন।”

“হ্যাঁ, তা বটে।”—বলিয়া রেবতী চিন্তা করিতে লাগিল। বলিল, “তার চেয়ে বোধ হয় হেঁটে যাওয়াই নিরাপদ, কি বলেন? গঙ্গার ঘাট ত এখান থেকে বেশী দূরে নয়—বড় জোর দশ মিনিটের পথ।”

হীরালাল বলিল, "রাস্তায় কোনও মুসলমান যদি বুকে ছুরি বসায়—"

রেবতী বলিল, "হ্যাঃ—এ পাড়ায় আবার ও সব ভয় কোথায় ?"

হীরালাল হাসিয়া বলিল, "মন্দ নয়, ঐ ভয়ের জন্যেই ঘণ্টা দুই আগে আপনি আমায় বাসা খুঁজতে বেরুতে বারণ করছিলেন, না ?—তা যদি ভয় না থাকে, দু'জনে গঙ্গাস্নানটা সেরে এসে, খাওয়া-দাওয়ার পর আমি বাসা খুঁজতে বেরুতে পারি ত ?"

রেবতী দুষ্টামীর হাসি হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, চলুন ত গঙ্গাস্নান ক'রে আসা যাক্—তার পর সে সব পরের কথা পরে হবে। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে প'ড়ে গেল ; আজ যে রিহার্শাল, বেলা তিনটের সময় থিয়েটরের গাড়ী আমাকে নিতে আসবে। আপনাকেও আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।"

হীরালাল বলিল, "সে ত Bus—আরও পাঁচটা অভিনেত্রী তাতে ব'সে থাকবে,—আমি সে গাড়ীতে যাব ?"

রেবতী বলিল, "না না, আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাব বলেই, Bus পাঠাতে মানা ক'রে দিয়েছি, ম্যানেজারের নিজের মোটর পাঠাতে বলেছি যে ! চলুন, চট্ ক'রে গঙ্গাস্নানটা সেরে এসে, চারিটি খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে। হরি সিংকে ডাকি, তাকে রাস্তাঘাট-গুলোর অবস্থা আগে দেখতে পাঠাই।" বলিয়া রেবতী উঠিল, ভিতর বারান্দায় গিয়া হরি সিং হরি সিং বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

হরি সিং রুটী বানাইতেছিল—মনিবের ডাক শুনিয়া তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া উপরে আসিল। আদেশ শুনিয়া বলিল, "না মা-জী, এ

পাড়ায় কোনও ভয়-ডর নেই। কত লোক ত রাস্তা চলছে। আমার 'ঘিউ' ফুরিয়েছিল, এই ত কতক্ষণ হ'ল শোভাবাজারে গিয়ে আমি ঘিউ কিনে আনলাম।"

রেবতী বলিল, "আচ্ছা—রাস্তা দেখতে আর যেতে হবে না; তবে তুমি আমাদের সঙ্গে চল।"

দ্বারবান্ বলিল, "আলবৎ যাব মা-জী, আমি এখন রুটী বানাচ্ছিলাম, দশ মিনিট যদি দেরী করেন ত ভাল হয়।"

রেবতী বলিল, "দশ মিনিট কেন, আমাদের বেরুতে এখনও আধ ঘণ্টা দেরী হবে। যাও, তুমি তোমার কায সেরে নাও।"

অর্দ্ধঘণ্টা পরে ইহারা গামছা ইত্যাদি লইয়া গঙ্গাস্নানে বাহির হইল। চিৎপুর রোড পার হইয়া, গলির পথে না গিয়া, বড় রাস্তা দিয়া যাওয়াই নিরাপদ ভাবিয়া, শোভাবাজারের রাস্তায় গঙ্গাতীরে গিয়া পৌঁছিল। স্নানের ঘাটে ভিড় তেমন না থাকিলেও, ঘাট একেবারে জনশূন্যও নহে। যাহারা আসিতেছে, তাড়াতাড়ি কোনও রকমে স্নান সারিয়া চটপট উঠিয়া পড়িতেছে। হীরালাল ও রেবতী —পরস্পর হইতে অল্প ব্যবধানেই দাঁড়াইয়া স্নান করিতেছিল। এক সময় কাছাকাছি অন্য কোনও স্নানার্থীকে না দেখিয়া রেবতী কয়েক পদ নিকটে আসিয়া হীরালালকে বলিল, "সাঁতার জানেন?"

"জানি। কেন?"

"ঐ দেখুন, কতকগুলো ফুল ভেসে আসছে—ও গুলোকে ধ'রে নিয়ে আসতে পারবেন?"

হীরালাল দেখিল, কয়েকটা জবাফুল ভাসিয়া আসিতেছে। "খুব

পারবো”—বলিয়া সন্তরণ করিয়া সেই ফুলগুলি ধরিল। দেখিল, শুধু ফুল নয়—একগাছি মালা। মালাটি রেবতীর হাতে দিল।

রেবতী সেটিকে দেখিয়া হীরালালের হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, “ঐ থেকে একটি ফুল ছিঁড়ে আপনি আমার হাতে দিন ত।”

“কেন, ব্যাপার কি? কোনও তুক্ না কি?”—বলিয়া হাসিয়া হীরালাল একটি জবা ছিঁড়িয়া রেবতীকে দিল।

রেবতী সেটী মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, “আপনি হ'লেন একটি সদাশিব পুরুষ, আমার কি সাধ্য আপনাকে তুক্ করি? তা নয়। আপনি আমায় কি ব'লে সম্ভাষণ করবেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না—আজ মা গঙ্গাকে সাক্ষী ক'রে আমরা দু'জনে ‘স্রোতের ফুল’ পাতাই আসুন। আজ থেকে আমরা পরস্পরের স্রোতের ফুল। কেমন, রাজি আছেন?”

হীরালাল বলিল, “তা বেশ হ'ল, স্রোতের ফুল। এবার থেকে আমরা পরস্পরকে ‘স্রোতের ফুল’ বলেই ডাক্‌বো।”

অল্পক্ষণ মধ্যেই উভয়ের স্নান সমাপ্ত হইল। উঠিয়া, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া, আবার তাহারা শোভাবাজারের রাস্তা দিয়া ফিরিতে লাগিল। ইহারা যখন চিৎপুর রোডের নিকট আসিয়া পৌছিয়াছে, সেই সময় এক জন হিন্দুচালিত ট্যাক্সি পশ্চাৎদিক হইতে আসিয়া, ইহাদের দেখিয়া হঠাৎ দাঁড়াইল। মুণ্ডিতমস্তক, শিখাধারী চালক রেবতীর পানে একদৃষ্টে চাহিয়া তাহার পার্শ্বোপবিষ্ট ব্যক্তিকে কি বলিতে লাগিল।

হীরালাল ও রেবতী উভয়ে নিশ্চিন্ত-চিত্তে পথ চলিতেছে। সেই ট্যাক্সি ধীরে ধীরে অল্প ব্যবধানে ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল।

রেবতী সেই ট্যাক্সি বা চালকের প্রতি লক্ষ্য করে নাই, করিলে সম্ভবতঃ চিনিতে পারিত। সে দিন সতীশের সহিত হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়া, হিন্দুভ্রমে যাহার ট্যাক্সিতে তাহারা আরোহণ করিয়াছিল, এ সেই ব্যক্তি!

ক্রমে ইহারা জয় মিত্রের গলির মুখে আসিয়া পৌছিল। অনুমান বিশ হাত দূরে, সেই ট্যাক্সি পূর্ব্ববৎ আসিতেছে। ইহারা গলির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। এ গলিতে ট্যাক্সি প্রবেশ করে না। গলির মুখে ট্যাক্সি দাঁড় করাইয়া, চালক নামিয়া পদব্রজে ইহাদের অনুসরণ করিল। পরে ইহারা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, লোকটা বাড়ীর নম্বরটি দেখিয়া লইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

আহার্য্য প্রস্তুত ছিল। রেবতী ও হীরালাল, নিশ্চিন্ত মনে হাস্য-পরিহাস করিতে করিতে আহার সমাধা করিল। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে ডায়মণ্ড থিয়েটরের মোটরে উভয়ে থিয়েটরে গেল। হীরালালকে ম্যানেজার বাবুর নিকট পরিচিত করিয়া দিয়া রেবতী বলিল, "এমেচারের মধ্যে ইনি এক জন খুব ভাল অ্যাক্টর—এঁকে আমাদের থিয়েটরে নিতেই হবে।"

ম্যানেজার বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, বেশ ত, একে পরীক্ষা ক'রে দেখি আগে।"

রিহার্শাল শেষ হইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। রেবতী গৃহে ফিরিতে

উন্মত্ত হইয়া ম্যানেজার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "কবে হীরালাল বাবুকে পরীক্ষা ক'রে দেখবেন ?"

ম্যানেজার বলিলেন, "আজই। উনি একটু বসুন না, এই ত মোটে সাতটা ; আরও দু' একটা কায আছে, তা সেরে নিয়ে তার পর ওঁকে দেখবো। ইচ্ছা কর, তুমিও বস।"

রেবতী বলিল, "না, আমি এখন যাই, ম্যানেজার বাবু—আমার মাথাটা ধরেছে, কিন্তু হীরালাল বাবু ফিরবেন কি ক'রে ? এই ডামাডোলের বাজার !"

ম্যানেজার বলিলেন, "তোমার বাড়ীতেই উনি আছেন ত ? আমার গাড়ীতে ওঁকে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবো এখন।

"আচ্ছা, বেশ।"—বলিয়া রেবতী বিদায় লইল।

বাড়ী ঢুকিতেই ঝি সৌদামিনী বলিল, "হাঁ মা, আপনি একজন ওস্তাদকে কি আসতে বলেছিলেন ?"

রেবতী বলিল, "কৈ না।"

সৌদামিনী বলিল, "সন্ধ্যার একটু পরেই মস্ত দাড়িওয়ালা এক মুসলমান, মস্ত এক এস্রাজ হাতে ক'রে এসে বল্লে, 'এই বাড়ীতে কি থিয়েটরের রেবতী বিবি থাকেন ?' আমি বল্লাম, হাঁ।' জিজ্ঞাসা করলে, 'তিনি বাড়ী আছেন কি ?'—আমি বল্লাম, 'না, তিনি থিয়েটরে।' সে বল্লে, 'আমার নাম হেদায়েৎখাঁ এস্রাজী—পশ্চিমে বিবি সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, আপনি যদি কখনও কলকাতায় আসেন ত দয়া ক'রে আমার বাড়ীতে এসে দু' একটা আলাপ শোনাবেন। ঠিকানাও ব'লে দিয়েছিলেন—

তাই আমি এসেছি। তাঁর ফিরতে কি দেরী হবে?' আমি বল্লাম 'না, বেশী দেরী হবে না, আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরবেন।—আপনি বসবেন কি?'—সে বল্লে—'আচ্ছা।' তাই আমি তাকে উপরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছি।"

রেবতী সবিস্ময়ে বলিল, "হেদায়েৎ খাঁ এস্রাজী? কৈ, আমার ত কিছু মনে পড়ছে না!'—বলিতে বলিতে উপরে উঠিতে লাগিল।

রেবতী বসিবার কক্ষে প্রবেশ করিতেই চেয়ারে উপবিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার কৃত্রিম দীর্ঘ দাড়ী অপসারিত করিয়া বলিল, "বন্দিগী বিবি সাহেব! চিনতে পারেন?

ভয়ে রেবতীর প্রাণ উড়িয়া গেল। তাহার আপাদমস্তক কম্পিত হইল। সে দেখিল, আগন্তুক আর কেহ নয়, দুর্দ্দান্ত গুণ্ডা সর্দ্দার স্বয়ং করিম সেখ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

করিমের কেসমৎ।

রেবতীকে পতনোন্মুখ দেখিয়া করিম তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া কোমলস্বরে বলিল, "এ কি! বসেন বসেন। আপনার কোনও ডর নেই বিবি সাহেব, আল্লা কসম,—আমি আপনার সাথে দুষমনী করতে আসিনি—দোস্তী করতেই এসেছি।" বলিয়া রেবতীকে ধরিয়া একখানা চেয়ারে বসাইয়া দিল। করিমের ভাবভঙ্গী ও কথার স্বরে রেবতীর ভয় কতকটা দূর হইল। চেয়ারে বসিয়া সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া করিমের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

করিম সোফায় বসিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমাকে দেখে আপনি এত ভয় পেয়েছিলেন কেন? আমি কি শের, না ভালু? আমি একটা গুণ্ডা বটে—কিন্তু ঔরতের গায়ে হাত তুলি না। দু'রাত এক দিন আপনি যে আমার হেপাজতে ছিলেন, আপনার জেওর আর টাকা কেড়ে নেওয়া ছাড়া আপনার সাথে আমি কি আর কোনও বদীয়তি করেছিলাম, বিবি?"

রেবতী অস্পষ্ট স্বরে উত্তর করিল, "না।"

"এই নিন।"—বলিয়া করিম তাহার বস্ত্রের মধ্য হইতে একটি পুটুলি বাহির করিয়া, রেবতীর সামনে টেবলে রাখিল। সেটি খুলিয়া

বলিল, "আপনার সমস্ত জেওর, সমস্ত টাকা আপনাকে ফিরে দিলাম। আমার কসুর আপনি মাফ করুন।"

রেবতী গম্ভীর, তাঁহার চক্ষু দুটি অবনত। করিম কৌতুকপূর্ণ নেত্রে নীরবে কিয়ৎক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "এখনও কি আমার পরে আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না?"

রেবতী চক্ষু তুলিয়া, করিমের পানে চাহিয়া পূর্ব্ববৎ ক্ষীণস্বরে কহিল, "হচ্ছে।"

"তবে ওগুলি সিন্দুকে তুলে রাখুন। রেখে আসুন,—আমার আজ একটি আরজ আছে।"

রেবতী প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে করিমের পানে চাহিল। করিম বলিল, "আগে ওগুলি তুলে রাখুন। তার পর বল্‌ছি।"

রেবতী গহনা ও টাকাগুলি সিন্দুকে তুলিয়া, ফিরিয়া আসিলে করিম বলিল, "আমার বড় ভুখ লেগেছে। আমায় কিছু খেতে দেবেন?"

এ প্রস্তাবে রেবতী একটু বিস্মিত হইল। করিমের পানে চাহিয়া বলিল, "কি খাবেন, বলুন।"

করিম বলিল, "বেহেতর। তবু একসঙ্গে আপনার মুখে তিনটি লবজ্ শুন্‌লাম। তবে ঝিকে হুকুম করুন, আমায় কিছু খাবার দিক্।"

রেবতী বলিল, "সত্যি খাবেন?"

"সত্যি না ত আমি কি আপনার সাথে বাহানা করছি, বিবি সাহেব?"

"আচ্ছা"—বলিয়া রেবতী উঠিয়া গিয়া সৌদামিনী ঝিকে ডাকিল। সৌদামিনী আসিলে জিজ্ঞাসা করিল, "খাবার কিছু তৈরি আছে?" —সৌদামিনী জানাইল, রাত্রির আহারের জন্য সমস্তই প্রায় প্রস্তুত, কেবল লুচি ভাজা বাকী, ময়দাও মাখা হইয়াছে। রেবতী বলিল, "যা, খানকতক লুচি আর কিছু তরকারী মিঞা সাহেবের জন্যে নিয়ে আয়। আর, এক পেয়ালা চা। না—দু' পেয়ালা আনিস।"

সৌদামিনী চলিয়া গেল। রেবতী ঘরের মধ্যে গিয়া পূর্ব্ববৎ নীরবে বসিয়া রহিল।

করিম বলিল, "আপনি কি ভাবছেন, রেবতী বিবি? আপনি বোধ হয় ভাবছেন, এ নালায়েক কি ক'রে এখানে এল, আমার নাম-ঠিকানা জান্‌লে কোথা থেকে? আপনার সেই পিয়ারের লোকটিই আপনার নাম-ঠিকানা আমায় জানিয়ে দিয়েছে। এই দেখুন তার-খৎ।"—বলিয়া করিম উঠিয়া, পকেট হইতে সতীশের সেই চিঠিখানা বাহির করিয়া রেবতীর হাতে দিল।

রেবতী চিঠিখানা পড়িয়া সেখানা টেবলের উপর ফেলিয়া বলিল, "উঃ—কি সয়তান!"

করিম বলিল, "এখনও কি তার সাথে আপনি দোস্তী রাখবেন? সে কি আর এসেছিল?"

রেবতী বলিল, "হাঁ—এসেছিল, আমি তাকে ঝাঁটা-পেটা ক'রে বিদেয় করেছি। আমার ঝাঁটা খেয়ে গিয়েই সে বোধ হয় আপনাকে এই চিঠি লিখেছে।"

করিম বলিল, "তাই হবে। সে বোধ হয় মনে খাতিরজমা

আছে যে, নিশ্চয়ই সেই দিনই আমি এসে, আপনার বুকে ছুরি বসিয়ে, আপনার ধন-দৌলৎ সব লুটে নিয়ে গেছি।" —বলিয়া করিম হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

সৌদামিনী এই সময় প্লেটে সাজাইয়া খানকতক গরম লুচি, আলু-ভাজা, পটল-ভাজা এবং একটা পেয়ালায় খানিকটা আলুর দম আনিয়া মিঞা সাহেবের পার্শ্বস্থিত টেবিলে রাখিল। তাহার পর কাচের গ্লাসে এক গ্লাস জল ও একখানা সাফ তোয়ালে দিয়া বলিল, "চা ভিজিয়ে দিয়েছি, একটু পরেই নিয়ে আস্‌ছি!"

রেবতী নিজ চেয়ারখানা করিমের দিকে সরাইয়া লইয়া বলিল, "মিঞা সাহেব, খান।"

করিম বলিল, "এত কে খাবে? দু'খানা লুচি আর ভুঞ্জাগুলো রেখে বাকী সব নিয়ে যাক।"

রেবতী বলিল, "এই যে বল্লেন, আপনার ভুখ্ লেগেছে।"

করিম হা হা করিয়া হাসিল। বলিল, "আপনি থিয়েটরে আলিবাবা প্লে করেন—না?"

হা। আমি মর্জিয়ানা সাজি।"

"দেখেছেন ত, দস্যু-সর্দ্দার সওদাগর সেজে যখন আলিবাবার বাড়ীতে এসে অতিথি হয়েছিল, তখন খানার কোনও জিনিষে নিমক দিতে মানা করেছিল। যার নিমক খাবে, তার বুকে ত আর ছুরি বসাতে পারবে না, এই জন্যেই নিমক মানা করেছিল, মনে আছে ত?"

"হ্যাঁ, মনে আছে।"

"আপনার নিমক আমি খেলে, আপনি আর আমায় দুষমন মনে করবেন না, এই আশাতেই আপনার কাছে খাবার চেয়েছিলাম। দু'খানা লুচি খেলেই তা হয়ে যাবে—তাই বলছি, বাকী সব তুলে নিয়ে যাক্।"

রেবতী হাসিয়া বলিল, "আপনার এত বুদ্ধি! না, কিছু তুলে নিয়ে যাবে না। ও সমস্তই আপনাকে খেতে হবে। যা সদু, চা নিয়ে আয়।"

করিম বলিল, "ইয়া আল্লা! আপনার হাসি মুখখানি দেখবার কেসমৎও আমার হ'ল! আচ্ছা, এ সবগুলি আমি খেলে যদি আপনি খুসী হন; তবে আপনার হুকুম তামিল করতে আমি গাফলৎ করব না।"—বলিয়া করিম আহারে প্রবৃত্ত হইল।

লুচি খাইতে খাইতে করিম জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, রেবতী বিবি, আপনি কি ক'রে পালালেন, বলুন ত?—আপনার কামরার তালা কে ভেঙ্গে দিলে? তার আগের দিন বর্দ্ধমান জেলা থেকে যে একজন নতুন মুসলমান এসেছিল সেই কি?"

রেবতী বলিল, "হ্যাঁ, সেই।"

"তাকে, আপনাকে দু'জনকে একসঙ্গে রূপোস্ দেখে, আমিও তাই সোবে করেছিলাম। তা, সে মুসলমান হয়ে এমন কাম করলে কেন, তা কিন্তু আমি ভেবে ঠিক করতে পারিনি। তার সঙ্গে কি আগে থেকে আপনার চিনপছিন ছিল?"

রেবতী তখন সেই 'নূতন মুসলমান'-ঘটিত সমস্ত ব্যাপারই করিমকে খুলিয়া বলিল।

করিম বলিল, "বড়ই তাজ্জবেয় কথা—সে মুসলমান নয়, হিন্দু? মুসলমান সেজে এসেছিল? আমরা কিন্তু কোনও সোবে করতে পারিনি। পারবোই বা কি ক'রে? দুই চারটা কথা কওয়া ছাড়া, তার সঙ্গে মেলামেশা ত করিনি। তা, সে হিন্দু এখন কোথায়?" রেবতীকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া করিম বলিল, "তার উপর আমার কোনও গোস্‌সা নেই—আমি তার কোনও নোকসানী করব না। আমার জানবারও তেমন কোনও জরুরৎ নেই—এম্‌নি আপনাকে পুছ্‌ করেছিলাম। থাক, ও কথা যেতে দিন।"

"তিনি এখনও এইখানেই আছেন।"—বলিয়া রেবতী হাসিতে লাগিল।

"ও:"—বলিয়া করিম লুচি ছিড়িয়া আলুর দমের বাটিতে ডুবাইল। রেবতী বুঝিতে পারিল, এ সংবাদে করিম বড় খুসী হয় নাই। করিমের মনটা ভিন্ন দিকে ফিরাইবার অভিপ্রায়ে রেবতী জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, করিম সাহেব, সে দিন রাত্রিতে ঠন্‌ঠনে থেকে আপনারা কখন্ ফিরলেন? ফিরে যখন দেখলেন, আমি পালিয়েছি, কি মনে করলেন আপনি?"

করিম বলিল, "ফিরতে সে দিন বেশী দেরী হয় নি। পথেই আমরা খবর পেলাম, গোরা ফৌজ আগে থেকেই সেখানে পাহারা দিচ্ছে—তখনই দল ভেঙ্গে, ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় আমরা ছড়িয়ে পড়লাম। গোঁড়াতলার বাসায় ফিরে এসে দেখলাম—তুমি পাখী-আমায় ফাঁকি দিয়ে উড়ে গেছ।"

"খুব রাগ হ'ল আপনার?"

"রাগ না হোক্‌, খুব দুঃখ হ'ল। আমি সে রাত্রে অনেক আশা ক'রে বাসায় ফিরে এসেছিলাম—তোমায় না দেখতে পেয়ে, বুঝলাম আমার কেসমৎই খারাপ! তোমার উপর কোনও জবরবস্তি আমি করতাম না। তুমি যদি খুসী মনে রাজি হ'তে, আমি তোমায় কল্মা পড়িয়ে নেকা করতাম।"

রেবতী বলিল, "আপনি ত বলেছিলেন, আপনার আর দুটি বিবি আছে—তাদেরই সুখী করুন, এ বয়সে আর ও সব মৎলব কেন, করিম সাহেব?"

করিম দুঃখিতভাবে বলিল, "হ্যাঁ, উমর আমার একটু জাস্তি হয়েছে বটে; তোমরা হ'লে নওজওয়ান ছোকড়ী—আমাদের মত বুড়ার পানে তোমরা কি আর ফিরে চাবে? তা কি বুঝি না, বিবি? বুঝি সব; কিন্তু দিল্‌ যে মানে না। তোমায় আর একটিবার দেখবার জন্যে আমি কত চেষ্টা করেছি। শেষে ঐ চিঠিতে তোমার ঠিকানা পেলাম। প্রথমে কিন্তু বিশ্বাস করিনি, ভেবেছিলাম, আমায় ধরবার জন্যে হয় ত কেউ ফাঁদ পেতেছে। সত্যি তুমি এ বাড়ীতে থাক কি না জানবার জন্যে লোক লাগিয়েছিলাম। সেই মাথাকামানো টিকিওয়ালা আলিজান, যে ট্যাক্সিতে তোমাদের আমার বাসায় এনে ফেলেছিল, তাকেই মোতায়েন করেছিলাম। তারই কাছে আজ খবর পেলাম, তুমি সত্যিই এ বাড়ীতে থাক,—আর এক জন কে পুরুষ মানুষও তোমার সঙ্গে থাকে।—তাই ভাবলাম, যাই—একবার দেখা ক'রে আসি—নজর-সানি ত হবে। আর, বেচারীর জেওরগুলিও ফিরিয়ে দিয়ে আসি—মাফীও মেঙে আসি। পাছে

তোমার চাকর-দরোয়ান আমায় ঢুকতে না দেয়, তাই এস্রাজী সেজে এসেছিলাম।”

“সত্যি আপনি এস্রাজ বাজাতে পারেন, করিম সাহেব? একটু বাজান না, শুনি!”

করিম বলিল, “এস্রাজের সখ্ এক সময় আমার হয়েছিল—তখন একটু একটু শিখেওছিলাম। সেই সময়েই এই এস্রাজটি খরিদ করি। খুব ভাল কারিকরের তৈরী এটি। কিন্তু এ দিকে দশ-বারো বছর একে আমি ছোঁবারও ফুরসৎ পাইনি। যা শিখেছিলাম, তা ভুলে গেছি। ভাবলাম, আনাড়ীর কাছে থেকে ভাল জিনিষটি কেন নষ্ট হয়,—রেবতী বিবি ত এক জন মস্ত গুণী আওরৎ, তাকেই এটি নজর দিয়ে আসি। এই এস্রাজটি তুমি নাও। মাঝে মাঝে এটি বাজিও—আর এই নালায়েক বুড়াকে মনে কোরো।”—বলিয়া করিম আবরণ-বস্ত্রটি খুলিয়া, এস্রাজটি রেবতীর হাতে দিয়া একটি সেলাম করিল।

রেবতীও একটি সেলাম করিয়া, এস্রাজটি লইয়া উহা পরীক্ষা করিতে লাগিল। তারে ছড়ি দিয়া, পর্দ্দা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, “খাসা জিনিষটি বটে!”

“এস্রাজ বাজান আপনি?”

“না। কিন্তু, আপনি মেহেরবানী ক’রে জিনিষটি যখন দিলেন, এক জন ওস্তাদ রেখে বাজাতে শিখবো আমি। আপনার জিনিষের অপমান করবো না।”

“আপনার মেহেরবানী! তুমি পরেষাণ আছ—অনেক্ষণ তোমায়

বিরক্ত করলাম, আমার কসুর মাফ কোরো তুমি। যদি এজাজৎ হয়, আজ তা হ'লে উঠি।"—বলিয়া করিম উঠিয়া দাঁড়াইল।

"উঠবেন? ও সদু, আরও গোটাকতক পাণ দিয়ে যা। বসুন, আর দুটো পাণ খেয়ে যান।"

সদু পাণ আনিল। পাণ লইয়া করিম বলিল, "আচ্ছা বন্দিগী বিবিজান্।"—বলিয়া করিম শেকহ্যাণ্ড করিবার জন্য রেবতীর দিকে হস্ত প্রসারণ করিল।

রেবতী শেকহ্যাণ্ড করিয়া বলিল, "আমার কসুরও আপনি মাফ করবেন, করিম সাহেব!"

করিম বলিল, "না না—তোমার কসুর কিছুই নাই—কি মাফ করবো? আচ্ছা কোন্ থিয়েটারে তুমি প্লে কর? আমি দেখতে যাব।"

রেবতী বলিল, "আমি ডায়মণ্ড থিয়েঠারে প্লে করি। এই শনিবারে সেখানে আলিবাবা হবে—আমি তাতে মর্জ্জিয়ানা সেজে নামবো। আপনি থিয়েটর দেখতে ভালবাসেন বুঝি?"

"আমি তোমায় দেখতে ভালবাসি।"—বলিয়া করিম দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হীরালালের চাকরী

করিম প্রস্থান করিলে, রেবতী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। যতক্ষণ সে ছিল, রেবতী বড়ই অস্বোয়াস্তি অনুভব করিতেছিল। গহনাগুলি ফিরিয়া পাওয়ার আনন্দটুকুও ভাল করিয়া যেন সে উপভোগ করিতে পারিতেছিল না।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে হীরালাল ফিরিয়া আসিল। তাহার মুখখানি হাসি হাসি। রেবতীর নিকট অগ্রসর হইয়া বলিল, "কি স্রোতের ফুল, একা ব'সে ব'সে কি ভাবা হচ্ছে?"

রেবতী বলিল, "ভাবছি, দুনিয়ার গতিক। তার পর; আপনার কি হ'ল?"

হীরালাল বলিল, "এই বুঝি! স্রোতের ফুল পাতানো হ'ল, তবুও আপনি মশাই?"

রেবতী হাসিয়া বলিল, "ওহো, আমার ভুলই হয়েছে বটে। তা, ফুলের কি ভুল হয় না? কি হ'ল, বল ত স্রোতের ফুল—পরীক্ষায় পাশ হলে?"

হীরালাল বলিল, "ফাষ্টো ডিবিজনে। ম্যানেজার বাবু বেশ খুসী হয়েছেন ব'লেই মনে হ'ল,—আমাকে নেওয়াই স্থির করেছেন।"

"কত মাইনে, কিছু বলেছেন?"

"না, সেটা তোমার সঙ্গে কাল রিহার্সালের পর পরামর্শ ক'রে

স্থির করবেন, বলেছেন। কি পার্ট দেবেন, তাও তোমার সঙ্গে পরামর্শ করবেন। আমাকেও কাল যেতে হবে।"

রেবতী বলিল, "বেশ, তা ভালই হ'ল। একসঙ্গেই দু'জনে কায করা যাবে। হাত-মুখ ধোবে ত ধুয়ে ফেল—খেতে ব'সে একটা মস্ত খবর তোমায় বল্‌বো।"

হীরালাল বলিল, "কি খবর, আগেই বল না! এ এস্রাজ কার? এটা ত এক দিনও এখানে দেখিনি?"

রেবতী বলিল, "এই কিছুক্ষণ আগে একজন এসে, এই এস্রাজটি আমায় উপহার দিয়ে গেল। আর, অনেক প্রেম ভালবাসার কথাও ব'লে গেল। সেই সব কথাই খেতে ব'সে তোমার কাছে গল্প কর্‌বো।"

"ওঃ"—বলিয়া হীরালাল মুখখানি গম্ভীর করিল।

রেবতী মনে মনে হাসিয়া বলিল, "সে তোমার কথাও জিজ্ঞাসা কর্‌ছিল যে!"

হীরালাল বিস্মিতভাবে বলিল, "আমার কথা? আমাকে সে চিনলে কি করে?"

রেবতী বলিল, "তোমায় সে চেনে বল্লে—তুমিও বোধ হয় তাকে চেনো!"

"তাই না কি!"—বলিয়া হীরালাল বসিয়া গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিল,—কে এই ব্যক্তি—যে এখানে আসিয়া রেবতীকে এস্রাজ উপহার দিয়া প্রেম সম্ভাষণ করিয়া গিয়াছে? কে সেই নরাধম?

রেবতী হাস্যজড়িত স্বরে বলিল, "বলি মশাই! ও স্রোতের ফুল মশাই! মুখখানি অমন পেঁচার মত গম্ভীর ক'রে ব'সে থাকা হয়েছে কেন শুনি?"

হীরালাল রেবতীর মুখ পানে চাহিল! তাহার চোখ-মুখের ভাব দেখিয়া সন্দেহ হইল, রেবতী বোধ হয় একটা কাল্পনিক কাহিনীর অবতারণা করিয়া পরিহাস করিতেছে। কিন্তু ঐ হত-ভাগা এস্রাজটা ত কাল্পনিক নয়।

রেবতী কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিল; "কি গো! মুখ-হাত ধুতে টুতে হবে? না মুখ হাঁড়ি ক'রে ব'সে ভাবলেই চল্‌বে? তুমি না হয় পরম সংযমী মহাপুরুষ, তোমার ক্ষিদে-তেষ্টা নেই; আমি সামান্য স্ত্রীলোক—আমার যে ক্ষিদেয় প্রাণ যায়!"

হীরালাল বলিল, "তা আমার জন্যে আপনি অপেক্ষা কর্‌ছেন কেন? আপনি খেতে বসুন না!"

রেবতী বলিল, "শাস্ত্রে না কি আছে, স্ত্রীলোকের চরিত্র দেবতাদেরও বুদ্ধির অগম্য। আজকাল ত দেখছি, পুরুষ-চরিত্রই বুঝা ভার। এখনও দশ মিনিট হয় নি, হুজুরকে আপনি মশাই বলেছিলাম ব'লে হুজুর আমায় কত খোঁটাই দিলেন। এখন আবার নিজেই সেই অপকর্ম্ম করছেন। আচ্ছা—সে লোকের নামটাই না হয় প্রকাশ করি।"

হীরালাল বলিল, "তার নাম শুনে কি আমার কোনও লাভ আছে?—আমার বোধ হয়, আমার কাছে সে নাম অপ্রকাশ থাকাই ভাল।"

"কেন, লাভ নেই কেন? তোমাতে আমাতে যখন বন্ধু হয়েছি—তোমার অন্য বন্ধুদের খবর জানাও আমার দরকার, আমার বন্ধুদের খবর জানাও তোমার দরকার।"

"না,—আমার কিছু দরকার নেই, আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসি।"—বলিয়া হীরালাল উঠিল।

"অ্যাই—ব্যাড বয়! যাও কোথায়?" বলিয়া রেবতী হীরালালের জামার পশ্চাদ্ভাগ মুঠা করিয়া ধরিল। বলিল, "নামটা শুনেই যাও! যে আমায় ভালবেসে অমন সুন্দর এস্রাজটি উপহার দিয়ে গেল, তুমি আমার বন্ধু হ'য়ে—নামটা তার শুন্‌বে না?"

হীরালাল সংশয়পূর্ণ নেত্রে রেবতীর মুখের পানে চাহিল—নিশ্চয়ই এ সব তাহার পরিহাস। বসিয়া বলিল, "আচ্ছা, বল তার নাম, শুনেই যাই।"

রেবতী বলিল, "তার নাম হচ্ছে—প্রবলপ্রতাপান্বিত গুণ্ডাপতি, গেঁড়াতলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত করিম সেখ বাহাদুর!"

হীরালাল সবিস্ময়ে বলিল, "দুর! কেন মিছে আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ? এ হতেই পারে না। সে যদি আসতো, তোমার হাতে কি এস্রাজ উপহার দিয়ে যেত? তোমার বুকে দিয়ে যেত ছ' ইঞ্চি পরিমাণ চক্‌চকে ধারালো ইস্পাত!"

রেবতী বলিল, "না ভাই স্রোতের ফুল, সত্যি সে এসেছিল —আর সত্যি সে আমায় প্রেমও জানিয়ে গেছে, আর ঐ এস্রাজটি উপহার দিয়ে গেছে।"

"তা, সে তোমার ঠিকানা পেলে কোথা?"

"এই দেখ।"—বলিয়া রেবতী সতীশ-লিখিত সেই পত্রখানি হীরালালের হাতে দিল।

হীরালাল উহা পড়িয়া বলিল, "অ্যাঁ? বল কি! সেই নরাধম সতীশ এই চিঠি করিমকে লিখেছিল? কি সর্ব্বনেশে লোক সে!"

রেবতী বলিল, "তা, ঝাঁটা খেয়ে গেছে, অম্‌নি অম্‌নি আমায় ছেড়ে দেবে? প্রতিশোধ নেবে না?"

"ঝাঁটা খেয়েছে ব'লে এমন প্রতিশোধ নেবে—যাতে তোমার প্রাণটি যেতে পারে? চুলোয় যাক্—কি হ'ল আগাগোড়া সমস্ত আমায় বল দেখি শুনি।"

রেবতী বলিল, "আগাগোড়া সে যে অনেক কথা—সেই জন্যেই ত বলছিলাম, হাত-মুখ ধুয়ে এস, খাবারগুলোও সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে,—খেতে ব'সে সে গল্প করবো। ভারি মজার গল্প কিন্তু।"

হীরালাল বলিল, "আমার কিন্তু কিচ্ছু ক্ষিদে নেই। তোমার ক্ষিদে পেয়েছে, তুমি খেতে ব'স, খেতে খেতে বল—আমি যখন হয় খাব এখন।"

রেবতী বলিল, "তুমি যে অবাক্ করতে ভাই স্রোতের ফুল! বাড়ীর পুরুষের খাওয়া হ'ল না, আর আমি মেয়েমানুষ হয়ে আগেভাগে গিলে কুটে ব'সে থাকবো? মুর্গীটে আসটাই না হয় খাই, তাই ব'লে হিন্দুর মেয়ে কি হিঁদুয়ানি ছাড়তে পারি? যাও যাও, হাত-মুখ ধুয়ে এস লক্ষ্মীটি!"

হীরালাল বলিল, "আচ্ছা, তাই যাই।"

হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া হীরালাল দেখিল, অন্যদিনের মতই

রেবতী ক্ষুধা-উদ্রেককারী ঔষধ—ঈষৎ পীতাভ বুদ্‌বুদ্‌ময় তরল পদার্থ পান করিতেছে। হীরালালকে দেখিয়া সে বলিল, "ক্ষিদে নেই বলছিলে, এই ওষুধ একটু খাওনা কেন?"

হীরালাল বলিল, "না না—অমন ক্ষিদেয় আমার দরকার নেই। আমি গরীব লোক, বেশী ক্ষিদে হওয়া কি আমার ভাল?"

"কেন, ভাল নয় কেন? যে জন্যে কলকাতায় আসা, ভগবান্ মুখ তুলে চাইলেন, চাকরী হ'ল, মোটা মাইনে হবে এখন, আবার কিসের ভাবনা? এস, আজ আনন্দ ক'রে আমারা পরস্পরে স্বাস্থ্য পান করি।"

হীরালাল বলিল, "মাফ করুন।" রেবতী আর পীড়াপীড়ি করিল না।

"মোটা মাইনে হবে"—এই কথাটাই হীরালালের কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়াছিল। কিন্তু কৈ, ম্যানেজার বাবু ত বেতনের কথা কিছুই বলেন নাই—রেবতীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া উহা স্থির করিবেন, বলিয়াছেন। আর রেবতী বলিতেছে—"মোটা মাইনে হবে।" ঐ থিয়েটরে রেবতীর এতদূর প্রতিপত্তি যে, রেবতী যদি বলে, আমার বন্ধুকে এত টাকা বেতন দিতে হইবে, তবে ম্যানেজার বোধ হয় সে কথা ঠেলিতে পারিবে না।

আহার করিতে করিতে রেবতী করিম-ঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত হীরালালকে শুনাইল। রেবতী নিজ অলঙ্কার ফিরিয়া পাইয়াছে—তার মনটা বেশ খুসী, হীরালালের চাকরী হইয়াছে, তারও মনটা বেশ খুসী—মাঝে মাঝে উভয়ের উচ্চহাস্যে কক্ষখানি ভরিয়া উঠিতে

লাগিল। পরস্পর সম্বোধনের জন্য প্রাতে আবিষ্কৃত "ভাই স্রোতের ফুল"—এখন সংক্ষিপ্ত হইয়া "ভাই"-এ দাঁড়াইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পত্রের প্রতীক্ষায়

গৃহিণী বলিলেন, "চুনি, বাবা, যা না—সদর দরজায় গিয়ে একটু ব'সে থাক গে—যদি পিয়নকে দেখতে পাস।"

আমাদের হীরালালের পিতৃব্যপুত্র বালক চুণিলাল বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া, সম্মুখে শ্লেট রাখিয়া বালির কাগজে বাঁধা খাতার, কষা অঙ্ক যেমন নকল করিতেছিল, সেইরূপই করিতে লাগিল, কোনও উত্তর দিল না। চুণির মা ছোট গিন্নী ঘরের ভিতর হইতে বলিলেন, "যাও বাবা, ওঠ, জ্যেঠাইমা বলছেন, কথা শোন।"

বালক রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "আঃ, তোমরা যে দিক্ ক'রে মারলে দেখছি! আঁকগুলো কষবো না? কালকে ইস্কুল গিয়ে দেখাতে না পারলে 'সার' যে বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে দেবে!"

ছোট গিন্নী বলিলেন, "আজ ত রবিবার, সারাদিন তুই আঁক কষিস্ না বাছা, কে তোকে মানা করবে?"

চুণিলাল বলিল, "সারাদিন বুঝি আর অন্য কায নেই? দুপুর-বেলা ফটকেদের বাড়ী ক্যারম খেলতে যেতে হবে না? চিঠি যদি থাকে, তবে পিয়ন ত আপনিই ডাক্‌বে। না থাকলে সে কোত্থেকে দেবে শুনি?"

"এ বাড়ীতে কোনও দিন চিঠিপত্র ত বড় আসেনি, পিয়নের ত ভুল হ'তে পারে! তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে একবার চিঠিগুলো

খুঁজে দেখবে। তোর হীরুদাদা আজ ছ' সাত দিন হ'ল কলকাতায় গেছে, এখনও একখানি পৌঁছন চিঠি এল না, তায় আবার কলকাতায় যে রকম দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছে শুনছি, আমরা যে ভেবে ভেবে মরছি বাবা! যা, বাইরে গিয়ে ব'সে থাক গে, পিয়নকে যদি দেখতে পাস; 'এ বাড়ীর কোনও চিঠিপত্তর আছে কি পিয়ন দাদা?'—এই কথাটি খালি জিজ্ঞাসা করবি। যা ওঠ, আর তর্ক করিসনে বাপু—হাঁ!"

অগত্যা তখন বালক উঠিল। গজর গজর করিতে করিতে খাতা-শ্লেট ইত্যাদি তুলিয়া রাখিয়া উঠানে নামিয়া বলিল "যদি চিঠি এনে দিতে পারি ত আমায় কি দেবে বল ত?"

বড় গিন্নী বলিলেন, "দুটো আম পাবি।"

"আচ্ছা কিন্তু পেটকাটা গাছের"—বলিয়া বালক সদর দরজা খুলিয়া বাহির হইল। গত কল্য বাগান হইতে কয়েকটা গাছের আম পাড়ানো হইয়াছে, 'পেটকাটা' গাছের আমই সব চেয়ে বড় ও মিষ্ট।

চুণিকে বাহিরে বসাইয়া হীরালালের মাতা নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরে নিজেই বাহির হইলেন। চুণিলালের দুই জন সঙ্গী জুটিয়াছে, তিন জনে মহা উৎসাহে তাহারা মার্বেল খেলিতেছে। যত দূর দৃষ্টি চলে, বড় গিন্নী পথের পানে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু পিয়ন মহাশয়ের মোহন মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইল না।

ক্রমে বেলা ১০টা হইল, ১০॥টা হইল, তখন, আজ চিঠি আসিবার আশা সকলে পরিত্যাগই করিলেন। রান্নাঘরের বারান্দায়

বসিয়া তিনটি বিধবা পরামর্শ করিতে লাগিলেন, এখন উপায় কি? বড় গিন্নী ভারী গলায় বলিলেন, "নিশ্চয়ই বাছার আমার কোনও একটা অমঙ্গল ঘটেছে। নইলে এক দিন নয়, দু'দিন নয়, ছ' ছ' দিন হয়ে গেল, একখানা পোষ্টোকার্ট লিখে পৌছন খবরটাও দিলে না!" —বলিতে বলিতে তিনি প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন।

চুণি স্নান করিয়া আসিল। হীরুর স্ত্রী সুরবালা অনতিদূরে বসিয়া তাহার জন্য ভাত বাড়িতেছিল, তাহার চক্ষু হইতে টপ টপ করিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া তাহার বসনাঞ্চলে পড়িল। চুণিকে ভাত দিয়া হাত ধুইয়া আসিয়া সুরবালা বলিল, "মা, এক কায করলে হয় না? ওর যে সব বন্ধুবান্ধব এখানে আছে, তা'দের কারু কাছে কোনও চিঠি-পত্র যদি এসে থাকে একবার খবর নিলে হয় না? অবিনাশ ঠাকুরপো কি বিপিন বাবুর কাছে যদি কোনও চিঠি এসে থাকে বলা ত যায় না।"

ছোট গিন্নী বলিলেন "বৌ-মা ত ঠিকই বলেছেন দিদি। চুণির খাওয়া হ'লে, ও না-হয় সবাইকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে একবার খবর নিয়ে আসুক, কি বল?"

বড় গিন্নী বলিলেন, "তার চেয়ে আমিই না হয় যাই না কেন? ছেলেমানুষকে কষ্ট দিয়ে আর কি হবে? তোমরা ততক্ষণ বৌমাকে খাওয়াও, নিজেরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও, আমি চট্ ক'রে ঘুরে আসি।"

মেঝ গিন্নী বলিলেন, "আমিও তোমার সঙ্গে যাই না কেন দিদি? এই ঠিক দুপুর রোদ্দুরে একলাটি যাবে তুমি?"

যেমন পরামর্শ, তেমনই কায। দুইজনে দু'খানি নামাবলী গায়ে দিয়া, হাতে হরিনামের ঝুলি লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

অবিনাশের বাড়ী গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, সে আহারান্তে পাড়ার এক বৈঠকখানায় পাশা খেলিতে গিয়াছে। তবে বাড়ীর লোক বলিলেন, খুব সম্ভব ওরূপ কোন চিঠি আসে নাই, আসিলে নিশ্চয় তাঁহারা শুনিতে পাইতেন। আরও দুই স্থানে নিষ্ফল অনুসন্ধানের পর, অবশেষে প্রবীণাদ্বয় খিড়কী-দরজা দিয়া জমীদার বাবুর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

জমীদার বিপিন বাবু তখন আহারে বসিয়াছেন, তাঁহার মা, পিসী প্রভৃতি নিকটে বসিয়া খাওয়া তদারক করিতেছেন। হীরালালের মা ও খুড়ীর আগমনসংবাদে পিসীমা গিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং আগমন-কারণ অবগত হইয়া, বিপিনের আহার-স্থানে লইয়া আসিলেন। বিপিন ইঁহাদিগকে চিনিত, বলিল, "কি গো খুড়ীমারা, কি মনে ক'রে ? বসুন বসুন !"

হীরালালের মা বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, হীরু কলকাতায় পৌঁছে তোমার কাছে কোন চিঠিপত্র লিখেছে কি ?"

বিপিন বলিল, "কৈ না, আমি ত এখনও হীরুর কোনও চিঠি পাইনি খুড়ীমা ! কেন, আপনারাও পাননি না কি ?"

হীরুর মা বলিলেন, "বাবা, আমরা ত কোন চিঠিই আজও পেলাম না ! আজ ছ' ছ' দিন হ'ল ছেলে আস্‌তে গেছে, কি হ'ল বল দেখি ? ভেবে ভেবে যে আমাদের মুখে অন্ন-জল যাচ্ছে না, এখন কি উপায় হবে, কি ক'রে ছেলের খবরটি পাই ? কলকাতায়

গিয়ে কোথায় সে উঠবে, সে ঠিকানা আমাদের ত কিছুই বলে যায় নি, তোমায় কি কিছু ব'লে গেছে বাবা? তা হ'লে না হয় একখানা টেলিগেরাপ করিয়ে দিতাম।"

বিপিন বলিল, "না, খুড়ীমা, কোথায় গিয়ে উঠবে, তা ত কিছু ঠিক ছিল না; বলেছিল, কোনও একটা মেসের বাসা খুঁজে নিয়ে সেখানে গিয়ে উঠবে, উঠে চিঠি লিখবে। তবে খুলেই বলি খুড়ীমা, কলকাতায় যে রকম দাঙ্গাহাঙ্গামা চলছে, হীরুর কোনও চিঠি না পেয়ে আমিও একটু ভাবিত হয়ে পড়েছি। আজকের ডাকেও তার চিঠি এল না দেখে আমি মনে করেছিলাম, ও-বেলা আপনাদের ওখানে গিয়ে খবর নেবো, আপনারা কোনও চিঠি পেলেন কি না,—তা আপনারা এসেই পড়েছেন।"

হীরুর মা বলিলেন, "ঐ পোড়া দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা শুনেই ত বাবা প্রাণটা আঁৎকে উঠেছে! তারই মধ্যে বাছা গিয়ে পড়েছে—সে আমার প্রাণে প্রাণে বেঁচে আছে কি না, তারই ঠিক কি বাবা! শুনছি না কি মুচনমানেরা যাকে পাচ্ছে; তাকেই খুন করছে!"

বিপিন বলিল, "না না, সে ভয় নেই খুড়ী-মা! খুন-জখম প্রায়ই হচ্ছে বটে—কিন্তু য়ারা খুন-জখম হচ্ছে, পুলিস তাদের তক্ষণি হাঁস-পাতালে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের নাম-ধাম সব খবরের কাগজে ছাপা হয়ে যাচ্ছে; হীরুর সে রকম কোনও বিপদ হয় নি, এ আমি নিশ্চয় ক'রে আপনাকে বলতে পারি। কলকাতা থেকে রোজ আমার খবরের কাগজ আস্‌ছে, রোজ আমি সে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছি—হীরুর নাম-টাম কোথাও বেরোয় নি।"

"তাই বল বাবা, তোমার মুখে ফুল-চন্নন পড়ুক ; বাছা আমার প্রাণগতিক ভাল আছে, এই খবরটুকু পেলেই যে আমি এখন নিশ্চিন্ত হ'তে পারি—কিন্তু তার উপায় কি ? কাউকে সঙ্গে নিয়ে আমি কি যাব বাবা কলকাতায় ? গিয়ে তার সন্ধান নেবো ?"

বিপিন বলিয়া উঠিল, "সে কি হয় খুড়ী-মা ? আপনি কোথায় যাবেন ? আর, সে কলকাতা সহর সমুদ্র—ঠিকানা জানা নেই, আপনি সেখানে গিয়ে কোথায় তার সন্ধান পাবেন ? আর, কাকে সঙ্গে নিয়েই বা যাবেন ? এই হাঙ্গামার সময় কেউ কি কলকাতায় গিয়ে কাঁচা মাথাটা দিতে রাজি হবে ? কোথাও আপনাকে যেতে হবে না, হীরু ভালই আছে, ভগবান্‌কে ডাকুন, বোধ হয়, কাল-পর্শু নাগাদ চিঠি এসে যাবে। আমি বরং এক কায করতে পারি। কলকাতায় আমার দু'জন বন্ধুর নামে দু'খানি সুপারিশ চিঠি লিখে আমি হীরুর হাতে দিয়েছিলাম , হীরু গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করবে। তাঁরা গণ্যমান্য লোক, হীরুর চাকরী-বাকরী সম্বন্ধে যদি তাঁরা কিছু সুবিধে ক'রে দিতে পারেন—এই জন্যে তাঁদের নামে চিঠি দিয়েছিলাম। তা আমি না হয় তাঁদের দু' জনকেই এক একখানা চিঠি লিখে দিই, হীরু গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেছে কিনা, তাঁদের জিজ্ঞাসা করি।"

হীরুর মা আগ্রহের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "তার চেয়ে টেলি-গেরাপই ক'রে দাও না বাবা, যা খরচ লাগে, আমি দিচ্ছি। চিঠি ত যেতে দু'দিন আসতে দু'দিন—এ চারদিনে যে ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যাব আমি ! টেলিগেরাপের জবাব আসতে কত দেরী হবে ?"

"আজকে টেলিগ্রাফ করলে, কা'ল নাগাদ জবাব আসতে পারে।"

"তবে সেই ভাল বাবা। কি খরচ হবে বল, আমি বাড়ী গিয়ে আমার দেওরপো চুণিলালের হাতে এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

বিপিন বলিল, "সে হবে এখন খুড়ী-মা, তার জন্তে তাড়াতাড়ি নেই। কত খরচ হবে, আমিই বা এখন জানবো কি ক'রে? আমি খেয়ে উঠেই টেলিগ্রাফ লিখে ষ্টেশনে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের এখনও খাওয়া-দাওয়া হয় নি বোধ হয়? আপনারা যান—বাড়ী যান, খাওয়া দাওয়া করুন গে। যে রকম খবর আস্‌বে, আমি গিয়ে আপনাদের জানাব। যান, আর ভাববেন না। ঈশ্বর আছেন, ভক্তিভাবে তাঁকে ডাকুন, সব ভালই হবে। যান, আর দেরী করবেন না।"—বলিতে বলিতে আহার শেস করিয়া বিপিন বাবুও উঠিলেন।

হীরুর মাতা বলিলেন, "বাবা, তুমি রাজরাজেশ্বর হও, আমার মাথার যত চুল, তত তোমার পেরমাই হোক। দেরী কোর না বাবা, টেলিগেরাপ ছ'খানি পাঠিয়ে দাও—আর জবাব কখন্ আসবে বল, আমি বরং শোনবার জন্তে এখানে এসে ব'সে থাকবো।"

বিপিনবাবু বলিলেন, "জবাব আসতে কাল বোধ হয় বেলা ৯টা ১০ টাহ'তে পারে। তা আপনি কেন কষ্ট ক'রে আসবেন খুড়ীমা? যেমন খবর আস্‌বে আমি তখনই নিজে গিয়েই আপনাকে বল্‌বো। কিন্তু এ কথাও ব'লে রাখি,—যদি ওঁরা তার করেন যে,হীরালাল বলে কোনও লোক আমাদের কাছে আসেনি, তা হ'লে কিন্তু ভয় পাবার

কোন কারণ নেই। হীরু সেখানে কোথাও না কোথাও আশ্রয় পেয়েছে নিশ্চয়। এই ডামাডোলের ভিতর সে কি আর এর তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে পথে বেরুবে? আর, সেই জন্যেই বোধ হয়, খাম-পোষ্টকার্ডও সংগ্রহ করতে পারে নি, তাই চিঠিও লেখে নি।”

বিপিন বাবু জবাবী আর্জ্জেন্ট তার করিয়াছিলেন, উভয় তারেরই উত্তর সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আসিল—‘না, হীরালাল নামক কোনও ব্যক্তি দেখা করিতে আসে নাই।’ এক জন উপরন্তু লিখিয়াছেন, ‘আসিলে সংবাদ দিব।’

সন্ধ্যার পর বিপিন বাবু টেলিগ্রাম দুইখানি হাতে করিয়া হীরালালের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। খবর শুনিয়া হীরালালের জননী, পত্নী ও খুড়ীমারা অধিকতর দুশ্চিন্তান্বিতা হইয়া পড়িলেন। বিপিন বাবু অনেক প্রকারে তাঁহাদের প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বিশেষ কোনও ফল হইল না। অবশেষে বিপিন বাবু বলিলেন, “দেখি কালকের ডাকটা। চিঠি আসে কি না, তাও দেখি, খবরের কাগজেও দেখি কলকাতার অবস্থা কি রকম; তার পর যা হয় করা যাবে।”—বলিয়া তিনি উঠিলেন।

সে রাত্রিতে এ গৃহে আর হাঁড়ি চড়িল না। চুণিলালের আহার দুধে মুড়ি ভিজাইয়া, পাকা আম সহযোগে সম্পন্ন হইল। ছোট গিন্নীর পীড়াপীড়িতে অপর সকলে একটু একটু গুড় মুখে দিয়া জল খাইয়া শয়ন করিলেন।

হায়, ইঁহারা ত জানিতে পারিলেন না, যে ব্যাগের ভিতর বন্দী হইয়া হীরালালের পত্র শোভাবাজার পোষ্ট-আপিস হইতে রওয়ানা

হইয়াছিল, সেই ব্যাগ ও অন্যান্য ব্যাগবাহী সরকারী মেলভ্যান আক্রমণ করিয়া মুসলমানেরা তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিল!

বলা বাহুল্য, পরদিনও কোনও পত্র আসিল না। তবে সংবাদ-পত্রে দেখা গেল, হাঙ্গামা অনেকটা কমিয়াছে, দোকানপাট আবার খুলিতেছে, পথে লোক-চলাচলও সুরু হইয়াছে।

হীরালালের জননী এত দিনে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। অন্ন-জল পরিত্যাগ করিলেন বলিলেই হয়।

বিকালে চুণিকে সঙ্গে লইয়া, সুরবালা গিয়া বিপিন বাবুর স্ত্রী সুহাসনলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। সমবয়সী সখীর চোখের জলে সুহাসের হৃদয় ভিজিল। সুহাস স্বামীকে ডাকিয়া পাঠাইল।

বিপিন বাবু আসিলে সুহাস জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা, কলকাতার অবস্থা এখন কি রকম?"

"অনেকটা ঠাণ্ডা। কেন?"

"হীরুদার বউ এসে বড় কান্নাকাটি করছে।"

"তিনি এ বাড়ীতে এসেছেন না কি?"

"হ্যাঁ, ঐ যে ও-ঘরে ব'সে রয়েছে। আজ ৮ দিন হ'ল ওর স্বামী কলকাতায় গেছে—আজ পর্য্যন্ত একখানা পৌছন চিঠি পর্য্যন্ত এল না; ছুঁড়ির মুখখানি একবারে কালি হয়ে গেছে। আমাকে স্পষ্ট ক'রে বলতেও পারছে না, কিন্তু আমি ভাবে বুঝতে পারছি; ওর মনোগত ইচ্ছে, তুমি একবার কলকাতায় গিয়ে ওর স্বামীর খবরটি এনে দাও।"

বিপিন বলিল, "তা, তোমার হুকুম হ'লে আমি যেতে পারি।"

সুহাস বলিল, "তারটিও যেমন আমারটিও ত তেমনই। দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে তোমাকেই বা আমি পাঠাই কি ক'রে বল?"

বিপিনবাবু বলিলেন, "আজকের যে খবরের কাগজ আমি পেয়েছি তাতে পশু্র্কার কলকাতার অবস্থা লেখা আছে—অনেকটা কম হয়েছে। কাল আজ—দু'দিনে বোধ হয় সব গোলমালই থেমে গেছে। ইংরেজরাজের রাজধানী—ও সব আর কত দিন চলতে পারে?"

সুহাস বলিল, "আচ্ছা কালকের কাগজে কি খবর আসে দেখ। যদি কলকাতা ঠাণ্ডা হয়ে থাকে, তবে না হয়—"

"আমি বিকেলের গাড়ীতে রওনা হ'তে পারি। কা'ল হীরুর কোনও চিঠিপত্র আসে কি না, তাও দেখা যাক্—কি বল।"

"আচ্ছা সেই ভাল আমি তা হ'লে হীরুদার বউকে সেই কথা বলি গে?"

"তা বল গে।"—বলিয়া বিপিনবাবু স্ত্রীকে আদর করিয়া প্রস্থান করিলেন।

পরদিনও কোন পত্র আসিল না; সংবাদপত্রে দেখা গেল; কলিকাতা আরও ঠাণ্ডা হইয়াছে—গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোনও হাঁসপাতালে কোনও খুন-জখম আসে নাই। ইহা পশু্র্কার কলিকাতার অবস্থা।

অপরাহ্নের ট্রেণে বিপিন বাবু কলিকাতা যাত্রা করিলেন। বলিয়া গেলেন, হীরালালের কোনও সংবাদ পাইবামাত্র তারযোগে জানাইবেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সখের ডিটেক্‌টিভ

হীরালালের সন্ধানে বিপিন বাবু কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রায় থামিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। মোড়ে মোড়ে গুর্খা সৈন্য পাহারা দিতেছে—বিশেষ বিশেষ স্থানে গোরা পাহারা মোতায়েন, সশস্ত্র সৈন্যগণ বোঝাই লইয়া মাঝে মাঝে মোটর লরী রাস্তা দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

কলিকাতায় বিপিন বাবুর কয়েক জন আত্মীয়-বান্ধব স্থায়িভাবে বাস করেন। কিন্তু কলিকাতায় আসিলে বিপিন বাবু তাঁহাদের কাহারও বাড়ীতে না উঠিয়া, নব্যতন্ত্রের কোন না কোনও বাঙ্গালী-পরিচালিত হোটেলেই আশ্রয় লইয়া থাকেন। এবারও তাহাই করিলেন।

বিপিন বাবু যখন হোটেলে গিয়া উঠিলেন তখন সন্ধ্যা সমাগত। পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছিলেন, সে দিন আর কোথাও বাহির হইলেন না। সান্ধ্যভোজন সমাধা করিয়া রাত্রি দশটার মধ্যেই শয্যাশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, হীরুর মাকে ও পত্নীকে ভরসা ত দিয়া আসিলাম যে, হীরুর সন্ধান করিয়া তাঁহাদিগকে সংবাদ দিব। কিন্তু এই কলিকাতা সহর সমুদ্রবিশেষ,—তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিব কি উপায়ে?—নানা উপায় চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে বিপিন বাবু ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া চা পান করিতে করিতে, সেদিনকার সংবাদপত্রখানি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখিলেন, গতকল্যও কলিকাতার কোনও স্থানে কোনও প্রকার খুন-জখম হয় নাই। পড়িয়া, অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। তারপর পথে বাহির হইয়া একখানা ট্যাক্সি ধরিলেন। যে দুই জন বন্ধুর নিকট হীরালালের চাকরীর জন্য সুপারিস চিঠি লিখিয়া দিয়াছিলেন, হীরালাল তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল কি না, জানিবার জন্য কয়েক দিন হইল তাঁহাদিগকে টেলিগ্রাম করিয়া বিপিন বাবু উত্তর পাইয়াছিলেন —না, হীরালাল নামক কোনও লোক সাক্ষাৎ করিতে আসে নাই। কলিকাতা এ কয় দিন একটু ঠাণ্ডা হইয়াছে,—এত দিন হীরালাল হয় ত প্রাণভয়ে তাহার আশ্রয়স্থান ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পথে বাহির হইতে পারে নাই—এ কয় দিনে যদি গিয়া থাকে!—তাই সর্ব্বপ্রথমে সেই বন্ধুদ্বয়ের সহিত বিপিন বাবু সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। হীরালাল যদি না-ও গিয়া থাকে, কি উপায়ে তাহার সন্ধান মিলিতে পারে, সে বিষয়েও অন্ততঃ তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিবেন।

বিপিন বাবু একে একে উভয় বন্ধুর সহিতই সাক্ষাৎ করিয়া শুনিলেন, তাঁহাদের কাহারও নিকট হীরালাল আজিও আসে নাই। সমস্ত অবস্থা শুনিয়া এক জন পরামর্শ দিলেন, বড় বড় হাঁসপাতালগুলাতে গিয়া অনুসন্ধান করা আবশ্যক, খুন বা জখম হইয়া হীরালাল সেখানে নীত হইয়া থাকিতে পারে।

এই দুই বন্ধুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতেই বেলা সাড়ে

দশটা বাজিয়া গেল। হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া, স্নানাহার ও কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে বিপিন বাবু বেলা ৩টার সময় হাঁসপাতালে অনুসন্ধান করিতে বাহির হইলেন।

কার্য্যটি সহজে সমাধা হইল না। অনেক লোকের খোসামোদ করিয়া, কেবলমাত্র মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালের খাতাপত্র অনুসন্ধান করিতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। না, হীরালাল নামক কোনও ব্যক্তি অথবা কোনও অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি যাহার বর্ণনা হীরালালের সঙ্গে মেলে, খুন বা জখম হইয়া মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালে আসে নাই।

অপর হাঁসপাতালগুলিতে অনুসন্ধান করিতে সারাটা পরদিনই কাবার হইয়া গেল—কোনও সন্ধান নাই।

থিয়েটরে কর্ম্ম পাইবার প্রত্যাশায় হীরালাল যদি কোনও থিয়েটরের কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকে, অতঃপর ইহাই অনুসন্ধান করা আবশ্যক, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিপিন বাবু তাঁহার হোটেলে তৃতীয় রাত্রি যাপন করিলেন।

পরদিন শুক্রবার, একমাত্র মডার্ণ থিয়েটর ব্যতীত অন্য কোনও থিয়েটরে কোনও অভিনয় নাই, ইহা বিপিন বাবু রাস্তায় প্ল্যাকার্ড দেখিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং সন্ধ্যাকালে তিনি মডার্ণ থিয়েটরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আজ এখানে "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকের অভিনয়। সাড়ে সাতটায় অভিনয় আরম্ভ—এখনও এক ঘণ্টা বিলম্ব আছে—ইতিমধ্যেই থিয়েটর-গৃহে লোক গিস্ গিস্ করিতেছে। কিঞ্চিৎ চেষ্টার পর বিপিন বাবু থিয়েটরের অধ্যক্ষ

মহাশয়ের নিকট নীত হইলেন। ভদ্রলোক, ভদ্রভাবে বিপিন বাবুর সমস্ত কথা শুনিলেন; শুনিয়া উত্তর করিলেন, "না মশাই, ও নামের কোনও লোক ২।১ হপ্তার ভিতর কর্ম্মপ্রার্থী হ'য়ে আমাদের কাছে আসে নি।"

অধ্যক্ষ মহাশয়ের খাস কামরা হইতে বাহির হইয়া থিয়েটরের সম্মুখে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইয়া বিপিন বাবু ভাবিতে লাগিলেন, 'এবার কোন্ থিয়েটরে যাই?' যে দিন অভিনয় না থাকে, সে দিন রিহার্শাল থাকিতে পারে, ইহা বিপিন বাবু জানিতেন। কিন্তু রিহার্শালের দিন থিয়েটরের কর্ত্তা মহাশয় উপস্থিত থাকিবেন কি? কাল ত শনিবার, সব থিয়েটরেই অনুসন্ধান করা যাইতে পারে—এইরূপ মীমাংসা করিয়া বিপিন বাবু টিকিট কিনিয়া "চন্দ্রগুপ্ত" দেখিতে বসিয়া গেলেন। থিয়েটরের নেশা তাঁর খুবই প্রবল, নহিলে নিজ গ্রামে সখের থিয়েটর খুলিয়া অত টাকা ব্যয় করিতেন না। চন্দ্রগুপ্ত নাটকের অভিনয় কলিকাতায় তিনি পূর্ব্বেও দেখিয়াছেন, কিন্তু তখন দর্শকের চক্ষু লইয়া দেখিয়াছিলেন—আজ দেখিবেন অন্য ভাবে,—নিজ থিয়েটরে এই নাটকখানির অভিনয় করাইলে তাঁহার দলস্থ যুবকগণের কতদূর কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা, ইহাই বিবেচনা করিবার জন্য।

রাত্রি ১২টার পর হোটেলে ফিরিয়া, ঠাণ্ডা পোলাও খাইয়া বিপিন বাবু শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—কাল একটু সময় থাকিতে বাহির হইয়া, বিউটি থিয়েটরে হীরালালের খোজ লইয়া, তার পর ডায়মণ্ড থিয়েটরে যাইতে হইবে। সেখানে হীরালালের

খোঁজও লইতে হইবে এবং আলিবাবার অভিনয়টাও দেখিতে হইবে —কারণ বিখ্যাত অভিনেত্রী রেবতীসুন্দরী, মর্জ্জিয়ানার ভূমিকা গ্রহণ করিবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

পরদিন যথাসময়ে হোটেল হইতে বাহির হইয়া বিপিন বাবু ট্যাক্সিতে উঠিলেন। বিউটি থিয়েটারের ম্যানেজার বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে তাঁহাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। ম্যানেজার বাবু কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, এক ঘণ্টা পরে তাঁহার ফুরসুৎ হইল। তিনিও হীরালালের সম্বন্ধে কোনও সংবাদ দিতে পারিলেন না।

অতঃপর বিপিন বাবু ডায়মণ্ড থিয়েটরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আলিবাবার অভিনয় তখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ম্যানেজার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ-প্রার্থনা জানাইলে এক জন কর্ম্মচারী বলিল, "এখন কি ক'রে দেখা হবে ? তিনি যে প্লে করছেন।"

বিপিন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সেজেছেন তিনি ?"

"তিনিই ত আলিবাবা। প্লে না শেষ হ'লে তাঁর সঙ্গে দেখা হবার উপায় নেই।"

বিপিন বাবু ইহা শুনিয়া, টিকিট কিনিয়া, ভিতরে গিয়া অভিনয় দেখিতে বসিলেন।

ক্রমে সেই দৃশ্য আসিল, যেখানে মর্জ্জিয়ানা কাসেম মিঞার মৃত-দেহ শেলাই করিবার জন্য বাবা মুস্তাফা নামক মুচির দোকানে তাহাকে ডাকিতে গিয়াছে। পাকা চুল, পাকা দাড়ি, বৃদ্ধ মুচি—মুখচর্ম্ম শিথিল,—কিন্তু মুস্তাফা কথা কহিতেই বিপিন বাবু চমকিয়া

উঠিলেন। ঠিক যেন হীরালালের কণ্ঠস্বর, না?—বাবা মুস্তাফা যিনি সাজিয়াছেন, তিনি অবশ্য নিজ স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে কথা কহিতেছেন না,—তথাপি বিপিন বাবুর সন্দেহ হইল, এই ব্যক্তিই যেন হীরালাল। কিন্তু আবার মনে হইল, সবে মাত্র কলিকাতায় আসিয়া, হীরু কি এত বড় একটা থিয়েটরে কর্ম্ম যোগাড় করিতে পারিয়াছে?

বাবা মুস্তাফার কথাবার্ত্তা অধিক্ষণব্যাপী নহে, শীঘ্রই তাহা শেষ হইয়া গেল। ড্রপ পড়িলে বিপিন বাবু বাহিরে আসিয়া থিয়েটরের এক জন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ যে লোকটি বাবা মুস্তাফা সেজেছেন, উনি কে মশায়? বেশ সুন্দর অ্যাক্‌টিং করলেন ত!"

কর্ম্মচারী বলিল, "উনি এক জন নূতন লোক, মফঃস্বলের আমদানী। এই কয়েক দিন হ'ল মাত্র উনি এখানে ঢুকেছেন। বরাবর যিনি মুস্তাফা সাজেন, তিনি মুসলমানের ছুরীতে জখম হয়ে হাঁসপাতালে গেছেন, তাই তাড়াতাড়ি ঐ নূতন লোকটিকে পার্ট শিখিয়ে নিয়ে নামানো হয়েছে।"

বিপিন বাবুর পূর্ব্ব-সন্দেহ এই কথা শুনিয়া আরও দৃঢ় হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওঁর নামটি আপনি বলতে পারেন কি?"

"নাম শুনেছিলাম, মনে নেই"—বলিয়া তিনি আপন কার্য্যে গেলেন।

ড্রপ উঠিলে বিপিন বাবু আবার ভিতরে গিয়া অভিনয় দেখিতে বসিলেন। আবার বাবা মুস্তাফার দেখা পাইলেন। দেখিতে দেখিতে, এই ব্যক্তিই যে হীরালাল, ইহা বিপিন বাবুর দৃঢ় বিশ্বাস হইল।

ক্রমে অভিনয় শেষ হইয়া আসিল। বিপিন বাবু আর ম্যানেজারের খোঁজ না করিয়া, যিনি মুস্তাফা সাজিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায়, সেই পূর্ব্বকথিত কর্ম্মচারীকে জানাইলেন। কর্ম্মচারী বিরক্তভরে বলিল, "একটু বসুন না মশায়! এই মাত্র ত ভাঙ্গলো, এক্টর একট্রেসরা এখন সাজ-পোষাক ছাড়বে, মুখের রঙটঙ ধোবে,—তার পর ত বেরুবে! আচ্ছা লোক আপনি!"

কাযেই বিপিন বাবুকে অপেক্ষা করিতে হইল। টিকিটঘরের পাশে তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সে স্থান হইতে রাস্তাটা সম্পূর্ণ দেখা যায়। কত ট্যাক্সি, ঘরের মোটর, ছক্কড় গাড়ী দর্শক নরনারী বোঝাই হইয়া চলিয়াছে। অসম্ভব ভীড়। কিছুক্ষণ পরে ভীড় একটু কমিল। হঠাৎ বিপিন বাবু দেখিতে পাইলেন, একখানি মোটরে একটি পুরুষ ও নারী পাশ পাশি বসিয়া—রমণী সুবেশা, সুন্দরী ও যুবতী;—পুরুষটি নিঃসন্দেহ হীরালাল—মোটরখানি থিয়েটরের সামনে দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

বিপিন বাবু দুই লম্ফে রাস্তায় নামিলেন। সৌভাগ্য বশতঃ একখানা খালি ট্যাক্সি সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি ক্ষিপ্র-ভাবে তাহাতে আরোহণ করিয়া সেই ধাবমান মোটরখানা দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ গাড়ীর পিছু পিছু চল, বখশিস পাবে।"

ট্যাক্সিওয়ালা বিপিন বাবুকে পুলিসের ডিটেক্টিভ ভ্রমে তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল করিল। সেই গাড়ীখানির উপর লক্ষ্য রাখিয়া নিজ গাড়ী ছুটাইয়া দিল। বিপিন বাবু সেই গাড়ীখানির উপর দৃষ্টি

নিবদ্ধ রাখিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "ব্যাপারখানা কি ?—ও মাগীই বা কে ? আর হীরু ওকে জোটালেই বা কেমন ক'রে ?"

উভয় গাড়ী ক্রমে আসিয়া চিৎপুর রোডে পড়িল। প্রথম মোটর খানিকে জয় মিত্রের গলিতে ঢুকিতে দেখিয়া, বিপিন বাবুর ট্যাক্সিও গলিতে ঢুকিল। ব্যবধান দশ বারো হাত মাত্র।

অগ্রগামী মোটরখানি ক্রমে একটা বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহা দেখিয়া, ট্যাক্সিওয়ালাও নিজ গাড়ী থামাইল। ঐ—হীরালাল ও সেই স্ত্রীলোক নামিতেছে, এখনই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে। বিপিন বাবু নামিয়া দ্রুতপদে তাহাদের দিকে গিয়া ডাকিলেন —"হীরু !"

হীরালাল চমকিয়া বিপিন বাবুর পানে চাহিল। ছুটিয়া নিকটে আসিয়া বলিল, "বিপিন যে! কি আশ্চর্য্য! তুমি এখানে ?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "আশ্চর্য্য আমি ?—না, আশ্চর্য্য তুমি! আচ্ছা লোক ত হ'! এত দিন বাড়ী থেকে এসেছ, একখানা চিঠি লেখনি, পৌছান খবরটা পর্য্যন্ত দাও নি! তোমার মায়ের, তোমার পরিবারের কান্না দেখে, থাকতে না পেরে শেষে আমি তোমায় খুঁজতে কলকাতায় এসেছি। তোমার বাসা কোথা বল দেখি ?"

হীরালাল বলিল, "বাসা, আপাততঃ—এইখানেই।"—বলিয়া বাড়ীটা দেখাইয়া দিল। রেবতী তখন দ্বারের বাহিরে দাড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে। কথাবার্ত্তাগুলা সমস্তই সে শুনিতে পাইয়াছে—শুনিয়া ব্যাপারটা বুঝিয়াও লইয়াছে।

বিপিন বাবু নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও মাগী কে? কোনও বে—"

হীরালাল বাধা দিয়া বলিল, "না না—উনি এক জন মস্ত অভিনেত্রী। উনি ডায়মণ্ড থিয়েটারের রেবতীসুন্দরী!"

বিপিন বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "দূর! সত্যি?"

বিপিন বাবুর হাত টানিয়া হীরালাল বলিল, "চল, আলাপ করিয়ে দিই।"—রেবতীর নিকটস্থ হইয়া হীরালাল বলিল, "ইনি বিপিন বাবু—আমাদের গ্রামের জমীদার, এঁর কথা তুমি আমার কাছে শুনেছ। আমি এখানে এসে বাড়ীতে চিঠি লিখেছিলাম, তা ত তুমি জান। কিন্তু সে চিঠি দেখছি মারা গেছে—আমার বাড়ীর লোকরা কেঁদে কেটে অস্থির, তাই ইনি আমায় খুঁজতে এসেছেন।"

রেবতী হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনিই বিপিন বাবু? হ্যাঁ—আপনার কথা এঁর কাছে সর্ব্বদাই শুনি বটে। আসুন—দয়া ক'রে ভিতরে আসুন।"

বিপিন বাবুর মনে হইল, এই স্ত্রীলোক যত বড় অভিনেত্রীই হউক না কেন, "তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ।" কুস্থানে কেনই বা প্রবেশ করিব? আবার কৌতূহলও হইল। "এত বড় একজন অভিনেত্রী—ষ্টেজের বাহিরে মানুষটা কেমন দেখাই যাক্ না। তার পর হীরুকে আমার হোটেলে লইয়া যাইব।"

"আসুন"—বলিয়া রেবতী অগ্রগামিনী হইল।

বিপিন বাবু বলিলেন, "এক মিনিটের জন্যে আমায় মাফ করুন,

আমার ট্যাক্সিখানা বিদায় ক'রে আসি। আপনি চলুন, আমি হীরুর সঙ্গে আসছি।"

রেবতী ভিতরে প্রবেশ করিল। বিপিন বাবু ট্যাক্সিওয়ালাকে তার প্রাপ্য ভাড়ার হিসাব না করিয়া বখ্‌শিসস্বরূপ পাঁচটি টাকা দিয়া, হীরুর সঙ্গে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সিঁড়ি উঠিতে উঠিতে বিপিন বাবু নিম্নস্বরে হীরালালের কর্ণে বলিলেন, "হ্যাঁ হীরুদা, তুমি কি জাহান্নমে গেছ না কি?"

হীরু হাসিয়া বলিল, "বালাই, ষাট! আমার শত্রু জাহান্নমে যাক্‌।"

"তবে এখানে, এ ভাবে?"

"সে অনেক কথা ভাই। একখানা রীতিমত উপন্যাস বল্লেই হয়।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "সে সব শুনবো এখন। উপস্থিত এইটুকু আমি বিশ্বাস করতে পারি কি যে, তুমি যে হীরু ছিলে সেই ধবধবে হীরুই আছ—তোমার গায়ে পাপের কালী লাগে নি?"

হীরু বলিল, "নিশ্চয়।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "বাঁচালে ভাই! আমার বুক থেকে দশ মণ পাথর নেমে গেল।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ছুঁৎমার্গ পরিহার

বিপিন বাবুকে লইয়া গিয়া হীরালাল রেবতীর ড্রয়িংরুমে বসাইল।

বিপিন বাবু কক্ষখানির সাজ-সজ্জা দেখিতে দেখিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাড়ীতে রেবতী ছাড়া আর কেউ থাকে না কি ?"

হীরালাল বলিল, "না, আর কেউ থাকে না। দু'জন ঝি, এক জন দ্বারবান্ আছে। এ বাড়ী ওঁর নিজেরই।"

"গেলেন কোথা ?"

"শোবার ঘরে, – কপড়চোপড় বদলাচ্ছেন বোধ হয়।"

"কত দিন তুমি এ বাড়ীতে আছ ?"

"যত দিন এসেছি—কেবল প্রথম দু'দিন বাদ।"

"এর কারণ ?"

"কারণ যথেষ্ট আছে—তবে কোনও দূষ্য কারণ নয় এটা আমি বুক ফুলিয়ে বলতে পারি !"

"ডায়মণ্ড থিয়েটরে চাকরী পেয়েছ দেখলাম। মাইনে কত হয়েছে ?"

"এখন একশো ;—ছ'মাস পরে, মনিবের সন্তোষ উপার্জ্জন করতে পারলে, দেড়শো হবে। কিন্তু তুমি দেখলে কি ক'রে ?"

"আমি যে অভিনয়টা দেখলাম। বাবা মুস্তাফাকে দেখেই

আমার সন্দেহ হ'ল, তুমি। তার পর খবর নিয়ে জান্‌লাম, তুমিই বটে। তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছিলাম, এমন সময় দেখলাম, তুমি আর রেবতী মোটর ছুটিয়ে বেরিয়ে গেলে; আমিও অমনি ট্যাক্সি নিয়ে তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করলাম।"

হীরালাল হাসিয়া বলিল, "রীতিমত ডিটেক্‌টিভের ব্যাপার বল!"

বিপিন বাবুও হাসিতে লাগিলেন। এই সময় রেবতী আসিয়া প্রবেশ করিয়া বলিল, "আপনাদের দুই বন্ধুর বিশ্রান্তালাপে আমি বাধা দিলাম বোধ হয়?"

বিপিন বাবু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না না—তা কেন?"

হীরালাল বলিল, "ইনি আমার খোঁজে থিয়েটরে গিয়েছিলেন।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "সত্যি কথা বলতে গেলে, শুধু তোমার খোঁজে নয় হীরু! আজ রেবতী মর্জিয়ানা সেজে নামবেন, এ কথা প্লাকার্ডে দেখে, দিনের বেলাই আমি স্থির ক'রে রেখেছিলাম, আজ ডায়মণ্ড থিয়েটরে আলিবাবা দেখতে হবে।"

হীরালাল বলিল, "অর্থাৎ কেবল কলা বেচতে যাও নি—রথ দেখাও উদ্দেশ্য ছিল!"—বলিয়া হীরালাল রেবতীর পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

রেবতী কৃত্রিম রোষের ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "তোমার আর রসিকতা করতে হবে না!—বিপিন বাবুকে সিগারেট-টিগারেট কিছু দাও নি?"

"না—মনে ছিল না—এই যে।"—বলিয়া হীরালাল সিগারেট আহরণ করিবার জন্য উঠিল।

"এই যে আমার কাছে রয়েছে! ব'স ব'স।"—বলিয়া বিপিন বাবু নিজ পকেট হইতে সোণার সিগারেট-কেস বাহির করিয়া, উহা খুলিয়া রেবতীর সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "আপনার এ সব চলে কি?"

'বেশ চলে'—বলিয়া রেবতী একটি সিগারেট গ্রহণ করিয়া, যুক্ত-করে বিপিন বাবুকে নমস্কার করিল। হীরালালও সিগারেট লইল এবং একটি দেশলাই জ্বালাইয়া রেবতী ও বিপিন বাবুকে সিগারেট ধরাইয়া দিয়া, নিজেরটি ধরাইল।

রেবতী বলিল, "আজ আমার অ্যাক্‌টিং কি রকম দেখলেন, বিপিন বাবু?"

বিপিন বাবু উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিলেন, "যেমন শুনেছিলাম, সেই রকমই দেখলাম—বরং তার চেয়েও ভাল, সুন্দর।"

"দোষ-টোষ? আপনি নিজে একটা সখের থিয়েটর চালাচ্ছেন,—আপনি অ্যাক্‌টিং বিষয়ে এক জন পাকা সমজদার লোক। তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি—যদি দোষ-টোষ কিছু লক্ষ্য ক'রে থাকেন ত দয়া ক'রে বলুন,—আমি সংশোধন করবার চেষ্টা করতে পারি।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "দোষ-টোষ কিছু লক্ষ্য করিনি ত। আপনার নাচ, গান, অ্যাক্‌টিং সমস্তই খুব সুন্দর।"

"মানুষের দোষ কি মানুষের মুখের উপর বলা যায়!"—বলিয়া রেবতী হাসিতে লাগিল।

বিপিন বাবু ঘড়ী খুলিয়া দেখিয়া বলিলেন, "রাত হ'ল, আর

আপনাকে বিরক্ত করবো না—যদি অনুমতি করেন, তা হ'লে উঠি—আর হীরুদাকেও সঙ্গে নিয়ে যাই।"

রেবতী বলিল, "রাত আর বেশী কি হ'ল? সবে ত একটা! কিন্তু আপনার বন্ধুর ত এখনও খাওয়া হয় নি। থিয়েটরের রাতে, থিয়েটরের পর এসে আমরা খাই কি না!"

বিপিন বাবু বলিলেন, "তা আমার ওখানে নিয়ে গিয়ে হীরুকে আমি কি অভুক্ত রাখ্ব?—বলেন ত না হয় মুচ্লেকা লিখে দিই।"

এ রসিকতার গূঢ় ইঙ্গিতে হীরালাল কৌতুক অনুভব করিল, রেবতীর গণ্ডযুগল রক্তাভ হইল। সে বলিল, "তার চেয়ে কেন,—এটা বলা অবশ্য আমার একান্তই দুঃসাহস—তার চেয়ে কেন এ গরীবের কুটীরে ক্ষুদ-কুঁড়ো যা আছে, আপনারা দু'জনেই তাই খেয়ে, তার পর যেখানে ইচ্ছে যান না। আপনি আছেন কোথা?"

"রয়াল হোটেলে। সেখানে কিন্তু আমার খাবার প্রস্তুত।"

রেবতী বলিল, "সে আপনি খেলেও দাম নেবে, না খেলেও দাম নেবে। সমাজের চোখে আমি পতিতা স্ত্রীলোক, কিন্তু অন্ন ব্রহ্ম—যদি আপনার আপত্তি না থাকে—"

বিপিন বাবু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "না না—সে সব কোনও রকম প্রেজুডিস্ আমার নেই, ছুৎমার্গের পথিক আমি নই, তা হীরুদাকে জিজ্ঞাসা করলেই আপনি জানতে পারবেন।"

রেবতী বলিল, "তা হ'লে আপনাকে আজ ছাড়ছিনে। হীরু, তুমি ওঁকে হাত-মুখ ধোবার ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে এস, আমি নতুন সাবান, তোয়ালে এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি। উঠুন বিপিন বাবু।"

"নিতান্তই যখন ছাড়লেন্ না !"—বলিয়া বিপিন বাবু উঠিলেন। রেবতী সতুকে ডাকিয়া নূতন সাবধান ও ধোয়া তোয়ালে বাহির করিয়া বাথরুমে দিয়া আসিতে বলিল।

ক্ষণকাল পরে হীরালাল একাকী ফিরিয়া আসিল। রেবতী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বন্ধুর এ সব চলে-টলে না কি ?" বলিয়া মদ্যপানের ইঙ্গিত করিল।

হীরালাল বলিল, "না, ও সব চলে না। আর দেখ, তোমার ক্ষিধে ক'রে নেওয়ার ওষুধটা, আজ তোমার ঘরে ব'সে খেয়ে এলেই ভাল হয়। নইলে বুঝেছ—বিপিন কি মনে করবে !"

"আচ্ছা, তাই হবে গো তাই হবে ! আমি যাই, খাবার ঠিক করতে বলি। বিপিন বাবু মুখ-হাত ধুয়ে এলে তুমি বরং আমায় খবর দিও। আর এক কথা—তোমায় ত উনি হরণ ক'রে নিজের হোটেলে নিয়ে চল্লেন ! বেশী রাত কিন্তু জেগো না ভাই স্রোতের ফুল—লক্ষীটি। তোমার সব ইতিহাস অবশ্য ওঁকে তুমি বলবে, সেটা না হয় কাল সকালের জন্যই মুলতুবী রেখ।"

হীরালাল বলিল, "সেটা কতদূর সম্ভব হবে, বলতে পারিনে।"

"কাল কখন্ আসছ ?"

"তাও বলা শক্ত, কারণ, আমি ত এখনও পরহস্তগত হ'তে চল্লাম।"

রেবতী বলিল, "সে ত চিরকালই আছে ভাই ! আচ্ছা, এক কায করলে হয় না ?"

"কি ?"

"কাল দিনের বেলা বিপিন বাবুকে যদি আমি এখানে খাবার নিমন্ত্রণ করি? তা হ'লে ত বেলা ১০টা ১১টার ভিতর ওঁকে সঙ্গে ক'রে তুমিও আসতে পারবে। কি বল?"

হীরালাল বলিল, "তা, নিমন্ত্রণ করায় আমি কোনও দোষ দেখিনে।"

"আচ্ছা, সেই কথাই রইল। এখন আমি আমার কাযে চল্লাম।" বলিয়া রেবতী নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

আহারে বসিয়া তিন জনে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। বিপিন বাবুর সখের থিয়েটর সম্বন্ধে নানা কথা রেবতী খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এবং সে সকল সম্বন্ধে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিল, তাহাতে বিপিন বাবুর মনে রেবতীর প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হইল। বিপিন বাবুর ধারণা ছিল, এ শ্রেণীর স্ত্রীলোক—তা সে যতই বড় দরের হউক না কেন—একটু ইতর হইয়া থাকে; কিন্তু রেবতীর কথাবার্ত্তায় ভাবে-ভঙ্গীতে কোথাও অশুচিতার কোনও লক্ষণ না দেখিয়া তিনি মনে মনে বলিলেন, "আমি যদি না জানতাম যে এ একটা ইয়ে, তা হ'লে একে একজন শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা বলেই ধারণা করতাম।"

কথায় বার্ত্তায় হাস্য-পরিহাসে আহার সমাপ্ত হইল। পরদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া, হীরালালকে লইয়া বিপিন বাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

হোটেলে

হরি সিং দ্বারবান্ ট্যাক্সি ডাকিয়া আনিয়াছিল। উভয়ে তাহাতে আরোহণ করিলে, বিপিন বাবু হুকুম দিলেন, "লালদীঘি — বড়া তার-ঘর।"

ট্যাক্সি গলি অতিক্রম করিয়া চিৎপুর রোডে আসিয়া পড়িল। হীরালাল জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্রিতে বড়া তার ঘর কেন?"

বিপিন বাবু একটু শ্লেষের স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেশে তোমার একটা বুড়ো মা, একটা মুখ্যু বউ প'ড়ে আছে—তাদের কথা তোমার মনে আছে কি? না মথুরায় এসে, কুব্জা সুন্দরীকে নিয়ে সিংহাসনে ব'সে তাদের অস্তিত্ব একদম ভুলেই গেছ?"

হীরালাল বলিল, "কেন, ভুলে যাব কেন? কিন্তু কুব্জা সুন্দরী এখানে তুমি কোথায় দেখলে?"

বিপিন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "না হয়, রেবতী সুন্দরী। তোমার বুড়ো মা, তোমার পরিবার তোমার খবর না পেয়ে কেঁদে কেটে খুন হচ্ছে,—তুমি কুশলে আছ, এই সংবাদটা পাঠিয়ে তাদের কষ্টটা লাঘব করবার জন্যে তার-ঘরে যাওয়া— আর কেন?"

হীরালাল বলিল, "ওঃ—তা বটে।" বলিয়া সে একটু লজ্জিত হইল। বিপিন বাবু তাহার যে ত্রুটিটা ধরিয়া দিলেন, সেটা ত যথার্থ বটে। প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্ত্তেই ত তিনি জানাইয়াছিলেন,

তাহার কোনও চিঠিই বাড়ীতে পৌছে নাই, তাহার মা ও স্ত্রীর কান্না দেখিয়া, বিপিন বাবু থাকিতে না পারিয়া, তাহাকে খুঁজিবার জন্য কলিকাতায় ছুটিয়া আসিয়াছেন। এ কথা তাহার নিজেরই মনে তৎক্ষণাৎ উদিত হওয়া ত উচিত ছিল যে, এখনই বাড়ীতে টেলিগ্রাম করিয়া দেওয়া আবশ্যক। রেবতীকে জানাইয়া, বিপিন বাবুর সেই ট্যাক্সিতেই ত লালদীঘি যাওয়ার প্রস্তাব করা উচিত ছিল। তা নয়, সে গেল বন্ধুকে লইয়া রেবতীসুন্দরীর সহিত পরিচিত করিতে এবং হাস্য পরিহাস খানাপিনায় এতটা সময় অতিবাহিত করিল। হীরালাল লজ্জাবনত বদনে নীরবে ট্যাক্সিতে বসিয়া রহিল।

ট্যাক্সি লালদীঘিতে পৌছিলে হীরুকে বসাইয়া রাখিয়া বিপিন বাবু নামিয়া তার পাঠাইয়া আসিলেন। লিখিলেন,—"হীরুকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি, সে ভাল আছে, কোনও চিন্তা নাই, কাল সে পত্র লিখিবে।"

হোটেলে আসিয়া হীরুকে বিপিন বাবু নিজ শয়নকক্ষে লইয়া গিয়া বিদ্যুৎপাখা খুলিয়া দিলেন। পরিচারক আসিয়া সেই কক্ষে একখানা নেওয়ারের খাট আনিয়া একটি অতিরিক্ত শয্যা রচনা করিয়া দিল। উভয়ের বাহুল্য বস্ত্রাদি উন্মোচন করা হইলে বিপিন বাবু নিজে একটি সিগারেট ধরাইয়া হীরালালকে একটি দিয়া বলিলেন, "হীরুদা, এইবার আমায় সব কথা বল দেখি। বাড়ী ছাড়ার পর থেকে কি কি হ'ল, কুবুজা সুন্দরীর কবলে কি রকম ক'রে পড়লে, সব কথা আমায় খুলে বল।"

চিৎপুর রোডেই ট্যাক্সিতে যখন বিপিন বাবু কুব্জা-সুন্দরীর উল্লেখ

করিয়াছিলেন, তখন হইতেই কথাটা হীরালালের বুকে বিঁধিয়া ছিল, বুকের ভিতর যেন খচখচ করিতেছিল। পুনরায় ঐ পরিহাসে হীরালাল একটু চটিয়া বলিল, "দেখ রেবতীকে নিয়ে আমায় যদি ও রকম ঠাট্টা করবে, তা হ'লে সে সব কোন কথাই আমি তোমায় বলবো না। আমি কি প্রথমেই তোমার প্রশ্নের উত্তরে বলিনি যে—"

ঠিক কথাগুলো হীরালালের মুখে যোগাইল না। বিপিন বাবু উহা সম্পূরণ করিয়া বলিলেন, "হাঁ, তুমি বলেছ যে, তুমি এখনও জাহান্নমে যাও নি। কিন্তু সেই পথেই যে পদার্পণ করেছ দাদা! ফেরো—তোমায় ফিরতেই হবে।"

হীরালাল বলিল, "পথে পদার্পণ করেছি না কি?"

"আমার ত আশঙ্কা তাই!"

"কেন বল দেখি?"

"এক জন যুবা পুরুষ, এক জন যুবতী স্ত্রীলোকের মধ্যে এতটা মাখামাখি থাক্‌লে,—আশঙ্কা বিলক্ষণ আছে বৈ কি! বিশেষ সে যুবতী যদি—কি বল্‌বো? স্বৈরিণীটা খারাপ কথা—স্বাধীনা হয়।"

"মাখামাখিটা কি দেখলে? আমি বোধ হয়, আজ পর্য্যন্ত এমনি ক'রে রেবতীকে স্পর্শও করি নি।"—বলিয়া হীরালাল বিপিন বাবুর বাহুমূলে দুইটি আঙ্গুলি স্থাপন করিল।

বিপিন বাবু বলিলেন, "দেহের দ্বারা স্পর্শ কর নি। কিন্তু মনের দ্বারা?"

হীরালাল বলিল, "এ আবার কি হেঁয়ালি? মনের দ্বারা স্পর্শ

আবার কি রকম,—তা ত বুঝলাম না। অত মনস্তত্ত্ব-ফনস্তত্ত্বের জ্ঞান আমার নেই ভাই!”

বিপিন বাবু বলিলেন, “মনস্তত্ত্বে জ্ঞান না থাকলে কেউ কি কখনও বড় অভিনেতা হ’তে পারে? তুমি আছ হীরু, তোমায় সাজতে হবে নগেন্দ্র। সূর্য্যমুখী আর কুন্দনন্দিনী এই দোটানায় প’ড়ে নগেন্দ্র-নাথের মনের অবস্থাটি কি রকম হয়েছিল, এটা তুমি সুদক্ষ মনস্তত্ত্ব-বিদের মত যতক্ষণ নখদর্পণে না বুঝতে পারবে, ততক্ষণ কি ক’রে তুমি নগেন্দ্রের ভূমিকা নিখুঁৎভাবে অভিনয় করবে?”

হীরালাল হাসিয়া বলিল, “তা হ’লে বড় অভিনেতা হওয়া আমার কপালে নেই দেখছি! রাত কত হ’ল বল দেখি?”

বিপিন বাবু তাঁহার হাতঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, “দুটো দশ।”

“আজ ত রাত প্রায় কাবার—আমার ইতিহাস কি আজই শুনবে, না কাল সকালের জন্যে মুলতুবী রাখবে?”

কথাটা বলিবামাত্র হীরালালের স্মরণ হইল যে, রেবতীর মুখের ভাষাই সে অবিকল ব্যবহার করিয়াছে এবং বেশী রাত না জাগা সম্বন্ধে তাহার অনুরোধটি পালন করিবার ইচ্ছাও তাহার মনে বলবতী। মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করিল, “কি হে, রেবতীর কথাই তোমার গুরুবাক্য না কি? জাহান্নমের পথে সত্যিই পা দিয়েছ?”

ইতিমধ্যে বিপিন বাবু প্রশ্নের উত্তর দিলেন—“কেন, তোমার কি ঘুম পাচ্ছে না কি? আমার ত এখনও মোটেই ঘুম পায়নি যদি এখন বলতে কষ্ট হয়, তা হ’লে কালই না হয় বোলো।”

জাহান্নমের পথে পা যে দেয় নাই, রেবতীর অনুরোধ স্বচ্ছন্দে

সে যে অবহেলা করিতে পারে, আপনার বিবেকের কাছে এই সাফাই গাহিবার হিসাবেই যেন হীরালাল বলিল, "না—ঘুম আমার পায়নি। তা হ'লে বলি শোন।"

অতঃপর হীরালাল গ্রামের ষ্টেশনে আসিয়া কলিকাতার ট্রেণ ধরিবার সময় হইতে সমস্ত ঘটনা একে একে বিপিন বাবুর কাছে বর্ণনা করিতে লাগিল।

বর্ণনা শেষ হইলে বিপিন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "রেবতী ওখানে গিয়ে পৌছল কি ক'রে, তা শুনেছ?"

হীরালাল রেবতীর নিকট যেরূপ শুনিয়াছিল, তাহাই বলিল। সতীশ-ঘটিত বৃত্তান্ত, রেবতীর গৃহে আসিয়া হীরালালের সহিত সহিত তাহার মারামারি, করিম গুণ্ডাকে সতীশের চিঠি লেখা, করিমের রেবতীর গৃহে আগমন প্রভৃতি বৃত্তান্তও প্রসঙ্গক্রমে বর্ণনা করিল।

সমস্ত শুনিয়া বিপিন বাবু কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "অতিবুদ্ধি ক'রে আবু হোসেনের পোষাক যদি না পরতে, তা' হ'লে এ সব কোনও ল্যাঠাই হ'ত না।"

হীরালাল বলিল, "কেন, রেবতীরা ত আর মুসলমান সেজে হাওড়া ষ্টেশনে নামেনি, তবে তাদের ও ল্যাঠা হ'ল কেন?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "না, আমি সে কথা ভেবে বলিনি। আবু হোসেন সেজে তুমি যদি না নামতে, তা হ'লে বোধ হয়, রেবতীর সঙ্গে তোমার দেখা হ'ত না।"

"রেবতীর সঙ্গে দেখা হয়ে অন্যায়টা কি হয়েছে শুনি! ওর

সঙ্গে দেখা না হ'লে, ওর ঐ উপকারটুকু করতে না পেলে আজ কি এই কলকাতা সহরে আমার একশো টাকা মাইনের চাকরীটা জুটতো?—আপিসে আপিসে কেরাণীগিরির উমেদারীতে ঘুরে ঘুরে এত দিন জান্‌-হায়রাণ হয়ে যেতাম।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "তা বটে। কিন্তু ঔ রেবতীর সঙ্গে মিশে তুমি যদি উচ্ছন্ন যাও দাদা, তা হ'লে সেটা বড়ই দুঃখের বিষয় হবে। এখন ত কলকাতা বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে, তবে তুমি এখনও ওখানে প'ড়ে আছ কি জন্যে শুনি? একটা মেসের বাসা-টাসা ঠিক ক'রে নাওনি কেন?"

হীরালাল যে বাসা খুঁজিতে বাহির হইতে চাহিয়াছিল, রেবতীর অনুরোধেই যে তাহা সে করিতে পারে নাই, এ কথাটা হীরালাল বন্ধুর কাছে লুকাইল। বলিল, "এইবার একটা বাসা ঠিক ক'রে নিতেই হবে।"

"হাঁ দাদা, আমি থাকতে থাকতেই সেটি তোমায় করতে হবে—আমি নিজের চোখে দেখে যেতে চাই।"

হীরালাল হাসিয়া বলিল, "তোমার মনটা বড় সন্দিগ্ধ।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "মনটা সন্দিগ্ধ হয় কি সাধে হে? কি জান, ঐ সেই বুড়ো চাণক্য পণ্ডিত যা ব'লে গেছে—ঘি আর আগুন,—একসঙ্গে থাকলেই বিপদ। আজ দু' ঘণ্টা রেবতীর বাড়ীতে থেকে দুটো জিনিষ আমি লক্ষ্য করেছি। প্রথম, রেবতী তোমাকে একটি বারও 'হীরালাল বাবু' কিংবা 'হীরু বাবু' ব'লে কথা কয় নি। সে তোমাকে 'তুমি' বলে—

তুমিও তাকে তাই বল। এত ঘনিষ্ঠতাই বা কেন? পরস্পরকে ডাকতে হ'লে তোমরা কি ব'লে ডাক?"

"স্রোতের ফুল" পাতানোর কথাটাও হীরালাল গোপন করিল। বলিল, "ডাকি না। শুনে খুসী হ'লে ত? দ্বিতীয় জিনিষটা কি লক্ষ্য করেছ, বল।"

"আমি তোমায় হোটেলে নিয়ে আসতে চাইলে, তোমার খাওয়া হয়নি ব'লে রেবতী ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠলো।—কেন হা—কে তুমি মাসীমার কুটুম তার? তোমার খাওয়া হ'ল না হ'ল, সে জন্যে তার অত মাথাব্যথাই বা কিসের?"

হীরালাল বলিল, "আমি যে তার অতিথি। আমার খাওয়া হ'ল না হ'ল, তা সে দেখবে না?"

বিপিন বাবু শ্লেষভরে বলিলেন, "বটে! আমি অতিথি তোমারই দ্বারে—ওগো বিদেশিনী! না হে হীরুদা, এ সব কোনও কাযের কথা নয়, বুঝলে?"

ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল।

হীরালাল বলিল, "ওহে, তিনটে বেজে গেল যে।—এবার শোয়া যাক্, কি বল?"

হাঁ—শোও। কার মুখখানি ভাবতে ভাবতে ঘুমুবে, সত্যি ক'রে বল দেখি? গেরস্ত ঘরের পাঁচপাঁচি, হলুদের দাগ, খুকীর কাজলের দাগ-ধরা আধ-ময়লা মিলের শাড়ী পরা আমার সেই গরীব পাড়াগেঁয়ে বউদিদিটার, না সেই 'প্রভাতশুক্রতারাবৎ'—রোহিণীর বর্ণনায় বঙ্কিম বাবু আর আর কি সব বিশেষণ দিয়েছেন

হে? ভুলেও গেলাম ছাই—আচ্ছা, বানিয়ে বানিয়েই বলা যাক—রত্নাভরণা, সিল্কশাটী ব্লাউজ পরিহিতা, হাব-ভাব-লাস্যলীলাচতুরা, রুঝ্-পাউডার-বিমণ্ডিতমুখী, 'ফ্রান্স-দেশ-জাত-মদ্য-লোভিনী' রেবতী-সুন্দরীর?—হ্যাঁ হীরুদা, রেবতী মদ খায়?"

হীরালাল বলিল, "একেই বলে **from sublime to the ridiculous**! যে গুরুগম্ভীর ভাষায় বর্ণনা আরম্ভ করেছিলে, তার পর হঠাৎ ঐ খেলো প্রশ্ন?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "নিশ্চয়ই খায়। কালও খেয়েছিল, খাবার টেবিলে আমি তার চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমার সাম্‌নে খায় নি—ঝানু মেয়েমানুষ! তোমায় খেতে বলে না?"

হীরালাল হাসিয়া বলিল, "বলে বৈ কি। এমন কি, তুমি যখন কাল মুখ ধুতে গিয়েছিলে, তোমার এ সব চলে কি না, আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল। খায়—তবে সামান্য পরিমাণে। খেতে বসবার আগে, ক্ষিধে ক'রে নেবার জন্যে দুই এক পেগ খায় মাত্র।"

"তুমিও ধরেছ না কি—ক্ষিদের ওষুধটি?"

হীরালাল এই খানটায় সম্পূর্ণভাবে খাঁটি ছিল, তাই সগর্ব্বে উত্তর দিতে পারিল—"রাম কহো!"

বিপিন বাবু বলিলেন, "খুব সাবধান! খুব সাবধান! অমন কার্য্যটি যেন কখনও কোরো না। তা হলেই পাঞ্জাব মেলের গতিতে জাহান্নম নগরে গিয়ে পৌঁছবে—রিটার্ণ টিকিট পর্য্যন্ত থাক্‌বে

না।”—ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তিনটে পাঁচ। যাও, শুয়ে পড় গিয়ে।”

হীরালাল তাহার নির্দ্দিষ্ট শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। বিপিন বাবুও পাখা কমাইয়া বিদ্যুৎ-বাতি নিবাইয়া শয্যাশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

দাদা ও ভাই

প্রাতে উভয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইতে বেলা ৮টা বাজিয়া গেল। মুখ হাত ধুইয়া আসিয়া চা পান করিতে করিতে বিপিন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোমাদের থিয়েটরে কি প্লে আছে হে?"

হীরালাল বলিল, "বিল্বমঙ্গল আর রাজা বাহাদুর।"

"রেবতী নামবে?"

"চিন্তামণি সাজবে।"

"তোমার কোনও পার্ট আছে না কি?"

"না আমার কিছু নেই। যাবে না কি বিল্বমঙ্গল দেখতে?"

"গেলে হয় রেবতীর চিন্তামণি দেখতে। ক'টায় আরম্ভ?"

"বিকেল সাড়ে চারটেয়।"

"বেশ, তাই যাওয়া যাবে। এখন কাযের কথা বলি। আমি আর ২।১ দিনের বেশী এখানে থাকতে পারবো না। এরই মধ্যে তোমায় একটা মেসের বাসায় থিতু ক'রে দিয়ে যেতে চাই। কিছু জিনিসপত্তরও তোমায় কিন্‌তে হবে। একখানা তক্তপোষ চাই, বিছানাপত্র চাই,—যা ছিল, সব ত গুণ্ডাদের সেলামি দিয়ে এসেছ।"

হীরালাল বলিল, "এ সব কিনতে হবে, কিন্তু হাতে টাকা ত বেশী নেই। মাইনে না পেলে—"

"আমি তোমায় কিনে দিয়ে যাব হে। তার পর মাইনে পেলে তুমি আমার টাকা পাঠিয়ে দিও। ঐ অজুহাতে যে মাইনে না পাওয়া পর্য্যন্ত রেবতীর কুঞ্জে অধিষ্ঠান করবে, সেটি হচ্ছে না দাদা!"

হীরালাল চটিয়া বলিল, "কে আর রেবতীর কুঞ্জে অধিষ্ঠান করবার জন্তে লালায়িত হয়ে রয়েছে?"

"না হলেই ভাল। এখন একটা কায কর দেখি। বাড়ীতে একখানা চিঠি লিখে ফেল। আমি ততক্ষণ স্নান ক'রে আসি।"—বলিয়া বিপিন বাবু তাঁহার পেটক হইতে খাম, কাগজ, ফাউণ্টেন পেন বাহির করিয়া দিয়া স্নান করিতে গেলেন।

চিঠি লিখিতে বসিয়া হীরালালের প্রথম সমস্যা হইল—উপরে ঠিকানা কি লিখিবে। কেয়ার অব্ শ্রীমতী রেবতী—ছিছি সেটা ত আর লেখা যায় না। কেবলমাত্র বাড়ীর নম্বর ও জয় মিত্রের গলি, কলিকাতা—এইটুকু লিখিল। জয় মিত্রের গলিটারও যে খুব সুনাম আছে তাহা নয়—তবে দেশে তারা পাড়াগাঁয়ের লোক, অত কি জানে?

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল ধরিয়া হীরালাল পত্র লিখিল। গুণ্ডার হস্তে পড়ার কথা লিখিল, কিন্তু রেবতী-উদ্ধারের বিষয় উল্লেখ করিল না। থিয়েটরে চাকরী হওয়ার কথা প্রকাশ করিল কিন্তু কার সহায়তায় ঐ চাকরী জুটিয়াছে, তাহা চাপিয়া গেল। মনে পাপ না থাকিলে আত্মীয়-বন্ধুজনের কাছে লুকোচুরির প্রয়োজন হয় না; কিন্তু হীরালাল মনকে এই বলিয়া বুঝাইল যে, সে

কোনও মন্দ কায করিয়াছে বলিয়াই যে এ সকল কথা গোপন করিল, তাহা নহে, রেবতীর কথা শুনিলে অকারণ তাঁহারা একটা মন্দ আশঙ্কা করিয়া মনে ক্লেশ পাইতে পারে।

বিপিন বাবু যখন স্নান করিয়া ফিরিলেন, তখনও হীরালালের পত্র লেখা সমাপ্ত হয় নাই। বলিলেন, "কি হে, আর দেরী কত?"

হীরালাল বলিল, "এই শেষ করছি।"

"হোটেলের বাইরেই লেটারবক্স আছে, চিঠিখানা ফেলে এসে স্নানে যাও।"

"স্নানেই যাচ্ছি। তুমি আগে এ চিঠিখানা প'ড়ে দেখ তার পর ফেল্‌বো।"

"কেন, আমি প'ড়ে কি করবো?"

"দরকার আছে।"—বলিয়া হীরালাল চিঠি শেষ করিয়া সেখানি খোলা অবস্থায় টেবিলের উপর ফেলিয়া স্নান করিতে গেল।

স্নান সারিয়া আসিয়া হীরালাল বলিল, "পড়লে?"

"হ্যাঁ।"

"দেখ রেবতীর কোনও কথা চিঠিতে কিন্তু প্রকাশ করিনি।"

"ভালই করেছ।"

"অনর্থক তাঁদের মনে একটা সন্দেহ জন্মাতে পারে।"

"পারেই ত!"

"তুমিও কিন্তু দেশে গিয়ে রেবতীর কোনও কথা কাউকে বোলো না ভাই।"

"তা, বলবো না। কিন্তু আমি দেশে ব'সে ব'সে অন্য লোকের মুখে তোমার আর রেবতীর কোনও কেচ্ছা যেন না শুনতে পাই। এ রকম কিছু ঘটলে, কথা হাওয়ায় উড়ে আসে, জানই ত!"

"তা শুনতে পাবে না।"

"তা হলেই আমি খুসী। যাও, চিঠিখানা পোষ্ট ক'রে এস।"

হীরালাল কেশসংস্কারকার্য্য সমাধা করিয়া, একটা সিগারেট ধরাইয়া, খাম বন্ধ করিয়া চিঠি ফেলিতে গেল।

গল্প-গুজবে বেলা ১০টা বাজিল। বিপিন বাবু বলিলেন, "ওহে, এবার তা হ'লে বেরিয়ে পড়া যাক্ চল। পথে একটু ঘুরেও যেতে হবে।"

"আর কোথায় যাবে?"

"মার্কেটে।"

"মার্কেটে কেন?"

"চল না, দেখতেই পাবে।"

উভয়ে তখন সাজ-সজ্জা করিয়া, রাস্তায় নামিয়া ট্যাক্সি লইল। মার্কেটে ট্যাক্সি পৌছিলে বিপিন বাবু হীরালালকে লইয়া পুষ্প-বীথিকায় প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, "রেবতী কি কি ফুল ভালবাসে, তুমি জান হীরুদা?"

হীরু বলিল, "না, আমি কি ক'রে জান্‌বো?"

বিপিন বাবু নিজ পছন্দমত কয়েক টাকার ফুল কিনিয়া লইলেন। গাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া হুকুম দিলেন, "চিৎপুর রোড।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে হীরালাল মুচকি হাসিয়া বলিল, "বিপিন, এবার আমার পালা, ভায়া!"

"কিসের পালা?"

হীরালাল বলিল, "রেবতী কে তোমার পিসে মশায়ের কুটুম্বিনী হ্যা—যে, তার পূজোর জন্যে এত ফুল কিন্‌লে?—সাবধান ভায়া; বড়লোকের ছেলে কলকাতায় এসে এই রকম করেই বেগড়ায়!"

শুনিয়া বিপিন বাবু হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, "তুমি দাদা গার্জ্জেন উপস্থিত থাকতে আমি যদি বিগড়ে যাই ত সে দোষ আমার না তোমার? আর, তা হ'লে সুন্দ ও উপসুন্দের যুদ্ধ বাধবে যে!"

এইরূপ হাস্য-পরিহাস করিতে করিতে উভয়ে গিয়া রেবতী-গৃহে উপস্থিত হইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

থিয়েটরে

রেবতীর আলয়ে আহারাদি সমারোহেই সম্পন্ন হইল। আহার যখন শেষ হইল, তখন বেলা ১টা বাজিয়াছে। রৌদ্রে কাঠ ফাটিয়া যাইতেছে। সেই স্থানেই মধ্যাহ্ন বিশ্রামের জন্য রেবতী বিপিন বাবুকে অনুরোধ জানাইয়াছিল, কিন্তু বিপিন বাবু কিছুতেই সম্মত হইলেন না। আজ সন্ধ্যায় থিয়েটরে গিয়া তার চিন্তামণি-অভিনয় দেখিবেন, সান্ত্বনা স্বরূপ রেবতীকে এই কথা বলিয়া, হীরালালকে সঙ্গে লইয়া বেলা ২টার মধ্যে তিনি নিজ হোটেলে ফিরিয়া আসিলেন। বাহুল্য বস্ত্রাদি উন্মোচন করিয়া, বিশ্রামার্থ প্রস্তুত হইতে হইতে বলিলেন, "হীরুদা, আজকের দিনটা ত মাঠেই মারা গেল।"

হীরু বলিল, "কেন?"

"তোমার জন্যে মেস টেস কিছুই খোঁজা হ'ল না।

হীরালাল শ্লেষভরে বলিল, "চল না, এখন বেরিয়ে পড়া যাক্।"

"না দাদা,—এখন আর শরীর বইবে না। তোমার রেবতী-সুন্দরীর টেবিলে বোঝাইটি যা নেওয়া হয়েছে—এখন আর নড়বার শক্তি নেই। এখন একটু ঘুমানো বিশেষ দরকার।"

"ঘুমিয়ে উঠে?"

"ঘুমিয়ে উঠে হাত মুখ ধুতে কাপড় বদলাতে ত সন্ধ্যা হয়ে আস্‌বে। থিয়েটরে যাব রেবতীকে ব'লে এসেছি। কাল সকালে উঠে চা-টা খেয়েই দু'ভাইয়ে বেরিয়ে পড়বো—মেস একটা কাল ঠিক ক'রে ফেল্‌তেই হবে ;—কারণ, পর্শু আমি বাড়ী যেতে চাই।"

বাহিরে তখনও প্রবল রৌদ্র। জানালার খড়খড়িগুলা বন্ধ করিয়া দিয়া, ঘর অন্ধকার করিয়া, পাথায় পূর্ণবেগ চড়াইয়া বিপিন বাবু শয়ন করিলেন। দশ মিনিট মধ্যেই তাঁহার নাক ডাকিতে সুরু করিল। হীরালালও কিয়ৎক্ষণ আপনার অদৃষ্ট চিন্তা করিতে করিতে, ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল।

বিপিন বাবু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। উভয়ের যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন দিনদেব অস্ত গিয়াছেন। চা-পানের পর মুখাদি প্রক্ষালন সমাধা করিতে সন্ধ্যার বাতি জ্বলিয়া উঠিল।

ট্রাঙ্ক হইতে ধৌত বস্ত্রাদি বাহির করিতে করিতে বিপিন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক'টায় ভাঙ্গবে হে ?"

"এই—সাড়ে বারোটা আন্দাজ।"

বিপিন বাবু হোটেলের ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমরা থিয়েটরে যাচ্ছি ; রাত একটার সময়, আমাদের দু'জনের খাবার যেন তৈরী থাকে।"

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া ভৃত্য প্রস্থান করিল।

শুনিয়া হীরালাল মনে মনে হাসিল। ভাবিল, "থিয়েটরের পর রেবতী পাছে আমায় ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, এই হয়েছে ভায়ার ভয়।"

যথাসময়ে দুই জনে ডায়মণ্ড থিয়েটরে গিয়া উপনীত হইল। বিপিন বাবু একটা বক্স লইয়া, হীরালালের সহিত তথায় গিয়া বসিলেন। তখন "প্যাঁ-পোঁ" পুরা দমে চলিতেছে। বিপিন বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, ওরা কি ক'রে জানতে পারে যে, ভিতরে সব প্রস্তুত, এইবার কনসার্ট থামাতে হবে ?"

নবলব্ধ অভিজ্ঞতায় গর্ব্বিত হীরালাল উত্তর করিল, "ওদের সামনে ষ্টেজের গায়ে একটা বিদ্যুৎ বাতি রয়েছে দেখেছ ? নিবে রয়েছে, এখন জ্বলছে না।"

"হ্যাঁ দেখছি।"

"সময় হ'লে, ওটা দপ্ ক'রে একবার জ্বলে উঠে' আবার নিবে যাবে। ঐটি হ'ল সঙ্কেত যে, এবার শেষ কর; ওরা তাড়াতাড়ি শেষ করবে, তখন ড্রপ উঠবে।"

"তাই বুঝি ?"—বলিয়া বিপিন বাবু সেই বাতিটার পানে চাহিয়া রহিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই উহা দপ্ করিয়া একবার জ্বলিয়া উঠিল। ঐক্যতান বাদকেরাও জলদে সুরু করিল। শীঘ্রই বাদন থামিয়া গেল। প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার হইল, ড্রপ উঠিল; অভিনয় আরম্ভ হইল।

বিপিন বাবু কঠিন কঠিন ভূমিকাগুলির অভিনয় অতি অভিনিবেশ সহকারে দেখিতে লাগিলেন। নিজ গ্রামে সখের দলের দ্বারা বিল্বমঙ্গল অভিনয় করানোর আকাঙ্ক্ষা তাঁহার চিত্তে জাগিয়া উঠিল। রেবতীর চিন্তামণি দেখিয়া তিনি বিশেষরূপ মুগ্ধ হইলেন। হীরা-

লালের কাণে কাণে বলিলেন, "এ ত বর্ণ আর্টিষ্ট হে!" শুনিয়া হীরালাল খুসী হইল।

প্রথম অঙ্ক শেষ হইলে হীরালাল বলিল, "আমি একবার ভিতর থেকে আসি, ভাই।" বলিয়া সে প্রস্থান করিল। বিপিনবাবু মনে মনে বলিলেন, "রেবতীর সঙ্গে দেখা করতে গেল। ছোঁড়াটা মরেছে!" মনটা তাঁহার অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইবার পর হীরালাল বক্সে ফিরিয়া আসিল। বিপিন বাবু অনুচ্চস্বরে শ্লেষভরে বলিলেন, "দেখা হ'ল?"

হীরালাল ন্যাকামির ভাণ করিয়া বলিল, "কার সঙ্গে?"

"তার সঙ্গে?"

"রেবতীর কথা বলছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"দেখা হ'ল বৈকি। ব'লে এলাম তাকে।"

"কি ব'লে এলে?"

"তুমি তার অভিনয় দেখে তাকে বর্ণ আর্টিষ্ট বলেছ।"

"খুসী হ'ল? কি বল্লে?"

হীরালাল একটু অপ্রতিভ ভাবে বলিল, "বিশেষ কিছু বল্লে না বটে,—তবে খুসী হয়েছে নিশ্চয়।"

উভয়ে বসিয়া আবার অভিনয় দেখিতে লাগিলেন। আবার চিন্তামণি আসিল, তাহার অভিনয় দেখিয়া দর্শকেরা অত্যন্ত প্রীত হইলেন, প্রেক্ষাগৃহে, বাঃ, কি সুন্দর!—কি চমৎকার! ইত্যাদি

গুঞ্জন উঠিল এবং কোন্ একটা বক্স হইতে মস্ত একটা ফুলের তোড়া রেবতীর পায়ের কাছে ষ্টেজের উপর পড়িল।

নিম্ন হইতে অনেকেই পুরস্কারদাতার সন্ধানে উপরের দিকে চাহিল। বিপিনবাবু বলিলেন, "কে তোড়া ফেল্লে হে ?"

হীরালাল ইতস্ততঃ নেত্রচালনা করিতে করিতে বলিল, "ওহে, ওদিকের ঐ বক্সটার দিকেই সবাই তাকাচ্ছে, বোধ হয় ঐ বক্স থেকেই।"

বিপিনবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ। মানুষটি কে, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না ? আলো জ্বললে দেখা যাবে, কে ঐ গুণগ্রাহী ব্যক্তি।"

ক্রমে যখন অঙ্ক শেষ হইল, আলো জ্বলিয়া উঠিল, তখন সেই বক্সের পানে চাহিয়া হীরালাল বলিল, "ঐ করিম গুণ্ডা। আমার বোধ হয়, ওই ফুলের তোড়া ফেলেছিল।"

করিমের পার্শ্বে এক জন এবং পশ্চাতে ফেজ টুপীধারী আর দুই জন মুসলমানও বসিয়া আছে। তবে তাহাদের বেশবাস করিমের মত জমকালো নহে, সাধারণ। বিপিন বাবু কৌতূহলী দৃষ্টিতে করিমের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওই করিম গুণ্ডা বুঝি ? দিব্যি সম্ভ্রান্ত লোকের মত সেজে এসেছে ত, যেন একটা নবাব টবাব !"

হীরু বলিল, "সব রকম ছদ্মবেশই ওদের থাকে কি না।"

রেবতীর গৃহে তাহার প্রতি করিমের শেষ সম্ভাষণের গল্প বিপিন বাবু হীরালালের মুখে শুনিয়াছিলেন। বলিলেন, "যাও না, তোমার পুরাণো বন্ধু, দেখা ক'রে এস না।"

হীরালাল বলিল, "হ্যাঁ, আমার বুকে ছোরা বসিয়ে দিক্ আর কি!"

বিপিন বাবু বলিলেন, "ওসমান মিঞা যোদ্ধা, খুনী ত ন'ন। তোমায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে পারেন—বুকে ছুরি বসাবেন না।"

হীরালাল বলিল, "আমায় বুঝি তুমি জগৎসিংহ ঠাওরালে? আঃ—তোমার ঠাট্টার জ্বালায় আমি অস্থির হলাম যে!"

এমন সময় থিয়েটরের একজন ঝি আসিয়া চুপি চুপি হীরালালকে কি বলিয়া চলিয়া গেল।

হীরালাল উসখুস করিতে লাগিল। ব্যাপারটা অনুমান করিয়া বিপিন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "গিন্নীর তলব হয়েছে—যাও।"

হীরু বলিল, "হ্যাঁ, কি বিশেষ প্রয়োজন আছে, তোমাকে আমাকে দু'জনকেই ডেকে পাঠিয়েছে।"

কলিকাতার পাবলিক থিয়েটরের গ্রীণরুমের চেহারাটা কিরূপ, তাহা দেখিবার একটা কৌতূহল বিপিন বাবুর মনে ছিল। তিনি বলিলেন, "প্রয়োজন তোমাকে, লক্ষ্য তুমিই, আমি উপলক্ষ মাত্র। আচ্ছা, চল তা হ'লে রাস্তা দেখাও।"

হীরালাল, বিপিন বাবুকে সঙ্গে লইয়া, গ্রীণরুমে গিয়া প্রবেশ করিল। সাজ পরা অভিনেতা অভিনেত্রী, কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া,—কেহ চা পান করিতেছে, কেহ সিগারেট টানিতেছে। রেবতী একখানা চেয়ারে বসিয়া ছিল, তার মুখে চোখে ভয়ের স্পষ্ট চিহ্ন। ইহাদিগকে দেখিয়া রেবতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "একটু ও দিকে চলুন!" বলিয়া সে অগ্রগামিনী হইল। একটু নির্জ্জন

স্থান দেখিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া, হীরালালের পানে চাহিয়া চুপি চুপি বলিল, "খানিক আগে একজন আমায় ফুলের তোড়া দিলে দেখেছ ?"

হীরালাল বলিল, "হ্যাঁ, তা দেখেছি বৈ কি !"

"কে সে, তা চিন্‌তে পেরেছ ?"

"পেরেছি—আমাদের পরম বন্ধু করিম সাহেব।"

"বক্সে বসে' বসে' চাঁদির ফ্ল্যাস্ক মুখে দিয়ে দিয়ে মদ গিলছে, তা দেখেছ ?"

"না, তা লক্ষ্য করিনি।"

"আমি করেছি ! যখন ড্রপ ওঠে, অধিকাংশ আলো নিবে গিয়ে অন্ধকার মত হয়, তখন খায়। চাঁদির ফ্ল্যাস্ক চক্‌চক্ ক'রে ওঠে। আমি ৩।৪ বার ওকে খেতে দেখেছি।—ওর সঙ্গে বক্সে যারা আছে, তারা ওরই দলের লোক নিশ্চয়ই—তারাও গুণ্ডা। কি হবে ? আমার যে বড় ভয় করছে !"

হীরালাল বলিল, "কেন, তোমার ভয় কি ? থিয়েটর থেকে যখন বেরুবে, তোমায় ধ'রে নিয়ে যেতে পারে, এই ভয় হচ্ছে ?"

রেবতী বলিল, "এমন প্রকাশ্য স্থানে এত লোকের মাঝে তাও যদি সাহস না করে, আমার বাড়ী যে ও চেনে গো ! আর, এও সে জানে যে, আমার বাড়ীতে এক খোট্টা দারোয়ান ভিন্ন দ্বিতীয় পুরুষমানুষ কেউ নেই। ও যদি রাত দু'টোর সময় ঐ সব দলবল নিয়ে আমার বাড়ীতে গিয়ে হানা দেয়, তা হ'লে আমি কি করবো ? কে আমায় রক্ষা করবে ?"—বলিতে বলিতে রেবতী প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

রেবতীর এই ভাব দেখিয়া বিপিন বাবুর মনে কষ্ট হইল। সত্যই বিপদের সম্ভাবনা থাকুক্ আর না থাকুক্, এ রমণী নিজেকে বিপন্না মনে করিতেছে। বিপন্না রমণীকে রক্ষা করাই ত পুরুষের কর্ত্তব্য। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আপনার যদি এত ভয়ই থাকে, আমরা দু'জনে আপনার সঙ্গে আপনার বাড়ীতে গিয়ে আপনাকে পাহারা দেবো এখন। তা হ'লে ত নিশ্চিন্ত হবেন? যদিও আপনি যা আশঙ্কা করেছেন, আমি তা সম্ভব ব'লে মনে করিনে। হাজার হোক এ কলকাতা সহর—ইংরেজের রাজ্য।"

রেবতী বলিল, "পনেরো দিন আগে কি ইংরেজের রাজ্য ছিল না, তবে অত সব কাণ্ড হ'ল কেন?

বিপিন বাবু এ কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। রেবতী বলিল, "আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আপনারা চ'লে যেতে পাবেন না কিন্তু—কখন তারা এসে আমার দরজা ভাঙ্গবে, তা কি ঠিক আছে? সারা রাত সেখানে থেকে আমাকে আগলাতে হবে। নইলে আমি আপনাদের পিছু পিছু আপনাদেরই ট্যাক্সিতে আপনাদের হোটেলে গিয়ে উঠবো, তা ব'লে রাখছি।"

বিপিন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, সারা রাত থেকেই আমরা আপনাকে আগলাব—তার জন্যে আর কি?"

ড্রপ উঠিবার সময় নিকটবর্ত্তী হইল। রেবতী বলিল, "শেষ হলেই, আপনারা এক জন এখানে আমার কাছে আসবেন, এক জন করিমের গতিবিধি লক্ষ্য করবেন। (হীরালালের প্রতি)—ওগো, তোমাকে যে করিম আবার চেনে ছাই! তুমিই ভিতরে এস,

বিপিন বাবু দয়া ক'রে করিমের দিকে নজর রাখবেন। তার পর তিনি এসে আমাদের যেমন খবর দেবেন, আমরা সেই রকম করবো।"—বলিয়া রেবতী গমনোদ্যতা হইল।

"আচ্ছা তাই হবে,—আপনি নিশ্চিন্ত হোন।"—বলিয়া বিপিন বাবু হীরালাল সহ বজ্রে ফিরিয়া আসিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

আদর্শ প্রেমিক

ড্রপ উঠিল, প্রেক্ষাগৃহ তরল অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল। বিপিন বাবু করিমের বক্সের পানে নজর রাখিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই দেখিলেন রেবতী যাহা বলিয়াছিল, তাহাই সত্য—সেই বক্সের ভিতর চাঁদির পালিস চক্‌চক্‌ করিয়া উঠিল। বিপিন বাবু হীরালালকেও উহা দেখাইলেন। হীরালাল রেবতীর কথাবার্ত্তা শুনিয়া একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল—ইহা দেখিয়া তাহার ভয় বাড়িল বৈ কমিল না।

অভিনয় চলিতে লাগিল। বিপিন বাবুর মন চঞ্চল—হীরালালের তদধিক। অভিনয় উপভোগ করা আর কাহারও ভাগ্যে হইল না। রেবতী আবার ষ্টেজে আসিল, অ্যাক্ট করিল, কিন্তু পূর্ব্বের মত আর জমিল না।

চতুর্থ অঙ্ক শেষ হইল। আবার ঝি আসিয়া হীরালালকে ভিতরে ডাকিল।

পাঁচ মিনিট পরে হীরালাল ফিরিয়া আসিয়া, বক্সের দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিল, "বিপিন, একবার বাইরে এস।"

"কি খবর?" বলিয়া বিপিন বাবু বাহির হইলেন। বারান্দায় লইয়া গিয়া হীরালল তাঁহার হাতে এক টুক্‌রা কাগজ দিয়া বলিল, "পড়।"

বিপিন বাবু, অশিক্ষিত হস্তের এই ক্ষুদ্র লিপি পাঠ করিলেন,—

"প্রানেশ্বরি,

দয়া কি হইবা না। বড় ভুখ। হুকুম পাইলা আশী। ঝির মুখে উত্তর দিবা।"

হীরালাল বলিল, "এ চিঠি নিয়ে থানায় গেলে হয় না?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "তাতে ফল কি হবে? কোনও দর্শক যদি থিয়েটরের কোনও নটীকে দেখে', তার প্রেম-ভিক্ষাই ক'রে থাকে,—তা হ'লে পুলিস তার কি করবে? ঝির মারফতে থিয়েটরের নটীদের কাছে এ রকম প্রস্তাব পাঠানো ত নতুন ঘটনা নয়! রেবতী কি উত্তর পাঠিয়েছে?"

"উত্তর পাঠিয়েছে—তা হবে না। কিন্তু একে দুর্দ্দান্ত গুণ্ডা,—তার উপর ক্রমাগত মদ খাচ্ছে—কি কাণ্ড যে করবে পাজিটা, তাই বা কে জানে? রেবতী ভারি ভয় পেয়েছে।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "ভয় পাবারই ত কথা। আচ্ছা, এই বেলা ওকে বাড়ী নিয়ে গেলে হয় না?"

হীরালাল বলিল, "শেষ পর্য্যন্ত যে ওর পার্ট রয়েছে—সেই উজ্জ্বল দৃশ্য পর্য্যন্ত।"

"আচ্ছা, তা হ'লে রেবতীর যা পরামর্শ, তাই করা যাবে। শেষ হলেই তুমি ভিতরে গিয়ে ওর কাছে থেক, আমি করিমের গতিবিধি লক্ষ্য করবো।"

অর্দ্ধঘণ্টা পরে অভিনয় শেষ হইল। উজ্জ্বল দৃশ্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই লোক ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। জেনানা সিঁড়িতে—"ও—

কুড়ি নম্বর নারায়ণ বিশ্বেসের গলি!"—"ও সিমলের যোগেশ বাবুর বাড়ী" ইত্যাদি কাংস্যকণ্ঠি ঝিয়ের চীৎকার আরম্ভ হইল।

উজ্জ্বল দৃশ্যের পর ড্রপ পড়িল, আলো সমস্ত জ্বলিয়া উঠিল। বিপিন ও হীরালাল উভয়ে দেখিল, করিমের বক্স শূন্য—কখন্ তাহারা প্রস্থান করিয়াছে।

বিপিন বাবু বলিলেন, "গেল কোথা?"

হীরালাল বলিল, "কি জানি! থিয়েটরের বাইরে দাঁড়িয়ে বোধ হয় অপেক্ষা করছে!"

"আচ্ছা তুমি ভিতরে যাও—আমি বাইরে গিয়ে দেখি। আমি এসে খবর দেবো।"—বলিয়া বিপিন বাবু সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন।

বিপিন বাবু বাহিরে আসিয়া করিম বা তাহার দলস্থ কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইলেন না। প্রায় পাঁচ মিনিট কাল এদিক্ ওদিক্ ঘুরিলেন। কাছাকাছি দুই তিনটা গলির ভিতর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিলেন, তাহারা কোথাও নাই।

দর্শকগণ অধিকাংশই তখন প্রস্থান করিয়াছে। থিয়েটরের আলো সকল নিবিতে আরম্ভ হইয়াছে। বিপিন বাবু ধীরে ধীরে ষ্টেজ ডোর দিয়া ভিতরে গিয়া দেখিলেন, হীরালাল ম্লান মুখে দাঁড়াইয়া আছে। বিপিন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "রেবতী কৈ?"

হীরালাল বলিল, "সাজ পোষাক খুলছে। ওদিকের খবর কি?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "তাদের কেউ কোথাও নেই।"

হীরালাল বলিল, "নেই ত? যাক্ বাঁচা গেল।"

"আপাতত: বাঁচা গেল। কিন্তু যদি তারা আগে ভাগেই রেবতীর বাড়ী গিয়ে হাজির হয়ে থাকে?"

"হ্যাঁ তা বটে। মুস্কিল! কি করা যায়?"

"সে আমি মনে মনে একটা মৎসব ঠিক করেছি। রেবতী আসুক, তার পর বলবো।"

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে রেবতী আসিল। সকল কথা শুনিয়া বলিল, "বিপিন বাবুর যা আশঙ্কা, আমারও কিন্তু তাই মনে হয়। প্রথম বার করিম যখন আমার বাড়ীতে গিয়েছিল ওস্তাদজী সেজে—আমি ত বাড়ী গিয়ে দেখলাম, পোড়ারমুখো আমার ড্রয়িং রুমে ব'সে আছে!"

হীরালাল বিপিন বাবুর পানে চাহিয়া বলিল, "তা হ'লে, এখন উপায়?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, এ অঞ্চলে এমন কোনও বাঙ্গালী 'হোটেল' অর্থাৎ খাবার জায়গা আছে—যা এত রাত্রে খোলা পাওয়া যাবে?"

রেবতী বলিল, "হ্যাঁ আছে। চিৎপুর রোডে সোণাগাছির অ্যালেন হোটেল আছে—অনেক রাত অবধি খোলা থাকে।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, তবে চলুন আমরা তিন জনে প্রথমে সেখানে যাই। আপনাদের সেখানে রেখে, আমি আপনার বাড়ী গিয়ে দেখে আসবো সেখানকার অবস্থা কি। তার পর যেমন ব্যবস্থা হয় করা যাবে।"

রেবতী বলিল, "এ খুব ভাল পরামর্শ। চলুন তবে।"

বাহির হইয়া তিন জনে ট্যাক্সি লইল। রেবতী হুকুম দিল—"চিৎপুর রোড—অ্যালেন হোটেল।"

ট্যাক্সি যখন ষ্টার্ট দিয়াছে, থিয়েটরের ঝি ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "দিদিমণি, চিঠি।"

রেবতী চিঠি লইয়া বলিল, "কে দিয়েছে?"

ঝি বলিল, "আবার কে? সেই পোড়ারমুখো নবাব মিন্সে।"

ট্যাক্সিকে "সবুর" করিতে বলিয়া, তিনজনে একসঙ্গে চিঠিখানি পড়িল। তাহাতে মাতালের তেড়া-বেঁকা হস্তাক্ষরে লেখা আছে—

"বড় ভুখ লেগিয়াছিল। তোমার হাঁতের দুখান পুরী তেরকারী আবার খেইতে বড় ইসছা হোইয়াছিল। কিন্তু আমার তগ্‌দির খারাব তোমার মেহেরবানী হোইল না। আল্লা কসম কইছি, কোন খাবার মতলব আমার ছিল না। এখন চোলিলাম কসুর মাফ করিবা।"

আদেশ মত ট্যাক্সি ছাড়িল। বিপিন বাবু বলিলেন, "চলিলাম' ত! কোথা 'চলিলাম'? গেঁড়াতলা না জয় মিত্তিরের গলি?"

হীরালাল বলিল, "গেঁড়াতলাই বোধ হয়। নইলে ওরকম দুঃখিতভাবে চিঠি লিখ্‌তো না। কি বল রেবতী, তবে কি বাড়ীই যাবে?"

রেবতী বলিল, "নাঃ ওকে বিশ্বাস নেই! আদর্শ প্রেমিক সেজে আমায় ধাপ্পা দিয়ে, হয় ত আমার বাড়ীতে ঢুকেই বসে' আছে। আগে হোটেলেই যাই। সেখানে আমরা খাওয়া দাওয়া করিগে চল।

ঘণ্টা খানেক পরে, বিপিন বাবু আমার বাড়ী দেখে আসবেন। তার পর যা হয় করা যাবে।”

“বেশ। তাই চল।

কয়েক মিনিট পরেই ট্যাক্সি চিৎপুর রোডের অ্যালেন হোটেলে গিয়া পৌছিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

অন্নজল-তত্ত্ব

অ্যালেন হোটেলে পৌঁছিয়া, রেবতী ও হীরালালকে রাখিয়া, বিপিন বাবু রেবতীর গৃহ পরিদর্শনার্থ যাইতে চাহিলে, রেবতী বলিল, "বসুন না ;—কিছু খাওয়া দাওয়া করা যাক আসুন, তার পর বাড়ী দেখতে গেলেই হবে।"

হীরালাল বলিল, "হ্যাঁ, একটু দেরী ক'রে যাওয়াই ত ভাল। করিম এখনও সেখানে নাও পৌঁছে থাকৃতে পারে। এখন তুমি দেখে আস্‌বে যে লাইন ক্লিয়ার—তার পর রেবতীকে আমরা যখন রাখতে যাব, তখন হয় ত দেখবো মাতাল করিম সশস্ত্রে হাজির।"

এ যুক্তির সারবত্তা বিপিন বাবু স্বীকার করিলেন। রেবতী খিদমৎগারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বয়, ক্যা ক্যা চীজ তৈয়ারী হায় ?"

ভোজ্যবস্তু যাহা যাহা প্রস্তুত ছিল, বয় তাহা নিবেদন করিল। রেবতী বিপিন বাবুর পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার জন্যে কি আন্‌তে বল্‌বো ?"

বিপিন বাবু, "যা হয়। আপনারা যা খাবেন, আমারও তাই ব'লে দিন।"

রেবতী আদেশ করিল, "দেখো, পহলে তিন প্লেট ফাউল কাট-লেট লাও। আউর রোটি মাখ্‌খন। পিছে কারি পোলাও দেনা "

"বহুৎ খু হুজুর" বলিয়া বয় প্রস্থান করিল।

তখন রেবতী বিপিন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার চিন্তামণি কেমন হ'ল ?"

বিপিন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমার অভিমত ত আমি আগেই হীরুকে বলেছি। ভায়া গিয়ে আপনাকে বলেও এসেছে বল্লে।"

রেবতী বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ—আপনি আমায় বর্ণ আর্টিষ্ট বলেছেন। উনি আমায় বলেছিলেন বটে—কিন্তু সে সময় বল্লে করিক গুণ্ডাকে দেখে আমার আত্মা-পুরুষ খাবি খাচ্ছিল—তাই কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম। আমাকে আপনি বর্ণ আর্টিষ্ট বলেছেন, আমায় স্নেহ করেন বলেই আপনার তাই মনে হয়েছে। চিন্তামণির পার্ট বিশেষ শক্তও নয়—ও পার্ট ভাল অভিনয় করায় বিশেষ কিছু বাহাদুরী নেই।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "অভিনয় আপনার নিখুঁৎ হয়েছে। কি বল হীরু ?"

হীরালাল বলিল, "আমার মতের মূল্যই বা কি ? তোমরা হ'লে সমজদার লোক—আজকাল যাকে রসবেত্তা বলে।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "তুমিই কি রসের কম বেত্তা ?"—বলিয়া বিপিন বাবু হীরালালের দিকে ক্রূর দৃষ্টি হানিয়া হাসিতে লাগিলেন।

তার পর করিম গুণ্ডা সম্বন্ধে আলোচনা হইতে লাগিল। বিপিন বাবু বলিলেন, "করিমের ঐ শেষ চিঠি পড়ে মনে হয় না যে, সে আপনার বাড়ীতে গিয়ে উপদ্রব করবে। ঝিয়ের মুখে আপনার

জবাব পেয়ে মনের দুঃখে সে নিশ্চয় বাড়ীই চলে গেছে। তবু, খানিকক্ষণ পরে, আমি অবশ্য আপনার বাড়ীতে গিয়ে সমস্ত দেখে শুনে আসবো—তারপর আপনাকে এসে নিয়ে যাব।”

এই সময় খিদমৎগার খাবার আনিল। তিন জনেই ক্ষুধার্ত্ত ছিল, খাবারগুলির সদ্‌ব্যবহার হইতে লাগিল।

আহার যখন শেষ হইল, রাত্রি তখন প্রায় ১২টা। বিপিন বাবু বলিলেন, “আচ্ছা, এবার তা হ’লে আমি দেখে আসি।”

জয় মিত্রের ষ্ট্রীট এই হোটেলের অল্প দূরেই। বিপিন বাবু পদব্রজেই তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। রেবতীর দ্বারের কড়া নাড়িতেই হরি সিং ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, “কৌন হায়?”

“হরি সিং—আমি—বিপিন বাবু। দরজা খোল।”

হরি সিং নীরব। দরজাও খুলিল না।

বিপিন বাবু আবার কড়া নাড়িয়া বলিলেন, “কাঁহাজী? ফির নিদ গিয়া? দরোয়াজা খোলো।”

হরি সিং ভিতর হইতে বলিল, “আভি তো বাড়ীমে কোই নেহি হায়, বাবু! মাইজী আভি থেটরসে লওটা নেহি।”

বিপিন বাবু বুঝিলেন, লোকটা তাঁহাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেছে। বলিলেন, “তা আমি জানি হরি সিং। আমি তোমার মাইজীর কাছ থেকেই আস্‌ছি। একটা বিশেষ দরকারে এসেছি। বাড়ীর মধ্যে আমি যাব না—তুমি দরজাটা খুলে আমার কথা শোন।”

হরি সিং সাবধানে দ্বার একটু ফাঁক করিয়া উঁকি দিয়া

দেখিল। বিপিন বাবুকে চিনিয়া বলিল, "ওঃ আঁপনি? কি দরকার বাবু?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "এক ঘণ্টা কি ছু' ঘণ্টার মধ্যে কোনও লোক কি এখানে এসেছিল?"

"না বাবু, কেউ ত আসে নি।"

"কোনও মুসলমান? কিছু দিন আগে যে ওস্তাদজী এসে তোমার মাইজীকে একটা এস্রাজ দিয়ে গিয়েছিল—আসে নি ত?"

"না বাবু, হিন্দু মুসলমান কেউ-ই আসে নি।"

"আচ্ছা, আমি এখন চল্লাম। তোমার মাইজী কিংবা হীরু বাবু ছাড়া, আর যদি কেউ ডাকে কি দরজা খুলে দিতে বলে, তা হ'লে খবর্দ্দার যেন দরজা খুলো না। আমি তোমার মাইজীকে আর হীরু বাবুকে আন্‌তে চল্লাম।"

"আচ্ছা বাবু।"—বলিয়া হরি সিং দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

বিপিন বাবু অ্যালেন হোটেলে ফিরিয়া গিয়া রেবতী ও হীরালালকে সকল কথা জানাইলেন এবং বয়কে ডাকিয়া বিল আনিতে বলিলেন। বয় বলিল, "রূপীয়া তো মিল গিয়া বাবু!"

বিপিন বাবু রেবতীকে বলিলেন, "আপনিই বিলের টাকা দিলেন বুঝি? অন্যায় করেছেন!"

রেবতী হাসিয়া বলিল, "না না, অন্যায় করি নি,—আপনারা ছ'জনে ত আজ আমারই অতিথি। এখন চলুন, বাড়ী যাওয়া যাক্‌।"

অতঃপর তিন জনে হোটেল হইতে নামিয়া, ধীরে ধীরে

পদব্রজে জয়মিত্রের গলির দিকে চলিলেন। দ্বারে পৌঁছিয়া রেবতী ডাকিতে ও কড়া নাড়িতে হরি সিং দ্বার খুলিয়া দিল।

বিপিন বাবু বলিলেন, "আর ত আপনার কোনও ভয় নেই।—আপনি স্বচ্ছন্দে ঘরে গিয়ে দোরে খিল দিয়ে শুন্ গে। আমরা দু'জন তা হ'লে এখান থেকেই বিদায় হই।"

রেবতী বলিল, "তা, আপনাদের এত রাত্রে আর কি ওজুহাতে আটকাই বলুন! অনেক কষ্ট দিলাম আপনাকে, অবলা রমণীর অপরাধ নেবেন না।—আচ্ছা—তা হ'লে আজ আসুন—নমস্কার।"

"নমস্কার"—বলিয়া বিপিন বাবু হীরালালকে লইয়া, চিৎপুর রোডে আসিয়া, ট্যাক্সি ধরিয়া হোটেলে ফিরিয়া গেলেন। নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, টেবিলের উপর দুই জনের খাবার ঢাকা রহিয়াছে।

হীরালাল বলিল, "ওহে, দেখ্‌ছ—যেখানে যে দিন যার অন্ন-জল মাপানো থাকে, সেখানে ভিন্ন আর তার গতি নেই—এ কথাটা খুব সত্যি। রেবতী তার বাড়ীতে আমাদের দু'জনেরই খাবার বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছিল। এ কথা সে আমায় বলেছে। পাছে সেখানে আমাদের খেতে হয়, এই ভয়ে এখানে তুমি খাবার অর্ডার দিয়ে গেলে। রেবতীর বাড়ীর খাবারও প'ড়ে রইল, এ খাবারও প'ড়ে রইল,—যেখানে মাপানো ছিল, সেখানেই খেয়ে এলাম আমরা।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "ঠিক কথা। কাল দুপুরে তোমার অন্ন এই হোটেলে, রাত্রে তোমার নতুন মেসের বাসায় বিধি মাপিয়েছেন

এটা তুমি স্থির জেনো। এস, এখন শোয়া যাক্। কাল একটু সকালে সকালে উঠতে হবে—চা টা খেয়েই মেসের বাসা খুঁজতে বেরুতে হবে।”—বলিয়া তিনি শয়নের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

মনীষি-সঙ্গমে

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া জলযোগ ও চা-পানের পর বিপিন বাবু বলিলেন, "চল হীরুদা, এইবার বেরিয়ে পড়া যাক্।"

হীরালাল দেখিল বিপিন বাবু 'মরিয়া' হইয়াছেন। অসহায়ভাবে বলিল, "চল।"

পথে বাহির হইয়া পদব্রজে কিয়ৎ দূর আসিয়া বিপিন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, কোন্ অঞ্চলে বাসা হ'লে তোমার সুবিধা হয় বল দেখি?"

হীরালাল বলিল, "হেদো থেকে আরম্ভ ক'রে শ্যামবাজার পর্য্যন্ত—অর্থাৎ আমার চাকরী স্থান থেকে বেশী দূর না হয়—এই আর কি!"

"আচ্ছা, তবে ট্যাক্সি নিয়ে প্রথমে শ্যামবাজার অঞ্চলে গিয়ে খোঁজা যাক্ চল। তার পর খুঁজতে খুঁজতে হেদো পর্য্যন্ত আসা যাবে। কি বল?"

হীরু বলিল, "বেশ ত।"

"এই ট্যাক্সি!"—বলিয়া বিপিন বাবু ট্যাক্সি ধরিলেন। উভয়ে তাহাতে আরোহণ করিয়া শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর কাছে গিয়া নামিলেন। শ্যামবাজার ষ্ট্রীট দিয়া, মেস খুঁজিতে খুঁজিতে ক্রমে দুই জনে পশ্চিম মুখে চলিলেন।

এই রূপে খুঁজিতে খুঁজিতে ক্রমে দুইজনে কম্বুলিয়া টোলার

কাছাকাছি গিয়া পৌঁছিলেন। এতক্ষণে সেখানে এক দ্বিতলের বারান্দা হইতে এক তক্তা লম্বিত দেখিলেন, তাহাতে লেখা আছে—"WANTED MEMBERS"—উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিয়া, মেসের ম্যানেজার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, কোন্ কোন্ সীট খালি আছে, জানিতে চাহিলেন। দুইটি সীট ম্যানেজার বাবু দেখাইলেন, উভয় সীটই একবারে "অখাদ্য।"—"না মশাই, এ সীট চলবে না।"—বলিয়া বিপিন বাবু তথা হইতে বাহির হইলেন।

কিয়দ্দূর আসিয়া, উভয়ে দেখিলেন, ডাহিন দিকে "অ্যাংগ্লো ভার্ণাকুলার স্কুল" গৃহ। রাস্তার ধারের একটি কক্ষে খোলা জানালায় দেখিতে পাওয়া গেল, দীর্ঘ পক্ককেশ একজন বৃদ্ধ, মেঝেয় ফরাস বিছানার উপর বসিয়া কি সব কাগজপত্র দেখিতেছেন। হীরালাল দাঁড়াইয়া সেইদিকে বিপিন বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া চুপি চুপি বলিল, "ওহে, উনি কে জান?"

বিপিন বাবু সে দিকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "অমৃত বোস না?"

হীরালাল পূর্ব্ববৎ নিম্নস্বরে বলিল, "হ্যাঁ—আমরা থিয়েটারের লোকেরা ওঁকে ভুনি বাবু বলি।"

"তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে ওঁর?"

"রাম বল!—আমি হলাম আদার ব্যাপারী—জাহাজের ধারে যেতে পারি কখনও?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, গিয়ে আলাপ করলে হয় না?"

"তুমি যদি যাও, আমি তোমার ল্যাংবোট হ'য়ে যেতে পারি। কিছু মনে করবেন না ত?"

"কেন মনে করবেন? কোনও অপরিচিত ভদ্রলোক আলাপ পরিচয় করতে এলে কি কোনও ভদ্রলোক চটে? চল চল।"—বলিয়া বিপিন বাবু হীরালালেকে প্রায় হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন।

প্রতিভাশালী নাট্যকার ও ক্ষণজন্মা অভিনেতা মহাশয় চক্ষু হইতে চশমা খুলিয়া আগন্তুকদ্বয়ের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "কোথা থেকে আসছেন আপনারা?"

বিপিন বাবু সবিনয়ে নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন। শেষে বলিলেন, "আমরা দু'জনেই, নাট্যকলার কিছু কিছু চর্চ্চা ক'রে থাকি—আপনার অনেক বই, আমাদের কণ্ঠস্থ বল্লেই হয়। এই দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলাম, আপনাকে দেখে আপনার সঙ্গে একটু আলাপ ক'রে যাবার লোভ কিছুতেই সম্বরণ করতে পারলাম না!"

"বটে! বটে!—আসুন—আসুন—বসুন। কি সৌভাগ্য আমার!"—নটচূড়ামণি মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া ইহাদিগকে বসাইলেন। কাগজপত্র যাহা তিনি দেখিতেছিলেন, একপার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়া ইহাদের সহিত সদালাপে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার সরল অমায়িকতা, সরস বাক্যবিন্যাস—সর্ব্বোপরি প্রতিভায় সমুজ্জ্বল তাঁহার বৃহৎ চক্ষুর্দ্বয়—বিপিন বাবুকে মোহিত করিয়া ফেলিল। তিনি দেখিলেন, শুধু নাটক বা থিয়েটরের বিষয়ের নহে—নানা বিষয়ে যে সকল মন্তব্য তিনি প্রকাশ করিতেছেন, তাহা যেমন

সারগর্ভ ও সুচিন্তিত, তেমনই বিশুদ্ধ রসিকতায় ওতপ্রোত। দেখিতে দেখিতে দুই ঘণ্টাকাল কোথা দিয়া যে চলিয়া গেল, তাহার হদিশ পাওয়া গেল না। বিপিন বাবু তাঁহার গ্রামস্থ থিয়েটর দলের কথা বলিলেন ;—শীঘ্রই তথায় বিল্বমঙ্গল ও তরুবালা অভিনয় করার বাসনা কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাড়ে এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে দেখিয়া, উঠিবার আয়োজন করিয়া বিপিন বাবু বলিলেন, "আপনার অনেকখানি সময় আমরা নষ্ট ক'রে দিলাম। যদি অনুমতি করেন ত এখন উঠি। আর একটা নিবেদন, আপনার যদি সময় থাকে, আমাদের ড্রেস রিহার্শালের দিন যদি দয়া ক'রে আমাদের গ্রামে আসেন, একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেন, তা হ'লে বড়ই উপকৃত হব।"

অমৃত বাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কেন যাব না ? অবশ্যই যাব। দিনকতক আগে থাকৃতে আমায় খবর দিও। এ ত আনন্দের কথা।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "আগে থাকৃতে খবর দেবো বৈকি !—আর, সেই সময়, আমি এসে আপনাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব।"

অমৃত বাবুর নিকট বিদায় লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া বিপিন বাবু বলিলেন; "ওহে হীরুদা, সাড়ে ১১টা যে বেজে গেছে। তোমার মেসের ত কোন ব্যবস্থাই হ'ল না !"

হীরালাল, "ওবেলা তখন আবার বেরুনো যাবে—এখন হোটেলে ফেরা যাক চল ক্ষিদেয় প্রাণ গেল।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, তাই চল। আমরা কোন্ দিকে যাচ্ছি বল দেখি ?"

হীরালাল বলিল, "আর খানিক এগিয়ে গেলেই ত শ্যামবাজার ষ্ট্রীট শেষ—চিৎপুর রোডে পড়া যাবে।"

"ওঃ—তাই নাকি"—বলিয়া বিপিন বাবু অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়ৎদূর গিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ হে, আজ থিয়েটরে কোনও রিহার্শাল টিহার্শাল আছে নাকি ?"

"আছে ত! তিনটের পর আমাদের যেতে হবে।"

"রেবতীকে যেতে হবে ?"

"হবে বৈ কি !"

"ক'টা অবধি রিহার্শেল ?"

"এই বড় জোর রাত ন'টা। কেন বল দেখি খুঁটিয়ে এত খবর নিচ্ছ ?"

বিপিন বাবু ক্ষণকাল নীরবে পথ চলিয়া বলিলেন, "দেখ, কাল থেকে একটা কথা আমার মনে হচ্ছে—তোমায় বলি, তুমি কি পরামর্শ দাও শুনি।"

হীরালাল সবিস্ময়ে বিপিন বাবুর মুখপানে চাহিল। বিপিন বাবু বলিলেন, "আমি ভাবছি কি জান, রেবতী কালকে হোটেলে নিয়ে তিন দিন আমায় খাওয়ালে—একদিন ত রীতিমত নিমন্ত্রণ করেই। আমি যদি ওকে না খাইয়ে কলকাতা থেকে লম্বা দিই, সেটাই বা কেমন দেখায় বল দেখি ?"

হীরালাল বলিল, "আচরণটা 'ফলারে বামুনের' তুল্য হয় বটে।"

"তাই আমি ভাবছি কি জান? তোমার বাসা টাসা ঠিক ক'রে দিয়ে বিকেলের ট্রেণে বাড়ী যাব মনে করেছিলাম, সে ত হ'লই না। কাল অবধি ত আমায় কলকাতায় থাকতেই হল। আচ্ছা, আজ যদি রেবতীকে নিমন্ত্রণ করা যায় ত কেমন হয়?"

"কোথায়? তোমার হটেলে ত তাকে নিয়ে যাওয়া চল্‌বে না।"

"না না—আমার হোটেলে কেন? ধর্ম্মতলার ঐদিকে কোনও একটা হোটেলে টোটেলে, যেমন ধর বম্বে রেষ্টোরাঁ কিংবা স্যাভয়—তুমি কি বল?"

হীরালাল বলিল, "মন্দ কি?"

"তা হ'লে ত রেবতীকে এ বেলায় নিমন্ত্রণ ক'রে যেতে হয়। তাকে এখন বাড়ীতে পাব ত?"

"পাবে বৈ কি। সে ত এতক্ষণ খাওয়া দাওয়া কর্‌ছে। খেয়ে একটু শোবে। ঘুমিয়ে উঠে তিনটের পর রিহার্শেলে যাবে।"

"তবে চল, তাকে নিমন্ত্রণটা ক'রেই যাওয়া যাক্‌। একখানা ট্যাক্সিও যে দেখতে পাচ্ছি নে ছাই।"

হীরালাল বলিল, "ঐ চিৎপুর রোড। মোড়ে পৌঁছলেই ট্যাক্সি পাওয়া যাবে।"

মোড়ে পৌঁছিয়া ট্যাক্সি লইয়া উভয় বন্ধুতে আবার জয় মিত্রের গলিতে প্রবেশ করিলেন। রেবতীর গৃহে গিয়া শুনিলেন, সত্যই সে খাইতে বসিয়াছে। বিপিন বাবুকে বসাইয়া হীরালাল একেবারে রেবতীর খাইবার ঘরে গিয়া উপস্থিত। রেবতী সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "কি গো? বন্দী পালিয়ে এলে কি ক'রে?"

হীরালাল বলিল, "পালিয়ে আসবার যো কি! প্যাদা সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে।"

"প্যাদা কে? বিপিন বাবু?"

"হ্যাঁ। ওঘরে ব'সে আছেন। তোমায় নেমন্তন্ন করতে এসেছেন।"

"কিসের নেমন্তন্ন?"

"এই, একটু খাওয়া দাওয়ার আর কি! রাত্রে ধর্ম্মতলা অঞ্চলের কোনও একটা হোটেলে, তিন জনে ব'সে একটু খাওয়া দাওয়া যাবে। তাই তিনি তোমায় বলতে এসেছেন।"

"কিন্তু আজ যে আমাদের রিহার্শ্যাল রয়েছে।"

"সে কথা বলেছি। রিহার্শাল ত রাত ৯টা পর্য্যন্ত। তারপর খাওয়া যাবে। তুমি খেয়ে এস, আমি বিপিনের কাছে বসিগে।"

"আচ্ছা—আমার হয়ে খাতির টাতির করগে ওঁকে, সিগারেট টিগারেট দাও গে।"—বলিয়া রেবতী আবার আহারে প্রবৃত্ত হইল।

মিনিট দশেক পরে রেবতী আহার সারিয়া বসিবার ঘরে গিয়া বিপিন বাবুকে বলিল, "ওঁর কাছে সব শুন্‌লাম। আপনি ইংরেজী হোটেলে খাইয়ে আমার জাতটি না মেরে ছাড়বেন না দেখছি।"

বিপিন বলিল, "হোটেল ইংরেজের হ'লেও, যারা রাঁধে তারাও স্বদেশী, যারা পরিবেষণ করে তারাও স্বদেশী—তবে জাত যাবে কেন? বিশেষ রন্ধনাদি সমস্তই শুধু গঙ্গাজলে নয়, রীতিমত ফিল্টার করা পাইপের গঙ্গাজলে হচ্ছে।"

রেবতী বলিল, "তা বেশ, আপনি ভট্‌চায্যি মশায় যখন পাতি

দিচ্ছেন, তখন আমার আর আপত্তি কেন হবে? রাত ৯টা পর্য্যন্ত কিন্তু আমাদের রিহার্শাল।"

"আমি রাত দশটার সময় খানার বন্দোবস্ত ক'রে রাখবো। আমি আমার হোটেলেই আপনাদের জন্য অপেক্ষা করবো। থিয়েটার থেকে হীরুদা ট্যাক্সি করে আপনাকে নিয়ে আমার হোটেলে আস্‌বে—আমাকে তুলে নেবে; তার পর সেই ট্যাক্সিতে আমরা তিন জনে ধর্ম্মতলা যাব—কি বলেন?"

রেবতী এ প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন করিল।

"আচ্ছা, এখন তা হ'লে উঠি। চল হে হীরুদা।"

রেবতী বলিল, "এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করুন। এই রোদ্দুর, এখনও আপনাদের খাওয়া দাওয়া হয় নি। বরফ আনতে দিয়েছি—একটু সরবৎ খেয়ে যান।"

বিপিন বাবু বসিয়া বলিলেন, "আপনার আতিথেয়তা আদর্শ স্থল।"

শীঘ্রই দুই গ্লাস সুশীতল সরবৎ আসিল। উভয় বন্ধু তাহা পান করিয়া, পাণ লইয়া প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

ঔষধ ও অনুপান।

রিহার্শালের পর হীরালাল যথাসময়েই রেবতীকে লইয়া বিপিন বাবুর বাসায় আসিয়াছিল। বোম্বাই হোটেলে ভোজ সুচারুভাবেই সম্পন্ন হইল। রাত্রি ১০টার পর বিপিন বাবু ট্যাক্সিযোগে রেবতীকে তাহার বাড়ীতে নামাইয়া দিয়া হীরালাল সহ হোটেলে আসিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলেন, উভয়েরই নামে এক একখানি করিয়া ডাকের চিঠি অপেক্ষা করিতেছে—অবশ্য হীরালালের পত্রখানি বিপিন বাবুর কেয়ারেই আসিয়াছে।

উভয়ে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া নিজ নিজ পত্র লইয়া পড়িতে বসিলেন। পত্রপাঠ শেষ হইলে বিপিন বাবু বলিলেন, "ওহে, আমার বউ ত চটেই লাল হয়েছে। লিখেছে, কলকাতায় গিয়ে তুমি এত দেরী করবে জান্‌লে আমি তোমায় কখনই যেতে দিতাম না। আর লিখেছে, কলকাতায় যদি বেশী বিলম্ব হবার সম্ভাবনা থাকে, তবে দাসী গিয়ে কেনই বা পদসেবা না করবে? তবে যদি সেখানে একটা কুন্দনন্দিনী-টন্দিনী কুড়িয়ে পেয়ে থাক, তবে সে আলাদা কথা! দেখেছ ভায়া, নভেল প'ড়ে প'ড়ে আজকালকার ছুঁড়িগুলো কি রকম জ্যাঠা হয়েছে!"

হীরালাল বলিল, "কেন, বউমা কি তোমার সঙ্গে একটু রহস্যও করতে পারেন না?"

বিপিন বাবু কৃত্রিম কোপে বলিলেন, "অ্যাঁ! এত বড় আস্পর্দ্ধা। আমি হলাম তার গুরুজন, আমার সঙ্গে রহস্য! ঘোর কলি, ঘোর কলি!"

হীরালাল বলিল, "এখন ত আমায় খুঁজে বের করেছ—আর এখানে দেরী করাটা সত্যি তোমার ভাল হচ্ছে না।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "সত্যিই ভাল হচ্ছে না। কাল তোমার একটা আস্তানা ঠিক ক'রে, তোমায় সেখানে স্থাপনা ক'রে পশু সকালের ট্রেণেই আমি লম্বা দিই। কি বল?"

"তাই দাও। নইলে আমি বেচারীই শাপ-মন্যি কুড়োবো বৈ ত নয়।"

"কাল এক কায করা যাক্। সকালে উঠে, চা খেয়ে, একসঙ্গে না বেরিয়ে দু' জনে দু' দিকে বেরিয়ে পড়ি চল। তা হ'লেই কেউ না কেউ একটা না একটা বাসা ঠিক করতে পারবই।"

"সেই ভাল।"

বিপিন বাবু একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিলেন, "তোমার ও চিঠি কার লেখা? বউদিদির বুঝি?"

"হ্যাঁ। তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে এই চিঠি সে লিখেছে। ভাগ্যিস্ টেলিগ্রামে তোমার হোটেলের ঠিকানাটা দিয়েছিলে!"

"কি লিখেছেন, ভাল ত সব?"

"হ্যাঁ, ভাল আছে সবাই। লিখেছে,—এই শোন না।" বলিয়া হীরালাল পত্রখানির এক অংশ পাঠ করিল—"ঠাকুরপোর তার পাইয়া আমাদের সকলের মৃতদেহে জীবন আসিল। মা তখনই

দোকান হইতে বাতাসা আনাইয়া হরিন্নুট দিলেন। সেখানে তোমার কোনও চাকরী হইয়াছে কি না, তাহা এখনও জানিতে পারিলাম না। ঠাকুরপো তারে লিখিয়াছেন, কাল তুমি পত্র লিখিবে। চাকরী যদি হইয়া থাকে, কত টাকার মাহিনার চাকরী হইল, কিরূপ চাকরী, এ সমস্ত বিস্তারিত লিখিবে।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "তুমি যে চিঠি সে দিন লিখ্‌লে, তাতে চাকরীর কথা লিখে দিয়েছ ত ?"

"হ্যাঁ, লিখেছি বৈ কি। থিয়েটরে চাকরী হয়েছে, একশো টাকা মাইনে, সব কথাই লিখে দিয়েছি।"

"কার সাহায্যে চাকরীটি হয়েছে, তা-ও লিখেছ নাকি ?" বলিয়া বিপিন বাবু মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

হীরালাল হাসিয়া বলিল, "না, কেবল সেইটুকু বাদ।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "কালই বোধ হয় বউদিদি তোমার সে চিঠি পেয়েছেন। এসে প্রথমেই একশো টাকা মাইনে হয়েছে, এ কথা শুনে সকলে বোধ হয় একটু আশ্চর্য্যই হয়ে যাবেন, নয় হীরুদা ?"

"সে ত নিশ্চয়ই। প্রথমে ৩০।৪০ টাকার বেশী জুটবে, এ আর কে আশা করেছিল বল ?"

বিপিন বলিল, "বউদিদি খুসী হবেন। ওহে, সেই গানটা জান ? খোকার বাপের চাকী হবার গান ?"—বলিয়া বিপিন বাবু হাসিতে লাগিলেন।

"না। গানটা কি ?"

"এ গানটা আমার শ্বশুরবাড়ীর দেশের গান। কোনও গ্রাম্য কবির রচিত বোধ হয়। আমার বিয়ের বাসরে একটি মেয়ে গেয়েছিল।"— বলিয়া বিপিন বাবু গুণ-গুণ সুরে গাহিয়া শুনাইলেন—

"আর শুনেছ মেজ-দিদি গো, খোকার বাপের চাকরী হবে।
তিরিশ টাকা মাইনে পাবে, দশ টাকা সে আমায় দেবে।
দশ টাকা তার পকেট-খরচ, দশ টাকাতে মল গড়াবে।
এ বছরে যেমন তেমন, আস্‌ছে বছর ইট পোড়াবে।"

হীরালাল হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাঃ বাঃ—মেজ-দিদির ছোট বোন্‌টি অঙ্কশাস্ত্রে একটি লীলাবতী! টোটালটি ঠিক মিলিয়ে দিয়েছে, ভুল হয় নি। ইট বোধ হয় বিনা পয়সাতেই পুড়বে?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "না, সে ঠিক আছে। তলিয়ে বোঝ গানের ভাবটা। তুমি ভাবছ, তিরিশ টাকা ত সবই খরচ হয়ে গেল, তবে ইট পোড়াবে কোথা থেকে? বাবুর পকেট-খরচ আর শ্রীমতীর টাকাটা হ'ল নিত্য খরচ—ওটা মাসে মাসেই লাগবে বটে। কিন্তু মল গড়ানোর খরচটা নৈমিত্তিক বৈ ত নয়। মল গড়ানো হয়ে গেলে, ঐ টাকাটা মাসে মাসে জমবে—তাই দিয়ে আস্‌ছে বছর ইট পোড়ানো হবে।"

হীরালাল বলিল, "তা বটে।"—বলিয়া হাসিতে লাগিল।

বিপিন বাবু বলিলেন, "তোমার একশো টাকা মাইনের চাকরী হয়েছে শুনে বউদিদি তোমায় কি ফরমাস করেন দেখ। আর কি লিখেছেন?"

"আর লিখেছে—'যদি চাকরী হইয়া থাকে, তবে একটা

সোমবার ছুটী লইয়া, শনিবার বিকালের ট্রেণে এখানে আসিয়া আমাদের একবার দেখা দিয়া যাইও। রবিবারটা এখানে থাকিয়া, সোমবার বিকালের ট্রেণে আবার কলিকাতা রওয়ানা হইতে পারিবে। খুকী তোমায় দেখিবার জন্য বড়ই উতলা হইয়াছে'।"

বিপিন বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "খুকী উতলা হয়েছে—খুকীর মা হন নি ত?"

"তা ত কৈ কিছু লেখে নি। শনিবার গিয়ে রবিবারে আমি সেখানে থাক্‌ব! সে ত জানে না যে, এ চাকরীতে শনি-রবিবারেই কাযের ভিড় বেশী!"

এইরূপ কথোপকথনে রাত্রি ১২টা বাজিয়া গেল। তাহার পর আলো নিবাইয়া উভয়েই শয়ন করিল।

পরামর্শমত পরদিন প্রভাতে উঠিয়া উভয়েই বাসা খুঁজিতে বাহির হইয়া পড়িল। বেলা ১০টার সময় হীরালাল ফিরিয়া আসিল। আহীরিটোলা ষ্ট্রীটে সে একটি মেস খুঁজিয়া পাইয়াছে। অর্দ্ধঘণ্টা পরে বিপিন বাবুও ফিরিলেন। তিনিও একটি ভাল মেসের সন্ধান পাইয়াছেন,—পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটে। ঘরের অবস্থা, আলো, হাওয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে বর্ণনা উভয়ে উভয়ের নিকট শুনিয়া পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটের মেসটাই ভাল মনে হইল। কিন্তু সে মেসের অধিকাংশই কলেজের প্রোফেসর বা স্কুলের মাষ্টার। হীরালাল বলিল, "আমি থিয়েটরে চাকরী করি শুনে তারা আবার নাক সিটকাবে না ত হে?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "তা বিচিত্র নয়। আজকাল অবশ্য

পূর্ব্বের মত থিয়েটরের লোককে ততটা হেয়জ্ঞান করে না—তারা অনেকটা জাতে উঠেছে বটে, কিন্তু তবুও —”

হীরালাল বলিল, “সে ত নিশ্চয়। তারা সব কেউ বি-এ কেউ এম-এ, আমি একটা মুখ্যু ম্যাট্রিক ফেল—সেখানে আমি হংসমধ্যে বকো যথা—সর্ব্বদা তটস্থ হয়ে থাকৃতে হবে! তার চেয়ে ও আহীরিটোলাই ভাল। তারা কেউ কেরাণী, কেউ দোকান করে, কেউ দালালী করে। আমি থিয়েটরে কায করি শুনে তারা ত লাফিয়ে উঠল, এক জন বল্লে,—বেশ হবে মশাই, আসুন আপনি এই মেসে—মাঝে মাঝে কিন্তু পাস দিয়ে আমাদের থিয়েটর দেখাতে হবে।”

বিপিন বাবু বলিলেন, “তা হ’লে সেই মেসটাই সুবিধে।” একটু থামিয়া হাসিয়া বলিলেন, “আর জয় মিত্তিরের গলিটাও খুব কাছে হবে। কি বল হে?”

এ কথায় হীরালাল একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, “তোমার যদি সেই সন্দেহই হয়, তা হ’লে বেশ, ঐ পটলডাঙ্গার মেসেই যাই।”

বিপিন বাবু বলিলেন, “না হে না—ওটা তোমায় রহস্য ক’রে বলেছি। তোমার যদি ‘চুলো’ নামক সেই রমণীয় স্থানে যাবার মতলবই থাকে, তা হ’লে তুমি পটলডাঙ্গায় বাস করেও স্বচ্ছন্দে যেতে পার, কে তোমায় আটকাবে বল? না, ঐ আহীরিটোলা মেসেই ঠিক কর। চল, খাওয়া-দাওয়ার পর বেরিয়ে তোমার জিনিষপত্রগুলো কিনে ফেলা যাক। বিকেলে সে সব নিয়ে ঐ আহীরিটোলার বাসায় যাওয়া যাবে দু’জনে।”

যে কথা সেই কায। আহীরিটোলার বাসায় নূতন কেনা জিনিষপত্রগুলা রাখিয়া, সন্ধ্যার পর বিপিন বাবু হীরালালকে লইয়া নিজ হোটেলে ফিরিয়া আসিলেন।

জলযোগাদির পর হোটেলে নিজ কামরায় বসিয়া বিপিন বাবু বলিলেন, "হীরুদা, তোমার সম্মুখে ভীষণ পরীক্ষা, তা তুমি বুঝতে পারছ ত?"

"কি পরীক্ষার কথা বলছ?"

"আমি রেবতীর কথা বলছি। এ পর্য্যন্ত যখনই আমি তোমার সম্বন্ধে তার কথা বলেছি, ঠাট্টা করেই বলেছি। কিন্তু ভাই, এখন খুব সিরিয়স্লিই বলছি—মোটেই ঠাট্টা নয়। আমি এত দিনে বেশ বুঝতে পেরেছি যে, রেবতী পোড়ারমুখী তোমায় ভালবেসে মরেছে। ও শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা সচরাচর যেমন ভালবাসার একটা ভাণ ক'রে থাকে, এ তা নয়। ওরা ভাল রকম আদায় ক'রে নেবার চেষ্টাতেই সে ভাণ করে অবশ্য। কিন্তু তোমার পকেটে ত দাদা—অমৃত বোসের ভাষায় বল্‌তে গেলে—বকেয়া সেলাই ছাড়া আর কিছুই নেই! সুতরাং এ তা নয়। আর তুমিও দাদা, ওর দিকে যে একটু ঝোঁকনি, এমন কথাও বলতে পারি নে। রেবতীকে আমি বিশেষ দোষ দিতে পারি নে। কারণ, ওরা খাঁটি মানুষের সঙ্গ বড় একটা পায় না, অথচ পাবার জন্যে মনের মধ্যে একটা পিপাসা থাকে—এটা মানুষের প্রকৃতি। তোমার মধ্যে একটি খাঁটি মানুষ পেয়েছে, তোমার উপর ওর একটা শ্রদ্ধা জন্মেছে—আর দিনের পর দিন একসঙ্গে

বসা-দাঁড়ানো, একত্র কায করা—এই সব সুযোগে সে শ্রদ্ধাটুকু ভালবাসায় পরিণত হয়েছে। সে যাই করুক, সে স্বাধীন। কিন্তু তুমি ত দাদা স্বাধীনও নও—তুমি বিবাহ করেছ—তোমার সন্তান হয়েছে—রেবতীর যে অধিকার আছে—সে অধিকার ত তোমার নেই। তুমি আমার কথা স্বীকার কর কি না ?”

হীরালাল নীরবে নত মস্তকে বসিয়া বিপিন বাবুর কথাগুলি শুনিতেছিল। তাঁহার শেষ প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া পূর্ব্ববৎ নীরবে বসিয়া রহিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া বিপিন বাবু আবার বলিতে লাগিলেন, “তুমি তোমার নিজের মনের ভাব সম্বন্ধে আমার এ অভিযোগের কোনও প্রতিবাদ করলে না। ভালই করেছ। প্রতিবাদ করলে, আমি তোমায় ভণ্ড মনে করতাম, তোমার আশা ছেড়েই দিতাম। এখন দুজনে পরামর্শ করা যাক্ এস, এ সঙ্কটে তোমার এখন কর্ত্তব্য কি।”

হীরালাল ধীরে ধীরে বলিল, “কি কর্ত্তব্য আমার, তুমিই বল, আমি প্রাণপণে তা পালন করতে চেষ্টা করবো।”

বিপিন বাবু বলিলেন, “এ অবস্থায় তুমি যদি চাকরী ছেড়ে দিয়ে কলকাতা ছেড়ে চ’লে যেতে পারতে, তা হ’লেই সব চেয়ে নিরাপদ হ’ত। কিন্তু তোমার সাংসারিক অবস্থা যে রকম, তাতে সে কথাও ত তোমায় বলতে পারিনে। কোনও বিপদই হবে না, যদি তুমি তোমার মনকে দৃঢ় করতে পার। রেবতীর বাড়ীতে আর একদম তোমার যাওয়া উচিত নয়। এক থিয়েটরে কায

কর যখন, তখন দেখা-সাক্ষাৎ তার সঙ্গে তোমার হবেই। কিন্তু পাঁচ জনের মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ—আর নির্জ্জনে—কপোত-কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে দেখাসাক্ষাৎ—এ দুইয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। তুমি সর্ব্বদা সজাগ থাকবে যে, এমন অবস্থায় না পড়, যাতে তার সঙ্গে তোমার দীর্ঘকাল নির্জ্জন সাক্ষাৎ ঘটে। আমার মনে হয়, তা হ'লেই ক্রমশঃ তুমি কাটিয়ে উঠতে পারবে; তোমার মনে যে বিকৃতিটুকু জন্মেছে, তা ক্রমশঃ শুধরে যাবে। তোমার কি মনে হয়?"

হীরালাল বলিল, "শুধরে যাওয়া ত উচিত।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "আর একটা কথা। ওষুধের সঙ্গে অনুপানও দরকার। তুমি মাসে অন্ততঃ দু'টিবার ক'রে বাড়ী যাবে। শনি, রবি, বুধ,—এই তিন দিন তোমাদের প্লে হয় ত?"

"বৃহস্পতিবারেও হয়।"

"তা হোক। কিন্তু প্রতিদিনই যে তোমায় নামতে হয়, এমন ত নয়।"

"না, তা নয়। কিন্তু রিহার্শালও ত আছে।"

"তা থাকুক, কিন্তু যখনই দেখবে, উপরো উপরি অন্ততঃ দুটো দিন তুমি কলকাতা ছেড়ে যেতে পার, তখনই বাড়ী চ'লে যাবে। অবশ্য, এত অল্পসময়ের জন্যে এত টাকা খরচ, অন্য সময় হ'লে আমি তোমায় বলতাম না। কিন্তু এ খরচটি, ওষুধ খরচের মতই ধরতে হবে। আর, একশো টাকা মাইনে হয়েছে তোমার, অর্থাভাবের ওজর করলে চলবে না! না হয় থার্ড ক্লাসেই যাবে,

তার আর কি? আমি যে ট্রেণে কাল যাচ্ছি, সেই ট্রেণেই তুমি রওনা হবে। ৯৷৩০ মিনিটের ট্রেণ। সেটা পৌঁছে ২টা চল্লিশে। তার পর গোরুর গাড়ীতে ৫ঘণ্টা লাগবে। রাত ৮টা ৯টায় তুমি বাড়ী পৌঁছে গেলে। তার পরদিন সারাদিন সারা-রাত তুমি বাড়ীতে রইলে, তার পরদিন সকালে বাড়ী থেকে রওয়ানা হয়ে বেলা সাড়ে চারটের সময় হাওড়ায় নেমে, সে রাত্রে প্লে বল, রিহার্শাল বল, যা থাকে, স্বচ্ছন্দে করতে পারবে। কেমন, এ কিছু অসম্ভব কথা বলেছি আমি?"

হীরালাল বলিল, "না, অসম্ভব কেন?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "আচ্ছা বেশ—এই পরামর্শই তা হ'লে স্থির রইল। তুমি প্রতিবার যাবার আগের দিন বরঞ্চ আমায় একটা টেলিগ্রাম ক'রে দিও—আমি ষ্টেশনে গোরুর গাড়ী পাঠিয়ে দেবো।"

"বেশ, তাই।"

"তা হ'লে বৌদিকে গিয়ে আমি সেই কথা বলবো ত? এক সোমবার ছুটী নিয়ে, তিনি ত যাবার জন্তেই তোমায় লিখেছেন। আমি গিয়ে বল্‌বো যে, তাদের ত রবিবারে ছুটী নেই,—দু'দিন উপরো উপরি ছুটী পেলেই সে চ'লে আসবে বলেছে।"

"তাই বোলো। এক কায কর—আজ ত তুমি আমার জন্তে ত্রিশ টাকার উপর জিনিষ কিনে দিয়েছ—হাতে আমার টাকা বেশী নেই। গোটা দশেক টাকাও আমায় দিয়ে যাও। কারণ, মাসকাবার হবার আগেই যদি দুটো দিন অবসর

পাই ত বাড়ী যাব। মাসকাবার না হ'লে ত আর মাইনে পাব না !"

"এই নাও না?"—বলিয়া বিপিন বাবু একখানি দশটাকার নোট বাহির করিয়া হীরালালের হস্তে দিলেন।

হীরালাল বলিল, "মাইনে পেলে এক মাসে না পারি, দু'মাসে তোমার সব টাকা শোধ ক'রে দেবো ভাই—তুমি কিছু মনে কোরো না।"—বলিয়া হীরালাল উঠিল।

বিপিন বাবু বলিলেন, "আচ্ছা পাগল!—মনে আবার করব কি? কিন্তু তুমি উঠছ যে? যাচ্ছ কোথায়? এখনই খাবার দেবে যে!"

হীরালাল বলিল, "আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আস্‌ছি।"—বলিয়া সে ব্যস্তভাবে চলিয়া গেল।

দশ মিনিট পরে হীরালাল ফিরিয়া আসিল। তাহার হস্তে এক টিন বিস্কুট, এক শিশি লজেঞ্চুস এবং একটি নূতন পিতলের লণ্ঠন। জিনিষগুলি বিপিন বাবুর সম্মুখে টেবিলে রাখিয়া বলিল, "আমার খুকীর জন্যে এই বিস্কুট আর এই লজেঞ্চুস—আর এই লণ্ঠনটা বাড়ীর জন্যে। বাড়ীতে যে লণ্ঠনটা আছে, সেটা একে টিনের তায় বড্ড পুরানো হয়ে গেছে, ভাল আলো হয় না, কালী পড়ে।"

বিপিন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "খুকীর মার জন্যে কিছু পাঠাবে না?"

"না, আর টাকায় কুলোবে না। তা ছাড়া, সে কিছু চায়ওনি ত!"

"বিলক্ষণ !—চেয়েছেন বৈ কি। কালই ত তাঁর চিঠি প'ড়ে তুমি আমায় শোনালে। তবে খুকীর বেনামীতে চেয়েছেন, এই যা !"

হীরালাল হাসিয়া বলিল, "বোলো, তার জিনিষও আসবে—কিছু দিন বাদে।—পয়মাল হবে না।"

"না হলেই বাঁচি। এ দিকে যে রাত ১০টা বাজে। এইবার তা হ'লে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে শোয়া যাক, কি বল? ঘুম পাচ্ছে।"

"দিনের বেলায় একটু ঘুমানো তোমার অভ্যাস। আমার জিনিষপত্র কেনবার জন্যে সেটি তোমার আজ হয় নি। সেই সকাল থেকে বলতে গেলে সারাদিনটাই ছুটোছুটি ক'রে কেটেছে, ঘুমের আর অপরাধ কি?"

পরদিন সাড়ে ৯টার ট্রেণে বিপিন বাবুকে তুলিয়া দিয়া হীরালাল সোজা আহীরিটোলার মেসে গিয়া স্নানাহার করিল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

হীরালালের কার্য্যতৎপরতা

বিপিন বাবু প্রস্থান করিবার পর দুই সপ্তাহকাল হীরালাল পূর্ব্ব-পরামর্শমত আহীরিটোলায় নিজ মেসের বাসায় স্থির হইয়া রহিল। যে ছোট ঘরটি সে পাইয়াছিল, তাহা দুই সীটের ঘর, কিন্তু আপাততঃ আর কেহ না থাকাতে সে একাই সে ঘরটি দখল করিতেছে। থিয়েটয়ের অভিনয়ে বা রিহার্শালে যথানিয়মে সে হাজিরা দেয়, কাযটুকু শেষ হইয়া গেলেই ভাল ছেলেটির মত নিজ বাসায় ফিরিয়া আসে। অভিনয়-রজনীতে তাহার ফিরিতে রাত্রি অধিক হয়, দরজা খোলাইতে অত রাত্রে ঘুম ভাঙ্গাইয়া চাকরকে উঠাইতে হয় বলিয়া হীরালাল তাহাকে মাসিক ॥০ আট আনা বকশিস কবুল করিয়াছে। থিয়েটরে রেবতীর সঙ্গে প্রতিদিনই সন্ধ্যাবেলায় তাহার অবশ্য দেখাসাক্ষৎ হয়, কিন্তু বিপিনবাবু যে বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়া গিয়াছেন--নিভৃত সাক্ষাৎ হয় না। ইতিমধ্যে হীরালাল বিপিন বাবুর নিকট হইতে তাঁহার পৌছান সংবাদ এবং স্ত্রী সুরবালার একখানি পত্রও পাইয়াছে। পত্রোত্তরে পত্নী ও বিপিন বাবু উভয়কেই সে লিখিয়াছে, শীঘ্রই দুই দিনের জন্য বাড়ী যাইবার চেষ্টা করিবে।

ডায়মণ্ড থিয়েটরে শনি, রবি ও বুধবার, এই তিন দিন অভিনয়-হইয়া থাকে। সোমবারটা ছুটী। সপ্তাহের বাকী তি দিন রিহার্শাল থাকে। আগামী রবিবারে যে নাটক অভিনীত

হইবে, তাহাতে হীরালালের কোন পার্ট নাই! সুতরাং হীরালাল স্থির করিল, ঐ দিন প্রাতের ট্রেণে সে দেশে যাইবে। আবার মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কলিকাতায় ফিরিয়া রিহার্শালে হাজিরা দিবে। বাড়ীতে এবং বিপিন বাবুকে পত্র লিখিয়া হীরালাল এ সংবাদ জ্ঞাপন করিল। মাসকাবার হইয়া গিয়াছে, শুক্রবারে বেতনও পাওয়া যাইবে।

বৃহস্পতিবার রাত্রিতে রেবতী থিয়েটরে রিহার্শাল করিয়া গেল,—কিন্তু শুক্রবার সন্ধ্যায় রিহার্শালে আসিল না। সংবাদ আসিল, তাহার খুব জ্বর—বিছানা ছাড়িয়া সে উঠিতে পারিতেছে না। যে অভিনেত্রী রেবতীর আণ্ডারষ্টাডি (বাঙ্গালায় 'ডুপ্লিকেট') ছিল, সেই রেবতীর হইয়া রিহার্শালে যোগ দিল।

হীরালাল এই সংবাদ শুনিয়া ম্যানেজার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "রেবতী কোনও চিঠি লিখেছে না কি?"

"না। যে গাড়ী ফিমেলদের আনতে গিয়েছিল, তারই সহিসের মুখে ব'লে পাঠিয়েছে যে, ম্যানেজার বাবুকে বোলো, আমার খুব জ্বর, আমি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছিনে।—আপনি না হয়, যাবার সময় তাকে একবার দেখেই যাবেন।"—বলিয়া ম্যানেজার বাবু হীরালালের অলক্ষ্যে মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন।

হীরালাল বলিল, "দেখি, যদি পারি।"

"খুব জ্বর" শুনিয়া হীরালালের মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। আহা, অসহায়া রমণী—মা নাই বাপ নাই, ভাই নাই, বোন নাই—কেহ নাই। সম্বলের মধ্যে দুই জন ঝি

এবং একটা খোট্টা দ্বারবান্। জ্বর কখন্ হইতে হইল, কে জানে? কত ডিগ্রী, তাহাই বা কে জানে? কোনও ডাক্তারও বোধ হয় ডাকা হয় নাই। কেহ না হুকুম করিলে, ছাতুখোর দ্বারবান্ কি আর নিজের বুদ্ধি খরচ করিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিবে? রেবতী বেচারী হয়ত এতক্ষণ জ্বরে বেহুঁস হইয়া পড়িয়া আছে। রিহার্শালে কোনও রকমে দিনগত পাপক্ষয় করিয়া হীরালাল জয় মিত্রের গলির দিকে ছুটিল।

রাত্রি তখন ১০টা। রেবতীর গৃহে পৌঁছিয়া, দ্বারে কড়া নাড়িতে হরি সিং দ্বার খুলিয়া দিল। হীরালাল রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "ক্যা হরি সিং, ক্যা খবর?"

হরি সিং বলিল, "মাইজীকা তো বহুত বোখার, বাবু। উপর যাইয়ে, দেখিয়ে।"

হীরালাল বলিল, "কোই ডাংদার ওংদার বোলায়া থা?"

"নেহি বাবু। মাইজীকো হাম পুছাথা তো কহিন্ আভি নেহি।"

হীরালাল ক্ষিপ্রপদে উপরে উঠিয়া গেল। রেবতীর শয়নকক্ষে পর্দ্দা ফেলা ছিল, ভিতরে আলো জ্বলিতেছিল। বাহিরে দাঁড়াইয়া হীরালাল অনুচ্চ স্বরে ডাকিল—"সদু আছ ভিতরে?"

ভিতরে ক্ষীণ পদশব্দ হইল,—ঝি সৌদামিনী পর্দ্দা সরাইয়া হীরালালকে দেখিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, "ওঃ, আপনি? আসুন ভিতরে আসুন।"

হীরালাল ঘরে প্রবেশ করিয়াই ওডিকলোনের গন্ধ পাইল। সম্মুখে দেখিল, রেবতী পালঙ্কে শয়ানা, তাহার চক্ষু মুদ্রিত, মাথায়

জলপটি। গায়ে একখানা লেপ, তাহার উপর একখানা পুরু র‍্যাগ চাপানো। হীরালাল রেবতীর উভয় গণ্ডে হাত দিয়া দেখিল, গা একেবারে পুড়িয়া যাইতেছে, সেই গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল লাল টক্‌টক্‌ করিতেছে। নিশ্বাস জোরে জোরে পড়িতেছে। লেপের মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইয়া একখানি হাত ধরিল, উহা আরও গরম। হাত বাহির করিয়া জিজ্ঞসা করিল, "কখন্ থেকে জ্বর হয়েছে সদু?"

"কাল রাত থেকেই এক রকম বলতে গেলে। রাত এগারোটার পর থিয়েটর থেকে ফিরে এসে বল্লেন, 'সদু, শীগ্‌গির আমায় এক পেয়ালা চা ক'রে দে, আমার কেমন শীত-শীত করছে।' 'শরীর ভাল আছে ত মা?' ব'লে গায়ে হাত দিয়ে দেখ্‌লাম, গা যেন একটু গরম। শুধু সেই এক পেয়ালা চা খেয়ে শুয়ে পড়লেন, লুচি-টুচি কিছু খেলেন না। সকালে যখন উঠলেন, তখনও গা গরম, বল্লেন, 'মাথাটা বড্ড ধরেছে।' মুখ-হাত ধুয়ে আবার চা খেলেন, খেয়ে শুয়ে রইলেন। নিজেই ওডিকলম বের ক'রে ন্যাকড়ায় ভিজিয়ে কপালে বসালেন। খানিকক্ষণ পরে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। কায-কর্ম্মের ফাঁকে মাঝে মাঝে এসে আমি দেখে দেখে যাচ্ছি। বেলা দশটার পর এসে দেখি, ঘুম ভেঙ্গেছে, বিছানার চাদরটা টেনে গায়ে দিয়েছেন, বল্লেন, 'বড্ড শীত করছে, লেপ পেড়ে দে।' গা তখন বেশ গরম। লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে ঘুমুতে লাগলেন। বেলা তিনটের পর থেকে জ্বরটা আরও বেড়েছে, মাথার যন্ত্রণাও বেড়েছে। একখানা র‍্যাগ বের ক'রে লেপের উপর চাপিয়ে দিতে বল্লেন। ওডিকলম জলে গুলে মাথায় পটি

দিতে বল্লেন। সন্ধ্যার সময় যখন থিয়েটরের গাড়ী এল, তখনও কথাবার্ত্তা কইছেন। থিয়েটরের গাড়ী এলে বল্লেন, 'সহিসকে ব'লে দে, আমার বড্ড জ্বর, উঠতে পারছিনে।' সন্ধ্যার পর জিজ্ঞাসা করলাম, 'ডাক্তার আনতে পাঠাব কি?' বল্লেন, 'না, এখন দরকার নেই।' তার পর জিজ্ঞাসা করলাম, 'হীরু বাবুর কাছে দারোয়ান পাঠাব কি?' বল্লেন, 'না, এখন থাক্।' তার পর বেহুঁস হয়ে পড়লেন; এখন যা করতে হয় করুন—আমার ত ভয়েই প্রাণ শুকিয়ে গেছে।"

হীরালাল বলিল, "এর অনেক আগেই ডাক্তার ডাকা উচিত ছিল সদু। ওঃ, কি ঘুম, একবারে জ্বরে বেহুঁস্ হয়ে রয়েছেন। তুমি যেমন জলপটি দিচ্ছিলে, দাও, আমি চল্লাম ডাক্তার আন্‌তে।"—বলিয়া হীরালাল দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

ডাক্তার সঙ্গে করিয়া তাহার ফিরিতে আধঘণ্টা হইয়া গেল। ডাক্তার আসিয়া থার্ম্মমিটর দিলেন, নাড়ী দেখিলেন, বুকে ষ্টেথেস্কোপ বসাইলেন; অবশেষে বলিলেন, ১০৬ উঠিয়াছে, ম্যালেরিয়া জ্বর, তবে ভয়ের কোনও কারণ নাই: যতক্ষণ জ্বরটা ১০২ ডিগ্রীতে না নামে, মাথায় আইস্‌-ব্যাগ দিতে হইবে, কাল প্রাতে আবার আসিয়া দেখিবেন, দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিবেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘরে আইস-ব্যাগ আছে কি?"

সদু বলিল, "মাথায় বরফ দেবার সেই রবারের থলি ত? সে ত ঘরে নেই।"

ডাক্তার বলিলেন, "আমার ডিস্পেন্সারিতে আছে—সঙ্গে লোক

দিন, পাঠিয়ে দিচ্ছি। আইস-ব্যাগের দাম ৭৲ আমার ভিজিট ৮৲ —দিনের বেলায় ৪৲ টাকাই নিই।"

হীরালালের পকেটে তাহার বেতনের সমস্ত টাকাটাই মজুদ ছিল। পকেট হইতে পনেরোটি টাকা বাহির করিয়া সে ডাক্তার বাবুর হাতে দিল। বরফ কিনিবার টাকা দিয়া হরি সিংকে ডাক্তার বাবুর সহিত পাঠাইয়া দিল।

আবার উপরে আসিয়া, পালঙ্কের নিকট চেয়ারে হীরালাল বসিল। সদু বিছানার উপরে বসিয়া, জলপটি শুকাইয়াছে কি না. মাঝে মাঝে পরীক্ষা করিয়া উহা ভিজাইয়া দিতে লাগিল।

হীরালাল চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ সদু, এঁর কি আগে থেকেই ম্যালেরিয়া ছিল না কি ?"

"না বাবু, আগে ত ছিল না। গেল বছর জগদ্ধাত্রীপূজোয় সেই যে ঝিনিদায় গিয়েছিলেন 'পেলে' করতে, সেই থেকেই 'মালোয়ারি' ধরেছে। সেই থেকে, এবার নিয়ে এই চার বার না পাঁচ বার হ'ল।"

হরি সিং যথাসময়ে আইস-ব্যাগ ও বরফ লইয়া ফিরিয়া আসিল। হীরালাল আইস-ব্যাগ দিবার প্রক্রিয়া ঝিকে বুঝাইয়া দিল। আইস-ব্যাগ দেওয়া হইতে লাগিল।

এইরূপে রাত্রি ক্রমে ১২টা বাজিল। সদু বসিয়া ঢুলিতেছিল; হীরালাল বলিল, "সদু, তুমি এইবার যাও, একটু ঘুমিয়ে নাও গে। নিস্তারিণীকে পাঠিয়ে দাও। সে কি করছে ?"

"ঘুমুচ্চে বোধ হয়।"

"আচ্ছা, আমি ততক্ষণ আইস-ব্যাগ ধরছি। তুমি বরং আমার জন্যে এক পেয়ালা চা তৈরি ক'রে তার হাতে পাঠিয়ে দিও।"

"আচ্ছা" বলিয়া সৌদামিনী হীরালালের হাতে আইস্-ব্যাগ দিয়া প্রস্থান করিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

নিভৃতের বিপদ

রাত্রি একটা হইতে অল্পে অল্পে রেবতীর দেহোত্তাপ কমিয়া আসিতে লাগিল। ঘণ্টা দুই পরে ১০২-এর নিম্নে থার্ম্মমিটার নামিয়াছে দেখিয়া হীরালাল আইস্-ব্যাগ দেওয়া বন্ধ করিয়া, নিদ্রাতুরা নিস্তারিণীকে ছুটী দিল; অল্পক্ষণ মধ্যে সে নিজেও চেয়ারে বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

হীরালাল কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিল, তাহা তাহার জ্ঞান নাই—দেহে কাহার করস্পর্শে নিদ্রাভঙ্গ হইল। চোখ খুলিয়া দেখিল, রেবতী বিছানার উপরে উঠিয়া বসিয়াছে, তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম—হাঁটুতে হাত দিয়া ডাকিতেছে—"ওগো!"

হীরালাল চক্ষু খুলিয়া, রেবতীকে তদবস্থ দেখিয়া বলিল, "ঘুম ভেঙ্গেছে তোমার? কেমন আছ রেবতী?"

"এখন একটু ভাল। তুমি কখন্ এলে ভাই স্রোতের ফুল?"

"আমি রিহার্শাল সেরে, রাত ১০টার পর এসেছি। তোমার খুব জ্বর সেখানেই আমি ম্যানেজার বাবুর কাছে খবর পেলাম। এসে দেখি, জ্বরে তোমার গা পুড়ে যাচ্ছে, তুমি একেবারে বেহুঁস। ডাক্তার নিয়ে এলাম, মাথায় তোমার অইস-ব্যাগ দেওয়া হ'তে লাগলো, ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমি তোমার উত্তাপ পরীক্ষা করতে লাগলাম—রাত তিনটে বাজলে, তার পর জ্বরটা নরম

পড়লো—তখন আইস্-ব্যাগ বন্ধ ক'রে আমিও একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তোমার এমন জ্বর, তুমি আমায় খবর দাও নি কেন, স্রোতের ফুল?"—বলিয়া হীরালাল ঘড়ির দিকে চাহিল। চারিটা প্রায় বাজে।

রেবতী বলিল, "খবর? ভাবলাম, খবর দিয়ে আর কি হবে? তুমি হয় ত আসবেই না,—এখন ত আর আস না। সে যাই হোক,—সারাটা রাত তুমি ঠায় এই চেয়ারে ব'সে কাটালে? ঝিদের কাউকে বসিয়ে, তুমি ঘুমুতে গেলে না কেন? তোমার ঘরে তোমার বিছানাপত্র সবই ত ঠিক ছিল।

হীরালাল বলিল, "তোমার এত জ্বর—তুমি বেহুঁস হয়ে পড়ে রয়েছ—আমার ঘুম হবে কেন?"

"কেন, আমি তোমার কে? আমি বাঁচলেই বা তোমার কি? মরলেই বা তোমার কি?"—শেষের কথাগুলি ভারি হইয়া আসিয়াছিল, রেবতীর চক্ষু হইতে জল বুঝি পড়ে পড়ে!

হীরালাল হেঁটমুখে কি চিন্তা করিয়া, তার পর বলিল, "তুমি আমার পরম হিতৈষিণী বন্ধু!"

"আর কিছুই ত নই?"

হীরালাল কোমলকণ্ঠে একটু আদরের স্বরে বলিল, "আর, তুমি আমার স্রোতের ফুল।"

রেবতী বলিল, "হ্যা—স্রোতেরই ফুল। স্রোতে ভেসে এসে তোমার পায়ে ঠেকেছি—আবার স্রোতে ভেসে চ'লে যাচ্ছি, যাচ্ছি কেন—গিয়েছি।"

হীরালাল কি বলিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। অন্তিম রজনীর এই অখণ্ড নীরবতা—সারা বিশ্বের মাঝে যেন দুইটি মাত্র প্রাণী মুখোমুখি বসিয়া। রেবতীর মনের ভাব উপলব্ধি করিয়া হীরালালের হৃদয় যেন উদ্বেল হইয়া উঠিল। সে বহুকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া নীরবেই বসিয়া রহিল।

রেবতীও কিয়ৎক্ষণ নতমুখে বসিয়া রহিল। তার পর জিজ্ঞাসা করিল, "তোমায় কিছু খেতে-টেতে দিয়েছিল এরা ?"

প্রসঙ্গ-পরিবর্ত্তনে হীরালাল স্বস্তি অনুভব করিয়া বলিল, "চা খেয়েছি।"

"রিহার্সালে যাবার আগে বাসায় তুমি কি কিছু খেয়ে গিয়েছিলে ?"

"হাঁ, জলখাবার খেয়েছিলাম।"

"বাসায় গিয়ে তুমি রাত্রের খাবার খেতে ত ? সারাটা রাত তোমার উপবাসে কাটলো ! ঝিগুলোর যদি একটুখানি বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে।"

হীরালাল বলিল, "তার জন্যে আর কি হয়েছে ! তুমিও কাল সকালে এক পেয়ালা চা খেয়েছিলে, তার পর সারাদিন সারারাত আর কিছুই খাওয়া হ'ল না।"

"আমার কথা ছেড়ে দাও। আমি হলাম রোগী—আমার অবস্থা আর তোমার অবস্থা সমান ? আচ্ছা, যখন আমার জ্বরটা খুব বেড়েছিল, তখন কত ডিগ্রী উঠেছিল ?"

"রাত একটা পর্য্যন্ত ১০৬ ছিল।"

রেবতী বলিল, "উঃ, মস্ত একটা সুযোগ হারালাম আমি।"

কথাটার ভাবটা বুঝিতে না পারিয়া, হীরালাল বলিল, "কেন কিসের সুযোগ?"

"আরও যদি বাড়তো, ১০৭, ১০৮—তা হ'লে, ডাক্তারী শাস্ত্রে কি বলে জানিনে—বোধ হয়, আমি হার্ট-ফেল হয়ে মারা যেতাম! মরবার ঠিক আগে, মানুষের নাকি একটু একটু জ্ঞান হয়—আমি তখন তোমায় বলতাম, আমায় তোমার পায়ের ধূলো দাও—আমি তোমার মুখখানি দেখতে দেখতে মরি!"—বলিতে বলিতে রেবতীর চক্ষু দিয়া টপ টপ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

হীরালাল ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ছি ছি, ও সব কথা তুমি কেন বলছ, রেবি?"—উঠিয়া দাঁড়াইয়া অসঙ্কোচে নিজ পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া, সাদরে সযত্নে রেবতীর চক্ষুজল মুছাইয়া দিল। তার পর বলিল, "এবার তুমি শোও—আর খানিক ঘুমাও। তোমার মাথার যন্ত্রণাটা আর নেই ত?"

"আছে এখনও একটু একটু।"

"আচ্ছা, শোও তবে লক্ষ্মীটি, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।"

রেবতী বলিল, "তোমার যে সারা রাত ঘুম হ'ল না। তুমি গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাওগে না কেন?"

"আর, রাত ত প্রায় পুইয়ে এল। তুমি যদি ভাল থাক, আমি সকালে মুখ-হাত ধুয়ে, চা-টা খেয়ে শোব এখন একটু। এখন তোমায় ঘুম পাড়াই এস। শোও, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।"

রেবতী বলিল, "তা দেবে, দাও। এ লোভ আমি সম্বরণ করি, এমন ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু অত দূর থেকে নয়—চেয়ারে ব'সে নয়। তুমি আমার কাছে, এই বিছানায় এসে বস।"—বলিয়া রেবতী বালিসে মাথা দিয়া, হীরালালের দিকে মুখ ফিরিয়া শয়ন করিল।

হীরালাল পালঙ্কে উঠিয়া বসিয়া, ধীরে ধীরে রেবতীর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। রেবতী আরামে চক্ষু মুদিয়া রহিল. অল্পক্ষণ-মধ্যেই নিদ্রাগত হইল।

প্রথমতঃ হীরালাল বেশ খাড়া হইয়া বসিয়াই রেবতীর মাথায় হাত বুলাইতেছিল; তার পর সে একটু কাৎ হইল; তার পর সারা-রাত্রির গভীর ক্লান্তি কখন্ যে তাহার নিদ্রাবসন্ন দেহকে রেবতীর পার্শ্বে লুটাইয়া দিল, তাহা সে জানিতেও পারিল না।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

আশা কুহকিনী

বিপিন বাবু যে হীরালালকে গৃহযাত্রার পূর্ব্বদিন তাঁহার নামে একখানি টেলিগ্রাম করিতে বলিয়া আসিয়াছেন, সে টেলিগ্রাম পাইলে তিনি যে পরদিন হীরালালের জন্য ষ্টেশনে গরুর গাড়ী পাঠাইবেন, এ সব কোনও কথাই বিপিন বাবু তাহার বাড়ীতে জানান নাই। হীরালালের পত্র পাইয়া, বিপিন বাবু আশা করিয়াছিলেন, শনিবার বিকাল নাগাদ হীরালালের নিকট হইতে তার আসিবে। অপরাহ্ণকাল হইতে তিনি তারের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া ছিলেন, কিন্তু কোনও তারই আসিল না। সন্ধ্যা হইয়া গেল, তথাপি কোনও তার আসিল না। তখন বিপিন বাবু ভাবিলেন, হয়ত হীরালাল সময়মত তার রওয়ানা করে নাই, রাত্রিতে আসিয়া পড়িয়া থাকিবে, কল্য রবিবার বেলা ৮টা ৯টা ভিন্ন উহা আর পাওয়া যাইবে না। সুতরাং রবিবার দিন ষ্টেশনে গাড়ী পাঠানো সম্বন্ধে তিনি ইতস্ততঃ করিলেন।

সুরবালা স্বামীর প্রবাসযাত্রার পর হইতে তাহার ছোট খুড়ীমার সহিত এক ঘরে শয়ন করিত। ঘরটির দুই দিকে দুইখানি তক্তপোষ, একখানিতে ছোটগিন্নী তাঁহার পুত্রসহ, অপরখানিতে সুরবালা তাহার শিশু কন্যাকে লইয়া শয়ন করিত। ছোটগিন্নী এগারো বছরের ছেলের মা হইলেও, তাঁহার বয়স

সুরবালার অপেক্ষা খুব বেশী নহে—অল্প বয়সেই তাঁহার পুত্রটি জন্মিয়াছিল। সুতরাং সম্পর্কে তিনি সুরবালার গুরুজন হইলেও উভয়ের মধ্যে অনেকটা সখীভাবই ছিল। বউমার সহিত তিনি একটু আধটু ঠাট্টাতামাসা করিতেও ছাড়িতেন না।

শনিবার রাত্রিতে আহারাদির পর শয়ন করিয়া, শ্বাশুড়ী বউয়ে কিছুক্ষণ ধরিয়া হীরালালের আগমন প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল। ছোটগিন্নী বলিলেন, "আজ সারাটা দিন আকাশটা মেঘলা মেঘলা গেল, কাল আবার ঝড়-বৃষ্টি না নামলে বাঁচি।"

সুরবালা বলিল, "যে গরমটা যাচ্ছে ক'দিন, একটু বৃষ্টি হ'লে ত বাঁচা যায়।"

"সত্যিই কি এটা তোমার মনের কথা, বউমা ?"

"কেন ?—এর আবার মনের কথা আর মুখের কথা কি ?"

"কাল যদি বৃষ্টি-বাদল দুর্যোগ হয়, ইষ্টিশান থেকে ছেলে তা হ'লে আস্‌বে কি ক'রে ?"

সুরবালা বলিল, "সে তোমাদের ছেলে জানে। একটু ঠাণ্ডা হ'লে রাতে ঘুমিয়ে ত বাঁচবো!"

খুড়ীমা বলিলেন, "ওঃ, রাতটার জন্যে তুমি ঠাণ্ডা খুঁজছ ? তা, সে মন্দ নয়। যদি সারাদিন মেঘ ক'রে থাকে, রাত ৯টা কি ১০টার পর বৃষ্টি নামে, তাতে কোনও আপত্তি নেই বোধ হয়, কি বল, অ্যাঁ ?"

সুরবালা এ রহস্যের ইঙ্গিত বুঝিয়া, লজ্জায় চুপ করিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া ছোটগিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌমা, ঘুমুলে না কি ?"

"না, জেগেই আছি।"

"কি ভাবছ ?"

"কৈ, কিচ্ছু না ত।"

ছোটগিন্নী অন্ধকারে মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন। তার পর তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, তাঁহার নিজের সধবা অবস্থায় স্বামী প্রবাসে গেলে, যে দিন ফিরিবেন, তার পূর্ব্ব-রাত্রি প্রায় তাঁহার অনিদ্রায় কাটিত। কত সুখের স্মৃতি মনে উদিত হইল!

আজ সাত বৎসর হইল, তিনি বিধবা হইয়াছেন। তাঁর বুক কাঁপাইয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। পুত্রকে কোলের কাছে টানিয়া তাহার মাথায় গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া ছোটগিন্নী হীরুর মাতাকে বলিলেন, "দিদি, সন্ধ্যেবেলা হীরু আসবে, এ বেলা কিছু মাছ আনিয়ে রাখলে হ'ত না ?"

বড়গিন্নী বলিলেন, "হ্যাঁ, সে ত আনাতেই হবে। চুণিকে একবার পাঠাও না জেলেবাড়ী। পাকা রুই মাছ যদি পায়, তবে পোয়াটেক নিয়ে আসুক।"

"একটা মুড়ো আনালে হয় না ? মুড়ো দিয়ে মুগের ডাল খেতে হীরু ভালবাসে।"

"সে তখন কাল করা যাবে দিনের বেলায়। চুণি বরং মাছ

এনে রেখে, একবার বাজারে যাক। হাঁসের ডিম কিনে আনুক, ডিমের কালিয়া খেতে হীরু ভালবাসে। আর, পয়সা দুইয়ের কিছু চুনো মাছ—অম্বল করা যাবে।"

"রাত্রে কি তার জন্যে ভাত রাঁধবে, না লুচি? যদি লুচি কর, তা হ'লে ঘি-ও কিছু আনাতে হবে, ঘি ফুরিয়েছে।"

মা বলিলেন, "আজ রাত্রে আর লুচি ক'রে কায নেই। দু'টি ভাতই রেঁধে দিও এখন। কলকাতায় ৯টার সময় গাড়ী চড়্‌বে, ভাত-টাত কি খেতে পাবে অত সকালে? বোধ হয়, কিছু জল-টল খেয়ে গাড়ীতে উঠ্‌বে। সারাদিন পথের কষ্টের পর, রাত্রে লুচি কি তার ভাল লাগবে?"

ছোটগিন্নী বলিলেন, "হঁ্যা, তা ঠিক বটে। গোটাকতক আমও পাড়িয়ে রাখতে হবে। কাল ঘাটে যাবার সময় আমি দেখেছি, পেটকাটা গাছটায় অনেকগুলো আম ডাঁসিয়েছে। কাল পাড়িয়ে রাখলেই ঠিক হ'ত, মজতো। চুণি জেলেবাড়ী যাক তা হ'লে।"—বলিয়া তিনি পুত্রকে ডাকিতে লাগিলেন।

চুণি জেলেবাড়ী গিয়া, মাছ লইয়া আসিল। ভাল মাছ পাওয়া গিয়াছে—আঁষগুলো বেশ বড় বড়। মাছ রাখিয়া চুণি হাত ধুইতেছিল, বড়গিন্নী বলিলেন, "বাবা একবার বাজারে যেতে হবে।"

"আবার বাজারে কেন?"

"দুটো হাঁসের ডিম আন্‌বি, দু' পয়সার চুনো মাছ, আর একটা বাটী নিয়ে যা, কেষ্টো ময়রার দোকান থেকে এক পোয়া রসগোল্লা নিবি।"

চুণি বলিল, "বাবা! এ যে যজ্ঞির ব্যাপার!"

ছোটগিন্নী বলিলেন, "আজ রাত্রে যে তোর দাদা আসবে, জানিস্‌নে?"

"জানি। ঘরের ছেলে ঘরে আস্‌ছে, তার জন্যে আবার এত ধূমধাম কেন শুনি? দাদা ত আর বাড়ীর জামাই নয়!"

ছোটগিন্নী হাসিয়া বলিলেন, "দূর হতভাগা ছেলে, ও কথা কি বল্‌তে আছে? যা যা, আর ওজর করিস্‌নে। দাদা তোর জন্যে কি আন্‌বে, তা দেখিস্!"

চুণি মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "হুঁঃ—কচু আন্‌বে আমার জন্যে। বিপিন বাবুর হাতে নিজের খুকীর জন্যে বিস্কুট পাঠানো হ'ল,—আমার জন্যে কি পাঠালে? ভাবা উচিত যে, বাড়ীতে ছোট ভাইটি রয়েছে, তার জন্য একটা ফুটবল পাঠাই, কি একখানা লম্বা ছুরি, কি বেশী পয়সা না থাকে মরুক্ গে না হয় একটা লাল-নীল পেন্সিলই পাঠিয়ে দিই!"

ছোটগিন্নী বলিলেন, "হাঁ রে নেমোখারাম! বিস্কুট, ল্যাবেঞ্চুষ যা এসেছিল, তা কি খুকী একলাই খেয়েছে? তুইও কি খাস্‌নি?"

চূণি পরম গম্ভীরভাবে বলিল, "তোমরা হাতে তুলে দিয়েছিলে, তাই খেয়েছি দু'চারটে। তাও দয়া ক'রে,—নইসে আমি কি কচি খোকা যে, বিস্কুট-ল্যাবেঞ্চুষ খাব?"

বড়গিন্নী হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তোর দাদা আসুক। তোর যা যা দরকার, তা তাকে বলিস্ না বাপু!—আবার এখন

বাড়ী আস্‌বে, তখন কিনে নিয়ে আস্‌বে। এখন যা, বাজারে যা, মিছে তক্ক করিসনে।”

চুণি অপ্রসন্ন ভাবে বলিল, “তা দাও পয়সা, যেতেই যখন হবে, তখন যাই। সারা হপ্তাটা হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর রবিবারটা যে একটু বিশ্রাম করবো, তারও যো নেই ছাই!”

বিকালে ছোটগিন্নী সুগন্ধি তৈল সহযোগে পরিপাটী করিয়া বউমার চুল বাঁধিয়া দিলেন। সুরবালা গলায় আঁচল দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। “জন্ম-এয়োস্ত্রী হও মা!”—বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া, মুখখানি গামছা দিয়া ভাল করিয়া মুছাইয়া, তার চিবুকে হাত দিয়া চুমো খাইলেন। নিজের প্রসাধন সম্পন্ন হইলে সুরবালা তার খুকীর প্রসাধনে যত্নবতী হইল। খুকী আজ দশবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে, “বাবা কখন্ আসবে মা?” এখন বলিল, “বাবা আমার জন্যে বিকু আন্‌বে, আর কি আন্‌বে মা?”—“আরও কত জিনিষ আন্‌বেন তোমার জন্যে।” খুকী বলিল, “আমার জন্যে নেঞ্চু আন্‌বে না মা?”—“হ্যাঁ ল্যাবেঞ্চুষও বোধ হয় আন্‌বেন।”—বলিয়া সুরবালা কন্যাকে চুম্বন করিল।

বাড়ীতে ঘড়ি নাই, সন্ধ্যার পর সুরবালা ছটফট করিতে লাগিল, ক’টা বাজিল, কে জানে! ছোটগিন্নী আজ আর বউকে রান্নাঘরে যাইতে দেন নাই; রান্না-বান্না নিজেই করিতেছেন। বড়গিন্নী নিকটে বসিয়া হরিনামের মালা ফিরাইতেছিলেন। সুরবালা নিজ শয়ন-ঘরে বসিয়া খুকীকে দুধ খাওয়াইয়া, কাজল পরাইয়া, তাহাকে খেলা দিতেছিল। তাহার ইচ্ছা, খুকীর পিতা

আসিয়া তাহাকে কোলে করিয়া আদর করিবেন, চুমো খাইবেন, তার পর সে ঘুমাইবে। দুধ খাইয়া খুকীর চক্ষু দুটি ঘুমে ঢুলিয়া আসিতে লাগিল। সুরবালা তাহাকে বলিতে লাগিল, "খোকন রাণি, এখন ঘুমিও না মা! একটুখানি জেগে থাক সোণা আমার! আর বেশী দেরী নেই, এখনই তিনি আসবেন। তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবে না, মাণিক?"

খুকীর চক্ষু কিন্তু ঘুমে জড়াইয়া আসিতে লাগিল। সুরবালা মেয়েকে নাড়া দিয়া বলিল, "ও খুকু। চল আমরা রান্নাঘরে গিয়ে দেখি কি সব রান্না হচ্ছে তাঁর জন্যে।"—বলিয়া মেয়েকে কোলে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া সুরবালা উঠানে নামিল।

খুকী সজাগ হইয়া বলিল, "কিসের গন্ধ বেরুচ্ছে মা?"

সুরবালা চুপি চুপি বলিল, "হাঁসের ডিমের কালিয়া রান্না হচ্ছে। তুমি খাবে একটু?"

"হ্যাঁ খাব। বাবা খাবে, আমি খাব।"

"বেশ, তা হ'লে জেগে থাক। রান্না হোক, তাঁর সঙ্গে ব'সে তুমিও খাবে।"

"আমি বাবার কোলে ব'সে খাব মা!"

"খাবে বৈ কি যাদু!"

সুরবালা মেয়ে লইয়া রান্না-ঘরের রোয়াকে গিয়া বসিল। বড়গিন্নী বলিলেন, "খুকী এখনও জেগে আছিস নাকি রে?"

সুরবালা বলিল, "হাঁসের ডিমের কালিয়া খাবে।"

বাহিরের রাস্তায় গোরুর গাড়ীর শব্দ হইল। বড়গিন্নী বলিলেন,

"ঐ এল বুঝি!"—বলিয়া তিনি ছুটিয়া সদর দরজায় গেলেন। সুরবালার বুকটি দুরু দুরু করিতে লাগিল। বড়গিন্নী খিল খুলিয়া কবাট একটু ফাঁক করিয়া রহিলেন। গাড়ীর শব্দ নিকটে আসিতে লাগিল, ক্রমে দ্বারের সম্মুখে আসিল, কিন্তু পোড়া গাড়ী দাঁড়াইল না—দ্বার অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। বড়গিন্নী তখন খিল আবার বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "না, ও অন্য গাড়ী!"

আর সব রান্না-বান্না শেষ হইয়াছে। হীরালাল আসিয়া পৌঁছিলে তখন ভাতটা চড়ানো হইবে, এইরূপ পরামর্শ ছিল।

মালা-জপ শেষ করিয়া বড়গিন্নী বলিলেন, "তাই ত! এখনও এল না কেন? রাত ৮টা ৯টার মধ্যে বাড়ী পৌঁছবে লিখেছিল. ৯টা কি এখনও বাজে নি?"

চুণি আসিয়া ভাতের জন্য হাঙ্গামা করিতে লাগিল। দুইবার তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া তৃতীয়বারে বড়গিন্নী বলিলেন, "ওবেলাকার ভাতে জল দেওয়া আছে, তাই দাও ওকে। ও ছেলেমানুষ, কতক্ষণ আর না খেয়ে থাকবে?"

চুণি খাইতে বসিল। ডিমের কালিয়াতে আধখানামাত্র ডিম দেখিয়া বলিল, "বাঃ, এ মন্দ নয়! যে এল চ'ষে, সে রইল ব'সে। কত কষ্ট ক'রে বাজারে গিয়ে আমি ডিম কিনে আনলাম, আমার পাতে আধখানা!"

তার মা বলিলেন, "দুটো ডিমে চার টুকরো ত মোট হয়েছে

বাবা! তোর আধখানা, খুকীর আধখানা, তোর দাদার জন্যে দু'আধখানা রেখে দিয়েছি।"

সুরবালা বলিল, "আর আধখানাও ওকে দাও ছোট খুড়ী। খুকী ঘুমিয়ে পড়েছে—ও আর খাবে না।"

চুণি খাইয়া উঠিয়া আঁচাইতেছিল, এমন সময় সদর দরজার কড়া খটাখট্ শব্দে নড়িয়া উঠিল। ছোটগিন্নী বলিলেন, "এইবার বোধ হয় এসেছে, হেঁটে এল না কি? কৈ, গাড়ীর শব্দ ত পেলাম না।"

বড়গিন্নী ছুটিয়া গিয়া দ্বার খুলিলেন। ছেলে নয়, জমীদার বাড়ীর একজন নগ্দী রামচরণ। সে প্রণাম করিয়া বলিল, "ছোটবাবু জান্তে পাঠিয়ে দিলেন, হীরুবাবু কি বাড়ী এসেছেন মা ঠাকরুণ?"

গৃহিণী বলিলেন, "না, এখনও ত আসে নি। এখন ক'টা বেজেছে বলতে পার রামচরণ?"

রামচরণ বলিল, "দশটা বেজে গেছে।"

"দশটা বেজে গেছে? কৈ, এখনও ত এল না।"

রামচরণ বিজ্ঞভাবে বলিল, "টেরেণ ফেল করেছেন বোধ হয় তা হ'লে।"—বলিয়া সে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

হীরালালের আসা সম্বন্ধে এখন সকলেই প্রায় হতাশ হইয়া পড়িলেন। বড়গিন্নী বলিলেন, "এইবার ভাত চড়িয়ে দাও, আর ব'সে থেকে কি হবে? শুধু বৌমার মত চাল নাও।"

ছোটগিন্নী বলিলেন, "ছেলে যদি এসে পড়ে? রেলগাড়ী

সব দিনই কি আর ঠিক সময়ে এসে পৌঁছয়? লেটও ত হয়।”

“তবে দু’জনের চালই নাও। যদি না আসে, ভাতে জল দিয়ে রেখে দিও।”

ভাত হইল। ছোটগিন্নী সুরবালার ভাত বাড়িলেন। বড়-গিন্নী বলিলেন, “ও মা, ঐ ক’টা ভাতে বৌমার পেট ভরবে?”

ছোটগিন্নী বলিলেন, “খেতে পারে, আবার দেবো এখন, ব’স বৌমা, ব’স।”—সুরবালার মনের অবস্থা বুঝিয়া, তিনি ইচ্ছা করিয়াই ভাত কম দিয়াছিলেন।

সুরবালা খাইতে বসিল। কিন্তু খাইবে কি, তাহার যে বুক ঠেলিয়া কান্না আসিতেছে! এ দিকে আবার ভাত ফেলিয়া উঠিতেও তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। তাই কোনও ক্রমে ভাতগুলি সে নিঃশেষ করিল। গৃহিণীরাও জলযোগ করিতে বসিলেন।

বড়গিন্নী বলিলেন, “তাই ত! কি হ’ল, কেন এল না, কিছুই ত বুঝতে পারছিনে। শরীরগতিক ভাল আছে কি না, হরি জানেন!”

ছোটগিন্নী বলিলেন, “রামচরণ যা ব’লে গেল, তাই বোধ হয় ঘটেছে। সেখানে বোধ হয় গাড়ী ধরতে পারে নি। পরের গাড়ীতে আসবে হয় ত!”

বড়গিন্নী বলিলেন, “সে গাড়ী যে কখন্ আসে, তাও ত কিছু জানিনে। হে হরি, বাছাকে আমার ভালয় ভালয় বাড়ী এনে দাও, আমি তোমায় হরিন্নুট দেবো।”

অনেক রাত্রিতে খুকীর ঘুম ভাঙ্গিলে সে মাকে ঠেলিয়া ডাকিল, "মা—ও মা! ঘুমিচ্ছিস ?"

সুরবালা জাগিয়াই ছিল। বলিল, "কেন মা ?"

"আমার বাবা কৈ ?"

এবার সুরবালা আর চোখের জল রাখিতে পারিল না। বলিল, "আজ ত তিনি আসেন নি, মা !"

"কেন এল না মা ?"

"তোমার জন্যে বোধ হয় বিকুটিকু কিনতে দেরী হয়ে গিয়েছিল. তাই গাড়ী ধরতে পারেন নি।"

খুকী বলিল, "ওঃ! তা মা, বাবাকে বিকুটিকু কিন্‌তে বারণ ক'রে দিস্, আমি বিকু চাইনে, নেঞ্চু চাইনে, কিচ্ছু চাইনে। বাবাকে শীগি শীগি আস্‌তে বলিস্ মা !"—বলিয়া খুকী ঘুমাইয়া পড়িল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

উত্থান ও পতন

হীরালালের অক্লান্ত শুশ্রূষায় এক সপ্তাহ পরে রেবতী আরোগ্য লাভ করিল।

রেবতী উঠিয়াছে, কিন্তু হীরালালের পতন ঘটিয়াছে। এই এক সপ্তাহে হীরালাল—আর সে হীরালাল নাই। বিপিন বাবু যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ফলিয়া গিয়াছে। কি করিয়া দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে ইহা ঘটিল, আধুনিক-"আর্ট" মূলক সে বর্ণনা করা এ বৃদ্ধ বয়সে আমাদের সাধ্য নহে।

শনিবার দিন হীরালাল বাড়ীতে একখানি এবং বিপিন বাবুকে একখানি পত্র লিখিয়া দিয়াছিল। লিখিয়াছিল, বিশেষ কার্য্যে আটকাইয়া পড়াতে রবিবারে সে রওয়ানা হইতে পারিবে না। সে পত্র রবিবার বিকালে পাইয়া তাহার মা, স্ত্রী প্রভৃতির মৃতদেহে পুনর্জ্জীবন আসিয়াছিল। সোমবারে সে বিপিন বাবুর নামে মণি অর্ডারে ৫০৲ টাকা পাঠাইয়া দিল—অনুরোধ করিল, বিপিন বাবু যেন ঋণ শোধ হিসাবে ১০৲ টাকা রাখিয়া, বাকী ৪০৲ টাকা তাহার জননীকে পাঠাইয়া দেন।

গতকল্য রেবতীর জ্বর আসে নাই—আজ এখন বেলা চারিটা—আজিও সে ভাল আছে। প্রভাতে ডাক্তার বাবু আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন, আর জ্বর হইবার আশঙ্কা নাই, কিন্তু ম্যালেরিয়ার বিষ

দেহে প্রবেশ করিয়াছে, দেহ হইতে বিষটা নিষ্কাশিত করিতে হইলে পশ্চিমে কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া কিছুকাল বাস করা আবশ্যক।

আজ বিকালে চা খাইতে খাইতে হীরালাল ও রেবতীর মধ্যে সেই বিষয়েই আলোচনা হইতেছিল।

রেবতী বলিল, "কেই বা আমায় নিয়ে যাবে? এই ত আমার শরীরের অবস্থা! ঝি-চাকরের ভরসায় কোথায় বিদেশ বিভূঁয়ে গিয়ে প্রাণটা খোয়াব! তার চেয়ে এখানেই প'ড়ে থাকি, মরলে তবু গঙ্গাটা পাব।"

হীরালাল বলিল, "সে কি হয়? বাইরে তোমার যেতেই হবে। আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

"যাবে তুমি? আমাকে ছুটী বোধ হয় দেবে। পূরো মাইনে না হোক, অর্দ্ধেক মাইনেও দিতে পারে, কিন্তু তোমার নতুন চাকরী —তোমায় ছুটী দেবে কি?"

"না যদি দেয়, কি আর করা যাবে। তোমার প্রাণটা আগে, না আমার চাকরী আগে? ফিরে এসে তখন আব কোথাও কিছু একটা জুটিয়ে নিতে হবে।"

"তা হ'লে সত্যি কথা তোমায় খুলে বলি। আমি যে বিদেশে যেতে চাচ্ছিলাম না, অসহায়া অবলা রমণী, পাছে বিঘোরে প্রাণ হারাই সে ভয়ে নয়। তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবো না ব'লেই যেতে আপত্তি করছিলাম।"

হীরালাল নতমুখে বলিল, "আমিই কি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারতাম?"

কোথায় যাওয়া যায়, এই লইয়া আলোচনা চলিতে লাগিল। হীরালাল বলিল, "দার্জ্জিলিঙ মন্দ কি? কাছেপিঠেও বটে, স্বাস্থ্যকরও বটে।"

রেবতী বলিল, "দার্জ্জিলিঙ কি সুবিধে হবে? যেখানেই যাই, স্বামি-স্ত্রী পরিচয়েই আমাদের থাকতে হবে ত! দার্জ্জিলিঙে কলকাতার লোক হামেশা যাতায়াত করছে—পথে ঘাটে কত চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাবে। আমার আর তাতে কি যাবে আসবে? কিচ্ছু না! কিন্তু তোমার একটু মুস্কিল হবে না?"

হীরালাল বলিল, "হ্যাঁ, তা ত হবেই। কিন্তু কোনও চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হবে না, এমন প্রসাদপুরের মাঠ কোথায় খুঁজে পাওয়া যায়?"

রেবতী হাসিয়া বলিল, "কিন্তু প্রসাদপুর একটা যদি আবিষ্কারই করা যায়, সেখানে এক দিন তুমি আমার ঘাড়টা ধ'রে বলবে না ত—আমি তোমার যম!"—বলিয়া রেবতী, রোহিণীর সেইখানকার পার্টটুকু অ্যাক্ট করিয়া লইল।

হীরালাল হাসিতে লাগিল। কিন্তু সুরবালার কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় তাহার বুকে ব্যথাও বাজিল।

সিমলা, দেরাদুন, মসুরীর কথাও পর্য্যায়ক্রমে আলোচিত হইল। শেষে স্থির হইল, আলমোরা অথবা নৈনিতাল। পাহাড়ও বটে, বাঙ্গালীর গতিবিধিও কম।

সন্ধ্যার পর হীরালালকে রিহার্শালে যাইতে হইল। রেবতী বলিল, "দেখ, ম্যানেজার বাবুকে বোলো, যদি সময় পান, কাল যেন

একবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন।—তুমি কিন্তু আমাদের পাহাড়ে যাবার কথা, ছুটী-টুটীর কথা, কিচ্ছু তাঁকে বোলো না।”

রাত্রিতে ফিরিয়া হীরালাল বলিল, “কাল বেলা ৮টার পর ম্যানেজার বাবু আসবেন বলেছেন।”

রেবতী বলিল, “দেখ, সেই সময় তুমি কিন্তু বাড়ী থেক না। চা'-টা খেয়েই, কোথাও বেড়াতে বেরিও। যদি ইডেন গার্ডেনের দিকে যাও, এক কাযে দু'কাযই হ'তে পারে; বাথগেটের বাড়ী থেকে আমার ওষুধটাও অমনই নিয়ে আসতে পার, হরিসিংকে আর পাঠাব না তা হ'লে। তোমার সামনে আমি ম্যানেজারকে সব কথা বল্‌তে পারব না—তাই তোমায় সরাতে চাচ্ছি।”

হীরালাল হাসিতে হাসিতে বলিল, “তা বেশ, আমি বেরুব এখন। কিন্তু কেন বল দেখি? ম্যানেজার বেচারীকে তুমি নয়ন-বাণে বিদ্ধ ক'রে ছুটী আদায় ক'রে নেবে না কি?”

রেবতী বলিল, “সে পাকা ঝুনো, নয়ন-বাণে বিদ্ধ হবার ছেলেই সে নয়!”

পরদিন ম্যানেজার বাবু যথাসময়ে আসিলেন। রেবতীর পীড়ার মধ্যেও দুই দিন তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। চা খাইতে খাইতে সকল কথা তিনি ধীরভাবে শুনিলেন। শেষে বলিলেন, “ভারি মুস্কিল! দু'মাস গিয়ে চুণারে রইলে, আবার বলছ বিদেশে যাবে—থিয়েটর চালাই কি ক'রে বল দেখি?”

রেবতী বলিল, “কিন্তু উপায় কি বলুন? এখানে থেকে রোগে

ভুগে যদি আমি মারা যাই, তা হ'লেও ত আপনি আমার শোকে থিয়েটর তুলে দেবেন না!"

কিঞ্চিৎ তর্ক-বিতর্কের পর ম্যানেজার বাবু অবশেষে বলিলেন, "ডাক্তারদের কথা ছেড়ে দাও। ছ'মাস বলেছে ব'লে সত্যিই কি আর ছ'মাস লাগবে ভাল হ'তে? ওরা ও-রকম ব'লে থাকে। আচ্ছা, তিন মাসের ছুটী তোমায় দিচ্ছি না হয়। পূজোর আগে তোমায় এসে নতুন বইয়ের রিহার্শাল দিতে হবে।"

রেবতী বলিল, "মাইনেটা আমার পুরোই দেবেন ত? বিদেশে গেলে খরচ ত কম হবে না—এখানকার ডবল খরচ হয়ে যাবে।"

গাঁইগুঁই করিয়া অবশেষে ম্যানেজার বাবু ইহাতেও সম্মত হইলেন। তার পর রেবতী হীরালালের ছুটীর কথা পাড়িল।

ম্যানেজার বাবু বলিলেন, "সে কি ক'রে হয়? মোটে এক মাস ত ও কায করেছে। এরই মধ্যে ছুটী চায়-ই বা ও কোন্ মুখে?"

রেবতী বলিল, "আমি কি তবে বিদেশে বিভুঁয়ে একলাটি গিয়ে প্রাণ হারাব?"

ম্যানেজার বাবু বলিলেন, "ওকে না হ'লে তোমার যদি না-ই চলে, ওকেও ছুটী দিচ্ছি, কিন্তু মাইনে দিতে পারবো না।"

রেবতী বলিল, "এ তিন মাস ও বেচারী তা হ'লে খাবে কি?"

ম্যানেজার বলিলেন, "কেন, বিদেশে গিয়ে তোমরা দু'জনে কি ভিন্ন হাঁড়ি কাড়বে নাকি?"

"তা অবশ্য কাড়বো না, কিন্তু ওর স্ত্রী-পরিবার ত আছে। সে

যাক্,—আপনি এক কায করুন ম্যানেজার বাবু। ওর আমার দু'জনেরই হাপ পে ছুটী মঞ্জুর ক'রে দিন।"

ম্যানেজার বাবু সত্যই ঝুনা লোক। তিনি বুঝিতে পারিলেন, হীরালালের আত্মসম্মানটুকু বজায় রাখিবার জন্যই রেবতী নিজে এই ক্ষতি স্বীকার করিতেছে। হিসাব করিয়া দেখিলেন, তাহাতে থিয়েটরের লাভ বৈ লোকসান নাই—কারণ, রেবতীর বেতন হীরালালের বেতনের চতুর্গুণ। বলিলেন, "আচ্ছা, তাই। কবে যেতে চাও তোমরা? কোথায় যাবে?"

"কোথায় যাব, তা এখনও কিছু ঠিক করিনি। যেখানেই যাই, হপ্তাখানেকের ভিতরেই আমাদের রওয়ানা হ'তে হবে।—আর এক পেয়ালা চা' আপনাকে দিক না ম্যানেজার বাবু!"

"আবার চা খাব? তা দিতে বল। কৈ, হীরুকে ত দেখছি নে?"

"তিনি বাথগেটের বাড়ী থেকে আমার জন্যে ওষুধ আনতে গেছেন।"

ম্যানেজার বাবু দ্বিতীয় পেয়ালা চা শেষ করিয়া, ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওঃ ন' টা যে বেজে গেছে দেখছি। তুমি আজ দুটি ভাত খাবে ত?—সকালে সকালে খেয়ে নাও।"—বলিয়া পাণ মুখে দিয়া, সিগারেট ধরাইয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দশটার সময় হীরালাল ঔষধ লইয়া ফিরিয়া আসিল। বলিল, "কি হ'ল গো? তোমার নয়ন-বাণ ত ব্যর্থ হয় নি? ম্যানেজার-মৃগকে হত্যা করতে পেরেছ?"

রেবতী বলিল, "পূরো হত্যা করতে পারি নি। হাপ হত্যা হয়েছে বটে।"

"কি রকম? তোমায় ছুটী দিয়েছে, আমায় দিলে না বুঝি?"

"না, দিয়েছে দু'জনকেই। তবে তোমারও হাপ পে, আমারও হাপ পে।"

হীরালাল বলিল, "যাক্, বাঁচা গেল। ওষুধ এক দাগ খেয়ে নাও দেখি।"

"দাও। দিয়ে তুমি স্নান ক'রে ফেল। আমার ক্ষিধে পেয়েছে। কোথায় কোথায় বেড়ালে?"

"প্রেসক্রপসনখানা বাথগেটের বাড়ী দিয়ে, ইডেন গার্ডেনে খানিকক্ষণ বেড়ালাম। তার পর জেটিতে গিয়ে, ষ্টীমারে লোকজনের নামা-ওঠা দেখতে লাগলাম। সময় কি আর কাটে! সাড়ে ন'টা বেজে গেল, তার পর বাথগেটের বাড়ী থেকে ওষুধটা নিয়ে ট্রামে উঠলাম।"

রেবতীকে ঔষধ সেবন করাইয়া হীরালাল স্নান করিতে গেল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দার্জ্জিলিঙ যাত্রা

"যা হোক, একটা ঠিক ক'রে ফেল—আর ব'সে ব'সে ভাবলে কি হবে? আমি পাঁজি দেখেছি, বুধবারে দিন ভালই আছে—ঐ দিন আমরা বেরিয়ে পড়ি চল।"

সন্ধ্যার পরে হীরালাল বসিয়া নিবিষ্ট-চিত্তে টাইম-টেবল দেখিতেছিল, রেবতীর কথায় সে মুখ তুলিয়া চাহিল। বলিল, "দেখ, আলমোরা ত অনেক দূর, নৈনিতালেই যাওয়া যাক চল।"

রেবতী বলিল, "বাড়ীর কি হবে? নূতন যায়গা, সেখানে পৌঁছে আমরা উঠবো কোথা?"

হীরালাল বলিল, "সেই ত সমস্যা। নৈনিতালের কয়েকটা হোটেলের বিজ্ঞাপন এতে রয়েছে বটে, কিন্তু সবই দেখ্‌ছি, সাহেবদের হোটেল। সেখানে গিয়ে ওঠা কি আমাদের পোষাবে?"

"তা কি আর পোষায়? তা হ'লে নৈনিতাল-ফৈনিতাল ছেড়ে দাও—ঐ দার্জ্জিলিঙই ভাল। কাছাকাছি যায়গা, ভাড়াও কম, বাড়ী-টাড়ীও একটা সহজে পাওয়া যাবে। দার্জ্জিলিঙের কত খালি বাড়ীর বিজ্ঞাপন ত কাগজে থাকে দেখতে পাই!"

হীরালাল বলিল, "তা থাকে,—তবে সেখানেও ত সমস্যা!"

"চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার কথা বল্‌ছ ত? তা

আমি পর্দ্দানশীন সেজে থাক্‌বো এখন, আমি তোমার ঘরেরটি কি বাইরেরটি, কে-ই বা জানতে পারবে? এক পাতা সিঁদূর কিনে এনে দিও আমায়—আর সোণার পাতে মোড়া একগাছা সাবিত্রী নোয়া।"—বলিয়া রেবতী হাসিল।

হীরালাল বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। শেষে বলিল, "কিন্তু তুমি পর্দ্দার ভিতরে আবদ্ধ হয়ে থাকলে তোমার স্বাস্থ্যের উপকারটা কি হবে? সকালে বিকালে একটু বেড়ানো দরকার ত? জুতো মোজাও তোমায় পরতে হবে, নইলে বেড়াবে কি ক'রে?"

রেবতী বলিল, "সেটা আর আজকাল দোষ ব'লে গণ্য হয় না। দার্জ্জিলিঙ গিয়ে আমি দেখেছি ত পূর্ব্বে, কত হিন্দু ঘরের বউ, দিব্যি জুতো মোজা প'রে স্বামীর সঙ্গে বা অন্য কোনও পুরুষ অভিভাবকের সঙ্গে বেড়াতে বেরোয়। তবে হ্যাঁ, পথে স্বামীর কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'লে তারা শেকহ্যাণ্ড ক'রে হাডুডু বলে না, একটু অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ কেউ বা রিক্‌সা ক'রে বেরোয়,—একটু দূরে গিয়ে, নির্জ্জন স্থান দেখে নেমে, হেঁটে বেড়ায়।"

হীরালাল বলিল, "তবে তাই চল। দার্জ্জিলিঙেই তিনটে মাস কাটিয়ে আসা যাক্‌। প্রথমে গিয়ে জুবিলি স্যানিটেরিয়মে ওঠা যাবে, তার পর দেখে শুনে একটা বাড়ী ঠিক ক'রে নেওয়া যাবে, কি বল? স্যানিটেরিয়মে পরিবার নিয়ে থাকবার ব্যবস্থাও আছে শুনেছি।"

দুই জন ঝির মধ্যে সৌদামিনী সঙ্গে যাইবে স্থির হইল। অন্য

ঝি কিছু দিন হইতে বাড়ী যাইবার জন্য ছুটী চাহিতেছিল—সে বাড়ী যাউক। দ্বারবান হরি সিং এখানে থাকিয়া বাড়ী আগলাইবে। জিনিষপত্র যাহা প্রয়োজন, তাহারও একটা তালিকা প্রস্তুত হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি ৯টা বাজিয়া গেল। হীরালাল বলিল, "এইবার খাবার দিতে বলি,—তুমি রোগা মানুষ, আর বেশী রাত ক'রে খাওয়া ঠিক নয়।"—বলিয়া হীরালাল সৌদামিনীকে ডাকিয়া উভয়ের খাবার আনিতে আদেশ করিল।

পরদিন সারাটা দিন যে হীরালালের কোথায় দিয়া কাটিয়া গেল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। জিনিষ-পত্র কেনা, শিয়ালদহ ষ্টেশনে গিয়া গাড়ী রিজার্ভ করা, স্যানিটেরিয়মে ফ্যামিলি কোয়ার্টার্স ঠিক রাখিবার জন্য দার্জ্জিলিঙে টেলিগ্রাফ করা, আহীরিটোলার মেসে গিয়া হিসাব-পত্র চুকাইয়া দিয়া নিজের জিনিষপত্র লইয়া আসা, ইত্যাদি। হীরালালের নিজের জন্য আলমোরা বা নৈনিতালের উপযোগী দুই প্রস্থ গরম সুট পূর্ব্বেই অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল, সে গুলিও আনিতে হইল।

সন্ধ্যার পর হীরালাল বাড়ী ফিরিয়া একান্ত অবসন্ন দেহে সোফায় এলাইয়া পড়িল। রেবতী সোডা-মিশ্রিত কিঞ্চিৎ "ঔষধ" হীরালালকে পান করাইয়া তাহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল। এখন আর এ সকল বিষয়ে হীরালালের কোনও 'প্রেজুডিস্' ছিল না।

দার্জ্জিলিঙে পৌঁছিয়া, বাড়ী খুঁজিয়া লইতে কোন কষ্ট পাইতে

হইল না। সপ্তাহমাত্র স্যানিটেরিয়মে বাস করিয়া রেবতী ও হীরালাল সেই নূতন বাসায় উঠিয়া গেল।

রেবতী ইহার পূর্ব্বে আর একবার দার্জ্জিলিঙে আসিয়া মাসখানেক বাস করিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেবার তাহার চোখে দার্জ্জিলিঙ এত ভাল লাগে নাই। প্রথম মাসটা পরম আনন্দেই রেবতীর কাটিল। প্রভাতে ও বিকালে বেড়াইতে যাইবার পরামর্শই তাহাদের ছিল, কিন্তু প্রভাতে বড় একটা ঘটিয়া উঠিত না,—প্রভাতে চা পান করিয়া স্থানীয় ভৃত্য পাহাড়িয়া বালক কাঞ্চিকে সঙ্গে লইয়া হীরালাল বাজার করিতে যাইত। বাজার হইতে ফিরিয়া আসিতে বেলা ৯টা বাজিত। তাহার পর কিয়ৎক্ষণ গল্প-গুজব করিয়া স্নানাদির ব্যবস্থা। বিকালে চারিটা বাজিলেই উভয়ে সাজসজ্জা করিয়া ভ্রমণে বাহির হইত। প্রথম প্রথম রেবতী বেশী দূর যাইতে পারিত না, বিশেষ, চড়াই উঠিতে হইলেই সে অত্যন্ত হাঁপাইয়া পড়িত; কোথাও বসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে হইত। ক্রমে পথ হাঁটা, চড়াই ওঠা তাহার অভ্যাস হইয়া আসিতে লাগিল, তেমন আর কষ্ট হইত না। তবে এই এক মাসে দুইবার তাহার দেহাশ্রিত ম্যালেরিয়া-অসুর মাথা তুলিবার উপক্রম করিয়াছিল,—কিন্তু রেবতীকে কাবু করিতে পারে নাই। সৌভাগ্যবশতঃ পথে ঘাটে কোনও পরিচিত লোকের সহিত ইহাদের আজিও সাক্ষাৎ হয় নাই।

মাসকাবার হইয়া গেল। রেবতী থিয়েটরের ম্যানেজার বাবুকে পত্র লিখিল, যেন তাহার বেতনের টাকাটা মনি-অর্ডার করিয়া

এখানে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। হীরালালও সেই সঙ্গে পত্র লিখিয়া অনুরোধ করিল, ম্যানেজার বাবু যেন দয়া করিয়া তাহার বেতনও রেবতীর টাকার সঙ্গে একযোগে এখানে পাঠাইয়া দেন।

হীরালালের বাড়ীতে যে টাকা পাঠাইতে হইবে, তাহা রেবতীর ব্যাঙ্ক হইতে মনিঅর্ডারে যাইবে, এইরূপ পরামর্শই পূর্ব্ব হইতে ছিল। এখানকার ঠিকানা বাড়ীতে জানানো অভিপ্রেত নহে।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দার্জ্জিলিঙে

আষাঢ় মাস। দার্জ্জিলিঙে বর্ষা নামিয়াছে। আজ সারাদিন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িয়াছে; বৃষ্টির জন্য বিকালে বেড়াইতে বাহির হওয়া যায় নাই।

সন্ধ্যা হইয়া গেল। সমস্ত দিন বাড়ীতে বসিয়া থাকিয়া দুই জনেরই বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছিল। হীরালাল আসিয়াই রেবতীর অনুরোধে কাশীশ্বরী পাব্লিক লাইব্রেরীর মেম্বর হইয়াছিল;—সন্ধ্যার পর প্রায়ই উভয়ে ঘণ্টা দুই বহি পড়িয়া কাটাইত। বাজার করিয়া ফিরিবার পথে হীরালাল লাইব্রেরী হইতে বহি বদলাইয়া আনিত। শেষ যে বহিখানা আনিয়াছিল, তাহা গতকল্যই শেষ হইয়া গিয়াছে। আজ বৃষ্টির জন্য হীরালাল নিজে বাজারে যায় নাই—বহিও বদলাইয়া আনা হয় নাই। সময় কাটানোই মুস্কিল।

রেবতী প্রস্তাব করিল, "খানিক ব'সে দু'জনে বিন্তি খেলা যাক এস।"

হীরালাল বলিল, "মন্দ কি! যা হোক কিছু একটা করা যাক্।"

রেবতী শয়নকক্ষে গিয়া তাহারা বাক্স হইতে তাস বাহির

করিয়া আনিল। ছোট একখানা টিপয় মাঝে রাখিয়া দুই জনে বিন্তি খেলা সুরু করিল।

হীরালাল কলের পুতুলের মত বসিয়া খেলিতে লাগিল বটে, কিন্তু খেলায় মনঃসংযোগ করিতে পারিল না। অকারণে তাহার "চৌদ্দ" ধরা পড়িয়া যায়,—তাহার হাতে ফেরাই থাকিতেও রেবতী নিজ "দশ"গুলা লইয়া পলায়ন করে—এইরূপ হইতে লাগিল। হীরালাল হারিতে লাগিল।

রেবতী বলিল, "ও কি হচ্ছে তোমার? মন তোমার কোথায় বল দেখি?"

হীরালাল বলিল, "কি জানি, খেলায় কেমন মন লাগাতে পারছিনে। এ থাক্ গে—দু'জনে ব'সে একটু গল্প করা যাক্ এস।"

"আচ্ছা, হাতের বাজিটা তা হ'লে শেষ হোক্।"—বলিয়া রেবতী তাস ফেলিল।

খেলা শেষ করিয়া, নিজ হাতঘড়ির পানে চাহিয়া রেবতী বলিল, "৮টা বাজে। এইবার পেগ দিতে বলি?"

"বল।"

প্রথম গ্লাসের মাঝামাঝি আসিয়া পৌছিয়া রেবতী বলিল "একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌ব, সত্যি বল্‌বে?"

"কোন্ দিন তোমায় মিথ্যা বলেছি?"—বলিয়া গ্লাসে একটা চুমুক দিয়া হীরালাল উহা রেবতীর হাতে দিল।

রেবতী বলিল, "তা বলনি বটে। আচ্ছা, আজ বিকেল থেকে তুমি কি কিছু ভাবছ? প্রায়ই দেখছি, তুমি যেন কেমন অন্যমনস্ক।

আজ বেলা তিনটের পর থেকে একটিবারও তোমার মুখে আমি হাসি দেখিনি।"

হীরালাল বলিল, "দিনের বেলায় ঘুমানোটা অন্যায় হয়ে গেছে।"

"তা ত হয়েছেই। এই ঠাণ্ডায়, দিনে ঘুমিয়ে শরীরটে আমারও কেমন ম্যাজ-ম্যাজ করছে। কিন্তু তোমার শুধু শরীরটে নয়, মনটাও যেন কেমন বিকল হয়ে গেছে। আচ্ছা, তাই নয় কি?"

হীরালাল বলিল, "মনটাও আমার খারাপ হয়েছে, তা সত্যি।"

"কেন? বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে?"

"ঠিক তাই নয়। একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি।"

রেবতী বলিল, "কি দুঃস্বপ্ন, আমায় বল না গো?"

"তোমায় ব'লে ফল কি? মিছে তোমারও হয়ত মন খারাপ হয়ে যাবে।"

"আমার মন খারাপ হবে—এমন কি স্বপ্ন?—আমি ম'রে গেছি, এই কি তুমি স্বপ্ন দেখেছ?—তা যদি দেখে থাক, তাকে ত দুঃস্বপ্ন বলা যায় না,—সেটা ত সুস্বপ্ন, ভাই!"

হীরালাল বলিল, "না, সে স্বপ্ন আমি দেখিনি। যা দেখেছি, তোমায় বলব—কিন্তু গ্লাস খালি হয়ে গেছে, আর একটু ঢাল। আমি যা স্বপ্ন দেখেছি, শুনে তুমি বল, আমার এখন কি করা কর্ত্তব্য।"

রেবতী আবার গ্লাস ভর্ত্তি করিয়া দিল। হীরালাল কিঞ্চিৎ পান করিয়া, রেবতীকে দিয়া, নীরবে একটা সিগারেট ধরাইল।

রেবতী কাতর নয়নে হীরালালের পানে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

হীরালাল তখন ধীরে ধীরে বলিল, "মরার স্বপ্নই দেখেছি বটে। স্বপ্ন দেখলাম, যেন দেশে গেছি, আর সুরবালা মৃত্যুশয্যায়। আমাকে দেখে যেন তার দু'টি চোখ দিয়ে টস্-টস্ ক'রে জল পড়তে লাগল। আমি রুমাল দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে, তার মাথায় গায়ে হাত বুলুতে লাগলাম। সে যেন আমার পায়ের ধূলো নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে আমার পা খুঁজতে লাগলো। আমি তাকে বল্লাম, 'তুমি সতীলক্ষ্মী—পুণ্যবতী, আমি পাষণ্ড পাপী দুরাচার—আমার পায়ের ধূলো নিয়ে নিজেকে তুমি অপবিত্র ক'রো না।' কিন্তু সে শুনলে না,—আমার পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় দিয়ে, চোখ বুজে রইল। তার মুখখানি তখন শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সে, চোখ বুজেই রইল। কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে, আমি তাকে নাম ধ'রে ডাকলাম, কিন্তু আর উত্তর পেলাম না। নাকে হাত দিয়ে দেখলাম, নিশ্বাস আর বইছে না—সব শেষ হয়ে গেছে।"

রেবতী শুনিয়া চক্ষু নত করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব। শেষে রেবতী বলিল, "তুমি এখানে এসে অবধি বাড়ীতে চিঠিপত্র কিছুই লেখনি,—নয়?"

হীরালাল বলিল, "কৈ আর লিখেছি।"

"তাদের কোনও চিঠিও তুমি ত কৈ পাও নি! বোধ হয়,

তোমায় তাঁরা চিঠিপত্র যা লিখেছেন, তা সেই আহীরিটোলার বাসাতেই এসে প'ড়ে আছে।"

"সম্ভব।"

"বিপিন বাবুর নামে একটা তার পাঠিয়ে দাও না। বাড়ীর সবাই কে কেমন আছেন, জিজ্ঞাসা কর। এত দিন বাড়ীতে কোনও চিঠিপত্র না লেখা তোমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে কিন্তু।"

"আজ লিখি কাল লিখি ক'রেই লেখা হয় নি। আর, কিই বা লিখবো ছাই! তবে কলকাতা ছাড়বার আগে বিপিনকে আমি একখানি ছোট চিঠি লিখেছিলাম,—পাকেপ্রকারে সব কথা তাকে জানিয়েছিলাম। আর তাকে লিখেছিলাম, বাড়ীর লোক যদি তাকে জিজ্ঞাসা করে, তা হ'লে সে যেন বলে সে আমার চিঠি পেয়েছে আমি ভালই আছি।"

"তুমি যে দার্জ্জিলিঙে আসছ সে কথা তাঁকে জানিয়েছিলে?"

"না—তা জানাই নি। লিখেছিলাম, অজ্ঞাতবাসে যাত্রা করছি, তিন মাস পরে কলকাতায় ফিরে এসে আবার চিঠি লিখ্‌বো।"

রেবতী বলিল, "তুমি টেলিগ্রাফ ক'রেই দাও। বিপিন বাবু যখন আসল কথাই জানেন, তখন দার্জ্জিলিঙে তোমার ঠিকানা জানলে কি আর তেমন ক্ষতি হবে? আর্জেন্ট ক'রে দাও—কাল দিনের মধ্যে এক সময় জবাব এসে পৌঁছবে।"

রেবতীর পরামর্শ অনুসারে হীরালাল টেলিগ্রাম লিখিল। ভৃত্য-বালক কাঞ্চি তখনই গিয়া সে টেলিগ্রাম রওয়ানা করিয়া আসিল।

পরদিন বেলা দুইটার পর তারের জবাব আসিল। বিপিন বাবু লিখিয়াছেন, "তোমার বাড়ীর সকলেই কুশলে আছেন, কোনও চিন্তা নাই।"

টেলিগ্রাম পাইয়া হীরালালের মনটা নিশ্চিন্ত হইল। তাহার মুখে আবার হাসি ফুটিল।

রেবতী হাসিতে হাসিতে বলিল, "দেখলে ত! আমি তোমায় বলেছিলাম, কিছু ভয় নেই, সুরবালা ভালই আছে। এখন আমায় কি বক্‌শিস দেবে দাও।"

হীরালাল বলিল, "আমার থাকবার মধ্যে ত আমি নিজেই—তা ত তোমায় দিয়ে ফেলেছি! আর কোথায় কি পাব বল?"

এইরূপ হাস্য-পরিহাসের মধ্যে চা-পান সমাপ্ত করিয়া, উভয়ে বেড়াইতে বাহির হইল। আজ আকাশটা বেশ পরিষ্কারই ছিল।

"আজ কোন্ দিকে যাওয়া যায়?"—গল্প করিতে করিতে দুই জনে পদচালনা করিল। ক্রমে উভয়ে দার্জ্জিলিঙের হিন্দুশ্মশানের দিকে নামিতে লাগিল। শ্মশানভূমির প্রান্ত দিয়া ক্ষুদ্র গিরি-নির্ঝরিণী কুলু-কুলু শব্দে বহিয়া চলিয়াছে। নিকটে কোথাও জনমানব দৃষ্ট হইতেছে না। দাহস্থানের কাছাকাছি পৌঁছিয়া দুই জনে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। এ স্থানে পূর্ব্বেও একদিন ইহারা বেড়াইতে আসিয়াছিল। রেবতী জিজ্ঞাসা করিল, "ফিরবে? না, একটু বসা যাবে?"

হীরালাল বলিল, "চল, জলের কাছে বসি। ঐ দেখ, মস্ত এক খানা পাথর রয়েছে—বসবার সুবিধে আছে।"

শ্মশানভূমি প্রদক্ষিণ করিয়া, দুই জনে গিয়া সেই শিলাতলে উপবেশন করিল।

রেবতী বলিল, "আচ্ছা, তোমার সে টেলিগ্রামখানায় দেখেছিলে, কখন বিপিন বাবু সেটা রওয়ানা করেছিলেন ?"

হীরালাল পকেট হইতে টেলিগ্রাম বাহির করিয়া, উহা পরীক্ষা করিয়া বলিল, "আজ সকালে ১০টা ২০ মিনিটে।"

"তা হ'লে আজ সকালেই বোধ হয় বিপিন বাবু তোমার টেলিগ্রামখানা পেয়েছিলেন ?"

"তাই সম্ভব।"

"তিনি বোধ হয়, তোমার বাড়ীতে গিয়ে, সবাই কেমন আছে জেনে এসে, তার পর তার করেছেন ?"

"নিজে গিয়ে হোক, অথবা কাউকে আমাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে হোক্, খবরটা আগে নিয়েছেন নিশ্চন।"

"আচ্ছা, কলকাতা থেকে তুমি তাঁকে যে চিঠি লিখে এসেছ, সে চিঠি পেয়ে তিনি কথাটা সেখানে প্রকাশ ক'রে দেন নি ত ?"

"সে রকম হাল্কা সে নয়।"

"এত দিন তিনি তোমার ঠিকানা জানতেন না, কাযেই সে চিঠির কোন উত্তর দিতেও তিনি পারেন নি। এইবার ঠিকানা জেনেছেন, এইবার একখানা খুব কড়া চিঠি তুমি পাবে বোধ হয় তাঁর কাছ থেকে। আমার সঙ্গে মিশতে পৈ-পৈ ক'রে তোমায় বারণ করেছিলেন। যে ভয়ে করেছিলেন, শেষে তাই তুমি ঘটালে, তবে ছাড়লে।"

হীরালাল এ কথার কোন উত্তর করিল না, শুধু তাহার মুখে একটু বিষাদের হাসি প্রকাশ পাইল।

হীরালালকে নীরব দেখিয়া রেবতী আদরের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাগা, তুমি কি ভাবছ, বল না!"

হীরালাল বলিল, "বিশেষ কিছু নয়। কাল সন্ধ্যেবেলায় তোমাকে যখন আমি স্বপ্নের কথা বলেছিলাম, তখন একটা কথা বলতে ভুলেছি। স্বপ্নে সুরোকে যখন পোড়াতে গিয়েছিলাম, তখন আমাদের গ্রামের নদীর ধারের সে শ্মশান ত দেখিনি। এই শ্মশানটাই দেখেছিলাম।"

রেবতী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "এই শ্মশান! বল কি?"

হীরালাল বলিল, "হ্যাঁ, ঠিক এই শ্মশান।"

রেবতী বলিয়া উঠিল, "ওঃ, তা হ'লে বুঝেছি!"

"কি বুঝেছ?"

"স্বপ্নে সুরোকে তুমি পোড়াতে আসনি, আমাকেই পোড়াতে এসেছিলে।"

"না না—সুরোকে। আমাদের বাড়ীতে, আমার শোবার ঘরে, সেই তক্তপোষের উপর—সুরো আমার পায়ের ধূলো নিয়ে চোখ বুজলে—সেখানে তুমি যাবে কি ক'রে?—সে সুরোই!"

রেবতী বলিল, "বর্দ্ধমান জেলার সেই মাধবপুর গ্রাম থেকে সুরোর দেহ দার্জ্জিলিঙের এই শ্মশানেই বা আসবে কেমন ক'রে, তাই বল। সুরো সতীলক্ষ্মী, সে কেন মরবে? সে দীর্ঘজীবী হয়ে বেঁচে থাকুক, পাকা মাথায় সিঁদূর পরুক—আমিই বোধ

হয় এই দার্জ্জিলিঙে দেহ রাখবো। তুমি আমায় পুড়িয়ে—কাঁদতে কাঁদতেই বোধ হয়—কলকাতায় ফিরে যাবে। দেখ, লোকে কথায় বলে, স্বপ্নে আপনার ভাল বা মন্দ কিছু দেখলে সেটা পরের হয়।"

হীরালাল রেবতীর একখানি হাত নিজ হাতের মধ্যে লইয়া গদ্‌গদ স্বরে বলিল, "তুমিই কি আমার পর?"

রেবতী সেইরূপ স্বরে বলিল, "পর না ত কি? এ জন্মে ত পর! আসছে জন্মে যদি পার ত তোমার রেবিকে আপন ক'রে নিও। জাল সিঁদুর, জাল নোয়া যেন আমায় আর না পরতে হয়!"—বলিতে বলিতে রেবতীর চক্ষু দিয়া টপ্-টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

"ছি ছি, মিছে তুমি মন খারাপ করছ কেন ভাই?"—বলিতে বলিতে হীরালাল সযত্নে রেবতীর অশ্রু মুছাইয়া দিল। বলিল, "চল, এবার ফেরা যাক্। ঐ দেখ, সূর্য্য ডুবে যাচ্ছে। অনেকটা দুর চড়াই উঠতে হবে।"

রেবতী বলিল, "না, আর একটু বসি। সত্যি, আমার বেশ লাগছে। শ্মশানে এলে মানুষের মন পবিত্র হয়, সে কথা ত মিথ্যে নয়! আমি এমন পাপী মানুষ, আমারও মনে হচ্ছে, যেন কত উঁচুতে উঠেছি।"

হীরালাল নীরবে, নতমুখে বসিয়া রহিল। রেবতীও কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিবার পর বলিল, "আচ্ছা, যে পাপী, সে যে চিরকাল পাপীই থাকবে, এমন কিছু কথা আছে কি?"

হীরালাল মুখ তুলিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই না।"

"তা হ'লে, আমরা দু'জনে ইচ্ছা করলে ত এই পাপ পথ পরিত্যাগ করতে পারি ?"

হীরালাল বিষাদপূর্ণ স্বরে বলিল, "ভালবাসা কি পাপ ?"

রেবতী বলিল, "আমি মূর্খ মেয়েমানুষ। ভালবাসা পাপ কি না, তা জানিনে। কিন্তু কারু মন্দ করা, কারু মনে কষ্ট দেওয়া, নিশ্চয়ই পাপ। সুরবালা তোমার বিবাহিতা স্ত্রী—তোমার উপর সম্পূর্ণ অধিকার তারই! আমি তার স্বামীটিকে কেড়ে নিচ্ছি—তা আমি তাকে যতই ভালবাসি না কেন—এটা নিশ্চয়ই পাপ। তবে, ভালবাসা যে পাপ নয়, সেটাও ঠিক। কেন না, পূর্ব্বেও আমি অন্য পুরুষের সংস্রবে এসেছি, তখন কৈ এক দিনও ত আমার মনে হয় নি যে, আমি তার বিবাহিতা স্ত্রীর সর্ব্বনাশ করছি। আজ আমার সে কথা কেন মনে হচ্ছে জান?—ভালবাসা যে কি জিনিস, তা ত আগে জানতাম না! আগে বুঝতাম স্বার্থসিদ্ধি—বাসনা-পরিতৃপ্তি। তোমাকে পেয়ে এত দিনে আমি সত্যি ভালবাসা যে কি, তার স্বাদ পেয়েছি। সেই ভালবাসার আগুনে, আমার মনের সব ময়লা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। এখন আমার কি মনে হয় জান?—আমি স্বচ্ছন্দে, সতীকে তার পতি ফিরিয়ে দিয়ে, চ'লে যেতে পারি। পুরাণের যুগে, পুণ্যাত্মা রাজা, অন্যকে পৃথিবী দান ক'রে নিজে নিঃস্ব হ'তে পারতেন; আমি কি পরের জিনিষের লোভটুকুও পরিত্যাগ করবার মত শক্তি রাখিনে?"—বলিয়া নীরব হইল।

হীরালাল ধীরে ধীরে রেবতীর একখানি হত টানিয়া লইয়া,

নিজ বক্ষে তাহা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আমার বুকের ভিতরটা কি রকম তোলপাড় করছে, দেখ।"

রেবতী নিজ হাতখানি হীরালালের বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তুমি অধীর হচ্ছ কেন, ভাই? সত্যিই কি আমি মরবো, কিংবা সত্যিই কি আমি তোমায় ছেড়ে চ'লে যাব? মুখেই এত বক্তৃতা করলাম—অভিনেত্রী যদি বক্তৃতা না করবে ত করবে কে বল? যা বল্লাম, সত্যিই কি আমি তা পারবো?—সত্যিই কি এত উঁচুতে আমি উঠেছি? ষ্টেজের উপর আমি যে সীতা সাজি—অগ্নিপরীক্ষায় পার হয়ে আসি—এও বোধ হয় সেই রকম। না-না,—আর এ শ্মশানে বেড়াতে আসা হবে না।" এ পর্য্যন্ত রেবতী হাসিতে হাসিতে বলিল। তার পর হঠাৎ তাহার মুখখানি আবার গম্ভীর হইয়া উঠিল। বলিল, "এবার যে দিন আস্‌বো—তুমি আসবে পায়ে হেঁটে, আমি আসবো কাঁধে চ'ড়ে। ওঠ ভাই—চল এখন বাড়ী যাই—অন্ধকার হবার আর দেরী নেই।"

দুই জনে তখন উঠিয়া, হাত-ধরাধরি করিয়া গৃহাভিমুখে চলিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দুশ্চিন্তা।

সুরবালার মনে মনে আশা ছিল, গত রবিবারে বিশেষ কার্য্যে আটকাইয়া পড়াতে তিনি বাড়ী আসিতে পারেন নাই, আগামী রবিবারে "নিশ্চয় বোধ হয়" আসিবেন। প্রাণ বলে, "নিশ্চয়" আসিবেন; না আসিলে আমার গতি কি হইবে? কিন্তু সাংসারিক বুদ্ধি, ঐ "নিশ্চয়"এর সঙ্গে একটা "বোধ হয়" লাগাইয়া দেয়! আকাঙ্ক্ষা অতিশয় প্রবল বলিয়াই কি সব সময় তাহা মিটে? অভাব অতিমাত্রায় যন্ত্রণাদায়ক বলিয়াই কি সত্বর তাহার পরিপূরণ হইয়া যায়? সুরবালা মনে মনে আশা করিতে লাগিল, শনিবার নাগাইদ বোধ হয় আবার পত্র আসিবে, "আগামী রবিবার সন্ধ্যার পর আটটা নয়টার মধ্যে আমি বাড়ী পৌছিব।"

বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে হীরালালের প্রেরিত মনি-অর্ডারটি বিপিন বাবুর হস্তে আসিয়া পৌছিল। সন্ধ্যার পর তিনি হীরালালের জননীর উদ্দিষ্ট চল্লিশটি টাকা হাতে করিয়া তাহাদের বাড়ী গিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "খুড়ীমা! হীরুদাদা টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে।" এই কথা শুনিয়া হীরালালের জননী যে কি পরিমাণ আনন্দিত হইলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। বিপিন বাবুকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। পিয়ন নোট দিয়া গিয়াছিল, কিন্তু বিপিন বাবু সে নোট রাখিয়া নিজ তহবিল হইতে চল্লিশটি রূপার

টাকা কাগজে মুড়িয়া পকেটে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। হীরালালের মাতা টাকা পাইয়া সেগুলি মাথায় ঠেকাইয়া, কয়েকটি টাকা দেব-দেবীগণের পূজার জন্য তুলিয়া রাখিলেন। বিপিন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ বাবা, হীরু কবে বাড়ী আসবে, তা কিছু লিখেছে?" বিপিন বাবু মনি-অর্ডারের কুপনটি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, উহা পড়িয়া শুনাইয়া বলিলেন, "না খুড়ীমা, কবে আস্‌বে, তা ত কিছু লেখেনি।"

সুরবালার মনটি সন্দেহ-দোলায় দুলিতে লাগিল—আগামী রবিবারে স্বামীর আগমন সম্বন্ধে আশা অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িল। একে ত আসিবার বিষয় কোনও কথাই লেখা নাই, তদুপরি আগামী রবিবারে যদি আসা ঘটিত, তবে কি অনর্থক মাসুল খরচ করিয়া টাকাগুলি তিনি মনি-অর্ডার করিতেন? সঙ্গেই লইয়া আসিতেন।

রবিবার আসিল ও চলিয়া গেল,—হীরালালের কোনও সংবাদ নাই। দিন গণিতে গণিতে আরও একটা রবিবার আসিল, হীরালালের কোনও পত্রাদি না আসায়, তাহার জননী চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি সুরবালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বউমা, তুমি কি হীরুকে কোনও চিঠিপত্র লিখেছ?"

সুরবালা বলিল, "হ্যাঁ মা, আমি দু'খানা চিঠি লিখেছি। কিন্তু কোনও জবাব ত এল না!"

"কবে লিখেছ?"

"একখানা লিখেছি, যে দিন বিপিন ঠাকুরপো টাকা দিয়ে

গেলেন, তার পরের দিন। আর একখানা লিখেছি পাঁচ ছ'দিন হ'ল।"

গৃহিণী বলিলেন, "তাই ত! চিঠি কেন আসছে না? শরীর-গতিক কেমন আছে, তাই বা কে জানে!"

সুরবালা মুখ ফিরাইয়া লইয়া, একটি নিশ্বাস ফেলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। ছোটগিন্নী সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বড়গিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোটবৌ, চুণি কোথায় গেল?"

"কি জানি, কোথায় বেরিয়েছে। কেন দিদি?"

"তাকে একবার বিপিনের কাছে পাঠাতাম, যদি তার কাছে হীরুর কোনও চিঠিপত্র এসে থাকে।"

"আচ্ছা, চুণি বাড়ী এলেই পাঠাব এখন।"

বেলা প্রায় ১১টার সময় চুণি বাড়ী ফিরিয়া হাঁকিল—"তোমাদের রান্না-বান্না হয়ে থাকে যদি ত তেল দাও, নেয়ে আসি!"

ছোটগিন্নী রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "হতভাগা ছোঁড়া! কোথায় ছিলি এত বেলা অবধি বল্ দেখি? পেট জ্বলে উঠেছে, তাই বুঝি বাড়ী ব'লে মনে পড়েছে?"

চুণি বলিল, "কেন, আজ রবিবার ছুটীর দিনটেও বাড়ীতে ব'সে ব'সে ভেরাণ্ডা ভাজতে হবে না কি? দাও, তেল দাও।"

"কোন্ চুলোয় গিয়েছিলি, বল না?"

"চুলোয় যাব কি দুঃখে? ঘোষেদের বাগানে আমরা গুলি-দাঁড়া খেলছিলাম। সব কাযেরই কি কৈফেৎ তোমাদের কাছে

দিতে হবে নাকি? ভাল জ্বালা! এখন একটু তেল দেবে? না রুখ্‌খু নেয়ে আস্‌বো?"

"নাইবি এখন। আচ্ছা, যা দেখি চট্‌ ক'রে একবার জমীদার-বাড়ীতে। বিপিন দাদাকে গিয়ে বল যে, অনেক দিন হীরুদাদার কোনও চিঠিপত্র না আসাতে বাড়ীর সবাই ভেবে মরছে, আপনার কাছে তাঁর কোনও চিঠিপত্র এসেছে কি?"

চূণি বলিল, "হ্যাঁ, বেলা দুপুর বাজতে চল্ল, ক্ষিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে, এখন এই রোদ্দুরে আমি যাই জমিদার-বাড়ীতে! আমার ত আর মনিষ্যির প্রাণ নয়—আমি যেন একটা গোরু কি ভেড়া।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "তুই একটা গাধা! যা যা, চট ক'রে জিজ্ঞেস ক'রে আয়, মিছে দাঁড়িয়ে তক্ক করিস নে!"

বড়গিন্নী মালা জপ করিতেছিলেন, উহা শেষ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, এখন যেতে হবে না, ও বেলাই যাস না হয়। এখন যা, নেয়ে এসে ভাত খা। দাও ছোটবৌ, ওকে একটু তেল দাও।"

আহারাদি শেষ করিয়া পাণ লইয়া চূণি উচ্চস্বরে বলিল, "দেখ, একটা বিশেষ কাযে এখনই আমি বেরুচ্চি। অমনি ঐ দিক থেকেই জমীদার-বাড়ীতে গিয়ে খবর এনে দেবো—পাঁচটার মধ্যেই আমি ফিরবো, তোমরা নিশ্চিন্তি থাক।"—বলিয়া বালক চটিজুতা ফট্‌-ফট্‌ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

পাঁচটার সময় চূণি ফিরিয়া আসিল। বড়গিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ বাবা, গিয়েছিলি সেখানে?"

চুণি পা ধুইবার আয়োজন করিতে করিতে বলিল, "সেইখান থেকেই ত আসছি!"

"কি বল্লে বিপিন? চিঠিপত্র কিছু পেয়েছে?"

চুণি বলিল, "বিপিন দাদার সঙ্গে মোটে দেখাই হ'ল না, বলবো কি! বৈঠকখানায় তাকে দেখতে না পেয়ে বাড়ীর ভিতর পর্য্যন্ত গেলাম। সেখানে নেই। তখন মাথায় হঠাৎ এক বুদ্ধি এল। ভাবলাম, বিপিন দাদার কাছে যদি কোনও চিঠি এসে থাকে, তবে তার বউ নিশ্চয়ই সে কথা জানে। বিপিন দাদার বউকে গিয়ে সব কথাই খুলে বল্লাম। বউ বল্ল, "হ্যাঁ চিঠি এসেছে বৈ কি, তোর হীরুদা ভালই আছে, ভাবতে বারণ ক'রে দিস।"

বড়গিন্নী হাঁকিয়া বলিলেন, "তবে কে বলে রে ছেলের বুদ্ধি নেই? কবে চিঠি এসেছিল, তা কিছু বল্লে?"

চুণি পা ধুইতে ধুইতে বলিল, "ভাল কথা মনে প'ড়ে গেল, কবে চিঠি এসেছিল, তা কিছু বল্লে না বটে, কিন্তু বউদিদিকে একবার গিয়ে দেখা করতে বলেছে।"

বড়গিন্নী বলিলেন, "তোর বউদিদিকে যেতে বলেছে?"

চুণি বলিলেন, "হাঁ গো হাঁ, আমার বৌদিদিকে না ত কি কেষ্টার বউদিদিকে? বলেছে, বিশেষ দরকার আছে।"

সুরবালা অদূরে দাঁড়াইয়া সকল কথাই শুনিতেছিল। কৈ আর কখনও ত বিপিন বাবুর স্ত্রী এরূপ ভাবে ডাকিয়া পাঠান না! কারণটা কি? কেবল একটু গল্প সল্প করিবার জন্য? না, তাহা ত বোধ হয় না, কারণ, তিনি বলিয়া দিয়াছেন, বিশেষ প্রয়োজন আছে।

কি এমন বিশেষ প্রয়োজনে বিপিন বাবুর স্ত্রী তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন? কোনও মন্দ সংবাদ কি? যাহা হউক, স্বামী ভাল আছেন, এ কথা ত তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন,—এমন কি, ভাবিতে পর্য্যন্ত বারণ করিয়া দিয়াছেন।

চুণি হাত-মুখ ধুইলে, তাহাকে জলযোগ করাইয়া সুরবালা তাহাকে একান্তে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ রে চুণি, বিপিন বাবুর বউ তোকে কি সব কথা বলেছে, আমি ভাল ক'রে শুনতে পাই নি! সব কথা ঠিক ঠিক ক'রে আমায় বল্ দেখি।"

চুণির মেজাজটা জলযোগান্তে বেশ প্রসন্ন ছিল, বিপিন বাবুর স্ত্রীর সহিত তাহার কথাবার্ত্তাগুলির পুনরুক্তি করিল। কিন্তু পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিল, তাহার সহিত বিশেষ কোনও তফাৎ হইল না।

সুরবালা জিজ্ঞাসা করিল, "কবে যেতে হবে, তা কিছু বলেছে?"

"না, তা কিছু বলেনি। কেবল বল্লে, একবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস্, বিশেষ দরকার আছে। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়ে গেল। বলেছে, তোর বউদিদি যেন একলা আসে, কাকীমা টাকীমা কাউকে সঙ্গে নিয়ে নয়।"

"বিপিন বাবু কোথায় ছিলেন সে সময়?"

"বল্লাম যে, বিপিন দাদার সঙ্গে মোটে ত দেখাই হ'ল না। তিনি যে পাঁচ ছ' দিন হ'ল দেহাতে গেছেন, এখনও ত ফেরেন নি।"

সুরবালা বলিল, "আচ্ছা, আজই তা হ'লে সন্ধ্যার পর আমায় নিয়ে চল্, কি বলিস?"

চুণি বলিল, "সন্ধ্যার পর? তা আমি নিয়ে যেতে পারি, আমার

নিজের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু জেঠীমা কি সন্ধ্যার পর তোমায় যেতে দেবেন? রাত-বিরেত বউ-ঝি পথঘাটে বেরোন কি ভাল?”

সুরবালা বলিল, “মা যদি যেতে দেন, তা হ’লে নিয়ে যাবি ত?”

“হ্যাঁ, তা যাব না কেন?”

সুরবালা প্রথমে শ্বাশুড়ীর নিকট দরবার না করিয়া, ছোট-কাকীমার নিকট গেল। তাঁহাকে সব কথা বুঝাইয়া বলাতে তিনিও বলিলেন, “হ্যাঁ, সত্যিই ত। ভাবনার কথাই ত বটে। বিশেষ, তোমায় একলা যেতে বলেছে, আমাদের কারু সঙ্গে নয়। কোনও গোপনীয় কথাই আছে নিশ্চয়!”

সুরবালা বলিল, “তুমি কাকী-মা, মাকে ব’লে তাঁর মতটা করিয়ে দাও! আমি চুণিকে ব’লে রেখেছি, সে আমায় সঙ্গে ক’রে নিয়ে যাবে।”

“আচ্ছা, দিদিকে আমি বলি গে।”

বড়-গিন্নী প্রথমটা চুণির কথার সম্পূর্ণ তাৎপর্য্যটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। ছোট-বউয়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তার পর তাঁহারও মনটি শঙ্কাকুল হইল। সুরবালাকে যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দুঃ-সংবাদ।

বালক দেবরকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যার পর সুরবালা জমীদার-ভবনে গিয়া উপস্থিত হইল। বিপিন বাবুর স্ত্রী সুহাসনলিনী আসিয়া, "এস দিদি"—বলিয়া সুরবালাকে অভ্যর্থনা করিল। চুণিলালকে বলিল, "চুণি, তুমি ভাই বাইরে গিয়ে বৈঠকখানায় ব'সে থাক,—তোমার বৌদিদির যখন বাড়ী যাবার সময় হবে, তখন আমি তোমায় ডেকে পাঠাব এখন।"

"আচ্ছা"—বলিয়া চুণি প্রস্থান করিল।

সুহাস সুরবালাকে নিজ শয়নকক্ষে লইয়া গিয়া বসাইল। সুরবালা বলিল, "ঠাকুরপো দেহাতে গেছেন শুনলাম, ফিরবেন কত দিনে?"

সুহাস বলিল, "ফিরতে তাঁর বোধ হয় এখনও এক সপ্তাহ দেরী হবে।"—বলিয়া সুহাস নতনেত্রে গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল।

অন্যান্যবার সুরবালার সহিত সুহাসের যখনই সাক্ষাৎ হইয়াছে,—সুহাস কত হাসি হাসিয়াছে, কত গল্প করিয়াছে, আজ তাহার এই গম্ভীর ও বিষণ্ণভাব দেখিয়া সুরবালার শঙ্কাকুল হৃদয় আরও শঙ্কান্বিত হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে বলিল, "কি বিশেষ কথা বলবার জন্যে আমায় অমন তাগিদ ক'রে ডেকে পাঠিয়েছ, ভাই?"

সুহাস বলিল, "ব'স, বলছি।"

সুরবালা শঙ্কাপূর্ণ নেত্রে সুহাসের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

সুহাস বলিল, "উনি ত আজ পাঁচ দিন হ'ল বাড়ী-ছাড়া। পশু ওঁর নামে একখানি চিঠি এসেছিল—খামের চিঠি—পোষ্ট কার্ড নয়—আমি সেখানি খুলেছিলাম।"

সুরবালা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা থেকে এসেছিল, কার চিঠি?"

"চুণির দাদার চিঠি।"

"তবে সত্যি তাঁর চিঠি এসেছে? তিনি ভাল আছেন ত ভাই?"—বলিয়া সুরবালা উৎকণ্ঠিতভাবে সুহাসের দিকে চাহিল।

সুহাস বলিল, "ভালই আছেন বটে। কিন্তু ভাই, সে চিঠিতে এমন সব কথা লেখা আছে—যা প'ড়ে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। সে চিঠি প'ড়ে অবধি আমার মনটা ভারী খারাপ হয়ে রয়েছে!"

"কি লেখা আছে সে চিঠিতে?"

"সে ভাই, বড় সর্ব্বনেশে চিঠি। সে চিঠি পেয়ে তিনি কি করতেন জানিনে। হয়ত কোনও উপায় তিনি করতেন। কিন্তু এক সপ্তাহের আগে ত তাঁর বাড়ী ফেরবার সম্ভাবনা নেই। তাই তোমার সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে তোমায় অত তাগিদ ক'রে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। তোমারই বিষয় ভাই। সে চিঠি তোমায় দেখাই—প'ড়ে, যা তুমি ভাল বোঝ, তাই কর।"—বলিয়া সুহাস উঠিয়া গিয়া তাহার আলমারী খুলিল। চিঠিখানি বাহির করিয়া আনিয়া সুরবালার হস্তে দিল।

সুরবালার গা তখন কাঁপিতেছে। চিঠিখানি হাতে লইয়া, খামের উপর লেখা ইংরাজী ঠিকানাটি সে দেখিতে লাগিল। ইংরাজী

না জানিলেও স্বামীর ইংরাজী হস্তাক্ষর সে চিনিতে পারিল। চিঠি খুলিয়া পড়িতে তাহার মনে ভয় হইল। না জানি কি সর্ব্বনাশের কথা তাহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া পড়িবে!

সুহাস বলিল, "চিঠি প'ড়ে দেখ।"

সুরবালা তখন কম্পিত হস্তে পত্রখানি খাম হইতে বাহির করিল। খানিকটা পড়িবার পরই তাহার মাথা ঘুরিতে আরম্ভ করিল। পত্রখানি এইরূপ :—

কল্যাণবরেষু

ভায়া, তুমি যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলে,—উহা যাহাতে ঘটিতে না পারে, সে জন্ত বারম্বার আমায় সাবধান করিয়া দিয়াছিলে, কত উপদেশ দিয়াছিলে, এবং আমিও সে সময় গর্ব্ব করিয়া তোমায় বলিয়াছিলাম যে, আমার দ্বারা ওরূপ কার্য্য হওয়া অসম্ভব, আমার দুরদৃষ্ট ক্রমে তাহাই ঘটিয়া গিয়াছে। কি অবস্থার ফেরে পড়িয়া এরূপ ঘটনা সম্ভব হইল, তাহা যদি তোমায় আমি খুলিয়া লিখি, তাহা হইলে হয়ত তুমি আমায় খুব বেশী দোষী মনে না-ও করিতে পার —কিন্তু সে সকল কথা তোমায় জানাইতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। তুমি আমায় সম্পূর্ণ দোষীই মনে করিও এবং যাহা খুসী বলিয়া গালি দিও—কারণ, আমি অতি নরাধম পাষণ্ডের মতই কায করিয়া ফেলিয়াছি। রেবতীকে লইয়া আমি কলিকাতা পরিত্যাগ করিতেছি—কোথায় যাইতেছি, তাহা তোমায় বলিব না; এ কালামুখ আর আমি তোমাদের দেখাইতে ইচ্ছা করি না। তোমরা মনে করিও যে, তোমাদের হীরালাল মৃত।

তুমি বাল্যকাল হইতে আমায় নিজ সহোদর ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিয়া আসিয়াছ। কেবলমাত্র সেই সাহসে তোমায় অনুরোধ করিতেছি—না না—ভিক্ষা চাহিতেছি—আমার বৃদ্ধা জননীকে, আমার অনাথা স্ত্রী ও শিশু কন্যাকে দেখিও ইতি।

হতভাগ্য—

হীরালাল!"

পত্র পড়িয়া সুরবালার মুখ-চোখ এমন হইয়া উঠিল যে, সুহাস ভয় পাইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি আলমারী হইতে গোলাপ জলের বোতল বাহির করিয়া আনিয়া সুরবালার মাথায় ও মুখে চোখে ছিটাইতে লাগিল। সুরবালার নিশ্বাস ঘন ঘন বহিতেছে—সে সোফার উপর এলাইয়া পড়িল। সুহাস পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ শুশ্রূষার পরে সুরবালা যেন একটু সামলাইয়া উঠিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কি হবে ভাই?"

সুহাস বলিল, "ব্যাপারটা তুমি ঠিক বুঝতে পেরেছ ত?"

সুরবালা বলিল, "তা পেরেছি বৈ কি। কি হবে ভাই? ঐ সর্ব্বনাশী কে, তুমি জান? ঠাকুরপো তোমায় কিছু বলেছিলেন কি?

"হ্যাঁ, কলকাতা থেকে ফিরে এসে সব কথাই আমায় তিনি বলেছিলেন। রেবতী এক জন মস্ত নামজাদা অভিনেত্রী। তারই সুপারিশে বটঠাকুরের ঐ থিয়েটরে চাকরী হয়েছিল। দু'জনের

মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা দেখতে পেয়েই তিনি ঐ ভয়ে বটঠাকুরকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে, অনেক ক'রে সাবধান ক'রে দিয়ে এসেছিলেন।"

সুরবালা কাতরস্বরে বলিল, "সেই সময় আমায় তুমি এ সব কথা বলনি কেন ভাই?"

সুহাস বলিল, "বল্লে কি ফল হ'ত ভাই? তা ছাড়া, উনিও মনে করেন নি যে, সত্যি সত্যি বটঠাকুরের এত দূর অধঃপতন হবে। আমি তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম—কিন্তু উনি বারণ কল্লেন। বল্লেন, 'হীরুদা সে রকম ছেলে নয়। দু'দিনের চোখের নেশা সে কাটিয়ে উঠবেই। কেন মিছামিছি তার স্ত্রীকে এ নোংরা ব্যাপার জানিয়ে একটা অশান্তির সৃষ্টি করা?'—সে যা হোক, এখন তুমি কি করবে বল দেখি? আমার ত ভাই কোনও উপায়ই মাথায় আসছে না! তোমার শাশুড়ীকে কথাটা জানাবে কি?"

"তিনি কি করবেন বল? কোথায় তারা আছে, সেটা জানা থাকলেও বরং চেষ্টা করা যেতে পারতো। কাউকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নিজে গিয়ে হোক্, আমাকে খুকীকে সঙ্গে নিয়ে হোক, কাঁদাকাটা ক'রে তাকে ফেরানোর চেষ্টা করা যেতে পারতো। কিন্তু কোথায় তারা রয়েছে, তাই যে জানতে পারা যাচ্ছে না।"

সুহাস বলিল, "তা হ'লে এখন আর কি করবে? এক হপ্তা এখন চুপ-চাপ ক'রে ব'সে থাক, দেখি উনি এসে কি বলেন।"

সুরবালা বলিল, "ঠাকুরপো যদি কলকাতায় গিয়ে খোঁজ-খবর নেন, তা হ'লে, তারা কোথায় লুকালো, তিনি কি আর বের করতে পারবেন না? নিশ্চয়ই পারবেন।"

"বেশ, তবে সেই পরামর্শই রইল। উনি আগে বাড়ী আসুন, তার পর পরামর্শ ক'রে যা হয় স্থির করা যাবে।"

রাত্রি তখন ৯টা বাজিয়া গিয়াছিল। সুরবালা গৃহে ফিরিতে চাহিল। সুহাস চুণিকে ডাকিয়া পাঠাইল।

সুরবালা বলিল, "দেখ ভাই, এ কথা তুমি কারুর কাছে প্রকাশ করেছ কি?—তোমার শ্বাশুড়ীর কাছে কি ননদ-টনদের কাছে?"

"না ভাই, কাউকে আমি কিছু বলি নি।"

"তা হ'লে এখনও বোলো না। আমিও এ কথা এখন বাড়ীর কাউকে বলবো না। ঠাকুরপো ফিরে এলে' তোমরা এ বিষয়ে পরামর্শ কোরে, তার পর আমায় ডেকে পাঠিও, তখন যা হয় হবে।"

সুহাস বলিল, "না, না, কাউকে কিছু বলবো না। এমন ত কোনও খোসখবর নয় যে, লোককে ব'লে জাঁক ক'রে বেড়া'ব। আচ্ছা, আমি যে আজ তোমায় এত ক'রে ডেকে পাঠালাম, তোমার শ্বাশুড়ীরা যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করেন কি সব কথাটথা হ'ল, তা হ'লে তুমি তাঁদিকে কি বলবে?"

সুরবালা বলিল, "আমি বল্‌বো,—তাঁর চিঠিখানি স্বচক্ষে আমায় দেখাবার জন্যেই তুমি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলে। অর্থাৎ তুমি যে ব'লে পাঠিয়েছ চিঠি এসেছে, ভাল আছে—সেটা আমরা যাতে মিথ্যা সান্ত্বনা বলে' ম'নে না করি।"

চুণি বৈঠকখানা হইতে আসিল। সুরবালা তাহার সঙ্গে গৃহে ফিরিয়া গেল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হীরালালের কৌশল।

সপ্তাহ পরে বিপিন বাবু মফঃস্বলে জমীদারী পরিদর্শনান্তে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া হীরালালের সেই মারাত্মক চিঠিখানি পড়িলেন, —সুরবালাকে ডাকিয়া আনিয়া সে চিঠি দেখানোর কথাও স্ত্রীর নিকট শুনিলেন। হীরালালের উপর তাঁহার বড়ই রাগ হইল। তিনি মুখখানা গম্ভীর করিয়া, গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

সুহাস বলিল, "আমি ও চিঠি খুলেছি ব'লে, সুরো-দিদিকে দেখিয়েছি ব'লে তুমি কি আমার উপর রাগ করলে?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "না, তোমার উপর রাগ করিনি। তুমি চিঠি খুলেছিলে ব'লে রাগ করবো কেন? তুমি আমি কি ভিন্ন? তবে তাড়াতাড়ি হীরুদার স্ত্রীকে ডেকে আনিয়ে তাঁকে ও চিঠি না দেখালেই ভাল হ'ত বোধ হয়। আমি ফিরে এলে, দু'জনে পরামর্শ ক'রে যা হয় করা যেত। সে যাক্, যা হয়ে গেছে, তার জন্যে আর আপশোষ ক'রে ফল কি?—তোমার উপর রাগও করিনি সে জন্যে। রেগেছি আমি হীরুদার উপর। চিঠিতে যে লিখেছে—আমি অতি নরাধম পাষণ্ড—ওটা তার বিনয় নয়,—বাস্তবিকই সে তাই। বুড়ো মা এখনও বেঁচে,—স্ত্রী, কন্যা, ঘর-সংসার সমস্ত ভাসিয়ে দিয়ে,—ছি ছি ছি—এ ত নিতান্ত হৃদয়হীন পশুর মত কায হয়েছে!"

সুহাস বলিল, "তুমি যে তখন বলেছিলে,—না, হীরুদা সে রকম ছেলেই নয়—হীরুদা তোমার কেমন সতী, দেখলে ত!"

বিপিন বাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া, তার পর একটা দীর্ঘ-শ্বাস ফেলিয়া বলিলেন. "হাঁ, দেখলাম ত—মানুষকে বিশ্বাস করবার যো নেই! যাক্, চুলোয় যাক্!"

সুহাস বলিল, "সে না হয় চুলোতেই গেল। তার বুড়ো মা, স্ত্রী, কন্যার উপায় কি হবে? আচ্ছা, হীরুদা বোধ হয় চাকরী-বাকরি ছেড়ে দিয়েই পালিয়েছে?"

বিপিন বাবু পার্শ্বস্থ টেবিল হইতে হীরালালের পত্রখানি লইয়া তাহাতে চোখ বুলাইয়া বলিলেন, "এই ত লিখেছে, রেবতীকে লইয়া আমি কলিকাতা পরিত্যাগ করিতেছি। সুতরাং চাকরী যে তার আর নেই, সেটা ঠিক। তারও নেই, রেবতীরও নেই।"

সুহাস বলিল, "ওগো দেখ, আমার মনে হচ্ছে, তাদের কুকীর্ত্তির কথা জানতে পেরে তাদের দু'জনকেই হয়ত তাড়িয়ে দিয়েছে—তারা ইচ্ছে ক'রে চাকরী ছেড়ে যায় নি।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "নাঃ—তা সম্ভবপর নয়। তাদের সুকীর্ত্তি কুকীর্ত্তির জন্যে থিয়েটারওয়ালাদের ভারী ত মাথাব্যথা কি না! অভিনেত্রীরা সতী সাবিত্রী ত আর নয়। ঘরে যে যাই করুক, থিয়েটারওয়ালাদের কি বয়ে গেছে? চাকরী ছেড়েই তারা পালিয়ে থাক্‌বে।"

সুহাস বলিল, "তা যদি বল, তবে তাদের চাকরি ছেড়ে পালাবারই বা কি দরকার?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "সেইটিই ত আমার বুদ্ধিতে আস্‌ছে না। কোনও কারণ অবশ্যই আছে—যা আমি এখন অনুমান করতে পারছিনে। হয়ত এমন কেউ আছে, যার দ্বারা, কলকাতায় ব'সে ওদের প্রেমচর্চ্চার বিঘ্ন হ'তে পারে। কিন্তু আমি ত রেবতীর সঙ্গে কিছু দিন মিশেছি—সে রকম কোনও খবরও আমি পাই নি কিন্তু।"

সুহাস বলিল, "কেন, সেই যে কে এক মুসলমান গুণ্ডার কথা তুমি আমায় বলেছিলে। সে ধ'রে নিয়ে যাওয়াতেই ত হীরুদার সঙ্গে রেবতীর পরিচয়। তার পর এক দিন রেবতী অ্যাক্ট করছিল, সেই গুণ্ডা তাকে ফুলের তোড়া ফেলে দিয়েছিল, চিঠি লিখেছিল—তার পর তোমাতে হীরুদাতে তাকে নিয়ে পালিয়ে কেন হোটেলে গিয়ে ব'সে ছিলে—"

বিপিন বাবু বলিলেন, "হ'তে পারে করিম গুণ্ডা এসে আবার উপদ্রব সুরু করেছিল,—তারই ভয়ে ওরা দু'জনে পালিয়েছে।"

সুহাস কহিল, "ত হ'লে তাদের সন্ধান পাবার উপায় কি? সুরো দিদি বলেছিল, তুমি যদি কলকাতায় গিয়ে একবার খোঁজখবর নাও—"

বিপিন বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "কলকাতায় গিয়ে কার কাছেই বা খোঁজ-খবর নেব বল? রেবতীর বাড়ী অবশ্য আমি চিনি। সেখানে গিয়ে হয়ত দেখবো তালা বন্ধ। চাকরী ছেড়ে দিয়ে তারা যখন পালিয়েছে, থিয়েটরের লোকরা কিছু তাদের খবর বলতে পারবে না। বিশেষ, করিম গুণ্ডার ভয়ে কিংবা

অন্য কোনও কারণে যদি তাদের কলকাতা ছাড়তে হয়ে থাকে, তা হ'লে, নিজেদের ঠিকানা কখনই তারা রেখে যায় নি। আর আমি যাই-ই বা কি ক'রে? মফঃস্বলের কায-কর্ম্ম এখনও আমার সারা হয়নি—হপ্তা-খানেক পরে আবার আমায় বেরুতে হবে, সে ত তোমায় আগেই বলছি।"

পরদিন অপরাহ্ণকালে, চুণিকে সঙ্গে লইয়া সুরবালা আসিয়া সুহাসনলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। স্বামীর সহিত সুহাসের এ বিষয়ে যাহা কিছু কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা সুহাস সমস্তই সুরবালার কাছে বলিল।

শুনিয়া সুরবালা কিয়ৎক্ষণ নতনেত্রে বসিয়া রহিল। তাহার পর ছল-ছল চক্ষু দুটি সখীর পানে তুলিয়া বলিল, "তা হ'লে এখন উপায়?"

সুহাস বলিল, "উপায় ত কিছুই দেখছিনে, দিদি! উনি বলছিলেন, তারা এ ভাবে লুকিয়ে কত কাল কাটাবে? মাগীর কিছু টাকা আছে বোধ হয়, তারই উপর নির্ভর ক'রে তারা পালিয়েছে। সেই টাকা ফুরুলেই, পেটের জ্বালায় আবার তারা কলকাতায় ফিরে কোনও থিয়েটরে ঢুকবে—তখন তাদের সন্ধান পাওয়া যাবে।"

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভগ্নহৃদয় লইয়া সুরবালা গৃহে ফিরিল। এত দিন সে এ ব্যাপার বাড়ীর কাহারও নিকট আভাসেও প্রকাশ করে নাই। আজ রাত্রিতে আর থাকিতে পারিল না—শয়ন করিয়া, ছোট কাকীমার নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিল।

ছোট-গিন্নী পরদিন হীরালালের জননী বড়-গিন্নীর নিকটেও গোপনে কথাটা বলিলেন।

ঠাকুর-দেবতার উদ্দেশে মাথা খোঁড়া এবং অশ্রু মোচন ভিন্ন এই অসহায়া স্ত্রীলোকগণের আর কিছুই করিবার উপায় রহিল না।

সংসারের খরচপত্র যথাসাধ্য কমাইয়া দেওয়া হইল। খুকীর জন্ত পূর্ব্বে এক পোয়া করিয়া দুধ লওয়া হইত—তার পিতার চাকরী হওয়ার পর হইতে আধসের লওয়া হইতেছিল, আবার উহা এ পোয় নামিল।

এইরূপে প্রায় এক মাস কাটিলে, বিপিন বাবু হঠাৎ এক দিন সন্ধ্যাবেলা আসিয়া ডাকিলেন—"খুড়ীমা'রা কি করছেন?"

বিপিন বাবুকে দেখিয়া সকলের মনে হঠাৎ আশার সঞ্চার হইল—তবে কি হীরালালের কোনও সংবাদ আসিয়াছে?

বড়-গিন্নী বিপিন বাবুকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলিলেন। বিপিন বাবু বলিলেন, "এখন আর বস্‌বো না খুড়ীমা—হীরুদাদা টাকা পাঠিয়েছে—এই নাও।"—বলিয়া একখানি রেজিষ্টারি খাম পকেট হইতে বাহির করিয়া তাহার মধ্য হইতে দুইখানি দশ টাকার এবং একখানি পাঁচ টাকার নোট টানিয়া, বড়-গিন্নীর হাতে দিলেন।

বড়-গিন্নী বলিলেন, "হীরু কোথা থেকে এ টাকা পাঠালে, বাবা? কোথা আছে সে?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "টাকাটা কলকাতার একটা ব্যাঙ্ক থেকে রেজিষ্টারি হয়ে এসেছে। হীরুদা যে কোথায় আছে,

তা জানবার কোনও উপায় নেই। নোটের সঙ্গে ব্যাঙ্ক থেকে যে চিঠি আজ এসেছে, তাও আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি।"—বলিয়া বিপিন বাবু চিঠিখানি বাহির করিলেন।

বড়-গিন্নী বলিলেন, "ওতে কি লেখা আছে, বাবা?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "এতে এইমাত্র লেখা আছে যে, তাদের কোনও নক্কেলের অনুরোধে, বাবু হীরালাল বসুর মা'র জন্যে তারা চিঠির মধ্যে ২৫৲ টাকা পাঠাচ্ছে।—মক্কেল কি, বুঝতে পারেন নি বোধ হয়? ঐ ব্যাঙ্কে যারা টাকা-কড়ি জমা রাখে, তারাই হ'ল ব্যাঙ্কের মক্কেল আর কি! কিন্তু মক্কেলটি যে কে সে নামটি প্রকাশ করছে না। প্রকাশ করা নিশ্চয় নিষেধ আছে—তাই প্রকাশ করে নি।"

বড়-গিন্নী বলিলেন, "তা হ'লে বাবা টাকা কে পাঠালে, তা ত কিছুই বোঝা গেল না!"

"আর কে আপনাকে টাকা পাঠাবে খুড়ীমা? আর কেউ যদি পাঠাতো, তা হ'লে সে ত নিজেই মণি-অর্ডার করতো। ব্যাঙ্কের মারফতে, নাম প্রকাশে নিষেধ ক'রে পাঠাবে কেন?"

বড়-গিন্নী বলিলেন, "কি জানি বাবা, আমরা মুখ্যু মেয়েমানুষ, অত-শত কি আর বুঝতে পারি? আচ্ছা, তা হ'লে হীরু প্রাণে প্রাণে বেঁচে আছে ত?"

বিপিন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "নইলে টাকা পাঠাবে কে, খুড়ীমা?—সে বেঁচেও আছে, ভালও আছে—তবে পাছে

আমরা জানতে পারি, সে কোথায় আছে, আর গিয়ে তাকে ধ'রে আনি, তাই এই কৌশলটি অবলম্বন করেছে বৈ ত নয়!"

আরও এক মাস অতীত হইল, আবার সেই ব্যাঙ্কের মারফতে বিপিন বাবুর নিকট সেই ভাবে টাকা আসিল।

ইহার দশ দিন পরেই দার্জ্জিলিঙ হইতে হীরালালের সেই টেলিগ্রাম—"বাটীর কুশলের জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত আছি। সকলে কেমন আছে, অবিলম্বে তারযোগে জানাইবে।"

এই টেলিগ্রাম পাইয়া বিপিন বাবু অন্তঃপুরে তখনই গিয়া স্ত্রীকে ডাকিলেন; "ওগো, কি বখশিস্ দেবে, দাও। তোমার সুরোদিদির পলাতক স্বামীটির সন্ধান এনেছি!"

রহস্যালাপ শেষ করিয়া, বিপিন বাবু স্ত্রীকে টেলিগ্রামের বিষয় জানাইলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি করি বল দেখি? হীরুদার মাকে গিয়ে খবরটা ব'লে আস্‌বো?"

সুহাস বলিল, "তাড়াতাড়ি কি? হীরুদা ভাল আছে, মাসে মাসে টাকা পাঠাচ্ছে—এখন আর তাঁদের তেমন দুশ্চিন্তা ত নেই। এখন তোমার দাদাটিকে উদ্ধার করবার কি উপায় করবে, তাই ভেবে স্থির কর। সুরোদিদি তখন বলেছিল, ঠিকানাটা জানতে পারলে, ওঁরা সব সেখানে গিয়ে, কাঁদাকটি ক'রে তাকে ফেরাবার চেষ্টা করতেন। দার্জ্জিলিঙ ত কাছেপিঠে নয়, ওঁদের সেই দূরদেশে নিয়েই বা যাবে কে?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "সে বিষয় তুমিই তোমার সুরোদিদির সঙ্গে পরামর্শ কর না কেন? হীরুর-শ্বশুর বাড়ী থেকে তার শালা-টালা

কেউ যদি আসে, ওঁদের নিয়ে যায়।—বাইরে আমার অনেক কায প'ড়ে রয়েছে—আমি এখন চল্লাম। তুমি বরঞ্চ তোমার সুরোদিদিকে সন্ধ্যার পর ডেকে পাঠাও, তাঁকে একখানা চিঠি লিখে দাও—আমি কাউকে দিয়ে চিঠিখানা ওঁদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবো এখন। কি বল?"

"আচ্ছা, বেশ। আমি চিঠি লিখে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি—তুমি ব্যবস্থা ক'রো।"

বিপিন বাবু উঠিলেন। পাণের ডিবা খুলিয়া সুহাস তাঁহার সম্মুখে ধরিল, তিনি উহা হইতে দুইটা পাণ লইয়া মুখে পূরিয়া প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দার্জ্জিলিঙ যাত্রার পরামর্শ।

রাত্রিতে আহারাদির পর শয়নকক্ষে একখানি সোফায় বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে বিপিন বাবু স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো. কি পরামর্শ হ'ল তোমাদের ?"

সুহাস বলিল "পরামর্শ আর হ'ল ছাই। ছুঁড়ী ত কেঁদেই ভাসাতে লাগলো। বল্লে, সে কি ক'রে হবে ভাই ? আমার দাদারা কি মানুষ ? তারা যে এসে আমায় দার্জ্জিলিঙে নিয়ে যাবে তার কোনও আশা নেই!"

"তবে ?—তোমার সুরোদিদি তা হ'লে নিজের স্বামীটিকে রেবতীর পাদপদ্মেই পুষ্পাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত না কি ?"

সুহাস বলিল "তোমার কথা শুনলে গা জ্ব'লে যায়। তাই কি কোনও মেয়েমানুষ কখনও পারে ?"

"তা হ'লে ?"

"সে আমায় অনেক ক'রে হাতযোড় ক'রে ব'লে গেছে— ঠাকুরপো যদি গিয়ে তাকে উদ্ধার ক'রে আনতে পারেন তবেই হয়, নইলে আমার পোড়া কপাল ত জন্মের মতই পুড়েছে'।

"আমি যাব হীরুদাকে উদ্ধার করতে ?"

"তাই সে অনেক কাকুতি-মিনতি ক'রে ব'লে গেছে।"

"তুমি কি বল্লে ?"

"আমি আর কি বলবো?—আমি বল্লাম এ সময় ওঁর অনেক কায, দেখি ওঁকে ব'লে।"

বিপিন বাবু বলিলেন "তোমার কি মত?"

"আমার আর মতামত কি? তুমি যদি সময় করতে পার—হীরুদাকে উদ্ধার ক'র আনতে পার, তা হ'লে তোমার পুণ্যই হয়। নইলে ওরা ত ভেসেই গেছে।"

বিপিন বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেখ, তারা দুটিতে কপোত-কপতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে বাঁধি নীড় সুখে রয়েছে, আমি সেই কপোতটিকে যদি ধ'রে নিয়ে এলে কপোতী আমায় অভিশাপ দেবে না কি?—ও কাযে আমার পুণ্য হবে না পাপ হবে তাই ত বুঝতে পারছি নে।"

সুহাস বলিল, "ঝাঁটা মার তোমার কপোতীর মাথায়। অভাগী সর্ব্বনাশী!—খড়দার মা গোঁসাই, গোসা ক'রে তোমায় অভিশাপ দেবেন! তার অভিশাপে তোমার কিছুই হবে না। সে কপোতী, অন্য কপোত খুঁজে নিক্ গে যাক্,—কপোতের দুঃখ কি তার!"

স্ত্রীর উষ্মা দেখিয়া বিপিন বাবু হাসিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন, "তা, আমি সেখানে যেতে পারি, চেষ্টাও দেখতে পারি। অবশ্য এখনই নয়, কায-কর্ম্মগুলো সেরে নিতে এখনও আমার ১০।১৫ দিন লাগতে পারে। কিন্তু আমি গেলেই কার্য্যসিদ্ধি হবে, তারই বা নিশ্চয়তা কি? সে ত ছেলে-মানুষটি নয় যে, তার গালে একটা চড় মেরে কাণ ধ'রে হিড়-হিড় ক'রে তাকে টেনে নিয়ে আস্‌বো! সে যদি না আসে?"

সুহাস বলিল, "তোমার সঙ্গে তার এত দিনের বন্ধুত্ব, এত খাতির করে তোমায় সে, তোমার কথা কি ঠেলতে পারবে ?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "তার স্ত্রীর সঙ্গে, আমার চেয়ে কি তার কম বন্ধুত্ব ?—আচ্ছা, তুমি যখন বলছ, দেখবো আমি চেষ্টা ক'রে। তবে সহজে তার ঘাড় থেকে পেত্নী যে নামাতে পারবো. তা ত বোধ হয় না।"

কথাবার্ত্তা তখনকার মত এই পর্য্যন্তই হইল। কিন্তু চিন্তাটা বিপিন বাবুর মন হইতে তিরোহিত হইল না। কি উপায়ে বন্ধুকে তিনি উদ্ধার করিয়া আনিতে পারেন, ইহাই কেবল ভাবিতে লাগিলেন।

চাকরী বাকরি ছাড়িয়া উহারা ডুব মারিল—রেবতীর কত টাকাই বা আছে কে জানে!—কত দিন উহারা বসিয়া খাইতে পারিবে ? রেবতী মানুষটি ত বিলক্ষণ রকম সৌখীন—তাহার খরচপত্র ত বড় কম নয়। কিন্তু সে যাই হোক, হীরুদারই বা প্রবৃত্তি কি রকম ? রেবতীর অন্নদাস হইয়া জীবন যাপন করিতে তার আত্মসম্মানে কি বাধিল না ?—সে পূর্ব্বে ত এমন ছিল না। হীরু ত এ সম্বন্ধে চিরদিনই খুব খাঁটী ছিল। বিপিন বাবুর মনে পড়িল,—কখনও তাঁহার নিকট হইতে যদি দুইটা টাকাও সে লইত, —সাহায্যস্বরূপ লইতে কিছুতেই রাজী হইত না,—ঋণ বলিয়া লইত এবং তাহা পরিশোধ করিতেও ভুলিত না। সেই হীরু—ছি ছি!—রেবতীর অন্নে উদর পূরণ করিতে, রেবতীর বস্ত্র পরিধান করিয়া বাবুয়ানা করিয়া বেড়াইতে কেমন করিয়া তাহার প্রবৃত্তি

হইতেছে? গত দুই মাস যে ২৫৲ টাকা করিয়া পাঠাইয়াছে, তাহাও বোধ হয় রেবতীরই দান! কয়টা ব্যাঙ্কে হীরালালের চল্‌তি হিসাব আছে, তাহা ত বিপিন বাবুর অবিদিত নাই,—রেবতীর ব্যাঙ্ক হইতেই ও টাকা ত রেজেষ্টারি হইয়া আসে!

সুরবালা মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পর আসিয়া সুহাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। বিপিন বাবু যে দিন দার্জ্জিলিঙ যাত্রা করিবেন, তাহার পূর্ব্বদিন বিকালে হীরালালের জননী, নাতিনীকে কোলে করিয়া সুহাসের নিকট আসিলেন এবং বিপিনের সহিত একবার সাক্ষাতের প্রার্থনা জানাইলেন।

সুহাস, ঝি পাঠাইয়া স্বামীকে ডাকাইয়া আনিল। বিপিন বাবু আসিলে, সে কিন্তু সেখান হইতে চলিয়া গেল।

হীরালালের জননী সাশ্রুনয়নে বিপিন বাবুকে অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বাবা, তুমি যে তোমার গরীব খুড়ীমা'র এই উপকারটি করতে রাজি হয়েছ, তোমায় বাবা কি ব'লে আর আশীর্ব্বাদ করবো! তুমি চিরজীবী হয়ে বেঁচে থাক, ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর হও,—এই রকম ধর্ম্মে মতি তোমার যেন চিরদিন থাকে। যেমন ক'রে হোক্, তুমি আমার হীরুকে ফিরিয়ে আন, বাবা!"

বিপিন বাবু বলিলেন, "আমার যথাসাধ্য চেষ্টা ত করবো আমি, খুড়ীমা! কিন্তু কত দূর কৃতকার্য্য হব, তা বল্‌তে পারিনে! হীরুদা ত ছেলেমানুষটি নয়—"

বড়-গিন্নী অশ্রু মুছিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "দেখ বাবা, একটা

কথা বলে' দিই। যদি সে মাগীকে সে একেবারে ত্যাগ করতে রাজি না-ও হয়,—তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে একবার বাড়ী এনে ফেল। যদি তেমন তেমন দেখ—দেখ যে, সে একেবারেই বেঁকে বসেছে, তা হ'লে তাকে এই রকম বোলো যে,—বেশ ত! একটা সখ হয়েছে তোমার,—সেটা তোমায় ছাড়তে ত বলছি নে! কিন্তু তাই ব'লে কি তোমার বুড়ো মাকে, তোমার স্ত্রীকে, সন্তানকে ভাসিয়ে দিতে হবে?—চল, একবার বাড়ী চল দিন-কয়েকের জন্যে, তাদের দেখা দিয়ে এস, তারা যে তোমার জন্যে ভেবে ভেবে মরতে বসেছে। এখন বাড়ী চল, দিন-কত সেখানে থেকে, আবার তখন ফিরে এস। পুরুষমানুষ, না বুঝে একটা কায ক'রে ফেলেছ, তাতে আর হয়েছে কি?—যাতে ঘর-বা'র দুই বজায় থাকে,—সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে—তাই করাই ত বুদ্ধিমানের কায! সকলেই ত কিছু আর শুকদেব গোসাই নয়—কত পুরুষমানুষের ত ও-রকম দোষ থাকে, তাই ব'লে তারা কি স্ত্রী-সন্তানকে ভাসিয়ে দেয়?—এই রকম সব কথা ব'লে—আর যা যা বল্লে ভাল হয়, তুমি বাবা আমার চেয়ে ভালই জান, আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ আর কি জানি বল!—ব'লে কয়ে, তুতিয়ে পাতিয়ে তুমি তাকে বাড়ী ফিরিয়ে আন, বাবা!"

যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হইবে না, এই আশ্বাস দিয়া বিপিন বাবু বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিয়া, তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

রজনীতে আহারান্তে সোফায় বসিয়া স্ত্রীর সহিতও বিপিন বাবুর এই প্রসঙ্গে আলোচনা হইতেছিল। সুহাস আজ বড়ই ম্রিয়মাণ।

আজ তার মুখে হাসি নাই, চক্ষু মাঝে মাঝে ছল-ছল করিয়া উঠিতেছে।

বিপিন বাবু স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোমার মনটি এমন ভার ভার কেন হাসি ?"

সুহাস একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "তুমি কাল চ'লে যাবে, কত দিন দু'জনে দেখা হবে না;—তাই বোধ হয়।"

"কিন্তু আমি ত বেশী দিন থাকবো না—বড় জোর ১০।১৫ দিন। আগেও ত এ রকম বাইরে গেছি—আরও বেশী দিন বাইরে থাকতে হয়েছে, কিন্তু তোমার মনটি ত এমন ভার ভার কখনও দেখিনি।"

সুহাস বলিল "সত্যিই,—আজ আমার মনটা বড় খারাপ হয়েছে।"

"এবার এত মন খারাপ হবার কি বিশেষ কোনও কারণ ঘটেছে ?"

সুহাস বলিল, "আমার পোড়া মনের কথা ছেড়ে দাও।"

"কেন, পোড়া মন কেন বলছ ?"—বলিয়া বিপিন বাবু স্ত্রীর চিবুকে হস্তার্পণ করিয়া তাহাকে আদর করিলেন।

সুহাস কিছুক্ষণ নীরব রহিল। বিপিন বাবু বলিলেন, "কি ভাবছ তুমি, আমায় বলবে না ?"

সুহাস বলিল, "বলবো ?"

"বল। আমার মনের কোনও কথা তোমার কাছে কিংবা তোমার মনের কোনও কথা আমার কাছে কি গোপন থাকা উচিত ?"

কথাটি কিন্তু বলিয়াই বিপিন বাবুর বুকের ভিতরটা যেন ধ্বক্ করিয়া উঠিল। সেবার কলিকাতা হইতে ফিরিয়া, রেবতী ঘটিত সকল কথাই ত তিনি স্ত্রীর নিকট বলিয়াছিলেন, কিন্তু রেবতীর সাহচর্য্য যে সাময়িকভাবে তাঁহার একটু মিষ্ট লাগিয়াছিল সে কথা ত তিনি প্রকাশ করেন নাই। একটুখানি মোহ—খুব পাতলা খুব ফিকা—অপরাধ ঠিক নয়, অপরাধের একটু ছায়মাত্র—কোন্ কালে সে সব চুকিয়া-বুকিয়াও গিয়াছে—কিন্তু তবু ত সে-টুকু ইচ্ছাপূর্ব্বকই গোপন করিয়াছিলেন।

সুহাস বলিল "আমার কি মনে হচ্ছে জান? আমার মনে হচ্ছে—তুমি হীরুদাদাকে যে গর্ত্ত থেকে উদ্ধার করতে যাচ্ছ, তুমি নিজেই যদি সে গর্ত্তে প'ড়ে যাও? তারা সব হ'ল, কি ব'লে গিয়ে—কী ছাই পাঁশ! তারা রাক্ষসী—মায়াবিনী—কত মায়া জানে। তাই ভয় হয়।"

বিপিন বাবু অনুভব করিলেন, স্ত্রীর মুখে একথা শুনিয়া আশঙ্কাটা খুব অসম্ভব ও অসঙ্গত বোধে তাঁহার হা হা করিয়া হাসিয়া ওঠাই উচিত—কিন্তু তিনি হাসিতে ত পারিলেন না! কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তুমি যদি যথার্থ পতিব্রতা হও,—তা হ'লে কোনও রাক্ষসীই তোমার স্বামীকে হজম করতে পারবে না!"

সুহাস বলিল, "আমি যথার্থ যে পতিব্রতা এ গর্ব্বটুকু আমার মনে ত আছে! আমি ত তোমা ভিন্ন—"

সুহাস আর বলিতে পারিল না। বিপিন বাবু হাসিয়া তাহার চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিলেন।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতায়।

মাধবপুর গ্রাম হইতে কলিকাতায় যাইতে হইলে, ষ্টেশনে গিয়া বেলা সাড়ে বারোটার ট্রেণ ধরাই সুবিধা। (পূর্ব্বে এই ট্রেণ পৌনে বারোটায় ছাড়িত—গত মাস হইতে টাইমটেবলে এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে)। গরুর গাড়ীতে এই পাঁচ ক্রোশ পথ যাইতে পাঁচটি ঘণ্টা লাগে, কিন্তু বিপিন বাবু পাল্কীতে গিয়া থাকেন। মুটিয়া তাঁহার বাক্স-বিছানা মাথায় করিয়া প্রত্যুষেই রওয়ানা হইয়াছে। বিপিন বাবু দুটি 'ভাতে ভাত' খাইয়া, বেলা ৯টার সময় রওয়ানা হইলেন।

প্রথমটা বিপিন বাবু পাল্কীর মধ্যে বসিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে যাইতেছিলেন। পাল্কী গ্রামের বাহির হইলে পরও, কিয়ৎক্ষণ বসিয়া উভয় দিকের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিলেন। তার পর দোলানীতে, আর বাহকগণের "হুঁ হুঁ হুম, হুঁ হুঁ হুম্" একঘেয়ে শব্দ শুনিতে শুনিতে তাঁহার দেহ তন্দ্রাভিভূত হইল,—তিনি পাল্কীমধ্যে লম্বমান হইলেন এবং শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলেন।

যথাসময়ে ষ্টেশনে পৌঁছিয়া বিপিন বাবু ট্রেণে উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল, তিনি যেন এক জন নামজাদা ডিটেক্‌টিভ—একটা দুর্দ্দান্ত পলাতক অপরাধীকে ধৃত করিবার চেষ্টায় চলিয়াছেন। গত বারে যখন কলিকাতায় গিয়াছিলেন, তখনও ডিটেক্‌টিভগিরি করিয়াই

হীরালালকে খুঁজিয়া বাহির করেন। আসামী আবার "ক্লপোস্" (absconded) হইয়াছে। টাইমটেবলের পাতা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন, ট্রেণ হাওড়ায় পৌছিবার পূর্ব্বেই দার্জ্জিলিঙ মেল শিয়ালদহ ছাড়িয়া প্রস্থান করিবে। অবশ্য ব্যাণ্ডেলে নামিয়া, হুগলী-ঘাট দিয়া ও পারে নৈহাটিতে গেলে ঐ ট্রেণ ধরা যায় বটে,—কিন্তু এত তাড়াতাড়িই বা কি? দার্জ্জিলিঙে এক দিন আগে পৌছিলেই যে আসামী-গ্রেপ্তার কার্য্য সহজসাধ্য হইবে, এমনও ত নয়! তার চেয়ে আজ রাত্রিতে কলিকাতায় কিঞ্চিৎ খোঁজখবর লইয়া, কাল তখন ধীরে সুস্থে রওয়ানা হওয়াই ভাল।

সুতরাং বিপিন বাবু কলিকাতায় পৌছিয়া, তাঁর সেই পুরাতন হোটেলেই গিয়া উঠিলেন। স্নান সারিয়া চা পান করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বিপিন বাবু তখন বাহির হইয়া, একটা ট্যাক্সি লইয়া, জয় মিত্রের গলির মোড়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইখান হইতেই ট্যাক্সি বিদায় করিয়া তিনি পদব্রজেই গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন। রেবতীর বাড়ীর নিকটে পৌছিয়া দেখিলেন, সদর দরজা খোলা রহিয়াছে, দ্বারবানের ঘরে রীতিমত "জল্‌সা" বসিয়া গিয়াছে। পাড়ার যত দ্বারবান্ আসিয়া জুটিয়াছে, হরি সিং স্বয়ং ঢোলক বাজাইতেছে, দুই তিন জন সমস্বরে "ভজন" গাহিতেছে, বাকী সকলে শ্রোতা। বাহিরে দাঁড়াইয়া বিপিন বাবু দুই তিন বার 'হরি সিং হরি সিং' বলিয়া ডাকিলেন, কিন্তু সে শব্দ কাহারও কর্ণে পৌছিল না। অগত্যা বিপিন বাবু তখন ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া হরি সিং বাজনা বন্ধ করিল, আধুনিক তানসেনগণ রাগিণী বন্ধ করিল, হরি সিং ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল, "হুজুর কবে কলিকাতায় এলেন?"

"আজই এসে পৌঁছেছি। ভাল ত হরি সিং? বাইরে এস।"—বলিয়া তিনি দরজার বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন। "জি, হাঁ" বলিয়া হরি সিংও তাঁহার অনুসরণ করিল।

বিপিন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "হীরু বাবু কোথায়?"

"তিনি ত দার্জ্জিলিঙ গেছেন।"

"আর, বিবি সাহেব?"

"মা-জী? মা-জীও দার্জ্জিলিঙে। দু'জনে একসঙ্গেই গেছেন।"

"কবে গেলেন?"

"দেড় মাস হ'ল।"

"ফিরবেন কবে?"

"তিন মাসের ছুটী নিয়ে তাঁরা গেছেন।"

"কেন? হঠাৎ ছুটী নিয়ে দার্জ্জিলিঙ গেলেন যে?"

হরি সিং তখন রেবতীর সঙ্কট পীড়ার কথা, হীরু বাবুর শুশ্রূষা ইত্যাদি সমস্ত ঘটনাই বিপিন বাবুকে জানাইল। নিস্তারিণী ঝি ছুটী পাইয়া দেশে গিয়াছে, সৌদামিনী ঝি সঙ্গে গিয়াছে, ইহাও বলিল। শেষে বলিল, "কেন, হীরু বাবু কি আপনাকে চিঠি লেখেন নি?"

"কৈ, না!"—বিপিন বাবু ভাবিলেন, ডিটেক্‌টিভগণকে অনেক সময় মিথ্যা কথা বলিতে হয় বৈ কি! নহিলে কি আর মোকর্দ্দমা

"আস্কারা" করা যায়? শেষে বলিলেন, "দার্জ্জিলিঙে তাঁদের ঠিকানা কি জান হরি সিং? ঠিকানা পেলে একখানা চিঠি লিখতাম।"

বিপিন বাবু হীরালালের যে টেলিগ্রাম পাইয়াছিলেন, তাহাতে কোনও ঠিকানা ছিল না—কেবলমাত্র দার্জ্জিলিঙ হইতে উহা রওয়ানা হইয়াছে, এইটুকুই জানা গিয়াছিল। দার্জ্জিলিঙ অবশ্য এমন কিছু একটা বড় স্থান নহে,—সেখান হইতে এক জন বাঙ্গালীকে খুঁজিয়া বাহির করা কিছু বিচিত্র কথাও নহে,—তথাপি ঠিক স্থানটি জানা থাকিলে হাৎড়াইয়া বেড়াইতে হইবে না। তাই বিপিন বাবু হরি সিংকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

হরি সিং বলিল, "হাঁ বাবুজী, ঠিকানার কাগজ আমার কাছে আছে। আমি হীরু বাবুর খৎ পেয়েছিলাম। কাগজটা আনি।" —বলিয়া একটা পোষ্টকার্ড সে আনিয়া দিল। পত্র বাঙ্গালায় লেখা, কিন্তু উপরে ইংরাজীতে লেখা আছে, "প্যান্সি কটেজ, দার্জ্জিলিঙ।" বাড়ী-ঘর ঠিক আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিয়া দ্বারবানকে হীরালাল জবাবী পোষ্টকার্ডে পত্র লিখিয়াছিল। ঠিকানাটি মনে টুকিয়া লইয়া পোষ্টকার্ডখানি হরি সিংকে ফিরাইয়া দিয়া বিপিন বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, তা হ'লে চল্লাম হরি সিং।"

হরি সিং সেলাম করিল। বিপিন বাবু বড় রাস্তায় গিয়া ভাবিতে লাগিলেন, সঙ্কট পীড়া, ছুটী লওয়া ইত্যাদি রেবতীর দ্বারবান্ যাহা বলিল, তাহা সত্য, না শেখানো কথা. উহাও যাচাই করা আবশ্যক; কারণ, হীরালাল ত জানে, এক দিন না এক দিন আমিই আবার তাহার খোঁজে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারি। বিপিন বাবু

তখন আবার একটা ট্যাক্সি ধরিয়া ডায়মণ্ড থিয়েটারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। থিয়েটারী ভাষায় আজ বে-বার, কোনও অভিনয় ছিল না, ম্যানেজার মহাশয়ের সাক্ষাৎলাভ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। বিপিন বাবু তাঁহাকে হীরালালের খবর জিজ্ঞাসা করিলেন। হীর সিং যাহা যাহা বলিয়াছিল, সমস্তই মিলিয়া গেল দেখিয়া বিপিন বাবু নিশ্চিন্ত মনে নিজ হোটেলে ফিরিয়া আসিলেন এবং পরদিন যথাসময়ে দাৰ্জ্জিলিঙ যাত্রা করিলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নব-নিশাকর

দার্জ্জিলিঙে পৌঁছিয়া বিপিন বাবু জুবিলি স্যানিটোরিয়মে গিয়া উঠিলেন। গত কল্য শিয়ালদহ ছাড়িবার পূর্ব্বে, স্থান রাখিবার জন্য ম্যানেজারের নামে টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছিলেন।

রেলভ্রমণে দেহটা শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। স্নানাহার সারিয়া বিপিন বাবু শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, রেবতীর বাসস্থান সেই 'প্যান্সি কটেজ' যে কোথায়, তাহার সন্ধান কি করিয়াই বা পাওয়া যায়? ভাবিলেন, বিকালে উঠিয়া ম্যানেজার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিবেন,—উনি এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা—হয়ত সন্ধান বলিয়া দিতে পারিবেন। নচেৎ ডাকঘরে গিয়া চিঠি-বিলিকারী পিয়নদের নিকট খোঁজ লইতে হইবে।

বিকালে উঠিয়া চা পান করিয়া বিপিন বাবু গিয়া ম্যানেজার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ম্যানেজার বাবু বলিলেন, "প্যান্সি কটেজ? আপনি ভাড়া নিতে চান বুঝি? কিন্তু সে বাড়ী ত খালি নেই। মাস দেড়েক হ'ল, হীরালাল বাবু ব'লে এক ভদ্র-লোককে আমিই সে বাড়ী ভাড়া করিয়ে দিয়েছিলাম।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "না মশাই, আমি ভাড়া নেবার জন্যে জিজ্ঞাসা করিনি। হীরালাল বাবুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই

সে বাড়ীর সন্ধান করছি। হীরালাল বাবুকে আপনি চিনলেন কি ক'রে ?"

"তিনি তাঁর স্ত্রীকে হাওয়া বদলাতে নিয়ে এসে, প্রথমে আমার এই স্যানিটেরিয়মের ফ্যামিলি কোয়ার্টারে উঠেছিলেন কি না। এক হপ্তা এখানে থেকে, তারপর ঐ বাড়ীতে উঠে যান।"

বিপিন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "হীরালাল বাবুর সঙ্গে আপনার দেখা-টেখা হয় ? তাঁর স্ত্রী এখন কেমন আছেন জানেন ? কলকাতায় থাকতে অসুখে খুব ভুগেছিলেন তিনি। কি রকম দেখছেন তাঁকে ?"

ম্যানেজার বাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, এক দিন জলাপাহাড় রোডে দেখা হয়েছিল। তবে, তাঁর দিকে ত আমি তাকাইনি। দেখা হ'তেই হীরালাল বাবু দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন, ওঁর স্ত্রী মুখ ফিরিয়ে রাস্তার রেলিঙের কাছে দাঁড়ালেন। হাপ-পর্দ্দা আর কি,—দার্জ্জিলিঙ, মধুপুর-টধুপুরে যেমন হয়ে থাকে, জানেনই ত! তাঁর মুখের দিকে তাকাইনি, তবে ভালই আছেন বোধ হ'ল।"

"বাড়ীটা কোন্‌খানে ?"

"বাড়ীটা কোন্‌খানে জানেন ?"—বলিয়া ম্যানেজার বাবু কোন্ দিক দিয়া কোথায় যাইতে হইবে, তাহা সবিস্তারে বুঝাইয়া দিলেন।

"আচ্ছা, ধন্যবাদ! তা হ'লে আমি বেরুই।"—বলিয়া বিপিন বাবু বাহির হইয়া পড়িলেন।

দার্জ্জিলিঙের পথ-ঘাট বিপিন বাবুর নিতান্ত অপরিচিত নহে।

তখনও দিবালোক রহিয়াছে। "প্যান্সি কটেজ" খুঁজিয়া পাইতে বিশেষ কষ্ট হইল না। পাহাড়ী ভৃত্য দ্বারের বাহিরে বসিয়া ছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, "সাহেব" ও "মেমসাহেব" অর্দ্ধ-ঘণ্টা পূর্ব্বে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। ভৃত্য, বিপিন বাবুকে গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া পর্দ্দাফেলা ড্রয়িং-রুমে বসাইল। বিপিন বাবু বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং ইহারা ফিরিলে, কি ভাবে কথাবার্ত্তা কহিবেন, তাহাই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আর যাহাই হউক, অবস্থাটা একটু সঙীন, তা বলিতেই হইবে। উহারা তাঁহাকে সহসা গৃহাগত দেখিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিবে না, ইহা নিশ্চয়। ঔপন্যাসিকগণের বর্ণনা বিপিন বাবুর মনে পড়িতে লাগিল —"পথিক সহসা সম্মুখে সর্প দেখিলে যেমন," "সহসা যদি সম্মুখে বজ্রপতন হইত" ইত্যাদি। উহারা অত্যন্ত লজ্জিত ত হইবেই, ইহাও বেশ বুঝিতে পারিবে যে, উহাদের মিলনে শাঁখ বাজাইবার জন্য আমি আসি নাই, দু'জনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইতেই আমার আগমন।

ড্রয়িং-রুমটা ক্রেটোন মোড়া সস্তা আসবাবে সজ্জিত। তবে অনুষ্ঠানের ত্রুটি কিছুই নাই—ড্রয়িং-রুমের উপযোগী সমস্ত জিনিষই আছে—মায় একটা কটেজ-পিয়ানো পর্য্যন্ত।

শাদা-কালো রঙের বড় বড় লোমওয়ালা একটা পাহাড়ী কুত্তা পর্দ্দা ঠেলিয়া মাথা ঢুকাইয়া, বিপিন বাবুর পানে এক নজর চাহিয়া তাচ্ছীল্যভরে প্রস্থান করিল। সময় কাটাইবার জন্য বিপিন বাবু পড়িবার উপযুক্ত কোনও বহি বা কাগজের অনুসন্ধান করিলেন।

পাইলেন, ছয় দিনের পুরাতন একখানা রবিবারের ষ্টেটস্‌ম্যান। একটা সিগারেট ধরাইয়া অগত্যা তাহাই পাঠ করিতে বসিলেন।

ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল, বিপিন বাবু উঠিয়া বিদ্যুৎ-আলোর সুইচ্‌ টানিয়া দিলেন। বাবুর্চিখানা হইতে মাংস রান্নার সুগন্ধ আসিতে লাগিল।

দুইটা সিগারেট ভস্ম হইয়া গেল, কিন্তু কৈ, এখনও ত উহারা ফেরে না! শ্রাবণ মাস হইলেও,—বিশেষতঃ দার্জ্জিলিঙের শ্রাবণ,—আকাশটা আজ বেশ পরিষ্কার আছে। সেই সুযোগ লইয়া উহারা প্রাণ ভরিয়া বেড়াইতেছে আর কি!

ঘণ্টাখানেক এই ভাবে অপেক্ষা করিবার পর, প্রবেশপথে দুই যোড়া জুতায় শব্দ উঠিল। পরমুহূর্ত্তে পর্দ্দা সরাইয়া হীরালাল ভিতরে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিল, "এ কি!"

হীরালাল কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, পশ্চাৎ পশ্চাৎ রেবতীও আসিল। উভয়েরই মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। চট্‌ করিয়া বিপিন বাবুর মাথায় আসিল, পরে যাহা হয় হইবে, উভয়েই এই 'অপ্রতিভ' ভাবটা কাটাইয়া দিবার জন্য এখন কিঞ্চিৎ রহস্যের অবতারণা করাই ভাল। তাই তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমার নাম রাসবিহারী দে। আপনার ভার্য্যা সুরবালা দাসী তাঁর জমীদারী আমাকে পত্তনি দেবেন, লেখাপড়াও হয়ে গেছে,—সেই দলিলে আপনার একটা সই চাই,—তাই মশাইয়ের অজ্ঞাতবাসে মশাইকে বিরক্ত করতে হ'ল।"

এ কথা শুনিয়া কিন্তু হীরালাল বা রেবতী কাহারও মুখের

ভাব-পরিবর্ত্তন হইল না। হীরালাল পার্শ্বের দেওয়ালের দিকে এবং রেবতী মেঝের কার্পেটের পানে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন বিপিন বাবু উপলব্ধি করিলেন, রহস্যটা স্থান-কাল-পাত্রোচিত হয় নাই। কিন্তু তথাপি তিনি হা'ল ছাড়িলেন না। পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিলেন, "যদিও বিলেতে যাই নি, তবু আমি শুনেছি যে, বাড়ীতে অতিথি এলে মেম-সাহেবরাই তার অভ্যর্থনা ক'রে থাকেন। কৈ হে হীরু, তোমার মেমসাহেব যে আমার সঙ্গে কথাটি পর্য্যন্ত কইচেন না!"

হীরালাল ক্ষীণস্বরে বলিল, "ব'স ভাই ব'স।"

বিপিন বাবু বসিলে, হীরালাল ও রেবতী অন্য একখানি সোফা অধিকার করিয়া উপবেশন করিল।

রেবতী বিপিন বাবুর পানে না চাহিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "আপনি কবে এলেন দার্জ্জিলিঙে?"

"আজই এসে পৌছেছি। আপনার শরীর কেমন আছে, বলুন দেখি। আপনার খুবই অসুখ হয়েছিল শুন্‌লাম।"

রেবতী বলিল, "এ খবর আপনি কোথায় পেলেন?"

"আমি আপনার বাড়ীতে গিয়েছিলাম যে। হরি সিং বল্লে, তার পর ডায়মণ্ড থিয়েটারের ম্যানেজার বাবুর কাছেও শুন্‌লাম। দেড় মাস ত রয়েছেন, শরীর কেমন বুঝছেন?"

রেবতী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "শরীর আর মন্দ কি? ভালই আছে। তবে আপনি এলেন, আগে থাক্‌তে এটা খবর দিলেন না কেন?"

বিপিন বাবু হাসিয়া বলিলেন, “এমন কাঁচা কায কি আমি করি? আসবার খবরটি দিই, আর আপনারা এখান থেকে টেনে লম্বা দেন আর কি!”

“লম্বা দেবো আর কোথায় বলুন!”—বলিয়া রেবতী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

বিপিন বাবু তখন সুর বদলাইয়া বলিলেন, “কি ক’রে খবর দেবো? হীরুদার সেই একখানি টেলিগ্রাম মাত্র ত আমার ভরসা! তা’তে বাড়ীর ঠিকানা ত ছিল না—শুধু ছিল—দার্জ্জিলিঙ।”

রেবতী হীরালালের পানে চাহিয়া বলিল, “সে টলিগ্রামে বাড়ীর ঠিকানা লেখোনি বুঝি? তবে বিপিন বাবুর উত্তর এসে পৌছল কি ক’রে?”

হীরালাল বলিল, “টেলিগ্রাফ আপিসে আমি ঠিকানা রেখে এসেছিলাম। ব’লে দিয়েছিলাম, জবাব এলে এই ঠিকানায় যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তার পর বিপিন, উঠেছ কোথা?”

“যেখানে তোমরা উঠেছিলে—স্যানিটেরিয়মে।”

“ওঃ।—রেবি, তুমি যাও না, কাপড়-টাপড় বদ্‌লে এস না।”

“যাই।”—বলিয়া রেবতী উঠিয়া, অত্যন্ত ক্লান্তপদে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। পর্দ্দার নিকট গিয়া, থামিয়া, পশ্চাৎ ফিরিয়া বলিল, “বিপিন বাবু, আজ আপনি এখানে খেয়ে তবে যাবেন। আমি আসছি—পালাবেন না যেন।”

বিপিন বাবু হাসিয়া বলিলেন, “না, পালাব কেন? পালানো যাদের অভ্যাস, তারা এখন না পালালেই বাঁচি। বেশ, খেয়েই

যাব। আপনার বাবুর্চ্চিখানা থেকে মাংস রান্নার গন্ধটি যা আসছিল তা লোভনীয় বটে।"

রেবতী কোনও উত্তর না করিয়া প্রস্থান করিল।

হীরালাল তথন মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি, হে ব্যাপার কি বল দেখি ?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "ব্যাপার যা বাধিয়ে তুলেছ, তা ছাড়া আর কি ?"

"ওরা সব কেমন আছে ?"

"ভালই আছে।"

"তুমি আমায় ধ'রে নিয়ে যাবার জন্তেই এসেছ ত ?"

"না, আমি তোমাদের মিলনে উলু দিতে এসেছি।"

"ঠাট্টা করছ ? কর ভাই।"—বলিয়া হীরালাল নতনেত্রে বসিয়া রহিল।

প্রায় এক মিনিটকাল নীরবে কাটিলে, বিপিন বাবু তাঁর সিগারেট-কেস খুলিয়া হীরালালের দিকে ধরিয়া বলিলেন, "নাও, একটা সিগারেট খাও।"

উভয়ে সিগারেট ধরাইলেন। হীরালাল বলিল, "আমাদের বাড়ী ইদানী গিয়েছিলে ?"

"গিয়েছিলাম বৈকি,—তোমার দু'বার তোমার টাকা পৌছে দিতে।"

"বাড়ীর লোকে এ কথা জানতে পেরেছে ?"

"পেরেছে।"

"তুমিই প্রচার করেছ তা হ'লে? গ্রামে বোধ হয় ঢি-ঢি প'ড়ে গেছে?"

"না। গ্রামের লোক এখনও কেউ কিছু জানে না।"

"আমাদের বাড়ীতে কথাটা না বল্লেই পারতে।"

বিপিন বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তুমি স্বখাত-সলিলে ডুবে মরবে হীরুদা, আর দোষ দেবে আমার? তোমার নিজের দোষেই কথাটা তোমার বাড়ীতে জানাজানি হয়ে গেছে। প্রথম ত 'অমুক দিন বাড়ী যাচ্ছি'—বাড়ীতে এই লিখে,—বাড়ী গেলেই না একদম! দার্জ্জিলিঙ রওয়ানা হবার আগে, বাড়ী থেকে দু'দিন ঘুরে আসতে পারতে না? দুটি দিনের বিচ্ছেদও আর সহ্য হয় না বুঝি? কি? নিরুত্তর কেন?"

হীরালাল বলিল, "বল, ব'লে যাও। কিন্তু, সব কথা তুমি জান না বিপিন।"

"তার পর;—বাড়ী না হয় না-ই গেলে, একখানা পোষ্টকার্ড লিখে খবরটা দিতেও কি সময় হয় না? যদি বাড়ীর লোকে রীতিমত তোমার চিঠিপত্র পেত, তা হ'লে এটি আর জানাজানি হ'ত না।"

হীরালাল বলিল, "সে ত ঠিক কথা! এখন তুমি কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ, বল দেখি?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "সে কথা পরে বলবো। তবে, আজ এইটুকুমাত্র বলছি, তোমায় লাঞ্ছনা তিরস্কার করবার জন্যে আসিনি। —আর—"

হীরালাল বাধা দিয়া বলিল, "কসুরটাই বা করছ কি? হাঁ—ভূতোটা এখনও মারনি বটে! আর—আর কি?"

"আর—তোমাদের দু'জনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতেও আসি নি কেমন, এখন নিশ্চিন্ত হ'লে ত?"

হীরালাল বলিল, "নিশ্চিন্ত আর এ জীবনে হ'তে পারবো না বোধ হয়।"

আবার কিয়ৎক্ষণ দুই জনে নীরব। ঝি সৌদামিনী আসিয়া হীরালালকে বলিল, "একবার উপরে ডাকছেন।"—বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

হীরালাল বসিয়া বসিয়া সিগারেট টানিতে লাগিল। বিপিন বাবু বলিলেন, "যাও না, কি বলছেন, শুনে এস।"

"যাই। তুমি ক'টার সময় খাও?"

বিপিন বাবু তাঁহার হাত-ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, "এই ত মোটে আটটা। ন'টা বাজুক না।"

"ততক্ষণ, এক পেয়ালা চা খাবে কি?"

"না। যাও, তুমি হয়ে এস।"

দশ মিনিট পরে রেবতী ও হীরালাল উভয়েই নামিয়া আসিল। বিপিন বাবু লক্ষ্য করিলেন, এখন দুই জনের কাহারও মুখে পূর্ব্বকার সে লজ্জিত সঙ্কোচের ভাবটা আর নাই। বিপিন বাবু ভাবিতে লাগিলেন, "তোমাদের বিচ্ছেদ ঘটাতে আসিনি, এই আশ্বাস দিয়েছি,—এটা কি তারই ফল? না,—দ্রব্যগুণ? কে জানে!"

রেবতী বলিল, "আপনাকে অনেকক্ষণ একলা বসিয়ে রেখে গেছি, মাফ করবেন বিপিন বাবু।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "হাঁ—এই ত মেম সাহেবের মত উক্তি।"

"যান্—সব কথাতেই আপনার ঠাট্টা"—বলিয়া রেবতী হীরালালের প্রতি বক্রদৃষ্টি করিল।

সাধারণভাবে দার্জ্জিলিঙ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। কলিকাতায় থাকা কালীন নিজ পীড়ার কথাও রেবতী বর্ণনা করিল।

কথাবার্ত্তায় ৯টা বাজিল। সৌদামিনী আসিয়া জানাইল, আহার প্রস্তুত।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শ্মশান-কুসুম।

ভোজন-কক্ষে গিয়া বিপিন বাবু বলিলেন, "বাঃ, তোমরা যে একদম সাহেব-মেমই ব'নে গেছ দেখ্‌ছি! এখানে এসে অবধি এই রকম টেবিলে আহারই চল্‌ছে না কি?"

হীরালাল বলিল, "টেবিলে খেলেই কি সাহেব হয়ে যায়? কলকাতায় আজকাল অনেক বড়লোকই ত—অন্ততঃ রাত্রির খানাটা টেবিলে বসেই সমাধা করেন।"

বিপিন বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তাই না কি? আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক, অত খবর রাখিনে ভাই।"

রেবতী টেবিলের অগ্রভাগ অধিকার করিয়া, এক ধারের চেয়ারখানি দক্ষিণ হস্তে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "বসুন, বিপিন বাবু।"

বিপিন বাবু রেবতীর পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "রাই-কিশোরী—আপনার শ্যামই আপনার ডান ধারে বসবে, আমি বসবো কোন অধিকারে? আমি এই দিকেই বসি—যাও হে হীরুদা, তুমি ও দিকে যাও।"

হীরালাল বলিল, "শ্যামের বামে রাইকিশোরী?—কিন্তু আজ-কাল ত সে সব খাটে না ভায়া!—সে সব উল্টে গেছে—এখন বিবির বামেই সাহেব।"

রেবতী হীরালালের প্রতি কৃত্রিম কোপকটাক্ষ করিয়া বলিল, "ভারি রসিকতা হ'ল, না?"—বিপিন বাবুর পানে চাহিয়া বলিল, "আপনি যে মান্য অতিথি, বিপিন বাবু! আপনি গৃহকর্ত্রীর ডান দিকে বস্‌বেন।"

তখন উভয়ে হাসিতে হাসিতে রেবতী কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট চেয়ার দু'খানিতে উপবেশন করিল।

ভোজনকালে বিপিন বাবু ইচ্ছা করিয়াই কোনও অপ্রিয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন না। দার্জ্জিলিঙের আবহাওয়ার কথাই বেশী করিয়া চলিল।

আহার শেষ হইতে প্রায় দশটা বাজিল। তখন তিন জনে গিয়া ড্রয়িং-রুমে বসিলেন। সদু ঝি রূপার ডিবাভর্ত্তি পাণ আনিয়া দিল।

হীরালাল জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কত দিন এখানে আছ, বিপিন?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "এক সপ্তাহ ত বটেই। এক সপ্তাহের আগে চ'লে যেতে চাইলে, স্যানিটেরিয়মে যে এক সপ্তাহের চার্জ্জ ধ'রে নেয়।"

রেবতী বলিল, "স্যানিটেরিয়মে না উঠে, এখানে এলেই হ'ত। আমাদের ত খালি ঘর রয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ—আপনি ত আমাদের ঠিকানাই জানতেন না,—সেটা আমার মনে ছিল না বটে।—তা, স্যানিটেরিয়মে থাকেন, থাকুন, কিন্তু অন্ততঃ একবেলা রোজ এই-খানেই খেতে হবে, তা ব'লে দিচ্ছি।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "সে আপনি যা হুকুম করবেন, তাই

হবে। কিন্তু, এক সপ্তাহ পরে যাতে আমি বাড়ী যেতে পারি, সেই ব্যবস্থাটা ক'রে দেবেন ত ?"

রেবতী কথার ভাব বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "কেন ? আমি কি ব্যবস্থা করতে পারি ?"

বিপিন বাবু তখন গম্ভীর হইয়া হীরালালের বাড়ীর কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। হীরালালের স্ত্রী সুরবালার বুকফাটা দুঃখের কথা—তিনি নিজ স্ত্রীর নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলেন ; হীরালালের জননীর প্রাণান্তকর উৎকণ্ঠার কথা—তিনি স্বয়ং যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, একে একে ধীরে ধীরে সমস্তই বর্ণনা করিলেন। শেষে বলিলেন, "তুমি একবার অন্ততঃ, হীরুদা, হপ্তাখানেকের জন্তে গিয়ে তোমার মাকে, স্ত্রীকে দেখা দিয়ে আসবে চল।"

হীরালাল নত-মস্তকে বসিয়া বিপিন বাবুর বর্ণিত কাহিনী শুনিতেছিল। উহা শেষ হইলেও সে তেমনিই নত-মস্তকেই বসিয়া রহিল। রেবতীও নীরব।

কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিপিন বাবু বলিলেন, "কি হীরুদা, রাজী ত ?"

হীরালাল ধীরে ধীরে মুখ তুলিল। বিপিন বাবুর পানে না চাহিয়া, রেবতীর মুখের পানে চাহিল। রেবতী হীরালালের দৃষ্টি হইতে মুখ সরাইয়া অন্ত দিকে চাহিয়া রহিল।

বিপিন বাবু হাত-ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, "সাড়ে দশটা বেজে গেল যে!—এখন তা হ'লে আমি উঠি ভাই। এ বিষয়ে তোমরা দু'জনে পরামর্শ ক'রে রেখো, কাল দেখা হ'লে আমায় বোলো।"

হীরালাল এতক্ষণে কথা কহিল। বলিল, "কখন দেখা হবে?"

"যখন বল।"

রেবতী বলিল, "কাল বিকেলে আপনি এইখানে এসে চা খাবেন, বিপিন বাবু।"—রেবতীর কণ্ঠস্বর বিষণ্ণতা-পূর্ণ—যেন অশ্রুমাখা।

"আচ্ছা"—বলিয়া বিপিন বাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রেবতী ও হীরালাল তাঁহাকে রাস্তা অবধি দিয়া আসিয়া আবার ড্রয়িংরুমের মধ্যেই বসিল। হীরালাল অবসন্নভাবে সোফায় এলাইয়া পড়িয়া বলিল, "কি করা যায়?"

রেবতী বলিল, "কি আর করবে? আমি ত আগেই তোমায় বলেছি—আমার জন্যে তুমি ত বাড়ীর সম্পর্ক ত্যাগ করতে পার না! সেটা উচিতও হবে না! বিপিন বাবু ত কিছু অন্যায় কথা বলেন নি। যাও, তাঁদের দেখা দিয়ে এস।"

হীরালাল বলিল, "যাওয়া কি সহজ, রেবি? মার কাছে না হয়, এ মুখ আমি দেখাতে পারি। কথায় বলে, কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখনও নয়। কিন্তু—"

রেবতী বলিল, "কিন্তু—সুরবালার কাছে কেমন ক'রে মুখ দেখাবে, তাই বল্‌ছ?"

"হ্যাঁ, সেইটেই সমস্যা।"

"কেন? তবে যে লোক বলে—হিন্দুস্ত্রী, স্বামী শত অপরাধে অপরাধী হলেও, তাকে দেবতা-জ্ঞান ক'রে থাকে।"

রেবতীর মনের প্রচ্ছন্ন শ্লেষটুকু তাহার কণ্ঠস্বরে প্রকট হইয়া

পড়িল। এটা হীরালালের ভাল লাগিল না। উত্তর করিল, "সবাইকের স্ত্রী কি আর আদর্শ হিন্দু-স্ত্রী হয়?"

রেবতী পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিল, "তুমি এমন আদর্শ স্বামী, তোমার স্ত্রাই বা আদর্শ হবে না কেন?"

"রেবতী, তুমি বড় নিষ্ঠুর!"—বলিয়া হীরালাল সিগারেটের টিন খুলিয়া একটা সিগারেট ধরাইল।

রেবতী এবার বুঝিল, হীরালালের প্রতি সে ভাল ব্যবহার করে নাই। আসল কথা, কিছুক্ষণ ক্রমাগত সুরবালা সুরবালা শুনিয়া তার মনটা খিচড়াইয়া গিয়াছিল। ইহা স্মরণ হইবামাত্র নিজের কাছে সে লজ্জিত হইল। কোমল সুরে বলিল, "সে কথা এখন আর ভেবে কি হবে, এখন শোবে চল, রাত হয়ে গেল। কাল সেই বিকেলে ত বিপিন বাবু আসবেন। কাল সারাদিনে তোমাতে আমাতে এ বিষয়ে পরামর্শ ক'রে যা হয় ঠিক করা যাবে। আচ্ছা, বিপিন বাবু যখন তোমার উত্তর জানতে চাইলেন, তখন তুমি আমার পানে তাকালে কেন? যেন আমারই অনুমতি তুমি প্রার্থনা করছো!—ছি ছি, আমার এমন লজ্জা করতে লাগলো!"

হীরালাল বলিল, "তাকিয়েছিলাম না কি? কৈ, আমার কিন্তু মনে নেই তা।"

"তা হ'লে তুমি আনমনেই তাকিয়েছিলে বোধ হয়। সুরবালার সজল চোখ দুটি তখন তোমার মনের ভিতর জুড়ে ব'সে ছিল, নয়?"

হীরালাল বলিল, "তা সত্যি।"

২০

"হওয়াই ত উচিত।"—বলিয়া রেবতী অসাবধানে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

রেবতীকে যে আজ কি ভূতে পাইল, কে জানে, আজ শয্যায় গিয়া হীরালালকে ক্রমাগত সে খুঁটিয়া খুঁটিয়া সুরবালার কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। এমন কি, ফুলশয্যার রাত্রিতে উভয়ের কথাবার্ত্তা কি হইয়াছিল, তাহাও না শুনিয়া ছাড়িল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বেশ আমোদ করিয়াই প্রশ্ন করিতে লাগিল, কিছুমাত্র অসূয়া বা অভিমানের খাদ তাহার ভিতর ধরা পড়িল না। হীরালালও অসঙ্কোচে উত্তর দিতে লাগিল,—যেন সে তাহার নূতন প্রেয়সীর সহিত নহে—কোন অন্তরঙ্গ সখার সহিতই কথোপকথন করিতেছে। এক সময় সে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ সুরবালার কথা এত ক'রে জিজ্ঞাসা করছ কেন রেবি?"

রেবতী হাসিয়াই উত্তর করিল, "বাঃ, আমার সতীন কেমন, তা বুঝি আমার জানতে ইচ্ছা করে না?—তাকে আমার বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে, সত্যি!—দেখাবে?"

হীরালাল বলিল, "তাকে দেখবে যদি তো চল না আমার সঙ্গে।"

"কেন, আমার কাণ দুটো আর নাকটার উপর কি আমার কিছুমাত্র মমতা নেই মনে কর? তোমাদের বাড়ী আমি ঢুকলে তোমার বউ আঁষ-বঁটি দিয়ে আমার নাক-কাণ কেটে ঝাঁটা মারতে মারতে আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে না?"

হীরালাল বলিল, "তা অসম্ভব নয় বটে।—এখন ঘুমোও—

রাত একটা বাজে, খেয়াল আছে? আর রাত জাগলে তোমার অসুখ করবে।"

"আমার অসুখ করলেই বা! আমি ম'রে গেলেই বা!" বলিয়া, বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত, রেবতী দুই হাতে মুখ চাপিয়া হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

হীরালাল তাহার এই হঠাৎ ভাবান্তর দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। ভাবিল, স্ত্রীচরিত্র কি অদ্ভুত জিনিষ! কখন্ রোদ, কখন বৃষ্টি, কিছুরই স্থিরতা নাই! কিন্তু ইহা তাহার মাথায় আসিল না যে, নিপুণা অভিনেত্রী এতক্ষণ তাহার স্বকীয় মর্ম্ম-বেদনাকে সবলে দাবাইয়া রাখিয়া, হাসি-খুসির ভাণ করিতেছিল মাত্র—কিন্তু আর সে পারিয়া উঠিল না,—ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

হীরালাল তাহাকে আদর করিয়া, সোহাগ করিয়া, সান্ত্বনা দিবার অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু রেবতী কিছুতেই সান্ত্বনা মানিল না। "ওগো, আজ তুমি আমায় কিচ্ছু বোলো না, তোমার পায়ে পড়ি"—বলিয়া সে হীরালালের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া শয়ন করিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে কখন্ ঘুমাইয়া পড়িল।

ফুল কি শুধু বাগানেই ফোটে? বাগানেও ফোটে, শ্মশানেও ফোটে। রেবতীর হৃদয়ে এই যে ভাব,—ইহাও প্রেম এবং খাঁটি প্রেম। তবে সুখ নাই কেন? শ্মশান-কুসুমে দেবপূজা শাস্ত্রনিষিদ্ধ কেন?

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

নূতন-চুক্তি

পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিবার পর, গত রাত্রির আচরণের জন্য রেবতীর বড় লজ্জা করিতে লাগিল। দিবা ও রজনীতে ধরণীর দেহের রঙ বদলায় বটে; মানুষের মনের রঙেরও কি সেইরূপ পরিবর্ত্তন হয়? রেবতী মনে মনে বলিতে লাগিল, "ছি ছি, কাল রাত্রে বড়ই ছেলেমানুষী ক'রে ফেলেছি।"—হীরালাল জাগিলে, সে হাসিমুখেই তাহাকে অভিনন্দন করিল।

চা-পানের পর দুই জনে বেড়াইতে বাহির হইল। বেড়াইয়া ক্লান্ত হইলে একটা নির্জ্জন স্থানে শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া রেবতী বলিল, "আমি ভেবে চিন্তে দেখলাম, তোমার দিন কতক বাড়ী ঘুরে আসাই উচিত। একটা সুবিধে এই, গ্রামের লোক এ সব খবর কেউ পায়নি। মা'র কাছে তোমার মুখ দেখান শক্ত, সুরবালার কাছে আরও শক্ত, সবই আমি বুঝি। কিন্তু কি করবে বল, উপায় কি? তুমি আমায় ভালবেসেছ—আমার জীবন ধন্য হয়েছে, যা আমার পা'বার নয়, তাই আমি পেয়েছি—কিন্তু তাই ব'লে তুমি তোমার মাকে, স্ত্রী-কন্যাকে ভাসিয়ে দেবে, এটা আমি নিশ্চয়ই চাই নে, তা ত তুমি জান, ভাই!"

হীরালাল আদরে রেবতীর বাহুস্পর্শ করিয়া বলিল, "তা জানি বৈ কি, রেবি!"

"বেশ। সেই কথাই রইল তা হ'লে। ও-বেলা বিপিন বাবু এলে আমি নিজেই তাঁকে বলবো, আপনার হীরুদাকে বাড়ী নিয়ে যান—কিন্তু হপ্তাখানেকের মধ্যেই পাঠিয়ে দেবেন আবার; কি বল, আমি বলবো ত?"

হীরালাল একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "কিন্তু বিপিন ত এখন এক সপ্তাহ এখানে থাকবে। আচ্ছা, এক কায করি না কেন?"

"কি?"

"তোমার শরীরটে উপস্থিত অবশ্য ভালই আছে—কিন্তু কখন কি হয়, তা ত বলা যায় না। তোমাকে এখানে একলা ফেলে রেখে গিয়েও ত মনে আমি শান্তি পাব না। তার চেয়ে, বিপিন এখানে থাকতে থাকতেই আমি ঘুরে আসি না কেন? বিপিন এখানে থাকলে, তোমায় সর্ব্বদা দেখাশুনো করবে, তবু আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো। কি বল?"

রেবতী কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, "তা—যা ভাল বোঝ।"

হীরালাল বলিল, "তুমিই বুঝে দেখ না। এই নির্ব্বান্ধব স্থানে হঠাৎ যদি তোমার কোনও বিপদ-আপদ আসে—এ আশঙ্কা কি তোমার হয় না?"

"হয় না কেন? খুবই হয়। তবে অমি কি ভাবিয়াছিলাম

জান? বিপিন বাবু ত এখনও এক হপ্তা এখানে আছেন,—তব এই এক সপ্তাহ ত তোকে পাব।"

হীরালাল হাসিয়া বলিল, "এক সপ্তাহ পরে আমায় আর পাবে না, এই ভয় তোমার হয় না কি?"

রেবতী বলিল, "তা কি কিছু বলা যায়? অদৃষ্ট যে মন্দ। বঙ্কিম বাবু কি বলেছেন মনে নেই? 'অদর্শনে কত বিষময় ফল ফলে।'—তুমি যার জিনিষ, সে যদি না ছাড়ে?"

"কেন, আমি কি তোমারও জিনিষ নই?"

রেবতী বলিল, "তা হয় না গো, প্রেমে কি আর এজমালি চলে? জিনিষ তারই, তবে আমি দু'দিন চুরি ক'রে ভোগ ক'রে নিচ্ছি, এই পর্য্যন্ত। যেমন গরু পরের ক্ষেতে ঢুকে পেট ভ'রে ধান খেয়ে নেয়, সেই রকম আর কি!"

হীরালাল হাসিয়া বলিল, "তুমি গরু? আজকাল তুমি ক' সের ক'রে দুধ দিচ্ছ বল দেখি?"

"কেন? তোমার মেয়ের জন্যে ক' সের দরকার?"—এইরূপ হাস্য-পরিহাস করিতে করিতে উভয়ে সে স্থান হইতে উঠিল এবং ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

চারিটা বাজিলেই বিপিন বাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। গত কল্য অপেক্ষা উভয়কে আজ প্রফুল্ল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কর্ত্তা-গিন্নীতে কি পরামর্শ স্থির করলে গো?"

পরামর্শ যাহা স্থির হইয়াছিল, হীরালাল তাহা বলিল। শুনিয়া বিপিন বাবু বলিলেন, "ওহে, তোমার মা'র কাছে আমি যে

ব'লে এসেছিলাম, তোমায় আমি নিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে হাজির ক'রে দেবো,—আমি রইলাম এখানে—রাস্তা থেকে তুমি যদি আর কোথাও পালাও ?"

হীরালাল বলিল, "আর কোথায় পালাবো বল ?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "আকাশে নক্ষত্র কি রেবতীই শুধু একটি হে ? অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী—আরও কত সব আছেন ত ? কি বলেন রেবতী বিবি ?"

রেবতী বলিল, "সে ত নিশ্চয়ই। কে কখন কোন্ নক্ষত্রের পাল্লায় প'ড়ে যায়, তা বলা যায় কি ?" (হীরালালের দিকে চাহিয়া) "কিন্তু হ্যাঁগা তোমার ভায়া আমাকে রেবতী বিবি বল্‌বেন কেন বল ত !"

বিপিন বাবু হাত যোড় করিয়া বলিলেন, "মাফ করুন, আমার অপরাধ হয়েছে—এবার থেকে আপনাকে আমি বউদিদিই বল্‌বো।"

"যদি বউদিদি বলবেন, তা হ'লে আমাকে 'আপনি' ও বল্‌তে পারেন না, 'তুমি' বল্‌তে হবে।" (হীরালালের দিকে চাহিয়া) "কি বল গো ?"

হীরালাল বলিল, "নিশ্চয়।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "তা হ'লে আপনিও আমায় বিপিন বাবু বল্‌তে পারবেন না, ঠাকুরপো বল্‌তে হবে। আর 'তুমি' বলতে হবে। কি বল হীরুদা ?"

রেবতী বলিল, "আচ্ছা, সেই চুক্তিই রইল তা হ'লে।"

হীরালাল বলিল, "আমি তোমাদের এই চুক্তিনামার সাক্ষী রইলাম। কিন্তু আসল কথাটাই চাপা প'ড়ে যাচ্ছে যে। তোমরা দু'জনেই একমত হচ্ছে যে, অশ্বিনী, ভরণী, কখন্ কে কোন্ নক্ষত্রের পাল্লায় প'ড়ে যায়, ঠিক নেই। রেবতীই কিন্তু শেষ নক্ষত্র —একেবারে ২৭ নম্বর—পাঁজি খুলে দেখ।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "না দাদা, দোহাই তোমার, আর কারু পাল্লায় পোড়ো না,—যা পড়ান্ পড়েছ, এতেই তোমার হাড়গোড় চূর্ণ হ'বার দাখিল হয়েছে।"

চা-পান শেষ হইলে, তিন জনে একত্র বেড়াইতে বাহির হইলেন। ইহা স্থির হইয়া গিয়াছে যে, আগামী কল্য কলিকাতা মেলে হীরালাল গৃহযাত্রা করিবে এবং সে ফিরিয়া না আসা অবধি বিপিন বাবু রেবতীর তত্ত্বাবধানে দার্জ্জিলিঙে থাকিবেন।

ভ্রমণান্তে বিপিন বাবু বিদায় চাহিলে হীরালাল বলিল, "রেবি, তুমি যে কাল বলেছিলে, বিপিন ভায়া রোজ অন্ততঃ একবেলা আমাদের ওখানে খাবেন!"

বিপিন বাবু বলিলেন, "চা ত খেলাম।"

হীরালাল বলিল, "ও ত ফাঁকি—জল ভাজা।"

রেবতী বলিল, "ঠিক কথা। ওটা আমারই ভুল হয়ে গেছে। কাল রাত্রে যখন ওঁকে বল্লাম, কাল বিকেলে এসে এই খানেই চা খাবেন, তখনই আমার বলা উচিত ছিল,—বেড়িয়ে ফিরে রাত্রেও এখানে খাবেন;—তা, তুমিই বা সে সময় আমায় মনে ক'রে দিলে না কেন?"

হীরালাল বলিল, "সে সময় আমার বুঝি মাথার ঠিক ছিল ?"

রেবতী বলিল, "আমারই বড় ছিল কি না!—সে যা হোক, কাল দশটার সময় এসে, আমাদের সঙ্গে আপনি খাবেন বিপিন বাবু,—তার পর দু'জনে ওঁকে ষ্টেশনে গাড়ীতে তুলে দিতে যাব।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "আমি চুক্তিভঙ্গকারিণীদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি নে।"

রেবতী সবিস্ময়ে বলিল, "কেন, কি চুক্তি ভঙ্গ করলাম আমি ? ওঃ—হ্যাঁ হ্যাঁ—মনে পড়েছে। তা বটে।"

বিপিন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "চুক্তি ছিল যে, আমি তোমাকে 'বউদিদি' বলবে, 'তুমি' বলবো—তুমিও আমাকে 'ঠাকুরপো' বলবে, 'তুমি' বলবে—সেটা মহাশয়ার স্মরণ না থাকতে পারে, কিন্তু উভয় পক্ষের সাক্ষী আছে এই হীরুদা। বেড়াতে বেড়াতে আমি আজ কয়েক বারই তোমাকে বউদিদি বলেছি।"

রেবতী বলিল, "ক্ষমা কর ঠাকুরপো! হ্যাঁ হ্যাঁ—এটা আমার অপরাধ হয়ে গেছে বটে।"

"আচ্ছা ক্ষমা করা গেল, বউদিদি।"

"তবে কাল বেলা দশটায় আসবে ত ?"

"আস্‌বো"—বলিয়া বিপিন বাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

চিঠির প্রতীক্ষায়

কলিকাতা-মেল হীরালালকে লইয়া দার্জ্জিলিঙ ষ্টেশন ছাড়িয়া গেল।

রেবতী বলিল, "ঠাকুরপো, এখন তুমি স্যানিটেরিয়মেই যাবে ত?"

"চল, আগে তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"না না,—আবার অত দূর কষ্ট করতে যাবে কেন? আমি একলাই বেশ যেতে পারব।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "না না, আমার কিছু কষ্ট হবে না। হীরুদা আমায় রেখে গেল খবরদারী করতে, আমি তোমায় একলা ছেড়ে দিতে পারি? পথে যদি কেউ তোমায় লুটে নিয়ে যায়, তার জন্যে দায়ী হবে কে, বৌদি?" বলিয়া বিপিন বাবু হাসিলেন।

রেবতী তখন ভাবাবিষ্ট, এ পরিহাস তাহার অন্তঃকরণকে স্পর্শই করিল না। সে বিপিন বাবুর মুখের পানে ছল-ছল নেত্রে চাহিয়া বলিল, "আমায় এখন একটু একলা থাকতে দাও, ঠাকুরপো!—না হয় আমায় একখানা রিক্শা ক'রে দাও।"

রেবতীর মুখভাব ও কণ্ঠস্বর যেন বিপিন বাবুর পৃষ্ঠে চাবুক মারিল। তিনি বুঝিলেন, পরিহাসটুকু অসময়োচিত হইয়াছে। বলিলেন, "ওঃ, আচ্ছা, আমি তোমার সঙ্গে যাব না, বৌদি। আমি

অতটা বুঝতে পারি নি, আমায় মাফ কর। চল, একটা রিক্‌শায় তোমায় তুলে দিই।"

এ সময় উভয়ে তাহারা প্ল্যাটফর্ম্মের প্রান্তসীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। প্ল্যাটফর্ম্মের বাহিরেই খানকয়েক রিক্‌শা দাঁড়াইয়া ছিল। বিপিন বাবু একটার ভাড়া স্থির করিয়া রেবতীকে তাহাতে উঠাইয়া দিয়া রিকশাওয়ালাকে বলিলেন, "যাও, মেম সাহেবকো কোঠী পৌঁছায় দো। হুঁসিয়ারিসে লে যানা।"

রেবতী বলিল, "ও-বেলা আস্‌ছ ত ঠাকুরপো, চা-য়ের সময় ?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "আস্‌ব ?"—তাঁহার কণ্ঠস্বরে একটু অভিমানের রেশ যেন ধরা পড়িয়া যায়।

রেবতী বলিল, "হাঁ ঠাকুরপো, এস, নইলে আমায় বেড়াতে নিয়ে যাবে কে ?"

"আস্‌বো বৌদি, সাড়ে চারটের সময়।" বলিয়া বিপিন বাবু রেবতীতে নমস্কার করিলেন। ঘণ্টাধ্বনি সহ রিক্‌শা ছুটিয়া চলিল।

ঠিক সাড়ে চারিটার সময় বিপিন বাবু রেবতীর আবাসে গিয়া পৌঁছিলেন। কাঞ্চি ভৃত্য যথানিয়মে দ্বারদেশে বসিয়া ছিল, বিপিন বাবুকে ড্রয়িং-রূমে বসাইয়া সে উপরে "মেমসাহেব"কে সংবাদ দিতে গেল।

বিপিন বাবু দশ মিনিট কাল অপেক্ষা করিবার পর রেবতী নামিয়া আসিল। বলিল, "তোমায় অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। ঠাকুরপো, একবারে বেড়াতে বেরুবার পোষাক পরেই নেমে এলাম।"

"ভালই করেছ বৌদি।"—বিপিন বাবু লক্ষ্য করিলেন, রেবতীর চক্ষু দুইটি ফুলিয়াছে। এ কি দিবানিদ্রার জন্য? না, রেবতী কাঁদিয়াছে? বোধ হয়, শেষের অনুমানটাই ঠিক, কারণ, গলার স্বরও তাহার ভারি ভারি।

বিপিন বাবু আর কোনও কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলেন, "হীরুদা বোধ হয় এতক্ষণ কার্সিয়ং ছাড়িয়ে গেল।"

রেবতী জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ী পৌঁছবেন কখন্?"

"কাল সন্ধে নাগাদ।"

সৌদামিনী ঝি চা আনিল। চা-পান ব্যাপারটা প্রায় নীরবেই চলিতে লাগিল। গুমট অসহ্য হইলে বিপিন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌদি, তুমি এত কি ভাবছ বল দেখি?"

রেবতী ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "কৈ, ভাবলাম আবার কখন্?"

"এমন নীরব যে!"

"তুমিই বা কোন্ সরব!"

"ও রকম মন খারাপ ক'রে থেক না বৌদি—একে তোমার দেহ ভাল নয়,—হঠাৎ অসুখ-বিসুখ করতে পারে।"

"কর্‌লেই বা। তুমি রয়েছ, তার জন্যে ভাবনা কি? একটা পরীক্ষাও হয়ে যাবে।"

"কিসের পরীক্ষা?"

"দাদার উপর তোমার যে রকম টান, বৌদির উপরও সে রকম কি না।"

"না, দোহাই তোমার, সে পরীক্ষায় পাস করতে আমি চাইনে! চা-টুকু শেষ ক'রে নাও, চল এখন বেড়াতে বেরোন যাক।" বলিয়া বিপিন বাবু নিজ পেয়ালার চা-টুকু নিঃশেষ করিয়া ডিবা হইতে একটা পাণ লইয়া মুখে দিলেন।

দুই জনে তখন বাহির হইয়া বটানিকেল গার্ডনের দিকে নামিতে লাগিলেন। বাগানের ভিতর প্রবেশ করিয়া রেবতী বলিল, "ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, বসা যাক্ এখানে।"

একটা খালি বেঞ্চি পাইয়া উভয়ে উপবেশন করিলেন। বিপিন বাবু বলিলেন, "বৌদি, তুমি থিয়েটরে ঢুকেছ কত দিন?"

থিয়েটরের প্রসঙ্গে রেবতীর মুখ খুলিয়া গেল। কোন্ কোন্ থিয়েটরে রেবতী ছিল, কোন্ কোন্ নাটকে কোন্ কোন্ চরিত্রে অভিনয় করিয়াছে, বিপিন বাবুর প্রশ্নে সমস্তই সে বলিতে আরম্ভ করিল। দুই জনের গল্প এতক্ষণে বেশ জমিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

উভয়ে তখন উঠিয়া বাড়ীর পথ ধরিল।

বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া রেবতী বলিল, "ঠাকুরপো, তুমি কেন এইখানেই খেয়ে যাও না।"

বিপিন বাবু রেবতীর দিকে আড়চোখে চাহিয়া, চটুল হাসি হাসিয়া, কোমল স্বরে বলিলেন, "খেয়ে যাব? তা পারি, যদি ভোজন-দক্ষিণা পাই।"

রেবতীর মুখে সংশয় ও ঘৃণার চিহ্ন দেখা দিল— তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। ইহা, পথের অল্পালোক সত্বেও বিপিন বাবুর দৃষ্টি

এড়াইল না—কারণ, এ প্রস্তাবে রেবতীর মুখভাব কিরূপ হয়, তাহাই তিনি দেখিবার প্রতীক্ষায় ছিলেন। রেবতী নিজ কণ্ঠস্বরকে যথাসাধ্য সংযমিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ত বামুন নও, কায়েথ,—তবে এত দক্ষিণার লোভ কেন? কি দক্ষিণা চাও তুমি শুনি?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "এই, দুটো গান-টান শুন্‌বো আর কি! তার বেশী আর কিছু দাবী করবো না, বউদি!"—বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

রেবতী মনে মনে বলিল, "আমায় পরীক্ষা করা হচ্ছে বুঝি?" প্রকাশ্যে বলিল, "গান শুনতে তুমি ভালবাস?"

"খুব ভালবাসি।"

"আচ্ছা, সে জন্যে আটকাবে না।"

এই সময় উভয়ে রেবতীর গৃহদ্বারে পৌঁছিল। রেবতী বলিল, "তুমি হাত-মুখ ধোবে ত, ঠাকুরপো? নীচে একটা গোসলখানা আছে। এই কাঞ্চি, সাহেবকো গোসলখানা দেখলাও।"—বলিয়া রেবতী উপরে চলিয়া গেল।

রেবতী নামিয়া আসিলে, কয়েকটা গান হইবার পর, আহারের সময় উপস্থিত হইল। আহারান্তে ঘণ্টাখানেক বিপিন বাবু রহিলেন। রেবতী হীরালালের সাংসারিক ব্যাপার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিল—বিশেষ করিয়া সুরবালা ও তাহার খুকীর কথা। সুরবালা সম্বন্ধে বিপিন বাবু তাঁহার স্ত্রীর নিকট যাহা কিছু শুনিয়াছিলেন—এই ব্যাপারের প্রথম সংবাদ পাইয়া সুরবালা কিরূপ ভাঙ্গিয়া

পড়িয়াছিল,—তাহার পর স্বামীকে গৃহে ফিরাইবার জন্য তাহার ব্যাকুলতা,—সমস্তই বিপিন বাবু বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া রেবতী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া রেবতী নিজ চেয়ারের উপরে এলাইয়া পড়িল। বিপিন বাবু ইহা দেখিয়া বলিলেন, "বৌদি, তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, আমি এখন উঠি, তুমি শোও গে যাও।"

রেবতী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "কাল আবার আসছ ত ঠাকুরপো?"

"হ্যাঁ, আস্‌ব বৈ কি। আজ যেমন সময় এসেছিলাম; কিন্তু বেড়িয়ে ফিরে, তোমায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে চ'লে যাব,—কেমন?"

রেবতী বলিল, "অর্থাৎ রাত্রে এখানে খাবে না, এই কথা বলছ ত?"

"হ্যাঁ। দেখ, হীরুদা এখানে নেই, তুমি একলা রয়েছ। তুমি ছেলেমানুষ, আমিও নিতান্ত বুড়ো হই নি। এ অবস্থায়"—বলিয়া বিপিন বাবু দুষ্টামির হাসি হাসিলেন।

রেবতী বলিল, "কেন, পাছে তুমি আমার সঙ্গে প্রেমে প'ড়ে যাও? এই ভয়?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "না, সেটা ত সুখের কথাই, ভয়ের বিষয় আর কি?—মুর্গীটা যেমন হিন্দুসমাজে চল্ হয়ে উঠেছে, বউদি-ঠাকুরপোর প্রেমটাও, সমাজে না হোক, বাঙ্গালা সাহিত্যে আর দোষের ব'লে গণ্য হচ্ছে না, তা দেখছ ত?"—বলিয়া বিপিন বাবু

কয়েকখানি আধুনিক বাঙ্গালা উপন্যাসের নাম করিয়া বলিলেন, "পড়েছ ত ?"

রেবতী বলিল, "হ্যাঁ, পড়েছি বৈ কি !—সেটাকে তুমি যদি ভীতিজনক মনে না কর, তবে আর ভয় কিসের ? তোমাতে আমাতে বেশী মেশামিশির কথা জানতে পেরে তোমার হীরুদা পাছে রাগ করে ?"

"সেইটেই হীরুদার পক্ষে স্বাভাবিক নয় কি ?"

"হ্যাঁ, তা বটে। কালকের কথা সে তখন কাল হবে। তুমি বিকেলবেলা এস ত।"

বিপিন বাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শয়নকক্ষে গিয়া, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনের পর আলো নিবাইয়া শয়ন করিয়া রেবতী অনেকক্ষণ ঘুমাইতে পারিল না। আজ সে বাড়ী পৌছিয়াছে। রাত্রি এখন দশটা—সুরবালার সহিত এতক্ষণ সে নিভৃতে একত্র হইয়াছে। পরস্পরের প্রতি তাহাদের ব্যবহার, তাহাদের কথাবার্ত্তা রেবতী কল্পনা করিতে চেষ্টা করিল। তাহার হৃদয় অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিল। এ অনুশোচনা, আজ প্রথম তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই। দার্জ্জিলিঙে আসা অবধিই হীরালালের সহিত সম্পর্কটা তাহার মনে আত্মগ্লানির সঞ্চার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল—আজ বিপিন বাবুর মুখে সুরবালার অনেক কথা শুনিয়া, রেবতীর মনটা আরও খারাপ হইয়া গিয়াছে।

বিপিন বাবু প্রত্যহই আসেন; চা পান করিয়া রেবতীকে

বেড়াইতে লইয়া যান—বেড়াইয়া ফিরিয়া তাহাকে পৌঁছাইয়া দিয়া, নিজ বাসায় যান। রাত্রিতে একত্র আহার বন্ধ।

রেবতী দিনের মধ্যে শতবার মনে মনে হিসাব করিতেছে—হীরালাল এখান হইতে গিয়াছে সোমবারে। মঙ্গলবারে সন্ধ্যা নাগাদ তাহার বাড়ী পৌঁছিবার কথা। বুধবারে সে পত্র লিখিবে বলিয়া গিয়াছে, শুক্রবারে সেই পত্র রেবতীর পাইবার কথা।

শুক্রবার বেলা দুইটা হইতে রেবতী অধীর আগ্রহে ডাকপিয়নের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ডাক-পিয়ন আসিল, কিন্তু হীরালালের পত্র আসিল না। তাহার দ্বারবান্ মহাবীর সিং কাহাকে দিয়া বাঙ্গালায় এক পোষ্ট কার্ড লেখাইয়াছে; বাড়ী-ঘর জিনিষপত্র সমস্ত ঠিক হওয়ায় সংবাদ দিয়াছে, মা-জীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছে; সর্ব্বশেষে লিখিয়াছে, গত কল্য একজন পার্সী সাহেব সাক্ষাৎ জন্য আসিয়াছিলেন, তিনি দার্জ্জিলিঙের ঠিকানা লইয়া গিয়াছেন, তাঁহার নাকি বিশেষ কি প্রয়োজন আছে।

এই পার্সী সাহেবটি কে, এবং রেবতীর সহিত তাঁহার বিশেষ প্রয়োজনই বা কি, সে ইহা কিছুই অনুমান করিতে পারিল না। এ বিষয় লইয়া সে অধিক মাথাও ঘামাইল না। হীরালালের চিঠি যে আসে নাই, এই নৈরাশ্যের দুঃখেই তাহার বুকখানি ভরিয়া রহিল।

কেন চিঠি আসিল না? সেখানে পৌঁছিয়া হীরালাল কি তবে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে? না, সুরবালাকে লইয়া সে এতই বিব্রত যে, দুই চারি কথায় পৌঁছান সংবাদটাও লিখিবার অবসর করিতে

পারে নাই ?—প্রথমটা না হইয়া থাকিলেই ভাল। সে ভাল থাকুক,—দ্বিতীয় কারণটাই যেন ঘটিয়া থাকে। রেবতী মনে মনে এই প্রার্থনা করিয়া, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বিপিন বাবু যথাসময়ে আসিয়া হাজির হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র রেবতী বলিল, "তোমার হীরুদার চিঠি ত কৈ আজ এল না ঠাকুরপো ? তোমার কাছে এসেছে ?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "না, আমার কাছে ত আসেনি। কাল হয় ত আসতে পারে।"

"দেখা যাক্"—বলিয়া রেবতী চায়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

গৃহে

হীরালালের গোযান যখন গ্রামে প্রবেশ করিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সদর দরজা খোলাই ছিল—সুটকেস হস্তে হীরালাল উঠানে প্রবেশ করিয়াই দেখিল, কে এক ব্যক্তি একটা লণ্ঠন ও লাঠি হাতে লইয়া তাহাদের বড় ঘরের বারান্দা হইতে নামিতেছে। উঠান ও বারান্দা অন্ধকার,—হীরালাল লণ্ঠনটাই দেখিল, মানুষটা কে, তাহা বুঝিতে পারিল না। ক্ষণকাল পরেই তাহারা পরস্পরের সম্মুখীন হইল। হীরালাল দেখিল, ইনি গ্রামের প্রবীণ ডাক্তার বিধুভূষণ কুশারি। হীরালালকে দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হীরেনাল এসেছ? খুব সময়ে এসে পড়েছ, বাবা! যাও, তোমার মাকে দেখ!"

হীরালাল শঙ্কিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "কেন ডাক্তারবাবু, মা'র কি হয়েছে?"

"আজ আট দিন তাঁর জ্বর। একজ্বরী অবস্থায় রয়েছেন।"

"অবস্থা কি রকম?"

"বড় ভাল নয়। তবে আজ রাতে কোনও ভয় বোধ হয় নেই। যে ওষুধ দিয়েছি, সেই ওষুধই এখন চলবে।"

বলিয়া ডাক্তার বাবু লণ্ঠন হাতে লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলেন।

হীরালাল তাড়াতাড়ি বারান্দায় উঠিয়া, সুটকেসটা সেখানে ফেলিয়া, জুতা ছাড়িয়া, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র ওডিকলোনের গন্ধ পাইল।

ঘরের এক কোণে তেলের প্রদীপ মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। তক্তপোষের উপর তাহার জননী শায়িতা, তাঁহার কপালে জলপটি, মেঝ খুড়ীমা মাথায় পাখার বাতাস করিতেছেন; রোগিণী জ্বরঘোরে অচেতন। সুরবালা ঘোম্‌টায় মুখ আবৃত করিয়া পদতলে বসিয়া শ্বাশুড়ীর পায়ে হাত বুলাইতেছে। উঠানে স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র সে ঘোমটা দিয়াছিল।

মেঝ কাকীমা হীরালালকে দেখিয়া বলিলেন, "হীরু, এলি বাবা? খুব সময়ে এসে পড়েছিস!"

হীরালাল মাতার ললাটে হস্তস্পর্শ করিয়া দেখিল, যেন আগুন! তার পর প্রথমে জননীর, পরে মেঝ খুড়ীমা'র পদধুলি গ্রহণ করিয়া বলিল, "আজ আট দিনই কি বেহুঁস রয়েছেন?"

মেঝ খুড়ীমা উত্তর করিলেন, "না, তা কেন? জ্বরটা যখন বেড়ে উঠে, তখনই বেঁহুস হয়ে পড়েন, অন্য সময় বেশ জ্ঞান থাকে, কথাবার্ত্তা ক'ন। বিকেল পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা কয়েছেন। তার পর থেকেই জ্বরটা বাড়তে আরম্ভ করে। তোমার দেহ ত বেশ ভাল আছে বাবা?"

"হ্যাঁ আমি ভালই আছি।"

"তুমি ত এখন দার্জ্জিলিঙ থেকেই আসছ? সারাদিন খাওয়া হয়নি বোধ হয়? যাও বাবা, হাত-মুখ ধুয়ে নাও। বৌমা, যাও

ত, হাত-পা ধোবার জল গামছা দিয়ে, রান্নাঘরের শিকেয় বাতাসা আছে, তাই ভিজিয়ে এক গেলাস সরবৎ ক'রে দাও, আর তোমার ছোট খুড়ীমাকে বল ভাত চড়িয়ে দিতে।"

সুরবালা শ্বাশুড়ীর পদসেবা ছাড়িয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। হীরালাল তখনই তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া, মা'র পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

খুড়ীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিপিন বাবুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?"

"হ্যাঁ, হয়েছিল।"

"তিনিও এসেছেন তোমার সঙ্গে?"

"না, তিনি এখন দার্জ্জিলিঙেই রইলেন।"

"তোমার সে চাকরী কি আর নেই?"

"হ্যাঁ, আছে বৈ কি। তিন মাসের ছুটিতে রয়েছি।—মা কি খাচ্ছেন?"

"ডাক্তার বাবু ত জল-সাবুরই ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু দিদি জল-সাবু খেতে চান না; গঙ্গাজল মিশিয়ে একটু একটু দুধই দেওয়া হচ্চে। যখনই জ্ঞান হচ্ছে, খালি তোমার কথাই জিজ্ঞাসা করছেন।"

হীরালাল একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

এই সময় হীরালালের কন্যাকে কোলে করিয়া ছোট খুড়ীমা প্রবেশ করিলেন। হীরালাল নামিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া

কন্যাকে কোলে লইয়া তাহাকে চুমা খাইল। খুকী যেন নিতান্ত বিস্ময়েই বলিয়া উঠিল—"বাবা!"

ছোট খুড়ীমা বলিলেন, "হ্যাঁ দিদি! বাবা এসেছেন, আর কোনও ভয় নেই। হীরু যাও বাবা, হাত-মুখ ধুয়ে রান্নাঘরে যাও, সরবৎটুকু খেয়ে এস।—আয় খুকী, আয়।"—বলিয়া তিনি খুকীকে লইলেন।

হীরালাল বাহির হইয়া দেখিল, সেই ঘরেই বারান্দার প্রান্তে গাড়ু, গামছা ইত্যাদি সজ্জিত আছে,—অদূরে একটা হারিকেন লণ্ঠনে আলো জ্বলিতেছে। হাত-পা ধুইতে ধুইতে হীরালালের মনে হইল, ছোট খুড়ীমা রান্নাঘরে বউকে মোতায়েন করিয়া নিজে চলিয়া আসিয়াছেন এবং রান্নাঘরে গিয়া সরবৎ পান করিয়া আসিতে হুকুম করিয়াছেন, ইহা দুই জনকে নিভৃত সাক্ষাতের অবসর দিবার কৌশলমাত্র। কিন্তু এখন সুরবালার সম্মুখীন হওয়া, তোপের মুখে দাঁড়ানর চেয়েও তায় পক্ষে সমধিক ভীতিজনক —অথচ পিপাসায় কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে। তাই হীরালাল হাত-মুখ ধুইয়া, সরবতের প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া, সেই গাড়ুর অবশিষ্ট জলটুকুই অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিয়া ফেলিল। তাহার পর গামছায় হাত-মুখ মুছিয়া, ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিল। ছোট খুড়ীমা বলিলেন, "সরবৎটুকু খেয়ে এলে না বাবা?"

হীরালাল বলিল, "খাব এখন ছোটখুড়ীমা, তাড়াতাড়ি কি? এখন আমার তৃষ্ণা পায় নি।"

এই বিতৃষ্ণার কারণ বুঝিতে ছোট খুড়ীমার বিলম্ব হইল

না। “দেখি, বউমা রান্নাবান্নার কতদূর কি করলেন।”—বলিয়া তিনি খুকীকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

হীরালাল আবার জননীর পদপ্রান্তে বসিল।

পাঁচ মিনিট পরে ছোট খুড়ীমা ছোট একটি রেকাবীতে দুইটি সন্দেশ এবং সরবতের গ্লাসটি আনিয়া হীরালালের কাছে ধরিলেন। হীরালাল উহা গ্রহণ করিল।

সরবৎ পান করিয়া হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া সে আবার জননীর পার্শ্বে বসিল। মেঝ-বউ তখন ছোট বউকে নিজ-স্থলাভিষিক্ত করিয়া রান্নাঘর পরিদর্শনে গমন করিলেন।

রাত্রি একটা। গৃহিণীর জ্বরোত্তাপ একটু একটু করিয়া কমিতেছে। মাথার জলপটি খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

হীরালাল আহারান্তে সেই কক্ষেরই এক পার্শ্বে একখানা মাদুরের উপর শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সুরবালা তাহার খুকীকে লইয়া অন্য ঘরে শুইয়া ছিল, মেঝ-বউ তাহার নিকটে ছিলেন। ছোট বউ এ ঘরে রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে অবস্থান করিতেছিলেন। আর খানিক পরে মেঝবউ আসিয়া ছোট বউকে ঘুমাইতে পাঠাইবেন। এইরূপ পালা করিয়া রোগিণীর শুশ্রূষা চলিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে গৃহিণী সচেতন হইলেন। তাহা দেখিয়াই ছোট বউ বলিলেন, “ও দিদি তোমার হীরু এসেছে যে!”

গৃহিণী পাশ ফিরিয়া বলিলেন, “অাঁ? কি? আমার হীরু এসেছে? কৈ সে?”

“ঐ যে, দেখ, ঘুমুচ্চে।”

গৃহিণী মাথাটি তুলিয়া নিদ্রিত পুত্রের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "জয় মা রাধারাণী!" প্রায় এক মিনিট নীরব থাকিবার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন এল?"

"সন্ধ্যের একটু পরেই?"

"ভাল আছে? খাওয়া-দাওয়া করেছে?"

"হ্যাঁ, ভাল আছে। খেয়েছে। রাত ১২টা পর্য্যন্ত ব'সে তোমার পায়ে হাত বুলুচ্ছিল। ডেকে দেবো?"

"না না, ঘুমুচ্চে ঘুমুক। আহা, বাছা ক্লান্ত হয়ে এসেছে, এখন ডেক না।"

ঘুম ভাঙ্গিলে, এক দাগ ঔষধ খাওয়াইয়া দেওয়া ডাক্তার বাবুর উপদেশ ছিল। ছোট বউ বলিলেন, "এইবার তোমায় ওষুধ দিই দিদি?"

গৃহিণী বলিলেন, "না না, আর ওষুধ কেন কেন? হীরু বাড়ী এসেছে, এখন ওকে রেখে, ওর হাতের দেওয়া গঙ্গাজল মুখে দিয়ে আমি যাতে যেতে পারি, এখন সেই ব্যবস্থাই কর তোমরা—ওষুধ আমি আর খাব না।"—বলিতে বলিতে গৃহিণীর চক্ষু সজল হইয়া আসিল।

ছোট বউ বলিলেন, "ছেলের হাতে গঙ্গাজল খেয়ে যেতে পারা—সে ত অবিশ্যি ভাগ্যেরই কথা দিদি। কিন্তু এখন কেন? এখনও একটি নাতির মুখ তুমি দেখনি। নাতি হোক, তাকে মানুষ কর, তার পর তোমার যা ইচ্ছে হয় কোরো, আমরা বারণ করবো না। ওষুধ দিই, খাও।"

গৃহিণীর নিষেধ সত্ত্বেও ছোট বউ পীড়াপীড়ি করিয়া তাঁহাকে ঔষধ পান করাইয়া দিলেন। তার পর বলিলেন, "ওঠাই ছেলেকে।" —বলিয়া হীরালালের শয্যার নিকটে গিয়া তাহার গা ঠেলিয়া বলিতে লাগিলেন, "হীরু, বাবা, ওঠো ওঠো—দিদি জেগেছেন—তোমায় ডাকছেন।"

হীরালাল ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "অ্যাঁঃ! মা জেগেছেন?"—বলিয়া জননীর কাছে আসিয়া, তাঁহার ললাটে হস্তস্পর্শ করিয়া কহিল, "এখন কেমন আছ মা? জ্বর ত অনেকটা কমেছে দেখছি। এখন আর কিছু কষ্ট আছে কি?"

গৃহিণী পুত্রের চিবুক স্পর্শ করিয়া, সেই অঙ্গুলিপুটে চুমা খাইয়া বলিলেন, "না বাবা, আর কোনও কষ্ট নেই আমার। তুমি বাড়ী এসেছ, আমার হারাধন ফিরে পেয়েছি, আর কি আমার কোনও কষ্ট থাকে?"

হীরালালের চক্ষু দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে বালকের মত জননীর বক্ষে মুখ লুকাইল।

দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

পার্সী সাহেব

বিপিন বাবু রেবতীকে বলিয়া আসিয়াছিলেন, "কাল হয়ত হীরুদার চিঠি আসতে পারে।"—সে "কাল" আসিল, কিন্তু চিঠি আসিল না। পর দিনও আসিল না—বিপিন বাবুর নিকটেও না, রেবতীর নিকটেও না। বিপিন বাবু প্রত্যহ যথারীতি বিকালে রেবতীর গৃহে গিয়া চা-পান করিয়া তাহাকে বেড়াইতে লইয়া যান। পত্র না আসা সম্বন্ধে রেবতীকে তিনি এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছেন যে, হীরুদা বোধ হয় বাড়ী গিয়া মার অবস্থা খারাপ দেখিয়াছে, তাঁহাকে লইয়া এতই ব্যস্ত আছে যে পত্র লিখিবার সুযোগ পায় নাই।

আজও যথাসময়ে স্যানিটেরিয়মে ডাক পিওন আসিল। বিপিন বাবুর বাড়ী হইতে পত্র আসিয়াছে,—তাঁর স্ত্রী সুহাসের পত্র—কিন্তু হীরুদার পত্র আসিল না।

বিকালে বিপিন বাবু প্যান্সি কটেজে গিয়া দেখিলেন, রেবতী ড্রয়িংরূমে বসিয়া রহিয়াছে—তার সামনে টেবিলের উপর খামে লেখা পত্র। পেন্সিলে শিরোনামা দেখিয়াই তিনি হীরালালের হস্তাক্ষর চিনিতে পারিলেন। বলিলেন, "এই যে বউদি, হীরুদার চিঠি এসেছে দেখছি। খবর ভাল ত ?"

রেবতী বলিল, "মন্দের ভাল। পড় না।"—বলিয়া চিঠিখানি সে বিপিন বাবুর হাতে দিল।

বিপিন বাবু সেখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন—

ভাই স্রোতের ফুল,

তুমি বোধ হয় আমার চিঠি না পেয়ে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছ,—এবং আমার উপর রাগ করেছ, কিন্তু কি করবো, নিতান্তই নিরুপায়ে আমি তোমায় চিঠি লিখতে পারিনি। যেদিন সন্ধ্যাবেলা আমি এসে বাড়ী পৌঁছলাম সে রাত্রেও মার খুব জ্বর, কিন্তু ভোরের দিকে একটু নরম পড়েছিল। বেলা ৯টা ১০টা বাজতে না বাজতেই জ্বরটা আবার খুব বেড়ে এল। তাঁকে নিয়ে আমি এতই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম যে, পোষ্ট আপিসে গিয়ে একখানি পোষ্টকার্ড কিনে তোমায় দু'ছত্র চিঠি লিখে দিয়ে আসবো, সারাদিনের মধ্যে সেটুকু অবসরটুকুও করতে পারলাম না। কালও ঠিক ঐভাবে কেটেছে। আজ ভোর থেকে তিনি একটু ভাল আছেন। আমি বাজার করতে এসে, পোষ্ট আপিসে দাঁড়িয়ে তোমায় এই চিঠি লিখছি।

মার অবস্থা যদি ক্রমে ভালর দিকে যেতে থাকে, তবে হপ্তা খানেকের মধ্যে তিনি রোগমুক্ত হতে পারেন ডাক্তার বাবু এই কথা বল্লেন। যখন যেমন থাকেন আমি লিখে তোমায় জানাবো। এক হপ্তা বাড়ীতে থেকে, তার পর ফিরে যাব এই কথা ব'লে এসেছিলাম, কিন্তু তা দেখছি আর হবে না। হয়ত

আরও ২।৪ দিন দেরী হয়ে যেতে পারে। বিপিন ভায়াকে এই কথা তুমি বোলো। তাকে আলাদা করে চিঠি লেখবার আর সময় পেলাম না, এই চিঠি তাকে দেখিও।

এই চিঠি যেদিন পাবে, তার পরদিন তুমি আমায় চিঠি লিখো—তুমি শারীরিক কেমন আছ জানবার জন্যে আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি একথা বলাই বাহুল্য। আর বেশী কিছু লেখার সময় নেই। এখন তবে আসি ভাই।

তোমার

স্রোতের ফুল।

পত্র পাঠ শেষ করিয়া বিপিন বাবু বলিলেন, "দেখ বউদি, চিঠি না আসার কারণটা আমি ঠিক বলেছিলাম কি না?"

"হ্যাঁ, তা তো বলেছিলে।"—বলিয়া রেবতী সৌদামিনীকে ডাকিয়া চা আনিতে আদেশ করিল।

চা আসিল। উভয়ে চা পান করিতে লাগিল। বিপিন বাবু বলিলেন, "চিঠির জন্যে ভাবছিলে, চিঠি ত এল বৌদি, তবু তুমি এমন চুপচাপ কেন?"

রেবতী মৃদু হাসিয়া বলিল, "কি কথা কইব?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "এ ক'দিনই লক্ষ্য করছি, তুমি ভারি চুপচাপ। সর্ব্বদাই কি যেন ভাবো। তোমার সে হাসি গল্প নেই, মনটি বিষণ্ণ ক'রে থাক। ভাবতাম চিঠি আসছে না ব'লে তোমার মন খারাপ। আজ ত চিঠি এল, তবু আজ এমন চুপচাপ কেন তাই

জিজ্ঞাসা করছি। এই যে হীরুদা লিখেছে ফিরে যেতে দেরী হবে, তাই বোধ হয়—না বউদি?”

রেবতী ইহার কোনও প্রতিবাদ করিল না, কেবল একটু মৃদু হাসিল। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, “আচ্ছা ঠাকুরপো, উনি মার কথাই সব লিখেছেন, ওঁর স্ত্রীর কোনও কথাই ত লেখেন নি।”

বিপিন বাবু হাসিয়া বলিলেন, “দাদা আমার দক্ষিণ-নায়ক কি না,—তাই লেখেন নি।”

রেবতী বলিল, “দক্ষিণ-নায়ক কি? নায়কের আবার উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম আছে না কি?”

বিপিন বাবু বলিলেন, “না, সে-দক্ষিণ নয়। সেকালে এক এক নায়কের বহু নায়িকা থাকতো ত? যে নায়ক নিজের সকল গুলিকে ঠিক সমভাবে দেখতেন, কাউকে উনিশ বিশ করতেন না, কারু মনে যেন এতটুকু ঈর্ষা বা অভিমানের না উদয় হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতেন,—তাঁকেই দক্ষিণ নায়ক বলতো।—আমার সে বউদির কথা তিনি যদি এ বউদির কাছে লিখতেন, তা হলে এ বউদি কি খুসী হতেন?”

রেবতী বলিল, “এক দাদার সম্পর্কে লোকের একটা বউদিই থাকে, তোমার দু-দুটো বউদি। ভাগ্যবান পুরুষ, তুমি ঠাকুরপো! সে যাই হোক্। কেতাবে সেকালের কথা পড়ি বটে,—খুব ভাল নায়ক যে, সে সকল নায়িকাকে ঠিক সমভাবে দেখছে। কিন্তু এটা কি কখনও সম্ভব হতে পারে? অমন যে ধাম্মিক রাজা দশরথ—তাঁরও, কৈকেয়ীর দিকে ঝোঁক বেশী ছিল।”

"তা ঠিক বউদি। আমিও একথা বিশ্বাস করি না যে, দু'জনকে সমান ভালবাসা যায়। ভালবাসা এক জনকেই যায়—অন্য ভাগীদার যারা, তারা ভালবাসার পাত্রী নয়, তারা সখীমাত্র।—তাদের প্রতি 'ন্যায়' করা যায়, ভালবাসা যায় না। সংস্কৃতে দক্ষিণ-নায়কের যে উদাহরণটি আছে, তাতে ভালবাসার কথা নেই, ন্যায়ের কথাই আছে।"

"উদাহরণটি কি?"

"ভোজরাজ একদিন সভায় এসে বসলেন, সকলেই দেখলে, তাঁর মুখখানি বড়ই বিষণ্ণ। তিনি যেন নিজের কর্ত্তব্য স্থির করতে না পেরে ভারি চিন্তাকুল হয়ে পড়েছেন। সভাসদেরা জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, মহারাজ, আজ আপনার মনটা এমন ভার ভার কেন? রাজা বল্লেন, তোমাদের মধ্যে মনস্তত্ত্ববিৎ অনেক কবি ত রয়েছেন, তাঁরাই বলুন না, আজ আমার মন এমন খারাপ কেন?—কালিদাস তখনও এসে পৌছন 'ন। অন্য কবিরা সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন, কারু ঘটে কোনও বুদ্ধি যোগাল না। তখন কালিদাস সভায় এসে উপস্থিত হলেন। সকল কথা শুনে তিনি বল্লেন—তাঁর জিহ্বাগ্রে স্বয়ং সরস্বতী অধিষ্ঠিতা কি না, ভুলটি ত হবার যো নেই—তিনি বল্লেন—বাঙ্গলাতেই বলি, সংস্কৃত শ্লোকে আর দরকার নেই—"

রেবতী বাধা দিয়া বলিল, "না না, শ্লোকটাই বল ঠাকুরপো—বুঝি না-বুঝি, শুনতে ভারি মিষ্টি লাগে।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "কালিদাস বল্লেন—

স্নাতা তিষ্ঠতি কুন্তলেশ্বরসুতা, বারোঽঙ্গরজস্বসু- বন
র্দ্যূতে রাত্রিরিয়ং জিতা কমলয়া, দেবী প্রসাদ্যাধুনা।
ইত্যন্তঃপুরসুন্দরীজনগুণে ন্যায়াধিকং ধ্যায়তা
দেবেনাপ্রতিপত্তিমূঢ়মনসা দ্বিত্রাঃ স্থিতা নাড়িকাঃ ॥

—অর্থাৎ হে দেব, আপনার এক রাণী কুন্তলরাজ-কন্যা, তিনি আজ স্নান ক'রে রয়েছেন; অন্য রাণী অঙ্গরাজ-ভগিনীর আজ 'বার' অর্থাৎ পালা ছিল বটে, কিন্তু রাণী কমলা বাজি রেখে পাশা খেলে, তাঁর রাতটি জিতে নিয়েছেন; আর ও দিকে দেবী (অর্থাৎ পাটরাণী) রাগ ক'রে বসে আছেন তাঁকেও প্রসন্ন করা দরকার;—কোন্ রাণীর মহালে আজ রাত্রি-যাপন করলে অধিক 'ন্যায়' হবে, তাই স্থির করতে না পেরে, দুই তিন দণ্ড আপনি 'মূঢ়মনা' হয়ে রয়েছেন।"

রেবতী বলিল, "অদ্ভুত! আমি যদি হতাম, সতীনের সঙ্গে পাশা হয়ত খেলতাম কিন্তু সতীনের কাছ থেকে রাত জিতে নেবার জন্যে আমার একটুও প্রলোভন হত না তা নিশ্চয় করে বলতে পারি।"—বলিয়া রেবতী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া একটি মৃদু নিশ্বাস ফেলিল।

বিপিন বাবু তাহা লক্ষ্য করিলেন। এ প্রসঙ্গ আর অধিক অগ্রসর না হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি বলিলেন, "তোমাদের ছুটি ফুরোতে আর কত দিন বাকী আছে বৌদি?"

রেবতী উত্তর করিল, "তিন মাসের ছুটি, তার মধ্যে দেড়

।াসের উপর ত কেটে গেছে। কেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন ঠাকুরপো ?"

বিপিন বাবু কয়েক মুহূর্ত্ত নিরুত্তর রহিলেন। তার পর বলিলেন, "হীরুদার মা,—ধর, তাঁর যদি কিছু ভালমন্দই হয়,— প্রাচীন হয়েছেন, কিছু ত বলা যায় না,—তা হলে হীরুদা ত একটি মাস কাল সেইখানেই আটকে যাবে। অথচ, আমার পক্ষেও অত দিন এখানে থাকা ত সম্ভব হবে না।"

রেবতী বলিল, "সে ত নিশ্চয়। তোমার ঘর-সংসার আছে, বিষয় সম্পত্তি আছে, সে সব ফেলে তুমি এখানে বসে থাক্‌লে চলবে কেমন ক'রে ? সে রকম যদি হয়, আমি না হয় কলকাতাতেই ফিরে যাব। এখন আমার শরীর ত অনেকটা সেরেছে।"

চা পান পূর্ব্বেই শেষ হইয়া গিয়াছিল। বাহিরের দিকে চাহিয়া বিপিন বাবু বলিলেন, "চল, এবার বেরিয়ে পড়া যাক্।"

জলপাহাড়ের রাস্তায় খানিকক্ষণ বেড়াইয়া, বাড়ী ফিরিবার পথে ম্যালের নিকট হঠাৎ এক প্রৌঢ়বয়স্ক পার্সী সাহেব রেবতীর সম্মুখীন হইয়া তাহাকে অভিবাদন করিলেন।

রেবতী তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া বলিল, "এই যে মিষ্টার হোর্ম্মসজী ! কবে এলেন আপনি ?"

হোর্ম্মসজী বলিলেন, "হামি আজ আসিয়াছে। বোম্বে হইতে দুই হপ্তা আসিয়াছে। হামি কলিকাতায় তোমার বাড়ী গিয়াছিল, শুনিল তুমি এখানে অসিয়াছে। তুমি হামার শেষ চিঠি পায় নাই ?"

"পেয়েছি ত, দুখানাই পেয়েছি—কিন্তু কবে আপনি আস্‌বেন তা ত লেখেন নি।"

"আজ আসিয়াছে। হামি কাল গিয়া তোমার সহিত দেখা করিবে। কখন হামি আসিবে?"

"যখন আপনার সুবিধা।"

"দুইটার সময় হামি আসিবে?"

"তাই আসবেন।"

"উটম্। গুড্ নাইট।"—বলিয়া হোর্ম্মসজী সাহেব রেবতীর সহিত করমর্দ্দন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

বিপিন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটি কে, বৌদি?"

রেবতী কি যেন ভাবিতেছিল। বলিল, "উনি? ওঃ—উনি আমার একজন বন্ধু—মিষ্টার হোর্ম্মসজী মানেকজী পেটিট।"

"তা তো শুন্‌লাম। কি সূত্রে আলাপ, কোথায় থাকেন উনি, এই সব জানতে চাচ্চি আর কি!"

রেবতী বলিল, "উনি বোম্বাইয়ের একজন বড় ব্যবসায়ী। কোটি-পতি বল্লেই চলে। বিলাতেও ওঁর আপিস আছে। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসেন। আমার অভিনয় দেখতে খুব ভালবাসেন। বাঙ্গলা লিখতে পড়তে পারেন না, কিন্তু কথা বোঝেন।"

বিপিন বাবু কেবলমাত্র বলিলেন, "ওঃ।"—রেবতীর এই নূতন বন্ধুটিকে, তাঁহার বেশ ভাল লাগিল না।

প্রায় নীরবেই, দুই জনে উৎরাই নামিতে নামিতে, অবশেষে ল্যান্সি কটেজের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন। "আচ্ছা, এখন তা

হলে আসি বৌদি!"—বলিয়া বিপিন বাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন।

স্যানিটেরিয়মে ফিরিতে ফিরিতে তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—কে এই ব্যক্তি? কি সম্বন্ধ ইহার, রেবতীর সহিত? অনেকদিন বোধ হয় কলিকাতায় ছিল না, বোম্বাই হইতে ফিরিয়া তাড়াতাড়ি অমনি রেবতীর গৃহে গিয়াছে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে। রেবতী দার্জ্জিলিঙে আছে শুনিয়া, এখানে ছুটিয়া আসিয়াছে —রেবতী বলিল, 'আমার অভিনয় দেখতে ভালবাসেন।' শুধু কি অভিনয় দেখিতেই? কিন্তু এদিকে ত বুড়া মানুষ বলিলেই হয়। ব্যাপার খানা কি?

আর একটা বিষয় বিপিন বাবুর মনে হইল—আজ বেলা সাড়ে তিনটায় তিনি রেবতীর গৃহে আসিয়াছেন, পার্শী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া পর্য্যন্ত প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল উভয়ে একত্র রহিয়াছেন, রেবতী এই সময়ের মধ্যে কত কথা কহিয়াছে, কিন্তু পার্শী সাহেবের পত্র পাওয়া অথবা তাহার আগমন বিষয়ে সে ত একটি কথাও বলে নাই?—ইহার কারণ কি?

হোর্ম্মসজী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর হইতে, বাসায় ফেরা পর্য্যন্ত, রেবতী হঠাৎ অমন গম্ভীর ভাবই বা ধারণ করিল কেন? মুখে একটি কথা নাই—এমন কি অন্য দিন বিদায়কালে রেবতী "কাল কখন আসছ?"—এই ধরণের একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে,—আজ আর তাহা করিল না, নীরবেই নিজ গৃহে প্রবেশ করিল। আমার সামনে পার্শী সাহেবের সহিত দেখা হইয়া যাওয়াটা উহার

বোধ হয় পছন্দসই হয় নাই বলিয়া—না, অন্য কোনও কারণ আছে ?

এই প্রকার নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে বিপিন বাবু স্যানিটেরিয়মে গিয়া পৌঁছিলেন।

পরদিন একটু দেরী করিয়াই,—প্রায় পাঁচটা তখন,—বিপিন বাবু রেবতীর গৃহে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন,—সে পাকশালায় আছে। বিপিন বাবু ড্রয়িং রুমে বসিলেন, কাঞ্চি ভৃত্য গিয়া রেবতীকে ডাকিয়া আনিল। বিপিন বাবু বলিলেন, "এমন অসময়ে রান্নাঘরে যে বৌদি ?"

রেবতী বসিয়া বলিল, "আমার সেই পার্শী বন্ধুটি,—মিষ্টার হোর্মসজী—আজ তিনি বেলা ছুটোর সময় এসেছিলেন, এই ত কতক্ষণ হল চা খেয়ে চলে গেলেন। আজ রাত্রে তাঁকে খাবার নেমন্তন্ন করেছি,—তাই কি কি রান্নাটান্না হবে, বাবুর্চির সঙ্গে পরামর্শ করছিলাম। কাঞ্চি ওর আলাপী একজন ভাল বাবুর্চিকে নিয়ে এসেছে কি না।"

বিপিন বাবু মনে মনে বলিলেন, "ইস্, ঘনিষ্ঠতা যে খুব দেখছি ! —মুখে বলিলেন, "ওঁর সঙ্গে তোমার কতদিনের আলাপ, বৌদি ?"

রেবতী বলিল, "তা, বছর ছুই হবে বৈকি।"

"কোথায় উঠেছেন উনি এখানে ?"

"ম্যাডানের হোটেলে।"

"মেম টেম সবসুদ্ধ এসেছেন, না একলা ?"

"পোড়া কপাল আর কি! মেম কোথা, ওর কি মেম আছে? মরে গেছে।"

সৌদামিনী চা লইয়া প্রবেশ করিল। চা ঢালিতে ঢালিতে রেবতী বলিল, "খান কতক ফাউল-কাটলেট তৈরি করেছে—এখনও ভাজা হয়নি অবশ্য। খান দুই ভেজে এনে দেবে, খাবে ঠাকুরপো চায়ের সঙ্গে?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "না বউদি, মাপ করতে হবে। এ সময় কিছু খাওয়া আমার অভ্যেস নেই।"—মনে মনে বলিলেন, "ডিনারে আমাকে শুদ্ধ নিমন্ত্রণ করতে বাধাটা ছিল কি? প্রেম-চর্চ্চার অসুবিধে হত বোধ হয়?"

চা পান শেষ করিয়া বিপিন বাবু বলিলেন, "আজ কি তুমি বেড়াতে বেরুবার সময় পাবে বৌদি?"

রেবতী বলিল, "হ্যাঁ, আজকে সময় করা একটু শক্ত বটে।"

"আচ্ছা—আমি তা হলে উঠি এখন।"

"উঠবে ঠাকুরপো?—আচ্ছা এস।"

বিপিন বাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পথে যাইতে যাইতে আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "প্রথমে ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি একটু অন্য রকম—দল ছাড়া। কিন্তু যে ব্যাপার দেখছি—তোমাদের সকলে যা, তুমিও তাই। বিপিন শর্ম্মা আর তোমার বৌদি ব'লে ডাকছে না এটা স্থির। হীরুদা অনুপস্থিত, খুব সুবিধেটাও হয়ে গেছে। ধুত্তোর জাতের মুখে আগুন! নইলে আর শাস্ত্রে বলেছে—বেশ্যা শ্মশান-কুসুমা ইব বর্জ্জনীয়া!

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

মাতৃ-বিয়োগ

রেবতীর নিকট হীরালালের সেই যে পত্র আসিয়াছিল, তার পর এ পাঁচ দিন আর কোনও পত্র আসে নাই—বিপিন বাবুর নিকটও না, রেবতীর নিকটও না। ষষ্ঠ দিনে, স্যানিটেরিয়মে বসিয়া বিপিন বাবু হীরালালের পত্র পাইলেন। সে মাতৃহীন হইয়াছে। লিখিয়াছে—

"রেবতীকে স্বতন্ত্র পত্র লিখতে পারলাম না। তুমি গিয়ে তাকে খবরটা দিও। আর একটা কথা,—আমি ত এখন একমাস এখানে আবদ্ধ। অবশ্য, ছুটির মধ্যেই শ্রাদ্ধ শান্তি সমস্তই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তুমি কি ভাই অতদিন সেখানে তাকে আগ্‌লে থাকতে পারবে? যদি না পার, কি উপায় হবে তার? তাকে কি কলকাতায় এনে রেখে আস্‌বে? আমি ত ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারছিনে—মাথারই কি ঠিক আছে ছাই! যা হোক, তার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যে রকম ব্যবস্থা স্থির কর, আমায় জানিও। শ্রাদ্ধের সময় কিন্তু ভাই তুমি এখানে উপস্থিত না থাকলে আমি হাতে পায়ে বল পাব না। এ বিপদে আমার বল বুদ্ধি ভরসা সমস্তই তুমি।"

পত্রখানি পাঠ করিয়া বিপিন বাবুর চক্ষু সজল হইয়া আসিল। এই বৃদ্ধা বাল্যাবধি তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। হীরালাল

যে এ সময়ে তাঁহার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত ছিল, ইহাই কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা।

পত্রখানি পকেটে লইয়া, বেলা চারিটার সময় বিপিন বাবু প্যান্সি কটেজ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রেবতীর দেখা পাইলে হয়—কারণ, গত কল্য বিকালে গিয়া বিপিন বাবু শুনিয়াছিলেন, সে পার্শী সাহেবের হোটেলে চা-পানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছে।

যাহা হউক, রেবতী আজ বাড়ীতেই ছিল। বিপিন বাবুকে দেখিয়া বলিল, "এস ঠাকুরপো! মুখখানি অমন গম্ভীর কেন বল দেখি?"—বলিয়া একটু হাসিল। বিপিন বাবুর মনে হইল, উহার ভিতর যেন একটু শ্লেষ বা উপহাস লুক্কায়িত আছে।

বিবিন বাবু বলিলেন, "মুখ গম্ভীর হবার কারণ ঘটেছে বৈ কি! তীরুদার এই চিঠি এসেছে, দেখ।"—বলিয়া পত্রখানি তাহার হস্তে দিলেন।

রেবতী পত্রখানি পড়িয়া, উহা টেবিলের উপর রাখিয়া নীরবে নতনেত্রে বসিয়া রহিল। বিপিন বাবু দেখিলেন, তাহার চক্ষু দুইটি চকচক্ করিতেছে। ক্রমে দুই চারি ফোঁটা অশ্রুও তাহার গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। বিপিন বাবু ইহা দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলেন। মনে মনে বলিলেন, "বাঙ্গালীর মেয়েদের মনটা কি নরম!—হাজার নষ্ট দুষ্ট হোক্—মনটা কিন্তু নরমই থেকে যায় দেখছি।"

সৌদামিনী চা দিয়া গেল। চা-পান করিতে করিতে রেবতী হীরালালের সাংসারিক বিষয় সম্বন্ধে আবার নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল। বলিল, "এ সময় তুমি সেখানে থাক্‌লেই ভাল হ'ত ঠাকুরপো! তুমি কাছে থাকলে তবু তিনি অনেকটা সান্ত্বনা পেতেন।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "যাব আমি? গেলেই কিন্তু ভাল হয়। কিন্তু তোমাকে একলা ফেলে--"

রেবতী বলিল, "হোর্ম্মসজী এখন কিছু দিন এখানে থাকবেন বলেছেন। তিনি আমায় দেখতে শুনতে পারবেন।"

রেবতীর চোখে অশ্রু দেখিয়া এই মাত্র বিপিন বাবুর মনে তাহার প্রতি যে একটু শ্রদ্ধা ফিরিয়া আসিয়াছিল, এ কথায় তাহা আবার চলিয়া গেল। মনে মনে তিনি বলিলেন, "আমি একটা কণ্টক বৈ ত নয়—চ'লে গেলে তোমাদের বেশ সুবিধেটি হয় বৈ কি!"—প্রকাশ্যে বলিলেন, "তা তুমি যদি সে সাহস কর, তা হ'লে না হয় আমি এখন ফিরেই যাই। তার পর, শ্রাদ্ধ শান্তি হয়ে গেলে,—তখন—"

রেবতী বাধা দিয়া বলিল, "তখন তাকে পাঠিয়ে দিও। ছুটী ত এখনও প্রায় মাস দেড়েক রয়েছে।"

চা-পান শেষ করিয়া বিপিন বাবু বলিলেন, "বেড়াতে যাবে কি?"

রেবতী বলিল, "ঐ দুঃসংবাদটা শুনে আজ আর বেরুতে ইচ্ছে হচ্ছে না—বিশেষ হোর্ম্মসজীর আসবার কথা আছে।"

বিপিন বাবু মনে মনে বলিলেন, "আর দুঃসংবাদের দোহাই দেওয়া কেন?"—মুখে বলিলেন, "ওঃ—আচ্ছা, তা হ'লে উঠি। কাল কলকাতা মেলেই আমি রওনা হই। কি বল?"

"তা ছাড়া সুবিধে মত অন্য গাড়ী আর কৈ?"

বিপিন বাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তা হ'লে এখন বিদায়। কাল সকালে আর দেখা করতে আসতে পারবো না—বাঁধা-ছঁদা করতে হবে ত!"

রেবতী বলিল, "বস ঠাকুরপো। হীরু বাবুর কিছু টাকা আমার কাছে রয়েছে। এনে দিই, নিয়ে যাও। এ অসময়ে তাঁর কাযে লাগবে।"—বলিয়া রেবতী দ্বিতলে গেল। এক তাড়া নোট হস্তে নামিয়া আসিয়া বলিল, "তাঁর আগেকার চল্লিশ টাকা আমার কাছে ছিল, আর পর্শু তাঁর মাইনের পঞ্চাশ টাকা কলকাতা থেকে মণি-অর্ডারে এসেছে। এই নব্বুই টাকা।"

নোট কয়খানা পকেটে ফেলিয়া, রেবতীকে নমস্কার করিয়া বিপিন বাবু প্রস্থান করিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

বন্দী ও শৃঙ্খল

ষ্টেশনে পাল্কী পাঠাইবার জন্য বিপিন বাবু বাড়ীতে টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছিলেন, বিকালে ৫টার মধ্যেই তিনি বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন। মুখ-হাত ধুইয়া, চা পান করিয়া অন্দরমহলে বিশ্রাম করিতেছিলেন, সুহাস আসিয়া তাঁহার কাছে বসিল। বলিল, "কি গো, দার্জ্জিলিঙের খবর কি বল দেখি? শ্বাশুড়ী মরার খবর পেয়ে রেবতীসুন্দরী হবিষ্যি-টবিষ্যি করছেন ত?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, ফাউল-কাটলেট খেয়ে হবিষ্যি করছেন—রেবতীসুন্দরী সম্বন্ধে খুব জবর খবর আছে গো!"

"কি রকম?"

বিপিন বাবু তখন একে একে পার্শী সাহেবের-ঘটিত সকল কথাই স্ত্রীকে বলিলেন। শেষে বলিলেন, "আমার ত বোধ হয় হীরুদার ঘাড় থেকে পেত্নী এবার নামলো।"

সুহাস বলিল, "তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক—তাই যেন হয়। কিন্তু সুরো দিদির এমন কপাল-জোর কি হবে?—সে পার্শী সাহেব বলছ, বুড়ো মানুষ। তুমি যেটুকু দেখেছ, বা রেবতীর মুখে শুনেছ, তা থেকে ওদের সম্পর্কটা যে দুষ্য, তাই বা কেমন ক'রে বল?—ওরা ত পর্দ্দানসীন মেয়ে নয়, সম্পর্কটা সাধারণ বন্ধুত্বমাত্রও হ'তে পারে ত?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "সাধারণ কোথা? এ যে অসাধারণ বন্ধুত্ব, গিন্নি!—মেয়ে পুরুষে শুধু শুধু ওরকম বন্ধুত্ব হয় না গো! বোম্বাই থেকে এসেই অমনি রেবতীর খোঁজে তার বাড়ী যাওয়া, রেবতী দার্জ্জিলিঙে গিয়েছে শুনে অমনি দার্জ্জিলিঙে ছুটে আসা, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ—এ সব কি?"

সুহাস বলিল, "হীরুদাকে তুমি এ সব কথা বল্‌বে ত?"

"তাই ভাবছি। কি করা যায় বল দেখি? হয়ত হীরুদা সন্দেহ করবে যে তার মন ভাঙ্গাবার জন্যেই আমি রেবতীর নামে এই সব বানিয়ে বলছি।"

সুহাস বলিল, "এখন আপাততঃ চেপে যাওয়াই ভাল। সুবিধের মধ্যে এক মাস এখন দুজনে দেখা-সাক্ষাৎ হবে না। দেখ না, তার মধ্যে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।"

"ঠিক বলেছ। এই জন্যেই কবি বলেছেন, গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ।"—বলিয়া বিপিন বাবু তাঁর গৃহিণীকে সখী-ভাবে একটু আদর করিলেন।

সুহাস উঠিয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। বিপিন বাবু তাহার অঞ্চল চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "কি সখী, পালাও কোথা?"

সুহাস বলিল, "সখা যে সারাদিনের উপবাসী। রান্না হ'ল কি না দেখতে যাচ্ছি।"—বলিয়া সে চলিয়া গেল।

বিপিন বাবু মনে মনে বলিলেন, "শুধু গৃহিণী সচিব সখী ও প্রিয়শিষ্যা নয়—সেবিকাও—অন্ততঃ বাঙ্গালীর ঘরে। আজ-

কাল ত শুনি কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন, ওটুকুও যোগ ক'রে দেওয়া তাঁর উচিত ছিল।

পরদিন প্রাতে বিপিন বাবু উঠিয়া চা পান করিতেছেন, এমন সময় সংবাদ পাইলেন, হীরালাল আসিয়াছে। বিপিন বাবু ভৃত্যকে বলিলেন, "বসাও গে, আমি এখনই আসছি।"

বিপিন বাবু বাহিরে গিয়া দেখিলেন, গলায় কাচা হীরালাল তাঁহার বৈঠকখানায় একটা চেয়ারের উপর কম্বল আসন বিছাইয়া বসিয়া আছে। বলিলেন, "এই যে, হীরুদা নিজেই এসে হাজির। আমি এখনই তোমাদের বাড়ী যাচ্ছিলাম যে!"

বিপিন বাবুকে দেখামাত্র হীরালালের চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। বিপিন বাবু তাহার কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া, তাহার পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া, ধরা গলায় বলিতে লাগিলেন, "কেঁদ না, কেঁদ না। ভাই, চুপ কর। তিনি পুণ্যবতী, তোমাদের রেখে স্বর্গে গেছেন, তার জন্যে কান্না কিসের?"

কিছুক্ষণ পরে হীরালাল একটু সামলাইয়া লইল। চোখ মুছিয়া ধরা গলায় বলিল, "শুনলাম, কাল বিকেলেই না কি বাড়ী এসেছ? কাল আমি শুনিনি, আজ সকালে মাত্র খবর পেলাম।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "কি করি ভায়া, রেবতীই ত ঠেলে ঠুলে আমায় পাঠিয়ে দিলে। বল্লে, তুমি যাও, এ বিপদের সময় তুমি তার কাছে থাকলে, তবু সে অনেকটা সান্ত্বনা পাবে। তাই চ'লে আসতে হ'ল। কেন, রেবতী কি তোমায় চিঠিতে কিছু লেখেনি?"

"না, আমি এসে অবধি তার ত মোটে একখানি চিঠি পেয়েছি।—তা-ও মা যখন বেঁচে ছিলেন। তুমি যে চ'লে এলে, সে বেচারী—"

বিপিন বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "তাকে দেখবার শোনবার লোক এখন হয়েছে সেখানে এক জন। নইলে কি আর এ ভাবে তাকে ফেলে আসি?"

"কে লোক?"

"এক পার্শী ভদ্রলোক, রেবতীর বন্ধু, তিনি দার্জ্জিলিঙে গিয়েছেন। এখন কিছু দিন সেখানে থাকবেন। রোজই প্রায় রেবতীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তাকে বেড়াতেও নিয়ে যান। তাই রেবতী নিজেই বলে, উনি ত রয়েছেন, আমায় দেখছেন শুনছেন, এখন তুমি স্বচ্ছন্দে চ'লে যেতে পার।"

এটুকু বলিতেই হইল, নচেৎ রেবতীকে একাকিনী ফেলিয়া আসার কৈফিয়ৎ কি? এ সম্ভাবনা বলা কিন্তু গত রাত্রে স্ত্রীর সহিত পরামর্শ কালে দুই জনের কাহারও মাথায় আসে নাই।

কিন্তু হীরালাল ছাড়িবে কেন? এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "পার্শী ভদ্রলোক, রেবতীর বন্ধু? কৈ, তার মুখে কোনও দিন ত কোনও পার্শীর কথা শুনিনি। নাম কি সে পার্শীর।"

"মিষ্টার হোর্ম্মসজী মানেকজী পেটিট। রেবতীর মুখেই শুনেছি —আমার সঙ্গে আলাপ হয় নি।—তবে চোখে তাকে দেখেছি বটে।"

"বয়স কত তার ?"

"বয়স ? এই বছর পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন হবে।"

বয়স শুনিয়া হীরালালের মুখের সংশয় ও অপ্রসন্নতার ভাব কিঞ্চিৎ লঘু হইল। বিপিন বাবু ইহা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে হাসিলেন।

তার পর হীরালাল একটি একটি করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল। উকীলে যেন সাক্ষীকে জেরা করিতেছে। উত্তরে, বিপিন বাবু ঘটনা-বিষয়ক কোনও কথা লুকাইলেন না, যাহা কিছু নিজে দেখিয়াছিলেন বা রেবতীর মুখে শুনিয়াছিলেন, সমস্তই বলিলেন। তবে নিজের কোনও মন্তব্য বা অনুমান তাহার সহিত যোগ করিলেন না।

হীরালাল খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। শেষে বলিল, "দেখ আমি আসবার আগের দিন রেবতী কৃষ্ণকান্তের উইল কোট করে বলেছিল—অদর্শনে কত বিষময় ফল ফলে।—তাই ফ'লে গেল নাকি ?"

বিপিন বাবু মনে মনে বলিলেন, "রোগ বিশেষে, বিষই অমৃতের কায করে।" মুখে বলিলেন, "কেন, তুমি কি মন্দ কিছু সন্দেহ কর নাকি হীরুদা ?"

হীরালাল বলিল, "তুমি কি কর না ?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "না নাঃ—সে একজন বুড়ো মানুষ !"

"তার মেম ম'রে গেছে বলছ !"

"তাতে কি হয়েছে ? মেম না থাকলেই যে মানুষ ও কায

করে, আর মেম থাকলেই যে করে না, এমন কিছু লেখাপড়া আছে কি? তোমার ত মেম ছিল।"

হীরালাল বলিল, "না ভাই, তুমি যাই বল আর যাই কও, আমার কিন্তু ভাল মনে হচ্ছে না। আচ্ছা, যে রাত্রে সেই দুর্ম্মুষজী না হোর্ম্মস্‌জী কি নাম বল্লে, তাকে খেতে নেমন্তন্ন করেছিল, সে রাত্রে তোমাকেও নেমন্তন্ন করতে কি বাধা ছিল তার, শুনি?—আর তোমাকে তাড়াতাড়ি ক'রে বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া, কি শুধু আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই? তার পর দেখ, চিঠিপত্রই বা সে বন্ধ করেছে কেন?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "কি জানি ভাই, আমার কোন বুদ্ধি খেলে না।"

হীরালাল বলিল, "নাঃ—তুমি কচি খোকাটি কি না!"

বিপিন বাবু হাসিয়া বলিলে "তোমার তুলনায় অন্ততঃ এ সব বিষয়ে আমি কচি খোকাটি বৈকি। ভাল কথা। রেবতীর কাছে তোমার কিছু টাকা ছিল?"

"ছিল বোধ হচ্চে।"

"কত টাকা?"

"অত হিসেব আমার মনে নেই। কেন?"

"আমার হাতে তোমার নব্বুইটি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। বলেছে আগেকার তোমার চল্লিশ টাকা তার কাছে ছিল, আর মাইনের পঞ্চাশ টাকা কলকাতা থেকে এসেছে। বোস ভাই টাকাটা এনে দিই।"—বলিয়া বিপিন বাবু উঠিয়া গিয়া

অন্তঃপুর হইতে নোটগুলি লইয়া আসিয়া হীরালালের হাতে দিলেন।

তার পর বিপিন বাবুর প্রশ্নে জননীর পীড়া, চিকিৎসা, শেষ অবস্থা ও সৎকার সম্বন্ধে সকল কথা হীরালাল তাঁহাকে জানাইল। ঘণ্টাখানেক পরে হীরালাল বাড়ী গেল।

দেখিতে দেখিতে শ্রাদ্ধের দিন আসিয়া পড়িল। বিশেষ কিছু ঘটাপটা হইল না—তথাপি হীরালাল বিপিন বাবুর কাছে কিঞ্চিৎ ঋণগ্রস্ত হইল।

শ্রাদ্ধের পরদিন হীরালাল রেবতীর একখানি ক্ষুদ্র পত্র পাইল। তাহাতেও লেখা ছিল—

"ভাই স্রোতের ফুল,

দার্জ্জিলিঙে আমার শরীর ভাল হইল না, তাই বোম্বাই চলিলাম। কিছু দিন পরে বিলাত যাইবার সম্ভাবনাও আছে। থিয়েটরের কর্ম্মে ইস্তফা দিয়াছি। কলিকাতায় আর ফিরিবার ইচ্ছা নাই। যে স্রোতে এবার ভাসিলাম, ইহজীবনে আর তোমার সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই। অতএব চিরবিদায়। ইতি

স্রোতের ফুল।"

এই পত্র যখন আসিল, তখন অপরাহ্ণকাল,—জ্ঞাতিভোজন-সমাধা করিয়া, হীরালাল একটু বিশ্রাম করিতেছিল। পত্রখানি পড়িয়া উহা বালিসের তলায় রাখিয়া, আবার চক্ষু মুদিল। কিন্তু ঘুমাইতে পারিল না।

খানিকক্ষণ ছটফট করিয়া হীরালাল উঠিল। বিপিন বাবুর বাড়ী গিয়া পত্রখানি তাঁহাকে দেখাইয়া বলিল,—"তুমি যে বল্‌তে না—না—সে সব কিছু নয়—এখন বুঝলে ত, আমি যা ভেবে-ছিলাম, তাই ঠিক কি না? টাকার লোভ সামলাতে না পেরে শেষে সেই দুর্ম্মুখজীর সঙ্গে ভেসে পড়েছে।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "তাই ত হে!"—তিনিও নিজেই যে গোড়া হইতে রেবতীকে সন্দেহ করিয়াছিলেন, এ কথা আজিও প্রকাশ করিলেন না। গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া হীরালাল বলিল, "কি ভাবছ? মনে করছ বোধ হয়, আমার বুকে দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্ব'লে উঠেছে?—কিছু না। বরং রেবতীকে আমি ধন্যবাদ দিচ্চি, তার কৃপায় একটা বিষয়ে আমার বিলক্ষণ রকম শিক্ষা হ'য়ে গেল।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "রবি বাবুর একটা লাইন খালি মনে পড়ছে—'শৃঙ্খল, বন্দীরে ছাড়ি আপনি পলা'য়ে গেছে,' দেখ, ঠিক তাই নয়? কিন্তু একটা কথা বলি ভাই, ভবিষ্যতে যদি আর কারু সঙ্গে প্রেম-ট্রেম কর, আমাকে আর তার কাছে নিয়ে যেও না,—আমি তাকে বৌদি ব'লে ডাকতেও পারবো না।"

হীরালাল বলিল, "আবার ন্যাড়া বেলতলায় যায়?"

"বউদিদিকে এ চিঠি দেখিয়েছ?"

"না, দেখাই নি।"

"যাও, দেখাও গে। এতদিন না হয় তাঁকে এড়িয়ে চলতে পেরে-

ছিলে, আজ ত পারবে না। নিয়মভঙ্গের রাতে স্বামি-স্ত্রীতে এক সঙ্গে থাকতে হয় জান ত ?"

হীরালাল একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "দেখিয়েই বা ফল কি হবে ? এ ঘটনার পর, আর কি আমি তার মনে—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া, হীরালাল আর বলিতে পারিল না। মুখ নত করিয়া বসিয়া রহিল।

বিপিন বাবু বলিলেন, "কোনও চিন্তা নেই, ভায়া। তোমার বউ হিঁদুর মেয়ে,—আর, ইব্‌সেনও পড়েনি। সময়ে এ ভাঙ্গা বেমালুম যোড়া লেগে যাবে দেখো।"

দুই দিন পরে, হীরালাল আবার বিপিন বাবুর নিকট আসিয়া বলিল, "এক হপ্তা পরে ত আমার ছুটি ফুরচ্চে। খুড়ীমারা বলছেন, বউকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে রাখতে।"

বিপিন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তোমাকে বিনা অভিভাবকে আবার ছেড়ে দিতে তাঁরা ভয় পাচ্ছেন বোধ হয় ?"

"তাই হবে। কিন্তু একশোটি টাকার উপর ভরসা ক'রে কলকাতায় পরিবার নিয়ে থাকা কি চল্‌বে ?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "কেন চলবে না, খুব চলবে। তবে, একটা গোটা বাড়ী নিয়ে, নবাবী ষ্টাইলে চলবে না বটে। গোটা পনর কি কুড়ি টাকাতে, গেরস্থ বাড়ীতে একটা ঘর একটা রান্না ঘর ভাড়া পাবে এখন। আর, তোমরা স্বামি-স্ত্রী দুটি প্রাণী, একটি বাচ্ছা—কতই খাবে ? না হয় চল্লিশ টাকা খাও—মেয়ের দুধটুধ শুদ্ধ। খুব চলবে। এ ভাল পরামর্শই খুড়ীমারা দিয়েছেন।"

"তাঁরা বলেছেন, মাসে তুমি আমাদের দশটা ক'রে টাকা পাঠিয়ে দিও, তা হলেই আমাদের বেশ চ'লে যাবে। পারব ?"

"খুব পারবে। দেখ, কাল কি পরশু আমায় কলকাতায় যেতে হচ্চে—একটা মোকদ্দমা সম্বন্ধে উকীলদের পরামর্শ নিতে হবে। যদি বল ত আমি তোমার জন্যে ঘর ঠিক ক'রে, তোমায় খবর দেবো,—তুমি এখান থেকে সস্ত্রীক রওয়ানা হয়ে গিয়ে সেখানে উঠবে। কি বল ?"

"তা হলে ত বেঁচে যাই, ভাই।"

যথা-পরামর্শ কার্য্য হইল। কলিকাতায় গিয়া বিপিন বাবু বড় রাস্তার ধারে ধারে ট্রাম-পোষ্টে হস্তলিখিত বিজ্ঞাপন দেখিয়া, কয়েকটা বাড়ীতে গিয়া ঘর দেখিলেন। একটি ঘর তাঁহার বেশ পছন্দ হইল। বাড়ীটি নিতান্ত গলির মধ্যে নহে। দ্বিতলে, দক্ষিণ খোলা, বেশ আলো বাতাস আছে, ঘরখানিও সুপরিসর—ছাদে রান্না ঘর, মাসিক ভাড়া ১৭৲ মাত্র।

যথাদিনে হীরালাল স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া হাওড়া ষ্টেশনে নামিল। বিপিন বাবু প্ল্যাটফর্ম্মে উপস্থিত ছিলেন। হীরালালকে সপরিবারে একটা ট্যাক্সিতে উঠাইয়া, নিজে অন্য ট্যাক্সিতে উঠিয়া পথ প্রদর্শন করিলেন। হীরালালকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া, দুই দিন পরে তিনি দেশে ফিরিয়া গেলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

নূতন ব্যাখ্যা

তিনটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। হীরালাল সেই থিয়েটারেই কর্ম্ম করিতেছে এবং সেই বাড়ীর সেই ঘরেই বাস করিতেছে। গত বৎসর পূজার পর হইতে তাহার কুড়িটি টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে।

একদিন দ্বিপ্রহরে হীরালাল আহারান্তে শয়নের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় দরজার কড়া নাড়িতে নাড়িতে কে হাঁকিল—"হীরালাল বাবু—হীরালাল বাবু—বাড়ী আছেন?"

হীরালাল জানালার নিকট দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

"রেজেষ্ট্রী আছে?"

"ওঃ, পিয়ন?—দাঁড়াও আসছি।"—বলিয়া হীরালাল নামিয়া গেল।

ডাকওয়ালা তাহার হাতে দিল, এক শত টাকার জন্য ইনসিওর করা, একটি বড় লেফাফা। কোণে লেখা আছে, "ফ্রম রেবতীসুন্দরী দাসী, ফ্ল্যাট নং ৩, সীতারাম বিল্ডিংস, নেপিয়ার রোড, বম্বে।"—প্রথমতঃ পত্রখানি বিপিন বাবুর কেয়ারে মাধবপুর গ্রামের ঠিকানায় গিয়াছিল, সে ঠিকানা কাটা এবং বিপিন বাবুর হস্তাক্ষরে বর্ত্তমান ঠিকানাটি লিখিত রহিয়াছে।

নাম দেখিয়া হীরালালের দেহ শিহরিয়া উঠিল। ব্যাপার কি?—এতদিন পরে?

কোনও মতে রসিদে সহি দিয়া পত্রখানি হস্তে হীরালাল নিজ-কক্ষে ফিরিয়া আসিল। কন্যা বিছানায় ঘুমাইতেছে,—সুরবালা তখনও ছাদে, আহার সারিয়া, রান্নাঘরের কায শেষ করিতেছিল।

কাঁচি দিয়া খাম কাটিয়া ভিতরের কাগজগুলি বাহির করিয়া হীরালাল দেখিল, রেজেষ্ট্রী আপিসের মোহরাদিযুক্ত একখানি দলিল, তাহার নামে বারো হাজার দুই শত বিয়াল্লিশ টাকার একখানি চেক, এবং একখানি ইংরাজী ও একখানি বাঙ্গালা চিঠি। শেষের খানি রেবতীর হস্তাক্ষরে। উইলখানি সংক্ষিপ্ত। তাহাতে লেখা আছে, কলিকাতা জয়মিত্রের লেনে আমার নিজ দ্বিতল বাড়ী, মায় সমস্ত আসবাব, মাধবপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত হীরালাল বসু মহাশয়কে আমি দান করিলাম। বোম্বাই সহরে সীতারাম বিল্ডিংসে আমার ফ্ল্যাটের আসবাব পত্র এবং আমার সমস্ত অলঙ্কারও আমি উক্ত হীরালাল বাবুকে দান করিলাম এবং আমার এটর্ণিগণের প্রতি উপদেশ দিয়া গেলাম, সে সমস্ত বিক্রয় করিয়া, খরচ বাদে টাকা তিনি হীরালাল বাবুকে পাঠাইয়া দিবেন।" সমস্ত সম্পত্তির মায় অলঙ্কারগুলির তফসিলও উইলের শেষে লিখিত রহিয়াছে।

সঙ্গের পত্রখানি এইরূপ :—

"প্রিয়তম,

তোমায় এ সম্ভাষণ করিতে আর আমার কোনও বাধা নাই—কারণ, এ পত্র যখন তুমি পড়িবে, আমি তখন ইহ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছি, আমার নশ্বর দেহের ভস্মাবশেষ আরব্য-সাগরের লবণাম্বুর সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। এই পত্রখানি আমার

এটর্ণিগণের আপিসে জমা থাকিবে এবং আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইলে উহা ডাকে দেওয়া হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছি।

তোমার জননী দেবীর স্বর্গারোহণের পর বিপিন বাবু দার্জ্জিলিঙ হইতে ফিরিয়া গিয়া আমার সম্বন্ধে যে সব খবর তোমায় দিয়া থাকিবেন, এবং শেষ পত্রে আমি তোমায় যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা হইতে তুমি অবশ্যই স্থির করিয়াছিলে যে, আমি তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি। না প্রিয়তম, না হৃদয়েশ্বর, আমি তাহা করি নাই। সতীর পতি সতীকে ফিরাইয়া দিয়া আসিয়া এ তিন বৎসরও আমি মনে প্রাণে তোমারই ছিলাম এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি তাহাই থাকিব। সে মুহূর্ত্ত আসিতেও আর অধিক বিলম্ব নাই। গত বৎসর হইতে আমি ক্ষয়-রোগে আক্রান্ত হইয়াছি। যত দূর বুঝিতেছি, এ পৃথিবীতে আমার মেয়াদ এক মাসের মধ্যেই ফুরাইয়া যাইবে।

তোমার সহিত এ বঞ্চনা করিয়াছিলাম কেন—আমি মন্দ এ ভুল বিশ্বাস ইচ্ছা করিয়াই তোমার মনে জন্মাইয়া দিয়াছিলাম কেন,—তাহা কি খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন আছে ?

মিষ্টার হোর্ম্মসজী এই বোম্বাই সহরে "ওরিয়েণ্টাল ফিল্ম সিণ্ডি-কেট" নামক বায়স্কোপের ছবি তোলার এক কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে থিয়েটরে আমার অভিনয় তিনি অনেকবার দেখিয়াছিলেন। আমি তাঁহার চলচ্চিত্রের কারখানায় চাকরী লইতে সম্মত আছি কি না, জানিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া,

আমার বাড়ী গিয়াছিলেন। সেখানে আমার ঠিকানা পাইয়া, আমায় যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহাও এই সঙ্গে তোমায় পাঠাইলাম। উত্তরে আমার সম্মতি তাঁহাকে আমি টেলিগ্রাম করিয়া জানাই। তার পর তিনি চুক্তিনামা লেখা-পড়া ও রেজেষ্ট্রী করিবার জন্য দার্জ্জিলিঙে আসেন। হোর্ম্মসজী সাহেব সচরাচর আমাকে কন্যা (বেটী) সম্বোধন করিতেন,—পত্রেও তাই করিয়াছিলেন, উহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।

আশা করি, এখন তুমি বিশ্বাস করিবে, আমাকে যত মন্দ তুমি ভাবিয়াছিলে, তত মন্দ আমি নই।

সুরবলোকে আমার ভালবাসা দিও। খুকীকে আমার ভালবাসা দিও—তাহাকে এ জীবনে যে আমি কোলে করিতে পাইলাম না, তাহাকে চুমো খাইতে পাইলাম না, এ দুঃখ আমার রহিয়া গেল।

আমার যাহা কিছু ছিল, তোমায় দিয়া গেলাম। যদিও এখানে আমি উচ্চ বেতন পাইতাম, তথাপি নগদ বেশী রাখিতে পারি নাই—ব্যয় বিষয়ে আমি কিরূপ অসংযমী তাহা তুমি জান।

পরলোক কি সত্যই আছে? যদি থাকে, তবে সেখানেও তোমার এই দাসী তোমার প্রতীক্ষায় থাকিবে। ইতি—

জীবনে মরণে তোমারই—
শ্রীমতী রেবতীসুন্দরী দাসী।"

পর দিন সন্ধ্যাবেলাই বিপিনবাবু আসিয়া হাজির। হীরালাল

খন বাড়ীতেই ছিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, এমন্ হঠাৎ যে!"

বিপিন বাবু বলিলেন, "ব্যাপার কি হে, রেবতীর কাছ থেকে রেজিষ্ট্রী চিঠি কি এল আবার? তাই জানবার জন্য এলাম—থাকতে পারলাম না।"

বিপিন বাবু চিঠি পড়িয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন—"ওঃ, কি ভুলটাই আমি করেছিলাম হে! ত্রিয়াশ্চরিত্রং শ্লোকটার মানে এত দিন আমি বুঝে এসেছিলাম, স্ত্রীলোক যে কত মন্দ হতে পারে তা দেবতারাও জানেন না। এখন দেখছি, ভুল বুঝেছিলাম। স্ত্রীলোকে যে কত মন্দ হতে পারে, সেটাও যেমন দেবতাদের অজ্ঞাত, আবার তারা কত উঁচু হতে পারে তাও হৃদয়ঙ্গম করা তেমনিই তাঁদের অসাধ্য।"

হীরালাল বলিল, "হ্যাঁ, এই নূতন ব্যাখ্যাই ঠিক ব্যাখ্যা বোধ হয়—আমার মনে ত লাগছে।"

ইহার পরেও হীরালাল বৎসর খানেক কলিকাতায় রহিল।

বিপিন বাবুর পরামর্শ অনুসারে রেবতীর বাড়ীখানি হীরালাল ধীরে সুস্থে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিল। বোম্বাইয়ের আসবাব ও অলঙ্কার বিক্রয়ের টাকা পূর্ব্বেই তাহার হস্তগত হইয়াছিল। সেই সব টাকায় এবং চেকের টাকায়, বিপিন বাবু তাহাকে একটি ক্ষুদ্র তালুক খরিদ করিয়া দিলেন। মাধবপুর হইতে অধিক দূরে নহে—আড়াই ক্রোশ মাত্র ব্যবধানে—সেই গ্রামের মালিক হইয়া, হীরালাল পৈতৃক ভিটায় বসবাস করিতে লাগিল। থিয়েটরের কর্ম্মে পূর্ব্বেই সে ইস্তফা দিয়াছিল।

'বিল্বমঙ্গল' ও 'তরুবালা'র রিহার্শাল তখন জোরে আরম্ভ হইল। প্রকাশ্য অভিনয়ের তিন দিন পূর্ব্বে বিপিনবাবু কলিকাতায় আসিয়া অমৃতলাল বসু মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দিলেন। বসু মহাশয়ও সানন্দে তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন,—বিপিন বাবুর সহিত মাধবপুরে গমন করিয়া, রিহার্শালে উপস্থিত থাকিয়া, নানা সদুপদেশে অভিনয়টি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া তুলিলেন। 'তরুবালা'য় হীরালালই 'অখিল' সাজিয়াছিল।

সমাপ্ত